ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৯ ভাগ। ৮ সংখ্যা। | ১ লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৮০৬ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

মাতঃ, তুমি প্রতিনিমেষে আমাদিগের এত পাপ গণনা করিতেছ, প্রত্যেক পাপ অনন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছ, অথচ তোমার প্রেম-মুখের একটু রূপান্তর বা ভাবান্তর হইল না, এ কি আশ্চর্য্য। জননি, আমরা তো এপ্রকার অবিকৃত মুখ সকল সময়ে রক্ষা করিতে পারি না। যেমন বায়ুমণ্ডল সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, আমাদিগের মুখমণ্ডল তেমনি নিরন্তর নানা কারণে নানা ভাব ধারণ করে। কখন শান্ত, কখন ঝড় বৃষ্টি উঠিয়া প্রলয় উপস্থিত হয়, আমাদিগের হৃদয়ের যে এই প্রকার গতি। মন সদা চঞ্চল, সুতরাং আমাদিগের ব্যবহারও অতীব চঞ্চল। মা, তুমি সদা স্থির, সদা শান্ত, নির্ব্বাণের অনন্ত জলধি হইয়া তোমার সন্তান-দিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, ঝড় বৃষ্টি তুফান ঝঞ্ঝা তোমাতে নাই, কি প্রকারে তোমার হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইবে তরঙ্গায়িত হইবে? যত তরঙ্গ আমাদিগেরই হৃদয়ে। আনন্দশান্তি-জলধি মাতঃ, তোমার সন্তান হইয়া আমার এ প্রকার বিপরীত স্বভাব কেন হইল? কে আমার সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আমাকে তোমার সন্তানত্ব হইতে বঞ্চিত করিল? মার মুখের প্রতিভা যে সন্তানের মুখে না পড়ে সে সন্তান নিতান্ত হতভাগ্য হয়, লোকে যে এই কথা বলিয়া থাকে তাহাতো মিথ্যা নয়। তোমার মুখের প্রতিমা যদি আমার হৃদয় হইতে আসিয়া আমার মুখ দিয়া জগতের নিকটে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে আমার এ জীবন ধারণ একান্ত বিফল। হে জননীর জননি, তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, আমাকে তোমার নির্ব্বাণজলধিতে এক বার নিমগ্ন করিয়া শান্ত হৃদয় করিয়া দাও যে আর আমার হৃদয় কোন প্রকারে তরঙ্গাধীন না হয়; সর্ব্বদা অবিকারী থাকিয়া জগতের নিকটে তোমার চির প্রশান্ত ভাব ও অক্ষুন্ন প্রেম প্রদর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং চিরসুখী হয়। হে নির্ব্বাণদাত্রি মা, তুমি আমার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর যে আমি তোমার মহিমা জগৎকে দেখাইয়া তোমার বিধানকে মহিমান্বিত করিতে সক্ষম হই।

আমাদের শাস্ত্রে ত্যাগ নাই।

প্রাচীন কালে এক জন আর এক জনকে ত্যাগ করিত, এবং ত্যাগের ব্যবস্থাও তত্তৎ-কালের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য আদিমাবস্থায় সকলকে আপনার প্রেম

দানে সমর্থ নহে। তখন প্রকৃতি, জনসমাজ এবং নিজের মানসিক অবস্থা তৎসম্বন্ধে প্রতিকূল, সুতরাং তাহাকে আত্মীয় অনাত্মীয় শত্রু মিত্র প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের ভেদ করিয়া চলিতে হইত। এই প্রকার ভেদ করিয়া চলিতে গিয়া এক সময়ে যাহারা আত্মীয় অন্য সময়ে তাহারা অনাত্মীয়, এক সময়ে যাহারা মিত্র অন্য সময়ে তাহারা শত্রু, এ প্রকারও করিতে হইয়াছে। বিরোধ বিবাদ অসম্মিলন, একের অপরের স্বত্ব হরণ ইত্যাদি যে কালের প্রধান লক্ষণ সে সময়ে এ প্রকার ঘটিবে কিছু বিচিত্র নহে।

মানবীয় ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বপ্রথমে সমরপ্রধান সময় ছিল। এ সময়ে মানবজাতি পরস্পরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত। সাংগ্রামিক সময়ে ভয়ের রাজ্য প্রীতির নহে, বলপ্রকাশ এ সময়ের প্রধান লক্ষণ। দুর্ব্বল হীনবলগণের এ সময়ে মৃত্যু বা চিরদাসত্ব। এমন কি বৃদ্ধগণেরও অনেক সময়ে পুত্র পৌত্রের নিকটে পর্য্যন্ত দয়া পাইবার আশা ছিল না। নিষ্ঠুর ব্যবহার এ সময়ের প্রশংসনীয় বীরত্ব। এ সময়ে পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তাহা অতি দুর্ব্বল। যেখানে নিয়ত শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়, প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পরিজনবর্গ পর্য্যন্ত অপরের হস্তগত হইবে আশঙ্কা, সেখানে পারিবারিক নিবন্ধন অস্থায়ী হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? যেখানে অস্থায়িত্বের ভাব নিতান্ত প্রবলতর সেখানে অল্প কারণে ত্যাগ নিতান্ত স্বাভাবিক। মহাভারতে তৎপূর্ব্ব সময়ের যে প্রকার বর্ণনা আছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে এ দেশ অন্য দেশ সমান ছিল বলা যাইতে পারে।

এ সময়ে বিনা কারণে অন্য দেশ আক্রমণ করিবার প্রথা যদিও প্রায় তিরোহিত হইয়াছে, তথাপি সামান্য কারণে পরস্পরের অধিকার হরণ করিবার প্রয়াস একটুও হ্রাস হয় নাই। অসভ্যকালোচিত প্রবৃত্তি যখন এখনও মনুষ্য সমাজকে পরিত্যাগ করে নাই, তখন এ প্রকার অবস্থা জনসমাজে এখনও থাকিবে বিচিত্র কি? এই প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই এখনও সকল জাতির মধ্যে পরস্পরকে ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা ও রীতি প্রচলিত আছে সুতরাং বলা যাইতে পারে প্রীতির সাম্রাজ্য এখনও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যদিও "শত্রুকে প্রীতি কর" এ উপদেশ বহু শত বর্ষ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তথাপি এখনও ইহা এই জন্যই জনহৃদয়ে স্থান পায় নাই। প্রীতির অগ্রে ক্ষমা আগমন করেন, যখন ক্ষমাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, তখন প্রীতির কথা দুরে।

নববিধান বর্ত্তমান কালে উপস্থিত, কিন্তু সুদূর ভবিষ্যৎ ইহার অধিকারের বিষয়। নববিধানের শাস্ত্র হইতে ত্যাগ শব্দ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। যাঁহারা নববিধান আশ্রয় করিবেন, তৎপ্রতি হৃদয়ের আনুগত্য সমর্পণ করিবেন, তাঁহাদিগের চিত্ত কাহাকেও ত্যাগ করিতে জানিবে না। স্বর্গীয় প্রীতি হৃদয়কে অধিকার না করিলে, পরিত্যাগের ভাব হইতে আপনাকে বিমুক্ত রাখা একেবারে অসম্ভব। স্বর্গীয় প্রীতি নির্ব্বাণের ভূমির উপরে সংস্থাপিত। যেখানে নির্ব্বাণ আইসে নাই, সেখানে এ প্রীতিরও প্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে যাহাকে প্রীতি বলে তাহা অন্যেতে তদনুরূপের ভাব আশ্রয় করিয়া উত্থিত হয়, সুতরাং অন্যেতে সে ভাবের অভাব হইলে বা অভাব অনুভূত হইলে, আর এ প্রীতি দাঁড়াইতে পারে না। নববিধানাশ্রিত হইয়া যদি আমরা এই প্রকার অস্থায়ী প্রেমের ভাব প্রদর্শন করি, তাহা হইলে এই এক ন্যূনতাই আমাদিগকে বলিয়া দিবে নাম মাত্র উহার আশ্রয় লইয়াছি, বস্তুতঃ নহে।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, আমাদিগের মন অপরের নিকটে অপমান লাভ করিয়া, তিরস্কৃত

'হইয়া, সর্ব্বথা অত্যাচারিত হইয়া প্রীতিদান করিতে সক্ষম কি না? যত প্রকারের আঘাত কেন প্রতিপক্ষ হইতে সমাগত হউক না, উহা আকাশে আহত বিষাক্ত শস্ত্রের ন্যায় কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইবে না, আমাদিগের হৃদয় কি এ প্রকার অবস্থাপন্ন হইয়াছে? অন্যায় ঘৃণা নিন্দা অবমাননাদির তীব্রতা বোধ থাকিবে না, একথা আমরা বলিতেছি না, কেন না এরূপ কঠোরতা স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু এই কথা বলিতেছি, আহত হৃদয় হইতে কালকূট বিষ বিনিঃসৃত হইবে না, কিন্তু হন্তার প্রতি অমৃত উদ্গিরণ করিবে। যদি কেহ এ ব্যাপারকে অস্বাভাবিক বলিতে সাহস করেন, তবে অনায়াসে বুঝা যায় তাঁহার হৃদয় নববিধান ভূমিতে আরূঢ় হয় নাই। এ স্বভাব দেবস্বভাব বলিয়া কেহ দোষবিমুক্ত হইতে পারেন না, কেন না মনুষ্যেতে দেবস্বভাব কিছু অস্বাভাবিক নহে বরং পশু স্বভাবের প্রাধান্য তাহার প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়াছে সপ্রমাণ করে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন হইবে, আমরা আত্মীয় অনাত্মীয় দেশীয় বিদেশীয়, পরিচিত অপরিচিত, শত্রু মিত্র কাহাকেও কোন কারণে পরিত্যাগ করিতে পারি না। মনুষ্যজীবনে এমন কোন পাপ নাই, যাহার জন্য আমরা কোন মনুষ্যকে ত্যাগ করিতে পারি। পাপশোধনের জন্য যদি আমরা কখন কাহাকেও শাসন করি, সে শাসন প্রেম সম্ভূত হইবে ক্রোধ বিদ্বেষ বা হিংসা সম্ভূত নহে। আমরা যাহাকে বা যাহাদিগকে শাসন করিব, তাহাদিগকে পক্ষপুটে এমনি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিব যে তাহাদিগের অধিকতর পতন না হইয়া পতিতাবস্থা হইতে পুনরুত্থান হইতে পারে। আমাদিগের বিধানে এ প্রকার দৃষ্টান্ত আছে, যাহাতে অতীব গর্হিত পাপাচরণ করিয়া কঠোর শাসনে বিধানপক্ষপুটে আচ্ছাদিত থাকিয়া পুনরায় শাসনার্হ ব্যক্তি পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিয়াছে। বিধান যখন দৃষ্টান্ত দ্বারা এরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইয়াছে, তখন আমরা অসম্ভব বলিয়া সর্ব্বাবস্থায় প্রীতি দান করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারি না। অপরিত্যাগ চির অপরিত্যাগ, ইহাই আমাদিগের শাস্ত্র। পরিত্যাগকে আমরা নরকের বস্তু বলিয়া জানি। যত দিন জীবন আছে, অন্যে পরিত্যাগ করিলেও আমরা কখন পরিত্যাগ করিব না, এ নির্ব্বন্ধ ছাড়িব না। কেন না এই নির্ব্বন্ধের উপরেই আমাদিগের নবজীবন নির্ভর করিতেছে।

সাধনের সহজ গতি।

যোগাচার্য্য স্বভাবকে সর্ব্বোপরি সাম্রাজ্য অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ, অথচ তাঁহার সমগ্র জীবন পাঠ করিয়া এরূপ বলা যায় না যে সাধন ভজন যোগাদির আড়ম্বর তাঁহার জীবনে ছিল। এ কথা সত্য যে, যোগাচার্য্যকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিগ্রহ করা হইয়াছে জন্য তাঁহার জীবনে সাধন প্রণালী লিখিত হয় নাই, তথাপি তিনি যে এ সম্বন্ধে আপনি নিয়ত স্বভাবকে অনুসরণ করিতেন ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। স্বভাবের অনুসরণ বলাতে ইহা বুঝায় না যে, কোন প্রকারের প্রয়াস ও কষ্ট সাধ্য সাধন কোন কালে গ্রহণ করিতে হইবে না। শরীর যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয়, স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করে, তখন তীব্র তীক্ষ্ণ ঔষধ পান যে প্রকার প্রয়োজন, অধ্যাত্ম যোগাবস্থায়ও তেমনি তীব্র সাধনের প্রয়োজন হয়। এ প্রকার সাধন তদবস্থায় অবস্থিতির জন্য নহে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাগমনের জন্য।

আমাদিগের প্রতিজনের স্বভাবে যে যে ভাব প্রধান ভাবে অবস্থিত তাহাদিগের উৎকর্ষ সাধনে সমধিক প্রয়াসের প্রয়োজন করে না। যে সকল ভাবের অভাব আছে, তাহার অর্জ্জনে

প্রথমে প্রয়াস কিন্তু পরিশেষে সহজ ভাবে পরিণতি, ইহাকেই আমরা সাধনের সহজ গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করি। প্রথমতঃ আমরা বীণা কি প্রকারে বাজাইতে হয় জানি না। যত্ন সহকারে আমাদিগকে বীণাবাদন শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু এক বার যখন আয়ত্ত হইয়া পড়ে, আর আমাদিগের কিছুমাত্র প্রয়াস করিতে হয় না, সহজে অঙ্গুলি তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া সুমধুর তান নিঃসৃত করে, তজ্জন্য মনের একটুও পরিশ্রম অনুভব হয় না, বরং তাহাতে আমোদ লাভ হয়; এবং অন্যবিধপরিশ্রমজনিত ক্লান্তি তদ্দ্বারা অপনীত হইয়া যায়। যাহা প্রথমে প্রয়াসসাধ্য পরিশেষে তাহা শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজ, ইহাই সাধনের সহজগতিসিদ্ধ। যাহা প্রথমে সহজে সিদ্ধ হয়, অল্পদিনের মধ্যে তিরোহিত হইয়া যায়, বহু প্রয়াসেও পুনরায় আয়ত্ত করা সুকঠিন হইয়া পড়ে, তাহাকে আমরা সাধনের বিপরীতগতি বলি। এই বিপরীত গতি সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। অলস সাধক মাত্রের সাধনের প্রণালী এই, তাঁহারা অতি প্রথম হইতে সেই প্রকার সাধন সকল অনুসরণ করেন যাহাতে তাঁহাদিগের চিত্তের রুচি হয়, এবং রুচি হয় বলিয়া সহজে অনুসরণ করিতে পারেন। এ প্রকার সাধনের ফল এই, কতক দিন তাঁহারা দিন দিন অগ্রসর হইতেছেন মনে করেন, কিন্তু যাই কোন প্রকার কঠোর পরীক্ষায় নিপতিত হন, অমনি পূর্ব্বপ্রণালীর সাধনের ব্যর্থতা বুঝিতে পারেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁহারা এই বিপরীত সাধন রীতি অবলম্বন করিয়া সাধনপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। সঙ্গীত কীর্ত্তনাদি উপায় বাহুল্যরূপে অবলম্বন করিয়া অনেকে সাধনের পথে অগ্রসর হন, ইহাতে ভাবোদয় হয়, সুখোদয় হয়, এবং অশ্রুপুলকাদিতে কৃতার্থ মনে করিয়া আপনাকে ভক্ত বলিয়া অভিমান হয়, কিন্তু জীবনের পথে সংসারসাগোরোত্থিত তরঙ্গের মুখে পড়িয়া যখন আত্মসংবরণ করিতে অসামর্থ্য জন্মে তখন পূর্ব্বানুষ্ঠান সকলের নিষ্ফলতা সহজে প্রতিপন্ন হয়।

সাধনের সহজ গতি কি? সর্ব্ব প্রথমে চরিত্রশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম। এ সম্বন্ধে কৃতকৃত্য না হইলে, পতনের সম্ভাবনা রহিয়া গেল। এই উপায়ে পুণ্য সিদ্ধ হইলে, তদুপরি ভাবোচ্ছ্বাস সাধকের জীবনকে কৃতার্থ করে, সুখী করে। এই ভূমি' নির্ব্বাণের ভূমি। যিনি এই ভূমি দিয়া গমন না করেন, তাঁহার প্রেমাদি কিছুই সিদ্ধি হয় না। ক্রোধী লোভী প্রভৃতির সে রাজ্যে গমন নিষেধ একথা সামান্য নহে। অগ্রে কণ্টকতুল্য, পরিশেষে পুষ্পমাল্য সদৃশ, ইহাই সাধনের স্বাভাবিক ক্রম। প্রথমে সাধনের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, পরিশেষে সাধক এমনই সহজ মানুষ হন যে, সকল লোকে আর তাঁহাকে সাধক বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হয় না। সাধকে বাল্যভাব এবং প্রথমত্তভাব উপস্থিত হইলে সরল ব্যবহার ও এক বিষয়ে গাঢ় অনুরাগ উপস্থিত হয়। ইহাতে বাহ্য উপায় হইতে উপায়ান্তরে ধাবিত হওয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, সদা নিমগ্ন ভাব হৃদয়ে সাম্রাজ্য করে। বালকের আচারব্যবহার সকলই সহজ এবং স্বাভাবিক, কোন প্রকার আড়ম্বর দ্বারা আচ্ছাদিত নহে। প্রমত্ত ব্যক্তি অন্যে কি বলিবে ভাবিবে কি হইবে কিছুই গণনা করে না, আপনি যাহাতে মত্ত নিয়ত তাহা লইয়াই আছে, কে হাসিল কে কি বলিল তৎপ্রতি দৃক্পাতও নাই। এ অবস্থায় সাধকেরও ভাব ঈদৃশ। সাধকে বালকও প্রমত্ত এক হইয়া গিয়াছে, কেন না বালকও প্রমত্ত এ দুইয়ের মধ্যে সমতা আছে।

আমরা চিরকাল সহজ ভাবের পক্ষপাতী, কোন প্রকার আড়ম্বর আমরা ভাল বাসি না। আপাততঃ দেখিতে জনসমাজ সম্পর্কে এ প্রকার ভাব হইতে একটি মহৎ অনিষ্ট উপস্থিত হয়,

যাঁহারা ধর্ম্ম সাধন করেন সাধক বলিয়া পরিগৃহীত, তাঁহাদিগের আচরণ সাধারণ লোকে অনুসরণ করিয়া থাকে। সাধকগণ সহজ স্বাভাবিক হইলে তাহারা শিক্ষণীয় কিছু তাঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে পায় না, সুতরাং আপনারা স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া পদে পদে প্রলোভনে ও পাপে নিপতিত হয়। ঈদৃশ অনিষ্টপাত আমরা নিয়ত অবলোকন করিয়াও সহজভাব পরিহারে কখন প্রস্তুত নই। সাধকত্ব প্রকাশ করা অপেক্ষা গোপন রাখা মধুরতা এবং ধর্ম্মসঙ্গত। ইহাতে আরও এক ফল এই আছে যে, যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু তাঁহারাই কেবল সাধকের মহত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হন, এবং সাধক নিয়ত তাঁহাদিগেরই লক্ষ্যস্থলে অবস্থিতি করেন। অন্যবিধ শত লোক অপেক্ষা ঈদৃশ যথার্থদর্শী দুজন লোকও আকাঙ্ক্ষার বিষয় ইহা কে না অবগত আছেন।

বুদ্ধ যথার্থই কি নিরীশ্বরবাদী।

বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে দুই পক্ষ দাঁড়াইয়াছেন। এক পক্ষ বলিতেছেন, বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী, অপর পক্ষ বলিতেছেন, তিনি সেশ্বরবাদী। আমরা চিরকাল মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি এবং চির দিন তাহাতেই থাকিব। আমাদিগের এ পথে সমুদায় বিবাদের মীমাংসা হইবে। আমাদিগের অবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করিবার কারণ উপস্থিত না হইলেও অদ্য আমরা এ প্রস্তাব বাধ্য হইয়া অবতারণ করিতেছি।

"ইয়ং পুনর্জনতা প্রসন্ন ব্রহ্ম তেন অধীস্ব প্রবর্ত্তয়ি চক্রম্।"

ললিতবিস্তরের ২৫ অধ্যায়স্থ এই গাথার টিপ্পনীতে "'ব্রহ্ম তেন অধীস্ব প্রবর্ত্তয়ি' ব্রহ্মাণি তেনাধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়িষ্যামি" এইরূপ ব্যাখ্যাত হওয়াতে আমরা যে প্রকার অর্থ বুঝিয়াছিলাম, বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিতকৃত তিব্বত ভাষায় অনুবাদিত ললিতবিস্তরের অনুবাদ তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং এই গাথার প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিবার জন্য আমাদিগকে ললিতবিস্তরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছে। এই পর্য্যালোচনা দ্বারা যাহা স্থির হইয়াছে অদ্য আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। এতদ্দ্বারা এই গাথা সম্বন্ধে সাধু অঘোর নাথ এবং আমাদিগের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বিপর্য্যস্ত হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত নহি। কেন না আমরা কোন কারণে সত্যের বিরোধে নিজ সংস্কারে বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহি না।

উপরিউক্ত অনুবাদ তিব্বত ভাষার অনুবাদ অবলম্বন করিয়া নিষ্পন্ন। সুতরাং বলা যাইতে পারে প্রাচীন বৌদ্ধ অনুবাদক এবং তাঁহার সম্প্রদায়স্থ লোকেরা যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কোন বাধা উপস্থিত না হইলে তাহাই গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। গাথায় "ব্রহ্ম" শব্দ যে অবস্থায় আছে, তাহাতে ক্লীবলিঙ্গ "ব্রহ্ম" শব্দ বলিয়া সহজে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ এটি ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মশব্দ নহে কেন না অন্যান্য অনেক গাথায় পুংলিঙ্গ ব্রহ্ম শব্দ ক্লীব লিঙ্গের আকারে আছে, যেমন, ষষ্ঠাধ্যায়ে "যতো গৃহীত্ব ব্রহ্ম ওজো বোধিসত্বোপনাময়ী।" ইত্যাদি। গাথার ভাষায় ব্রহ্মাস্থলে ব্রহ্ম গৃহীত্বাস্থলে গৃহীত্ব যথাস্থলে যথ ইত্যাদি অনেক স্থানে লক্ষিত হয়। অধিকন্তু,

"এবঞ্চ অয়ু ধর্ম্ম প্রাহ্য মে স্যাৎ স চ মম ব্রহ্ম ক্রমে নিপত্য যাচেৎ।"

এই অংশে আমাদিগের অবলম্বিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত সংস্কৃত ললিতবিস্তরে "স চ" স্থলে ব্যাখ্যায় "ত চ্চ" করা হইয়াছে, ইহাতে শ্লোকস্থ ব্রহ্মশব্দ ক্লীবলিঙ্গ নিষ্পন্ন হইয়া ভ্রম আরো বদ্ধমূল হইয়াছে। বস্তুতঃ এখানকার "স চ" এই পদ দ্বারা ব্রহ্ম শব্দ যে এখানে পুংলিঙ্গ তাহা স্পষ্ট অনুভব হইতেছে। এইরূপ লিঙ্গ পরিবর্ত্তনে "স চ ব্রহ্ম

(ব্রহ্মা) মম ক্রমে (পদে) নিপত্য যাচেৎ” এই রূপ অন্বয় দ্বারা অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এ অর্থ-নিষ্পত্তির অনুকূল সমুদায় অধ্যায়, কেন না তৎপরেই বর্ণিত আছে, দশত্রিসাহস্রমহাসাহস্রাধিপতি শিখী মহাব্রহ্মা বুদ্ধের আন্তরিক বিতর্ক বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন, তাঁহার পদবন্দনা করিলেন, এবং ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য একান্ত অনুনয় বিনয় করিলেন।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, আমাদিগের অবলম্বিত গ্রন্থের সম্পাদক দেশের সুপ্রসিদ্ধ বহুভাষাজ্ঞ এক জন বহুদর্শী পণ্ডিত, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির ভ্রম হইল কেন? এ ভ্রম তাঁহার, কি তাঁহার শিক্ষক পণ্ডিত বিশ্বনাথ শাস্ত্রী* মহোদয়ের, আমরা জানি না; কিন্তু এরূপ ভ্রম হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তৃক হৃদয়গ্রস্ত থাকা প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। “অধীস্থ” এই পদ দেখিলেই স্বভাবতঃ “ব্রহ্মাণি অধিষ্ঠায়” এই অর্থ উপস্থিত হয়। কোন হিন্দু এ প্রকার অর্থ না করিয়া থাকিতে পারেন না, কেন না তাঁহার পঠিত সকল শাস্ত্রেই এই প্রকার প্রয়োগের বাহুল্য। যদি ললিতবিস্তরের অন্যত্র এরূপ অর্থ না হইবার পক্ষে আমরা প্রমাণ না পাইতাম, তাহা হইলে এ অর্থ কিছুতেই অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইত না। ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,

“সব্রহ্মণা সহ সুরৈরধিষ্ঠো বর্ত্তয়াস্যা ইমং চক্রম্‌।”

“ব্রহ্মা এবং দেবগণ সহকারে অধিষ্ঠিত হইয়া এই চক্র প্রবর্ত্তিত করিবেন।” সুতরাং ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণ সহকারে একত্র হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনা বিষয়ে অভিলাষই পূর্ব্ব গাথায় অভিপ্রেত হইয়াছে।

এখন সকলে বলিবেন, আমরা একটি প্রসিদ্ধ গাথার অংশকে নিরীশ্বরবাদে (?) নিঃক্ষেপ করিয়া আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্ত সমূলে উৎপাটন করিলাম, এখন আর আমাদিগের মধ্যপথে দণ্ডায়মান থাকিবার উপায় নাই, এই উন্মূলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের এই মধ্যপথ ছাড়িতে হইতেছে। আমরা বলি, আমাদিগের অবলম্বিত পথ ও তদুচিত সিদ্ধান্ত এ অংশের রূপান্তর অর্থান্তরে কিছুমাত্র খণ্ডিত হয় নাই। কেন হয় নাই, আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিতেছি।

সমুদয় ললিতবিস্তরে আমাদিগের চক্ষে ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্ম শব্দ নিপতিত হয় নাই। সে কালে নির্গুণবাদ ছিল না, এ কথা বলা যায় না, কেন না পুরুষবাদের খণ্ডনকালে স্বয়ং বুদ্ধ বলিয়াছেন, “মূর্ত্তিং ন মূর্ত্তিমগুণং গুণিনং তথৈব।” “সেই পুরুষকে তাহারা মূর্ত্তি বলে অমূর্ত্তি বলে, অগুণ বলে গুণী বলে।” শাক্যকে আমরা যথার্থ নির্গুণবাদী বলি, এবং ইনি বর্ত্তমান অদ্বৈতবাদী নির্গুণবাদিগণের এক প্রকার জনক। ইনি ঋষিগণের নির্গুণবাদে সন্তুষ্ট হন নাই কেন না তাহা পুরুষেতে আরোপিত হইয়াছে। ত্রিবিজ্ঞ সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি শাক্যের সগুণপক্ষও ছিল। সে নির্দ্ধারণও কেন খণ্ডিত হইতেছে না, এ প্রস্তাব তাহাও প্রদর্শন করিবে।

শাক্যের সময়ে বর্ত্তমান ব্রহ্মবাদের প্রচার ছিল না, ইহা অনুমান করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। কেন না তৎকালের সাধকেরা আত্মশুদ্ধি হইলে উপাস্য বলিয়া যাঁহাদিগকে অবলম্বন করিতেন, তন্মধ্যে ব্রহ্ম উল্লিখিত হন নাই। ললিতবিস্তরের সপ্তদশ অধ্যায়ে তৎকালীন আর্য্যগণের উপাস্যও নমস্য মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু*, দেবী, কুমার, মাতৃকা, কাত্যা-

---

* শাস্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আলাপ ছিল, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যে আমাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে।

* নারায়ণ সেকালে নিত্যত্বাদির উপমাস্থল ছিলেন, ললিতবিস্তরের অনেক গাথায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপমাতেই বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্মাকে অধঃকরণ করিয়া নারায়ণের প্রাধান্য লাভের সময়ের তৎকালে উপক্রম হইয়াছিল।

য়নী, চন্দ্র, আদিত্য, বৈশ্রবণ, বরুণ, বাসব, অশ্বিন (অশ্বিনীকুমার?) নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, গরুড়, কিন্নর, মহোরগ, রাক্ষস, প্রেত ভূত, কুম্ভাণ্ড, পার্ষদ, গণপতি, পিশাচ, দেবর্ষি, রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষি উল্লিখিত হইয়াছে। ললিত বিস্তর এবং ত্রিবিজ্ঞ সূত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্মাই তৎকালে সর্ব্ব প্রধান উপাস্য ছিলেন। প্রাচীনকালে ব্রহ্মশব্দ সর্ব্বপ্রধান পুরুষ বুঝাইতে পুংলিঙ্গই ছিল, অথর্ব্ববেদ ইহার বিশেষ প্রমাণ স্থল

"যঃ শ্রমাৎ তপসোজাতো * লোকান্ সর্ব্বান্ সমানশে।
সোমং যশ্চক্রে কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥"
"যা ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্ যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥"

শাক্য প্রচলিত আর্য্যধর্ম্মের সংস্করণ করিতে উদিত হইলেন, সুতরাং তিনি প্রাচীন আর্য্যগণের পূজনীয় স্রষ্টা ব্রহ্মাকে অধঃকরণ করিয়া তৎস্থলে নির্গুণ চিন্মাত্রের প্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। এ বিষয়ে উপনিষৎ তাঁহাকে সাহায্য করে নাই ইহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু উপনিষৎ সকল তখনও সম্পূর্ণ বৈদিক ভূতবাদ ও দেববাদ হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে নাই, সুতরাং শাক্য যদি পূর্ব্ববুদ্ধগণের অনুসরণ না করিয়া নিজে উপনিষৎসকলের মিশ্রভাব পরিহার করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার উদ্ভাবকত্ব কিছু মাত্র লঘু হইতেছে না। কোন কোন উপনিষৎ বৈদিক দেবগণের অধঃকরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপাসনাবিষয়ক উপনিষৎ সমুদায় মিশ্রভাব রক্ষা করিয়াছে, ইহা কে না অবগত আছেন।

সে যাহা হউক, শাক্য সমুদায় জগৎ ও আত্মা উড়াইয়া দিয়া কিছুই রাখেন নাই তাহা নহে। তিনি যে "ধর্ম্মাকাশ" "চিদাকাশ" "অনন্তজ্ঞান" অবশেষ রাখিয়াছেন, তাহাতেই ঔপনিষদ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ স্পষ্ট নিহিত আছে। "ব্রহ্মভূত সুগতো নমোহস্তুতে" (৫ অ) "ব্রহ্মস্বয়ম্ভূতঃ" (১৫ অ) "মহাব্রহ্মভূতো বোধিসত্ত্বঃ" (১৯ অ) "ব্রাহ্মপুণ্যবলম্" (১৩ অ) ইত্যাদি বিশেষণ দেখাইয়া দিতেছে, তৎকালীন আর্য্যগণ স্বীয় উপাস্য ব্রহ্মাতে যে সকল মহাগুণ স্বীকার করিতেন, বুদ্ধেতে সেই সকল গুণের একতাজনিত তৎসহ অভিন্নতা বৌদ্ধগণ স্বীকার করিয়াছেন; এবং এইরূপে সগুণপক্ষ বৌদ্ধধর্ম্মে আসিয়া পড়িয়াছে। "সত্ত্বা দৃষ্টা যে ময়া বুদ্ধদৃষ্টা" শাক্যের এই উক্তিতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টির স্থল বুদ্ধদৃষ্টি অধিকার করিয়াছে। এই বুদ্ধ কেবল অনন্ত জ্ঞান মাত্র *।

বৈদিক সময়ে যেমন ব্রহ্ম শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত ছিল, পরে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনি পর সময়ে নির্ব্বাণ শব্দের পর্য্যায় রূপে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলতঃ শাক্য যদিও প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তথাপি তাহার সারভূত বিষয় সকল যে আত্মপ্রচারিত ধর্ম্মে নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ধর্ম্মচক্র "সর্ব্বধর্ম্মপ্রকৃতিস্বভাবসন্দর্শনবিভবচক্রম্" তাঁহার জ্ঞান "সর্ব্বধর্ম্মনির্ব্বিরোধিক" ইহা কিছু কথার কথা নহে। তিনি সমুদায় উড়াইয়া দিয়া যে এক চিদাকাশ ধর্ম্মাকাশ অবশেষ রাখিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার ধ্যান সমাধির বিষয় ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জিনগণাপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন।

"আস্ফানকঞ্চ ধ্যানং ধ্যায়েয়ং বজ্রকল্পদৃঢ়স্থানম্।
যদ্ধ্যানং ন সমর্থাঃ প্রত্যেকজিনাপি দর্শয়িতুম্॥"

"বজ্রকল্প দৃঢ়প্রতিষ্ঠ আস্ফানক ধ্যান ধ্যান

* ব্রহ্মার তপ হইতে জন্মগ্রহণ বেদসিদ্ধ। সুতরাং তপস্যার দ্বারা কেহ গুণাতীত হইলে ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবেন, ইহা বেদবিরুদ্ধ নহে। শাক্য তপস্যার পরাকাষ্ঠায় গমন করিয়া ব্রহ্মা হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন ইহা অতি স্বাভাবিক।

* "বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তংহি আকাশ বিপুলং সমম্"

করিব, যে ধ্যান প্রত্যেকজিনগণও দেখাইতে পারেন নাই।” আস্ফানক ধ্যান কি, শাক্যের আচরিত ধ্যানই প্রকাশ করিতেছে।

"কল্পং নো ন চ বিকল্পং ন চেঞ্জনা নাপি মনো প্রচারম্।
আকাশধাতুস্ফুরণং ধ্যায়ত্যাস্ফানকং ধ্যানম্॥"

“সঙ্কল্প নাই, বিকল্প নাই, চাঞ্চল্য নাই, ইতস্ততো গতি নাই, আকাশ মাত্র স্ফূর্ত্তি পায়, এইরূপ আস্ফানক ধ্যান ধ্যান করিলেন।” এই আস্ফানক ধ্যান তিনি কেবল নিজের জন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু এতদ্দ্বারা জগতের হিত হইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

"ন চ কেবলমাত্মার্থং ধ্যায়ত্যাস্ফানকংধ্যানম্।
অন্যত্র করুণচিত্তো ভাবিলোকস্য বিপুলার্থম্॥" ১৭ অ।

ধ্যান সমাধিতে শাক্য নির্গুণবাদী, স্বভাবে চরিত্রে জীবনে ব্যবহারে ও সাময়িক অনুষ্ঠানে সগুণবাদী, ইহা অতি সহজে সপ্রমাণ হয়। তিনি সৃষ্টি মিথ্যা মনে করিতেন সুতরাং স্রষ্টা মানিতেন না। এরূপ নিরীশ্বরবাদ সাধারণে যাহাকে নিরীশ্বরবাদ বলে তাহা নহে। কপিল সৃষ্টি সত্য মানিতেন অথচ স্রষ্টা ঈশ্বর মানেন নাই, ইহাতে তিনি যথার্থ নিরীশ্বরবাদী। সাধনদ্বারা ঈশ্বরত্ব লাভ মানিয়াও শাক্য এই জন্য কপিল হইতে স্বতন্ত্র।

"ভেষ্যা অহং হি রাজা ত্রিভবে দিবি ভুবি মহিতো
ঈশ্বর ধর্ম্মচক্রকরণো দশবলু বলবান্।
শৈষ্যশৈষ্যপুত্রনযুতৈঃ সতত সমিতমভিনতো
ধর্ম্মরতো রমিষ্য বিষয়ৈর্ন রমতি মম মনঃ॥" ২১ অ।

“আমি ত্রিভুবনে রাজা হইব, স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূজিত হইব, ঈশ্বর হইব, ধর্ম্মচক্রসংস্থাপক হইব, দশবলে বলীয়ান্ হইব, সহস্র সহস্র শিষ্য প্রশিষ্য এবং তৎপুত্রগণদ্বারা পরিবেষ্টিত ও বন্দিত হইব, ধর্ম্মানুরাগে আমি আনন্দিত হইব, বিষয়েতে আমার অনুরাগ নাই।” এইটি সগুণপক্ষ।

"আকাশসমত্বাত্তুচ্যতে অসঙ্গজ্ঞানবিষয়ানন্দমধ্যধর্ম্মধাতুগোচরজ্ঞানাভিজ্ঞাপ্রাপ্তত্বাৎ।" ২৬ অ।

“ইহাঁকে আকাশসম বলে, কেন না অসঙ্গজ্ঞানবিষয়ক ইহাঁর আনন্দ এবং ইনি মধ্যধর্ম্মগোচর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন” ইত্যাদি নির্গুণ পক্ষ। আমাদিগের প্রবন্ধ প্রমাণাতিরিক্ত হইল, সুতরাং আমরা এই বলিয়া নিবৃত্ত হই, শাক্যসম্বন্ধে সেশ্বর বা নিরীশ্বরবাদের কথা উঠিতে পারে না। তিনি যোগে নির্গুণ চিন্ময়বাদী, ব্যবহারিকাবস্থায় ব্রহ্মভূতবাদী অর্থাৎ সগুণেশ্বর সহ অভিন্নভাবে স্থিত্যভিমানী ছিলেন। এরূপ হইয়াও তিনি অহম্‌কে উড়াইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিগণ হইতে স্বতন্ত্র।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

তত্ত্বসন্দর্ভে প্রমাণ কি ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া লিখিত হইয়াছে—

"তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়দুষ্টত্বাৎ সুতরামলৌকিকাচিন্ত্যস্বভাববস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি। অতস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধসর্ব্বপুরুষপরম্পরাসু সকললৌকিকালৌকিকজ্ঞাননিদানত্বাৎ, অপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদ এব সর্ব্বাতীতসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্।"

'মনুষ্য মাত্রে ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয় আছে, সুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্যস্বভাব বস্তু স্পর্শ করিতে যোগ্য নহে। তাহার প্রত্যক্ষ অনুমানাদিও এ জন্য সদোষ, অতএব সে সকল প্রমাণ নয়। অনাদিসিদ্ধ সমুদায় পুরুষ পরম্পরাতে সকল লৌকিক এবং অলৌকিক জ্ঞানের কারণ জন্য অপ্রাকৃতবাক্য বেদই, সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সকলের অচিন্ত্য, আশ্চর্য্যস্বভাব বস্তু যাঁহারা অবগত হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রমাণ"।

"তত্র চ বেদশব্দস্য সম্প্রতি দুষ্পারত্বাৎ দুরধিগমার্থত্বাচ্চ তদর্থনির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পরবিরোধাৎ বেদরূপো বেদার্থনির্ণায়কশ্চেতিহাসপুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ। তত্রচ যো বা বেদশব্দো নাত্মবিদিতঃ সোঽপি তদ্দৃষ্ট্যানুমেয় এবেতি সংপ্রতি তস্যৈব প্রমোৎপাদকত্বং স্থিতম্।"

"সম্প্রতি বেদ দুষ্পার এবং অবুধ্য, যে সকল মুনি তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পরস্পর মতবিরোধ। সুতরাং বেদস্বরূপ বেদার্থনির্ণায়ক ইতিহাস

পুরাণরূপ শব্দই বিচারের বিষয়। এস্থলে যে বেদশব্দ নিজের জানা নাই তাহাও তদ্দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে, সুতরাং সম্প্রতি তাহারই প্রমাউৎপাদকত্ব স্থির হইতেছে।" মনুষ্যে ভ্রমপ্রমাদ আছে, সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সদোষ, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরাবির্ভাবে মনুষ্যহৃদয় অলৌকিকজ্ঞানসম্পন্ন হইলে বেদসমুদ্ভূত হয়, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বেদে যাহা নাই তাহার পরিপূরণ হয়, ইহা চিরসত্য।

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েদিতি। পুরাণাৎ পুরাণঞ্চেতি চান্যত্র। নচাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি, ন হ্যপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণান্য পূরণং যুজ্যতে"

"ইতিহাস পুরাণদ্বারা বেদকে পরিবর্দ্ধিত করিবে, পুরাণ হইতে পুরাণকে। বেদ কখন অবেদদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। অপরিপূর্ণ কনকবলয় সীসকদ্বারা পূরণ করা কখন যুক্ত নয়।" এইরূপ ক্রমান্বয়ে বেদের পর পুরাণ পুরাণের পর পুরাণান্তর কি সম্ভবপর নহে? সম্ভব পর। কেন না পুরাণের কখন বিচ্ছেদ নাই। মৎস্যপুরাণে ভগবদুক্তিতে কথিত আছে, "কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ। ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥" "কালে লোকে পুরাণ গ্রহণ করিবে না জানিয়া যুগে যুগে আমি ব্যাসরূপে পুরাণ সংগ্রহ করি।" ব্যাস এক জন নহেন, যুগে যুগে যিনিই ঈশ্বরের বিধানাধীন হইয়া শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তিনিই ব্যাস। বিষ্ণু পুরাণে পরাশর বলিয়াছেন "যথা তু তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা। বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যাসৈরন্যৈস্তথা ময়া॥" সেই বেদব্যাস যেমন বেদ বিভাগ করিয়াছেন, তেমনি অন্যান্য ব্যাস এবং আমি অবিভক্ত বেদ লইয়া বিভাগ করিয়াছি।" পুরাণ কোথা হইতে সমুৎপন্ন, ব্যাসের হৃদয়াকাশ হইতে, এবং সেখান হইতেই ইহার পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব। "ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ। অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতান্যুরীকৃত্য গৃহাদিব॥" "ব্যাসের চিত্তস্থিত আকাশ হইতে প্রকাশিত কতক গুলি পুরাণ যেন গৃহ হইতে প্রাপ্ত এইরূপ ভাবে অপরে ব্যবহার করিয়া থাকে।" "নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরম্ "অদ্যাপ্যমর্ত্যলোকে তৎ শতকোটি প্রবিস্তরম্।" ব্রহ্মলোকে নিত্য শব্দময় সুবিস্তৃত শতকোটি পুরাণ বিদ্যমান, সুতরাং যথাসময় ক্রমে এই সকলের পৃথিবীতে প্রাদুর্ভাব দেশীয় শাস্ত্রসম্মত।

শ্রীআচার্য্য দেবের প্রার্থনা।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

হে দয়াল হরি, হে মুক্তি প্রদাতা, তোমাকেত চিনিলাম, কিছু কিছু বুঝিলাম। কিন্তু ঐ জীবটা কে? এর নাম কি? কোথায় থাকে? এ আমার কে হয়? একে আমি কি করিব? কেমনে এর সঙ্গে থাকিব? এ সকল জানিলাম না, অথচ জীবনপ্রদীপ প্রায় নিবে এল। ভ্রান্ত সাধকেরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে তোমাকে ভাবে, ভালবাসে; জীবকে তুচ্ছ করে, ভাবে না, প্রেম করে না। খালি তোমাতে স্বর্গ কল্পনা করে; আর জীবেতে নরক কল্পনা করে। তারা তোমায় পায়; কিন্তু ঠিক তোমায় পায় না। তুমি সন্তানকোলে জননী। তোমার ছেলেকে কেটে, তোমার কোল শূন্য কোরে, তোমাকে নিলে তুমি সন্তুষ্ট নও। তুমি জীবেতে, জীব তোমাতে, কাট্‌ব কাকে? জীবকে কাট্‌তে গেলে তোমার খানিকটা কেটে যায়। জীব তোমাপেক্ষা শক্ত, তোমাকে বোঝা যায়, জীবকে বোঝা যায় না। একটা শরীরের খোসার ভিতরে গুপ্ত ব্রহ্মখণ্ড। এটাকে মারি, তাড়াই, না হয় এতে মায়াবদ্ধ হই। জগদীশ, তুমি বল এ সবই চিত্তবিকার। যে যোগী, সে আমাতে যোগী, জীবে যোগী। ভগবান্, পরস্পরে যোগ হোল না? কেবল হরিযোগ? আমরা, ভগবান্, বড়লোক হ'য়ে জীবকে তুচ্ছ করি। তবে ভগবান্ তুমি চাঁড়ালের ঘরে রাঁধুনি হও কেন? আমরা কি তোমার চেয়েও বড়? তুমি জীবের ঘরে চাকরী কর। তুমি পূর্ণ মাত্রায় পার, তুমি পূর্ণ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কেন অর্দ্ধেখানা চাকরি করি না? তুমি ছেলের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছ, আমি কতকটা মিশি না কেন? জগদীশ, যোগটা কি অপূর্ণ থাকিবে? জীবে, ব্রহ্মে, সাধকে মিশে যায় না কেন? যখন যোগে বস্‌ব তখন দেখ্‌ব সমস্ত মানব আমাতে, আর আমি তোমাতে। মা, যখন যোগের সাগরে ডুবিব, তখন একলা ডুবিব না, সকল পৃথিবীকে নিয়ে ডুব্‌ব। যদি স্নান করব, তবে একলা কেন করিব মা? সকল বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে ঝুপ্ করে তোমার প্রেমসরোবরে ঝাঁপ দিব। আঁধার ঘরে চোক বুঁজে থাকার যোগ আমি মানি না। তার চেয়ে চুপ করে থাকলেওত হয়, গাঁজা খেয়ে বসে থাকলেত হয়। স্বপ্নের অবস্থায়, আহা কেমন সুখ! কেমন হরিযোগ! এ কথা বলা আমি চাই না, আমি সত্যযোগ চাই। তোমাতে যখন ডুবিব, দেখিব বুক ভরা জগৎ। ভাই বন্ধু, স্বদেশ বিদেশ বন, উপবন, শত্রু, মিত্র, প্রভু, দাস, চিনি যেমন জলে গুলে যায় আমরা তেমনি করে তোমাতে এক হয়ে গিয়াছি। আমি জগৎকে ভাল বাসি, কাকেও ছাড়তে পারি না, আমাকেও ছাড়িতে কেহ পারে না। ছোট প্রেম কাহাকেও আমি দিতে পারি না। সকলে বলে, সমগ্র প্রেম নিতে চাই। ভাল বাসিয়াছি পরিবারকে, সে বলে আরো ভাল বাস। ভাল বাসিয়াছি বন্ধুকে সে বলে এতে হয় না। ভাল বাসিয়াছি দেশকে, সে বলে আরো দেশানুরাগ চাই। কত উপকার করেছি পৃথিবীর, সে বলে এ

হলো না। বলে আমাকে বুক পেতে দে দেখি, আমার সঙ্গে একখানা হয়ে যা দেখি। ঠাকুর তুমি যা বল, তোমার জীবও তাই শিখেছে। সমস্ত চায়। ঘর, বাড়ী, ধন, মান সব চায়। ঠাকুর আগেত এ জান্‌তাম না। আগে মনে করেছিলাম তোমার পায়ে দুটো ফুল ফেলে দিলেই হলো, আদি ব্রাহ্মসমাজে এই শিখেছিলাম। এখন অনাদিব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে দেখি এক হয়ে যেতে হবে। তাও ভাবিলাম ভগবানের সঙ্গে এক হব, ভালইত, বড়লোক হয়ে যাব। এ আবার তাও নয়, পাপী চণ্ডাল শত্রু মিত্র সবার সঙ্গে এক হইতে হবে। ঠাকুর, তবে একটা যোগের সমুদ্র কেটে দাও, তাতে সবাই ডুবি। আমি ডুবি, তুমি ডোব, জীব ডুবুক। তা না হলে ত আর যোগ হয় না। মা, সেই রাগ, সেই হিংসা, সেই প্রতিশোধ ইচ্ছা এখনো আছে। মা, তোমার বাটীতে এসেও ঐ গোল? তবে মধ্যে একটা কোথাও গোল আছে। বুঝেছি গোল কোথায়। জীবতত্ত্ব বই খানা পড়া হয় নাই। সে বই খানা আমাদের স্কুলে ছিল না, অথবা যে শ্রেণীতে ছিল আমরা তা ডিঙ্গিয়ে এসেছি। পড়া হয় নাই, এখন উপায়? এখন ত পণ্ডিতের সর্ব্বনাশ। বই খানা পড়া আগে উচিত ছিল। জীবের গায় হাত দিয়ে কেন দেখলে না তাতে ব্রহ্মতেজ আছে কি না। ও ঠাকুর, তোমার কাছে যেতে সবাই চায়, বড়মানুষির জন্য। জীবের কাছে কেহ যেতে চায় না। জীবে যদি তোমায় না দেখলাম, তবে আর হলো কি? নিত্য ব্রহ্ম দেখেও যে সুখ, সাধুতে ব্রহ্ম দেখেও সেই সুখ মা, জীবের বুকটা চিরে দাও, দেখি কেমন করে তুমি বসে আছ। তার পর তাকে দেখে, খেয়ে হজম করে ফেলি। দয়াময়ী আশীর্ব্বাদ কর, জীবে ব্রহ্মে যেন ভেদাভেদ দেখিতে না পাই। মা, আর যেন জীবকে ঘৃণা না করি। মা, তোমাকেও নেব, তোমার ছেলেকেও নেব। তিন জনে, (তোমাতে জীবেতে আমাতে) এক হয়ে ভক্তির সহিত তোমার চরণ বন্দনা করিব।

কুটীর।

বৃহস্পতিবার, ১৬ বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, নিগুর্ণের নিকটে আসিয়াছ, কিন্তু এখানে থাকিবার জন্য নহে সগুণের নিকট উপনীত হইতে হইবে। নিগুর্ণ সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে। এই অন্ধকার সাধনদ্বারা মনকে নিগুর্ণের নিকট উপস্থিত করা যায়। কেবল সত্তামাত্র উপলব্ধি ইহাকেই বলে নিগুর্ণ সাধন। "আমি আছি" এই উপাধিধারী যিনি তিনি নিগুর্ণ। নিগুর্ণের অর্থ কি গুণশূন্য? না। নিগুর্ণের অর্থ কি কখনও গুণশূন্য? না। যিনি গুণাকর কখনও তাঁহার গুণের অভাব হইতে পারে না। তবে নিগুর্ণ কেন বলি? যাঁহার গুণ এখনও সাধকের ধারণ করিবার সময় হয় নাই। সত্তামাত্র ধারণ করা যোগের আরম্ভ। সেই সত্তা কি? এই যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া আছে গভীর অন্ধকার, ইহার মধ্যে "তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ" এই বলিয়া যে ঈশ্বরের সত্তা অবধারণ, অবলোকন এবং সম্ভোগ করা, ইহাই সত্তাসাধন। কেবল যিনি এই সত্তাটী উপলব্ধি করেন, তিনি নিগুর্ণ সাধক। গুণ আছে তাঁহার কিন্তু নিগুর্ণ সাধক তাহা দেখিতেছেন না। নিগুর্ণ সাধনের সময়, "তিনি আছেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন" এই ভাবটি খুব সাধন করিতে হইবে। "তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ" এই সত্য বারংবার বলিতে বলিতে সত্তার উপলব্ধি উজ্জ্বলতর হয়। এই সত্তা উপলব্ধি করিলে কি কি ভাবের উদয় হয়? গাম্ভীর্য্য ইহার অনুরূপ ভাব। "এই যে তুমি আছ, এই যে তুমি আছ, এই যে তুমি আছ," এইরূপে যত সেই সত্তা দেখিব, সেই সত্তা ভাবিব, ততই শরীর মন গম্ভীর হইবে, শিথিলতা যাইবে, শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। এই নিগুর্ণ সত্তা সাধকের মনের উপরে আপনার রাজ্য স্থাপন করিবার পর ঈশ্বরের গুণসম্পন্ন স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু প্রথমতঃ সত্তাতে নিঃসংশয় হওয়া চাই। ঈশ্বর আছেন এই সত্যে প্রত্যয়কে দর্শনরূপে পরিণত করিতে হইবে। সৎ তিনি ইহা জানিয়া গম্ভীর হও। সৎশব্দে বিশ্বাস হৃদয়ঙ্গম কর। অন্ধকারের যে দিকে তাকাও কেবল সৎ, এই নিগুর্ণ স্বরূপ দেখিবে। অন্য গুণ ভাবিবার সময় নহে। এই অন্ধকারেই নিগুর্ণ ঈশ্বর। গুণাধার হইয়াও কেবল সত্তারূপে প্রকাশিত। এই সত্তা কেমন করিয়া সগুণভাবে প্রকাশিত হইবে, পরে বর্ণিত হইবে।

মন পাত্র ব্রহ্ম সত্তারূপ বারিদ্বারা পূর্ণ, গম্ভীর। জলের গুণ আছে কি না, মিষ্ট কি তিক্ত, পরে প্রকাশিত হয়, শূন্য পাত্রের ন্যায় কর্কশ শব্দ করে না। নিগুর্ণ উপাসনা দ্বারা এই ফল হয়।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

নিগুর্ণাত্তু বিনিষ্ক্রম্য সমীপে সগুণস্য চ।
উপনেতুং নিগুর্ণস্য সাধকো নিকটস্থিতঃ॥ ১॥
নৈতচ্ছ্রেষ্ঠতমং জ্ঞেয়ং নৈগুর্ণ্যসাধনং ত্বয়া।
সত্তামাত্রোপলব্ধিং হি নৈগুর্ণ্যসাধনং বিদুঃ॥ ২॥
অহমস্মীতি নামায়ং নিগুর্ণঃ পুরুষঃ পরঃ।
ন নিগুর্ণো গুণাধারো ন ধ্রুবঃ সাধকৈর্গুণঃ॥ ৩॥

গভীরেণান্ধকারেণ প্রচ্ছন্নে হৃদয়ে হি যৎ।
"তমসি" "তমসী"ত্যান্যা বাচো বাহয়ন্মুহুঃ ॥ ৪ ॥
সত্তাবধারণং তস্যালোকনং ভোগ এব চ।
সত্তায়াঃ সাধনং তস্য সাধকো নির্গুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥
নির্গুণারাধকৈঃ "সোঽহমস্মীতি" সদামুত্তমম্।
মুহুরুচ্চারিতং যেষাং সত্তোপলব্ধিরুজ্জ্বলা ॥ ৬ ॥
গাম্ভীর্য্যং দেহমনসোঃ শৈথিল্যাভাব এব চ।
রোমাঞ্চ ইতি বিজ্ঞেয়া অনুভাবাস্তদা বুধৈঃ ॥ ৭ ॥
সত্তাধিকৃতচিত্তস্য স্বরূপং গুণসংযুতম্।
আবির্ভবতি কিন্ত্বগ্রে তত্র নিঃসংশয়ো ভবেৎ ॥ ৮ ॥
আদ্যং প্রয়োজনং তস্যাং জ্ঞানং নিঃসংশয়ং বিভুঃ।
সোঽহমস্মীতি সদাং তদ্দর্শনে পরিণাময়েৎ ॥ ৯ ॥
গাম্ভীর্য্যং ব্রজ সজ্জন্তা তং তচ্ছন্দে চ নিত্যদা।
হৃদয়ঙ্গমমগ্রাত্র কুরু বিশ্বাসমেব চ ॥ ১০ ॥
তত্তাবভাবিতঃ সাধু যাং দিশং তমস ক্বয়ে।
অবলোকিষ্যসে প্রেক্ষিষ সে নির্গুণমীশ্বরম্ ॥ ১১ ॥
কালোঽয়ং ন গুণানন্যান্ সঞ্চারয়িতুমেব তে।
গুণাবির্ভাব এবাস্যাং সত্তায়াস্তু ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥
অম্বাদিরসো বারিপূর্ণোঽহরাবী ঘটো যথা।
মনঃপাত্রে ব্রহ্মসত্তা তথা জ্ঞেয়াঽত্র সাধকে ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে নির্গুণ সাধনং নাম সপ্তদশমুপনিষৎসু চত্বারিংশত্তমমনুশাসনম্।

কুটীর সোমবার ২০ বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, সৌভাগ্য তোমার যে তুমি ভক্তির পথ ধারণ করিয়াছ। কেন না ভক্তির পথে তুমি দুই বলের সাহায্য পাইতেছ। এক বলই যথেষ্ট। সৌভাগ্য তোমার যে তুমি দুই বল পাইতেছ। পরসেবা করিবার জন্য পরের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য দুই বল তোমার সহায় হইতেছে। এক আন্তরিক প্রেমের বেগ, দ্বিতীয় পর সেবাতেই আমার পরিত্রাণ, ইহাতে বিশ্বাস। যেমন মাতার সন্তানের প্রতি এবং ভাই ভগ্নীদিগের পরস্পরের প্রতি স্নেহ মমতা স্বাভাবিক এবং প্রবল, সেইরূপ ঈশ্বর সন্তানের প্রতি ভক্তের প্রেমের টান স্বাভাবিক এবং প্রবল। এই প্রেমের বেগের সহিত, এই প্রগাঢ় সুমিষ্ট ভালবাসার সহিত পর সেবা কর, পরের মঙ্গল সাধন কর, ইহাতে তুমি অনেক বল পাইবে। যখন প্রেমের টান হইবে তখন ভাই ভগ্নীদিগের জন্য তুমি এত যত্ন করিবে যে তাহা দেখিয়া তুমি আপনি আশ্চর্য্য হইবে। এমন দুর্ব্বল শরীর লইয়া কিরূপে আমি এত কার্য্য করিলাম ইহা ভাবিয়া তুমি চমৎকৃত হইবে। এ সকলই ঈশ্বর করিয়া লইবেন। কিন্তু সেই মমতা যদি না থাকে, দেখিবে পরসেবা করিতে হয়ত অন্তরে ইচ্ছা নাই অথবা অল্প অল্প ইচ্ছা থাকিলে বল নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে যাহাতে সেই প্রেমের বেগ এবং প্রগাঢ়তা লাভ করিতে পার তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। প্রেম নদীর এই বেগ. ইহাতে যদি আর এক নদী সংযুক্ত হয়, সেই সংযোগ হইতে এত বল উৎপন্ন হয় যে আর ভক্তের পক্ষে কোন বিঘ্ন বাধা থাকিতে পারে না। সেইটী পরিত্রাণ পাওয়ার আশা এবং বিশ্বাস এই যে. ঈশ্বর সন্তানদিগের সেবা করিতেছি ইহাতে, আমার পরিত্রাণ হইবে। এই বিশ্বাস থাকিলে মানুষ সকল প্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া নিতান্ত কঠোর ব্রত পালন অথবা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ক্ষুধিতকে অন্ন এবং তৃষিতকে জল দান করিলে পরলোকে আমার সদ্গতি হইবে ইহাতে খাটি বিশ্বাস হইলে আর পরসেবায় বিলম্ব করিতে পারি না। পরোপকার করিতেছি, অতএব আমি শ্রেষ্ঠ এইরূপ অহঙ্কার করিলে কখনও পরসেবা করিবার জন্য সে প্রকার ব্যস্ততা হয় না। পরের পদধূলি লইয়া পরসেবা না করিলে আমার পরিত্রাণ নাই.পরসেবাতে এরূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের স্ফুরণ না দেখিলে যথার্থ পরসেবা হয় না। এক জনের জন্য একটী শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলে, এক জনকে কিছু লিখিয়া দিলে, কিংবা কাহাকেও একখানি পুস্তক আনিয়া দিলে,ইহাতে যদি আঃ বলিয়া শরীর মন না জুড়ায়, এবং সাক্ষাৎ নগদ বর্ত্তমান পরিত্রাণ পাইলে ভাবী বিষয় নহে. এরূপ মনে করিতে না পার তবে জানিও অন্তরে পর সেবার ভাব আসে নাই। এইরূপ বিশ্বাস এবং এইরূপ প্রেমের সহিত তুমি যদি একটি অতি সামান্য কার্য্য কর তাহাও তোমার পরিত্রাণ হইয়া আসিবে এবং পরলোকের সম্বল হইয়া থাকিবে। কতক গুলি লোক, যেমন মাতা এবং ভাই ভগ্নী, প্রবল স্বাভাবিক স্নেহের উত্তেজনায় পরসেবা করে। আর এক শ্রেণীর লোক কেবল পরিত্রাণ হবে এই বিশ্বাসে ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিয়াও পরসেবা করে তাহাদের তেমন গাঢ় অনুরাগ নাই। কিন্তু হে ভক্তি পথাবলম্বী, তোমার জীবনে দুই নদীর যোগ হইবে। ভাল বাসায় অধীর হইয়া তুমি পরসেবা করিবে। কিন্তু কেবল ভালবাসাতে ভক্ত কৃতার্থ হইতে পারে না। পরসেবা করিলে আমার পরিত্রাণ হইবে এই বিশ্বাসে সে বিনীত হৃদয়ে পরসেবা করে। ভক্তবৎসলের আজ্ঞানুসারে জগতের সকলকে প্রেম বিতরণ করিবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতেই আমার পরিত্রাণ হইবে, ইহাতে বিশ্বাস করিবে। প্রকৃত ভক্তির পথে থাকিলে এই দুই বলই লাভ করিবে। এই ভাবে পরকে একটা খড়কে কাঠী দিলে তাহা পরিত্রাণরূপে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তিনি ধন্য যিনি অহঙ্কৃত ভাবে পরপোকার করেন না কিন্তু ভক্তিভাবে পর সেবা করেন। এই দুই বলের সমষ্টি করিয়া পরসেবা কর নিশ্চিত পরিত্রাণ হইবে। সেবাতে বড়

ছোট অথবা সমানের প্রভেদ নাই। যখন সন্তানেরও সেবা করিতে হয় তখন আর ইহাতে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাব কোথায়? ভালবাসা সাধারণ ভাব। পাত্রবিশেষে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং স্নেহ মিশ্রিত ভালবাসা হয়। গুরুজনের দুঃখ মোচন করার ভাবও ভালবাসা হইতে উৎপন্ন হয়। অভাব দেখিলেই দয়া হয়। সুতরাং গুরুজনের যদি অভাব থাকে সেই বিষয়ে তাঁহাকে দয়া অথবা ভালবাসা হইতেই সেবা করিতে হয়। সন্তানের অভাব দেখিলেই যেমন মাতার স্তনে দুগ্ধ আসিবেই আসিবে, জীবের দুঃখ দেখিলে তেমনি ভক্তের দয়া হইবেই হইবে।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

ভক্তিপথাশ্রয়েণ ত্বং পরং সৌভাগ্যবানসি।
বলদ্বয়ং সহায়ো যৎ সেবামঙ্গলসাধনে ॥ ১ ॥
প্রেমা স্বাভাবিকো মাতুর্যথা পুত্রে তথা জনে।
বলং তৎ প্রথমং জ্ঞেয়ং সেবায়াঃ সাধনং পরম্ ॥ ২ ॥
প্রেমপ্রভাবপ্রোদ্দীপ্তচিত্তেন দুর্ব্বলোহপি চ।
পরং প্রেমকরংকার্য্যং কৃত্বা বিস্ময়মাপ্স্যসি ॥ ৩ ॥
ন তে বলেন সংসিদ্ধং পরেশবলযোগতঃ।
সিদ্ধন্তত্ত্বভগিনীসেবাসংসক্তচেতসঃ ॥ ৪ ॥
প্রেম্না হীনো বলেনাপি হীনঃ স্যাদথ বেচ্ছয়া।
অতস্তদ্বল ভাৰ্থং নিত্যং ত্বং যত্নবান্ ভব ॥ ৫ ॥
গাঢ়ত্বঞ্চ সবেগত্বং প্রেম্নঃ সংলভসে যথা।
বর্ত্তিতব্যং তথা চাগ্রে পশ্চাদন্যেন সংযুতঃ ॥ ৬ ॥
সাধনা প্রেমনদ্যা যদি সংমিলিতা ভবেৎ।
ততঃ স দ্বলপ্রাচুর্য্যাৎ বিঘ্নৈর্বাধা ন তে পথি ॥ ৭ ॥
সেবয়া মে পরিত্রাণমিতি বিশ্বাস এব হি।
বলং দ্বিতীয়ং তজ্জজ্ঞেয়ং পরমঙ্গলসাধনে ॥ ৮ ॥
বিশ্বাসোত্থেন বলবান্ বিঘ্নাদূর্দ্ধং নিবৎস্যসি।
অসাধ্যসাধন তেন কঠোরব্রতপালনম্ ॥ ৯ ॥
অন্যেষাং পাদরজসা বিধূতাহঙ্কৃতিস্তসৌ।
সাক্ষাদ্ধর্ম্মেণ সংস্পৃষ্টাং পরিত্রাণপ্রদ ক্ষ তাম্ ॥
শরীরমনসোশ্চাথ দধানাং তাপসংক্ষয়ম্।
চেৎ সেবাং মন্যতেঽমুষ্মিন্ সেবাভাবোঽভ্যুদঞ্চতি॥১০
প্রেমবিশ্বাসসম্ভূতং কার্য্যং ক্ষুদ্রতরং তব।
সম্বলং পরলোকস্য পরিত্রাণবিধায়কম্ ॥ ১১ ॥
কষ্টং সহন্তে ত্রাণার্থং কেচিৎ স্নেহবশাঃ পুনঃ।
নীয়মানাঃ প্রকৃত্যা বা সেবন্তে করুণান্ জনান্ ॥ ১২
অনুরাগস্য গাঢ়ত্বং ন তত্র দৃশ্যতে যতঃ।
ধন্যোঽসি ত্বং মিলিতং বলদ্বয়ং ভূয়ি প্রবাহবৎ ॥ ১৩ ॥
ভাবদ্বয়প্রেরিতেন ত্বদ্দত্তমল্পমপ্যুত।
পরিত্রাণস্বরূপেণ প্রত্যাগচ্ছতি তে পুনঃ ॥ ১৪ ॥
মহৎক্ষুদ্রপ্রভেদোঽয়ং সেবায়াং নহি বিদ্যতে।
শ্রদ্ধাভক্তিমিশ্রিতোঽপি স্নেহঃ পাত্রে ভবত্যসৌ ॥ ১৫

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্ত্যানুশাসনে বলদ্বয় কথনংনাম সপ্তদশমমুপনিষৎস্বক চত্বারিংশত্তমমনুশাসনম্।

সংবাদ।

আমাদিগের অভিভাবকের নিকট মফস্বলের কোন একটি বন্ধু এককালে এক শত টাকা ভিক্ষাস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। দয়াময় হরির কার্য্য কে বুঝিতে পারিবে? "যখন যাহা প্রয়োজন যোগাইছ যথা কালে।"

আমাদিগের ছয় জন ভ্রাতা প্রায় একপক্ষ কাল ধরিয়া নববিধানের সত্য রংপুর এবং তন্নিকটস্থ স্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। ভ্রাতাদিগের মুখে নববিধানের নূতন সত্য সকল শুনিয়া সমস্ত লোকই বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন, ভ্রাতাদিগকে আগ্রহের সহিত বাটীতে লইয়া যাইয়া উপাসনা ও সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন। সত্য প্রচার যাঁহাদিগের ব্রত সর্ব্বত্রই তাঁহাদের সমাদর। "যথা যাই তথা পাই সেবা উপহার।"

মত্ত নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপী কৃষ্ণ সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদা সুন্দরীর সহিত গয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ রামাচরণ সেনের শুভ বিবাহ বিগত ১৬ই বৈশাখ নব সংহিতার ব্যবস্থামতে সম্পন্ন হইয়াছে। বিধাতা পাত্র কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

"ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িতেরা ধন্য কারণ তাহারা স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হইবে।" চট্টগ্রামস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতারা তথাকার কয়েকটি লোকের দ্বারা বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছেন। মারপিট গৃহদাহ মন্দিরদাহ গালাগালী হত্যার ভয় প্রদর্শন প্রভৃতি অত্যাচার তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইতেছে। দয়াময় ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে ক্ষমা করুন, তাহারা জানে না তাহারা কাহার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিতেছে। আমরা বন্ধুগণের কষ্টের সমাংশী হইতেছি। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে এই সকল ঘটনার দ্বারা খুব বিশ্বাসী করুন।

আমাদিগের সম্বাদ কার্য্যালয় এক্ষণে অপর সারকুলার রোডের ১০নং বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে। এক্ষণ হইতে পত্রাদি যিনি যাহা লিখিবেন যেন আর ৬নং কলেজ স্কোয়ারে না লেখেন।

প্রতি বৎসর মাসের শেষ রবিবার প্রাতে ৭॥০টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে যে মাসিক উপাসনা হইত, নানা কারণে যাহা অনেক দিন হইতে বন্ধ ছিল, তাহা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। উপাসকগণ নিয়মরূপে আসিয়া উপাসনায় যোগ দিতেছেন, উপাসক মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন উদ্দেশেই আচার্য্য মহাশয় এই সভায় সৃষ্টি করেন। তিনি এই সভায় যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন সেই সকলের এক একটি করিয়া এই সভায় পঠিত হইয়া থাকে। আবশ্যক বোধ করিলে উপাসনার পর সকলে মিলিয়া আলোচনা ও কথাবার্ত্তা হইতে পারে।

এই পত্রিকা ৭২ অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে ৫ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৯ ভাগ। ৯ সংখ্যা।	১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৮০৬ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বপতি, আমার এ বিশ্বাসচক্ষু কত দিন অপ্রস্ফুটিত থাকিবে? যে চক্ষু ইহলোক পরলোক উভয়কে যুগপৎ দর্শন না করে সে চক্ষু কি চক্ষু? আমি এখানে বসিয়া যদি পরলোক দর্শন করিতে না পারিলাম, পরলোকে তুমি তোমার সন্তানদিগকে লইয়া কি করিতেছ প্রত্যক্ষ না করিলাম, তবে বল আমার জীবনে কি হইল? তোমাকে দেখিলাম, তোমার স্বর্গরাজ্য দেখিলাম না, এ দেখা তিমিরাবৃত চক্ষুর দর্শন। চক্ষু নিমীলিত করিব, আর একেবারে গিয়া পরলোকে উপস্থিত হইব, যদি ইহা না হয়, জীবন বিফল। হে সন্তান বৎসল পিতঃ, তুমি এক বার কৃপাবলোকন করিয়া এই হীনবিশ্বাসীর নয়ন উন্মীলিত করিয়া দাও যে, এ তোমার প্রিয় সন্তানগণ সহ তোমার নিত্য বিহার দর্শন করিয়া এক বার অবিশ্বাসী জগৎকে বলিয়া যাউক, পরলোক অনুমানের বিষয় নহে কিন্তু দৃশ্যমান পদার্থসমূহ অপেক্ষাও অতীব সত্য। তোমার প্রিয় সন্তানগণ যে প্রকার তোমাতে বাস করিয়া নিঃসংশয় ইহলোকে দেবগণসহ বাস করিতেন, তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ অবলোকন করিতেন, মৃত্যুকে কিছুই নয় জানিতেন, দেহে অবস্থিতি কালেই প্রতিদিন যোগপ্রভাবে মৃত্যুকে পরাভব করিয়া পরলোকে প্রবেশ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, হে দেব, তোমার সেই সিদ্ধ সন্তানগণের পদধূলি মস্তকে লইয়া এ অধমও যাহাতে তাঁহাদিগের নিকৃষ্ট দাসের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে তেমনি সেই লোকাতীত রাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতকৃত্য হয়, তুমি এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

আমাদিগের জ্ঞান ও সংবাদদাতা।

বিশ্বাস অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ, ইহার অর্থ কি? বিশ্বাস বলিতে লোকে এক প্রকার অন্ধতা বুঝে, এ কি সেই বিশ্বাস? বিশ্বাস অন্ধ, কেন না সে বিচার করে না, দেখিবা মাত্র গ্রহণ করে। এই বিশ্বাসে জগৎ চলে, ইহা বিনা পৃথিবীর সামান্য কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইয়া পড়ে। আমরা আমাদিগের কণ্ঠদেশ প্রতিবার ক্ষৌরকারের সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের নিম্নে রাখি, একবারও এ বলিয়া সন্দেহ করি না যে কি জানি বা সে সেই সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রে কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া ফেলে। কোন অজ্ঞাত পার্ব্বত্যদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া অজ্ঞাতকুলশীল অসভ্যজাতির হস্তে পথপ্রদর্শনের ভার সমর্পণ করি, কোন

প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। এরূপ বিশ্বাসে কখন কখন বিপৎপাত হয় না তাহা নহে, কিন্তু বিপদের সংবাদ পাইয়াও আমরা বিশ্বাস করিতে ছাড়ি না। পৃথিবীর ব্যাপারে বিশ্বাস যদি এত প্রবল, স্বর্গসম্বন্ধে উহা যে স্বভাবতঃ প্রবলতম হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদিগের প্রাণের ভিতরে স্বয়ং ঈশ্বর বসিয়া যে প্রত্যয় উৎপাদন করেন, আমরা কোন কথা না বলিয়া তাহাতে বিশ্বাস করি, কেন না তাঁহার তুল্য বিশ্বাসভাজন আর কে আছে? তাঁহার কথায় অবিশ্বাস, এতদপেক্ষা ঘোরতর অপরাধ কি হইতে পারে? তিনি প্রত্যয়োৎপাদন করিলেন কেমন করিয়া বুঝিব, এ প্রশ্ন এখানে জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ নাই। পৃথিবীতে তুমি যে যে স্থলে বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহাতে কি তুমি কেন বিশ্বাস কর তাহার যুক্তি দেখাইতে পার? যদি সেখানে যুক্তি না থাকে, এখানেও যুক্তি নাই। বিশ্বাস হয় বলিয়া বিশ্বাস হয় এই একমাত্র সদুত্তর। ঈশ্বর যাহা বিশ্বাসীকে বলেন তাহা তাহার হৃদয়ের সঙ্গে এমনি মিলিয়া যায় যে, আর সেখানে প্রশ্নই আসে না। দুইয়ে দুইয়ে চারি, ইহাতে প্রত্যয় যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ এখানে বিশ্বাসও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ।

ঈশ্বর আমাদিগের জ্ঞানদাতা, এ কথার অর্থ এই যে, তিনি আমাদিগের প্রাণের ভিতরে যাহা অবগত করেন, তাহা আমাদিগের সমুদায় হৃদয় আন্দোলিত করিয়া সমাগত হয়, ইহলোক পরলোকের অনেক প্রচ্ছন্ন কথা খুলিয়া দেয়। যাহা কিছু আমাদিগের জ্ঞানের অতীত তাহা কেবল তিনিই জানেন এবং জানাইতে পারেন। যদি বল যে জ্ঞান অন্য প্রমাণ দ্বারা সত্য বলিয়া পরিগ্রহ করিবার সামর্থ্য নাই, তাহাতে বৈজ্ঞানিক নিঃসংশয়তা কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারে? নিঃসংশয়তা হয় আত্মপ্রত্যয়ে, কেন না সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালের আত্মপ্রত্যয় উহাকে একই ভাবে গ্রহণ করে। আন্তরিক চক্ষুতে যাহা প্রতিভাত হইল, আন্তরিক শ্রবণ যাহা শ্রবণ করিল, তৎপ্রতি অবিশ্বাস ঘোর সংশয়। এ সংশয় বিদূরিত হইতে সময় যাইবে, অথচ ইহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। কেন না জ্ঞানাভিমানী অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে যেমন বাহ্যজগৎ সত্য এ সম্বন্ধে সংশয় আছে, তেমনি কালে অন্তররাজ্যের সম্পর্কে সংশয়ও অতি অল্প লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে। নববিধান লোকের চিত্ত অন্তর রাজ্যের দিকে যে প্রকার টানিতেছে, তাহাতে এই মহৎকার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইবে আমরা আশা করিতে পারি।

অদৃশ্য জগৎসম্বন্ধে জ্ঞানদাতা যে প্রকার ঈশ্বর, তেমনি তত্রত্য সংবাদবহনেও আমরা তাঁহাকে ভিন্ন ঐশ্বরিক দূত মানিতে পারি না। সে রাজ্যের সংবাদ স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করেন। নববিধানের প্রসাদে আমরা ঈশ্বরকে জ্ঞানদাতা ও সংবাদদাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমাদিগের অনেক গুলি অযথাসংস্কার কুসংস্কার বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। আমরা এতৎসম্বন্ধে দু একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদিগের বর্ত্তমান সৌভাগ্য প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

ঈশ্বর সময়ে সময়ে পৃথিবীতে এক একটি বিধান প্রেরণ করিয়া জনমণ্ডলীকে ভাবী জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই বিধানে যাঁহাকে নেতৃত্বপদ অর্পণ করেন, সাধারণ লোকে তাঁহাকেই দেখে তাঁহাকেই বিশ্বাস করে, এবং তাঁহাকেই জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। এই নেতা যখন চলিয়া যান, তখন তাহাদিগের হৃদয়ের ভিতরে নেতার চরিত্র দিন দিন প্রকাশ পাইতে থাকে। তাহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে যে যে স্থলে বুঝিতে পারে নাই সে সে স্থলে সহজে বুঝিতে থাকে। এ

প্রকার বুঝিবার মূলে স্বয়ং ঈশ্বর। সাধারণ লোকে ঈশ্বরকে জানিত না, তাহাদিগের নেতা-কেই জানিত সুতরাং তিনি তাহাদিগের হৃদয়ে নেতাকে প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার রাজ্যের দিকে ঐ সকল লোককে টানিয়া লন। এখানে ঈশ্বরের ঈদৃশ কৌশল অন্যায় নহে। কেন না নেতৃবর্গের চরিত্রে তিনি আপনিই প্রকা-শিত। যখন সময় আসে নাই যে লোকে তাঁহাকে গ্রহণ করে, তখন অপরের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ ইহা ঈশ্বরের বিশেষ করুণা।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের হৃদয়ে মহাত্মা-দিগের চরিত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে অনেক জ্ঞান অর্পণ করেন। এ স্থলে আমরা ঈশ্বরেরই মহিমা গান করি, কেন না আমরা জানি, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ আমাদিগের নিকটে সেই সকল চরিত্র প্রকাশ করে নাই। কি সত্য কি চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরেরই নিকট হইতে লাভ করি। যে কোন জ্ঞান ঈশ্বর আমাদিগের আত্মাতে সমুদিত করেন, তাহাতে একান্ত বিশ্বাস, তৎসম্বন্ধে কিছু মাত্র সংশয় হৃদয়ে পোষণ না করা, ইহা আমাদিগের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে যত দূর যাহা প্রকাশ পাইবার যোগ্য তাহা অতিক্রম করিয়া যে সকল জ্ঞান আমাদিগের নিকটে সমাগত হয়, আমরা তাহাকে সংবাদ বলিয়া আখ্যা দান করিতেছি। পৃথিবীর অতীত লোকসম্বন্ধে আমাদিগের নিকটে যে আলোক আইসে তৎপ্রতি আমাদিগের নিঃসংশয় বিশ্বাস, কেন না আমরা জানি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ সে সকল বিষয় আমা-দিগকে অবগত করিতে সমর্থ নহেন।

একটি গূঢ় কথা।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যদিও সকল লোকের দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি আপাততঃ মনে হয়, মানুষ মানুষাপেক্ষা যেন ঈশ্বরকে সমধিক বিশ্বাস করে। দুঃখের বিষয় এই, মানুষ মানুষকে যত দূর বিশ্বাস করে. অদৃশ্য ঈশ্বরকে তত দূর বিশ্বাস করে না। তবে মানুষ মানুষকে যে বিশ্বাস করে তাহা এত দূর সীমাবদ্ধ যে সে সীমা অতিক্রম করিয়া তাহা কখন ধাবিত হয় না। হয়তো এক জনকে যত দূর বিশ্বাস করা উচিত তাহার চরিত্রের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিতে সক্ষম না হওয়াতে কেহ তাহাকে তত দূর বিশ্বাস করে না। যখন একটি বিধান আইসে, তখন উহা কেবল যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেয় তাহা নহে, মানুষকে মানুষ কত দূর বিশ্বাস করিতে পারে, তাহাও দেখাইয়া জগৎকে অবাক্ করে।

কোন একটি বিধানের নেতৃত্বপদ যাঁহাকে ঈশ্বর অর্পণ করেন, তাঁহার একটি এই বিশেষ লক্ষণ থাকে যে তিনি ঈশ্বরচিহ্নিত লোক সকলকে অতি সহজে চিনিয়া লইতে পারেন। এক জন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার মুখের একটী কথা শুনিয়া তিনি এমনি তাহাকে চিনিয়া লন যে অপর লোক সকল তাঁহার এই ব্যবহারের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে না। এক জন অপরিচিত লোককে চিরপরিচিতের ন্যায় গ্রহণ করা এবং তাহার সহিত তদ্রূপ বিশ্বস্তভাবে ব্যবহার করা, ইহা কিছু সামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। আমরা অনেক সময়ে অনেক লোকসম্বন্ধে কোন একটি মত পোষণ করিয়াছি, এবং পরিশেষে তৎসম্বন্ধে ভ্রম দেখিতে পাইয়াছি, কিন্তু ঈশ্বর-নিযুক্ত নেতার এ প্রকার ভ্রম আমরা কখনও দেখিতে পাই নাই। যে সকল স্থলে পতনের ব্যাপার ঘটিয়াছে, সেখানেও তৎসম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল। সুতরাং নেতৃত্বের এ লক্ষণ আমরা অসাধারণ লক্ষণ মনে করি।

ঈশ্বরনিযুক্ত নেতৃবর্গের এই অসাধারণ লক্ষণ হইতে আমরা তাঁহাদিগের একটি অসাধারণ বিশ্বাস দেখিতে পাই। তাঁহারা যে সকল ব্যক্তি মধ্যে যে সমুদায় দেবভাব প্রত্যক্ষ করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের এত দূর সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারা তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া ভয়ঙ্কর অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অন্য লোকে যে সকল লোককে অতি একটি সামান্য বিষয়ে বিশ্বাস করিতে সাহস করে না, সেই সকল লোকের হস্তে তাঁহারা এমন সকল গুরুতর ব্যাপার ন্যস্ত করেন যে, অন্য লোকের নিকটে তাহা প্রমত্তের কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা এরূপ অনেকগুলি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তন্মধ্যে নেতৃবর্গের যে কি অসাধারণতা তাহাও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। সাধারণ লোকে এই সকল লোককে কীদৃশ চক্ষে অবলোকন করে, ইহা যদি আমরা না দেখিতাম, তাহা হইলে মহাত্মা সকলের এতৎসম্বন্ধে মহত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারিতাম না। উভয়বিধ লোকের আচরণে আমাদিগের এতৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে বলিয়া আমরা আমাদিগকে সবিশেষ কৃতার্থ মনে করি। মহাত্মা সকল অন্তর্দৃষ্টিতে এক এক ব্যক্তির অভ্যন্তরে যে দেবভাব অবলোকন করেন, তৎপ্রতি কি প্রকার অটল বিশ্বাস একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বুঝাইতে যত্ন করিব।

আমরা সকলেই মনে করি, যে ব্যক্তি উপাসনা ধ্যান ধারণা সাধন ভজনাদিতে সর্ব্বদা রত, যাঁহার চরিত্র বাল্যকাল হইতে অতি নির্ম্মল, কোন প্রকার পৃথিবীর মলিনতার সহিত যাঁহার কোন পরিচয় নাই, ঈদৃশ লোকের উপরে নিজ পরিবারস্থ গূঢ় গভীর বিশ্বস্ত কার্য্য অর্পণ করা যাইতে পারে। এই সকল কার্য্যে অনেক প্রকার প্রলোভন বিদ্যমান। এখানে পারিবারিক পবিত্রতাদি ভারার্পিত ব্যক্তির সদাচরণের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এমন কে আছে যে এমন স্থলে অতাদৃশ ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারে? যাহার জীবনে সাধন ভজনাদি দৃশ্যতঃ কিছুই নাই, গভীর ধ্যানধারণার কথা দূরে উপাসনাতে নিয়মিত যোগদানেও অমনোযোগী, পূর্ব্বজীবনে অসৎসংসর্গ অনেক ঘটিয়াছে, আমরা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি, আমাদিগের বর্ণিত অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ঈদৃশ গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে, এবং তিনি এই সকল কার্য্য যে প্রকার বিশ্বস্ততা সহকারে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, আমরা আমাদিগের সাধন ভজন, উপাসনা, ধ্যানধারণা, পূর্ব্বজীবনের নির্ম্মলতা প্রভৃতি লইয়া তৎসম্বন্ধে এই অনুপযুক্ত ব্যক্তির চরণের ধূলি স্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নহি। এ কথা কেন বলিতেছি, এই জন্য বলিতেছি, আমাদিগের যে সকল স্থলে মনোবিকার জন্মে, সে সকল স্থলে এ ব্যক্তি সর্ব্বথা বিকারশূন্য। পৃথিবী ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না, আমরাও কোনকালে বিশ্বাস করিতাম না, যদি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদিগের জ্ঞানগোচরে না হইত।

অসাধারণ ব্যক্তিগণের এই অসাধারণ বিশ্বাসের কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই জানিতে পারা যায় যে তাঁহারা মনুষ্যে দেবাংশ অবলোকন করেন, এবং এই দেবাংশে তাঁহাদিগের এত দূর সুদৃঢ় বিশ্বাস যে কিছুতেই তাহা টলে না। মনুষ্যে দেবাবতরণ অবলোকন সামান্য চক্ষে সম্ভবে না; অসাধারণ ব্যক্তিগণের অসাধারণত্ব এই চক্ষুরই জন্য। অন্য লোকে বাহিরের আচার আচরণ ব্যবহারাদি অবলোকন করিয়া এক ব্যক্তির বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে, অথচ অন্তস্তম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং ইহাদিগের মতামত সেই লোকের ব্যবহারাদির সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু সমুদায় পরিবর্ত্তনের মধ্যে এক ব্যক্তিতে কোন্‌টি চির কাল অপরিবর্ত্তিত থাকে, যাঁহারা সেইটি দেখিতে পান, তাঁহারা তদংশে

দেবত্ব অবলোকন করিয়া তৎপ্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহা টলিবার আর কোন কারণ থাকে না।

অসাধারণ ব্যক্তিগণেতে যাহা স্বাভাবিক আমরা সাধন দ্বারা তাহা আমাদিগের করিতে পারি, অন্যথা তাঁহারা সাধারণ লোকের আদর্শ স্থলে কখন দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন না। সাধারণ দৃষ্টিতে লোকসম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া আমরা এত দিন পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছি, এখন যদি মনুষ্যগণ মধ্যে যাহা অস্থায়ী অনিশ্চিত তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া নিপুণতা সহকারে নিরন্তর তাহাদিগের অভ্যন্তরে স্থায়ী ভাব অন্বেষণ করি, এবং যোগপ্রভাবে যখন সেই ভাব প্রাপ্ত হই, তদুপরি তত্তদ্ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস স্থাপন করি, আমরা কোন কালে বঞ্চিত হইব না। যেখানে দেবভাব সাংসারিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে সেখানে উহা আবিষ্কার সামান্য নিপুণতায় হয় না, কিন্তু ক্রমিক সাধন দ্বারা হয় না এমন কিছুই নাই।

বিধানতত্ত্ব।

জড় জগতের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ঈশ্বর ইহাকে কতকগুলি শক্তির দ্বারা শাসিত করিতেছেন। চন্দ্র সূর্য্য অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র পূর্ণ এই প্রকাণ্ড জগৎ কয়েকটি শক্তি দ্বারা সুনিয়মে সুশৃঙ্খলায় ও নির্ব্বিঘ্নে চালিত হইতেছে। মাধ্যাকর্ষণ, তাড়িতাকর্ষণ কৈশিকাকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি সকলই জড়জগতের উপর আধিপত্য করিতেছে, কোন পদার্থই ইহাদিগের শাসন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের জগতের মধ্যে স্থান পায় না। চন্দ্র সূর্য্য অথবা অন্য কোন পদার্থ উক্ত শক্তিনিচয়ের অধীনস্থ থাকিতে অস্বীকার করিতেছে, এরূপ কথা যদি আমরা কখন কল্পনা করিতে পারি তাহা হইলে উহাদিগের নিশ্চয় ধ্বংস ব্যতীত অন্য কিছু আমরা ভাবিতে পারি না। ঈশ্বর যাহাদিগকে আধিপত্য করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন কে তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার রাজ্যে স্থান পাইতে পারে। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বয়ং বিধাতাই সেই সমস্ত শক্তির প্রাণ হইয়া নিজে জগৎ, শাসিত ও সুনিয়মিত করিতেছেন। যাঁহারা এই শক্তি সকলের মধ্যে কেবলই অন্ধবল দেখেন, স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখিতে পান না, তাঁহারা নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত। ফলকথা এই, জড়জগতের নিয়ামক স্বয়ং ঈশ্বরই শক্তি সকলের মধ্যে অবতীর্ণ থাকিয়া জড়জগতের উপর এমনি আধিপত্য করিতেছেন যে কাহার সাধ্য নাই তাহাকে অতিক্রম করে।

যেরূপ জড়জগতে ধর্ম্মজগতেও ঠিক সেই রূপ। ধর্ম্মজগতের মহাশক্তি ও নিয়ামক কাহারা? ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মসংস্থাপক মহাপুরুষেরা। তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে এক একটী মহাশক্তিরূপে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া অধ্যাত্ম জগৎ শাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারাই ধর্ম্মজগতের রাজা, শাসনকর্ত্তা ও নিয়ামক। এই জন্যই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে সাধুরাই পৃথিবীর রাজা ও শাসনকর্ত্তা। ইতিহাসও ঠিক আমাদিগের কথাগুলি সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি যে ঈশারশক্তি লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের উপর আধিপত্য করিতেছে, বুদ্ধদেব যে কত আত্মাকে চালাইতেছেন ঘুরাইতেছেন তাহার সংখ্যা কে করে? শ্রীগৌরাঙ্গশক্তির যে কিরূপ প্রবল পরাক্রম আমরা তাহা স্বচক্ষে প্রতিদিন দেখিতেছি। মহম্মদশক্তির দ্বারা যে কত আত্মা সুনিয়মে চালিত হইতেছে তাহা কে গণনা করিবে? এই সমস্ত মহাপুরুষ এখন শক্তিরূপে ধর্ম্মজগতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা প্রবল পরাক্রমে আত্মা সকলকে চালাইতেছেন। এই পৃথিবী যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত, এক এক দেশের

এক একটি রাজা আছেন, ধর্ম্মরাজ্যও সেইরূপ নানা রাজ্যে বিভক্ত, এক এক জন মহাপুরুষ সেই সেই বিভাগের রাজা। ঈশা, বুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ, মহম্মদ নানক প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বর নিয়োজিত রাজা ও ধর্ম্মজগতের শাসনকর্ত্তা ও নিয়ন্তা। যে সমস্ত লোক জড়জগতের নিয়ামক মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ প্রভৃতি শক্তির মধ্যে কেবল অন্ধবল মাত্র দেখে আদিশক্তি ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, তাহাদিগকে যেমন আমরা নাস্তিক বলিয়া জানি, তদ্রূপ যে সমস্ত ভ্রান্তজীব ঈশাশক্তি বুদ্ধশক্তি প্রভৃতি সাধুশক্তির মধ্যে কেবল মনুষ্যশক্তি দেখে স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারে না আমরা তাহাদিগকেও নাস্তিক ভ্রান্ত জীব ও কৃপাপাত্র মনে করি। ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা সত্য সত্যই মুক্তিপ্রদ প্রবল স্রোত হইয়া স্বর্গ হইতে অবতরণ করত পৃথিবীর ভিতর দিয়া কত অসংখ্য ক্ষুদ্র আত্মাকে ব্রহ্মসাগরের দিকে ভাষাইয়া লইয়া যাইতেছেন তাহা কে বুঝিতে পারে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে চন্দ্র সূর্য্যের মত প্রকাণ্ড পদার্থই হউক, অথবা অতি সামান্য ক্ষুদ্র পরমাণুই হউক, যদি মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত শক্তি দ্বারা শাসিত ও চালিত না হইতে চায় তবে নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বরের জগতে ক্ষণকাল মাত্র অবস্থিতি করিতে পারে না, ধর্ম্মজগতেও ঠিক সেইরূপ। যদি কোন দাম্ভিক ব্যক্তি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট মহাপুরুষগণকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার বিধি ও নিয়ম দ্বারা শাসিত হইতে না চাহে, নিজে নিজের পরিচালক হইতে ইচ্ছা করে, নিশ্চয়ই সে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ঈশ্বরের ধর্ম্ম রাজ্যে সেই অহংকারীর এক মুহূর্ত্তমাত্রও স্থান নাই। আমরা সে সকল লোকের ধর্ম্মজীবনে এক তিল মাত্র বিশ্বাস করি না যাহারা কোন বিধানভুক্ত নহে, অথবা কোন বিধানপ্রবর্ত্তকের অনুগামী হইয়াও আপনার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া আপনার বুদ্ধিকে কর্ণধার করিয়া দুস্তর ভবসাগর পার হইতে সাহসী হয়। সেই কৃপাপাত্র আত্মপ্রবঞ্চিতেরা নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবে। এই শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের অনেক একেশ্বরবাদীর কথা আমরা শুনিয়াছি, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধা করি, এক সময়ে তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল আমরা কত আদরে পাঠ করিয়াছিলাম, তাঁহারা কত ধর্ম্মভাব ঈশ্বর প্রেম পুণ্য ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প দিন যাইতে না যাইতে তাঁহাদিগের বিশ্বাস কেমন তুষের ন্যায় আকাশের চারি দিকে উড়িয়া গেল, প্রেম শুকাইয়া গেল এবং পুণ্য পর্য্যন্ত ধ্বংস হইল। এদেশেও আমরা কত শত সহৃদয় লোক দেখিয়াছি, তাঁহারা এক সময়ে ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন, এখন ধর্ম্মরাজ্য হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করিতেছেন। এই কারণেই আমরা আর সেই বিধানবিশ্বাসবিরহিত পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করি না, সুদৃঢ়ভাবে নববিধান আলিঙ্গন করিয়াছি।

নববিধানে সকলই নূতন। নববিধানে শক্তি বা সাম্রাজ্য নাই তাহা নহে, কিন্তু এই শক্তি ও সাম্রাজ্য দাসত্বের প্রভুত্বের নহে। নববিধান সমুদায় বিধানের শক্তি একত্র একস্থলে আনয়ন করিয়াছেন, এবং সেই সমুদায় শক্তিকে এক মহাশক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং দাস হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং আপনি লুক্কায়িত প্রভুগণের নাম জগতে ঘোষিত। আমরা এ কথা লুকাইয়া রাখিতে পারি না যে আমাদিগের আচার্য্যদেব এই সেবকাগ্রণী, এবং আমরা সকলে তাঁহার সেবকত্বে সেবক। এই জন্যই আমরা আর কাহাকেও আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আর কেহ আমাদিগের নেতা হইবেন এ কথা মনে করা আর বিধানভ্রষ্ট হওয়া ব্যভিচারী হওয়া সমান কথা। শ্রীপলদেব বলিয়াছিলেন "যদি কোন স্বর্গের দূত স্বর্গ হইতে অবতরণ

করিয়া সেই খৃষ্ট যিনি ক্রুশে হত হইয়াছিলেন তাঁহা ব্যতীত অন্য খৃষ্টের কথা প্রচার করেন তিনি অভিসম্পাতগ্রস্ত হইবেন।" আমরাও বলি যে যদি অন্য কোন লোক বলেন যে নববিধানের আর এক জন আচার্য্য ও নেতা হইবেন আমরা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ও বিধানবিরোধী বলি। এই সত্য জীবন্ত ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরা এখন দেখিতেছি যে বিধাতা আচার্য্যদেবের আসন শূন্য রাখিবার আদেশ করিয়াছিলেন। যদি কেহ এ প্রস্তাবকে মূর্খতা অথবা সদোষ বলিতে ইচ্ছা করেন সে মূর্খতা ও দোষ আমাদিগের নহে, তাহা বিধাতার। আমাদিগের আচার্য্য ও নেতার স্থান তাঁহারই তাহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই। আমাদিগের মধ্যে প্রেরিত অনেক হইতে পারেন, অনেকে সাধক বলিয়া আহূত হইতে পারেন, কিন্তু বিধানের নেতা ও আচার্য্য আর কেহ হইতে পারেন না, ঈশ্বরের গৃহে কোন প্রেরিতই যেন নেতার স্থান গ্রহণে অগ্রসর না হন এবং এক জন আর এক জনের আসনে বসিতে ইচ্ছা না করেন। যিনি যেখানকার লোক তিনি ঠিক সেই স্থানে থাকিলেই ঈশ্বরের কার্য্য সুনিয়মে চলিবে এবং বিধান পূর্ণ হইবে।

নবসংহিতা।

বিবাহ।

তেতো বরে প্রস্থিতে চ বসিতে চ পরিচ্ছদে।
তস্মিন্ সজ্জাগৃহে চান্তঃপুরে তত্তোনয়েৎ পুনঃ॥
তমুক্তবিধিনা কন্যাকর্ত্রী চ মহিলাজনৈঃ।
বৃণুযাত্তং বরং সম্মানযেদেবং সমাহিতা॥ ৪৫॥

তদনন্তর বর সজ্জাগৃহে প্রস্থান করিবে এবং সেখানে প্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। পরে সেখান হইতে অন্তঃপুরে তাহাকে লইয়া যাইবে। কন্যাকর্ত্রী অন্যান্য মহিলাগণ সহকারে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সম্মান ও বরণ করিবে।

পরিচ্ছদৈরলঙ্কারৈঃ সুষ্ঠু ভূষিতয়া সহ।
কন্যয়া স বরো বেদীসম্মুখে তু পরস্পরম্॥
সম্মুখীনেন ভাবেন বিশেৎ স্বস্বাসনং তদা॥ ৪৬॥

অলঙ্কার পরিচ্ছদে উৎকৃষ্টরূপে ভূষিতা কন্যা সহকারে বর আসিয়া বেদীর সম্মুখে পরস্পরের সম্মুখীনভাবে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিবে।

স আচার্য্যস্ততঃ পৃচ্ছেৎ বরং কন্যাঞ্চ সম্মতিম্।
শ্রীমন্নমুক এতাং শ্রীমতীং সঙ্কল্পবান কিম্॥
পত্নীত্বেন গ্রহীতুং ভো শ্রীমত্যমুকি কিংবিমম।
পতিত্বেনামুকং শ্রীমন্তং গ্রহীতুং ত্বমিচ্ছসি॥
এমিতীহ তয়োঃ প্রত্যুক্তয়োর্ভারার্পণং ভবেৎ॥ ৪৭॥

তদনন্তর আচার্য্য বর ও কন্যাকে সম্মতি জিজ্ঞাসা করিবেন। শ্রীমান অমুক, তুমি কি শ্রীমতী অমুকীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ? শ্রীমতী অমুকি তুমি কি শ্রীমান অমুককে পতিত্বে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ? উভয়ে সম্মতি দান করিলে ভারার্পণ হইবে।

শাকাদিকং পিতৃপিতামহনামানি চোচ্চরন্।
বরস্য কন্যকর্ত্তা স সাক্ষাৎকারে পরস্য চ॥
ভারং সমর্পয়েৎ সোঽপি বরো নামানি চোচ্চরন।
পিতৃপিতামহানাঞ্চ কন্যায়াঃ পরমেশিতুঃ॥
স্বীকুর্য্যাৎ সন্নিধৌ ভারগ্রহণং স্বস্তি বাচয়েৎ॥

শাকাদি এবং বরের পিতৃপিতামহের নাম উচ্চারণ করিয়া কন্যাকর্ত্তা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে কন্যার ভার সমর্পণ করিবে, এবং বর কন্যার পিতৃপিতামহের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের সন্নিধানে ভার গ্রহণ করিবে এবং স্বস্তি বলিবে।

ন ধর্ম্মেণ ন চার্থেন ন ভোগেন কদাচন।
ত্বয়েয়মতিচরিতব্যে ত্যুক্তে স বরঃ পুনঃ॥
ন জাত্বভিচরিষ্যামীমামিত্যুক্তিং সমুচ্চরেৎ।
দক্ষিণান্তেন বিধিনা কন্যাকর্ত্তার্চ্চয়েদ্বরম্॥ ৪৮॥

ধর্ম্মে অর্থে ও ভোগে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না, বর বলিবে কখন ইহাকে অতিক্রম করিব না। অনন্তর দক্ষিণান্ত বিধি দ্বারা বরের সম্মানে করিবে

কন্যায়া দক্ষিণং হস্তং বরো দক্ষকরেণ চ।
আদদ্যাৎ পুষ্পমাল্যেন বধ্যোয়াতাং পুরোধসা॥
প্রীতিগ্রস্থিতয়া তৌ চ করৌ তত্র বরস্ততঃ।
কন্যা চৈবং প্রতিজানীয়াতামীশ্বরসন্নিধৌ॥
সাক্ষিত্বেন পরেশস্য শ্রীমতীমমুকীং হ্যহম্।
ত্বাং পত্নীত্বেন বৈধেন স্বীকরোম্যদ্য সংকৃতাম্॥
সাক্ষিত্বেন পরেশস্য শ্রীমন্তমমুকং হ্যহম্।
ত্বাং পতিত্বেন বৈধেন স্বীকরোম্যদ্য সংকৃতম্॥
উভে তাবুচ্চরেতাঞ্চ মন্ত্রানেতান্ পৃথক্ পৃথক্।
সম্পদি বিপদি চ দুঃখে সুখে সুস্থত্বে চ বিপরীতে।
কল্যাণং তব নিত্যং মহতা যত্নেন বর্দ্ধয়ামি॥
যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম॥

যএতে হৃদয়ে নৌ ত্বামুভয়োরীশ্বরস্থ তে॥

সখী ভব ত্বং নন্ত্বেভবামি সখা প্রভিদ্যেত ন সখ্যমাবয়োঃ।

সখা ভব ত্বংনন্থ তে ভবামি সখী প্রভিদ্যেত ন সখ্যমাবয়োঃ॥৪৯

রক্ষণেহস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সহায়ো ভব মে প্রভো।

বর দক্ষিণহস্তে কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিবে। পুরোহিত উভয়ের হস্ত প্রেমগ্রন্থিতে পুষ্পমাল্য দ্বারা বদ্ধ করিবে। অনন্তর বর ও কন্যা উভয়ে এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিবে।

বর—শ্রীমতী অমুকি, অদ্য পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমি শ্রীঅমুক তোমাকে বৈধপত্নীত্বে গ্রহণ করিতেছি।

কন্যা—শ্রীমন্ অমুক, অদ্য পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমি শ্রীঅমুকী তোমাকে বৈধপতিত্বে গ্রহণ করিতেছি।

এই মন্ত্রগুলি দুজনে পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিবে।

সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে সুস্থতা অসুস্থতায় যত্নের সহিত তোমার মঙ্গল বর্দ্ধন করিব।

আমার যে এই হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক।

তুমি আমার সখী হও, আমি তোমার সখা হই, আমাদের সখ্যভাব যেন কখন ভঙ্গ না হয়।

তুমি আমার সখা হও, আমি তোমার সখী হই, আমাদের সখ্যভাব যেন কখন ভঙ্গ না হয়।

হে পরমেশ্বর, উদ্বাহব্রত পালনে তুমি আমার সহায় হও।

প্রচার যাত্রা।

নববিধান দরবারের প্রেরিতমণ্ডলী একটি দল বাঁধিয়া নববিধানের আবিষ্কর্ত্তার সঙ্গে মণ্ডলীর যে গূঢ় ও গভীর সম্বন্ধ তাহা প্রচার করিবার জন্য এবং নববিধানকে বিশেষ মহিমান্বিত ভাবে মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বহির্গত হন। সংসারে বিশ্বাসীদিগের বন্ধু কেবল একমাত্র শ্রীহরি, তাই বিশ্বাসিগণ তাঁহার উপরে সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করেন, আপনারা কিছু করিব বলিয়া কিছু করেন না, এবং তাঁহার শ্রীমুখের ইঙ্গিত না পাইয়া কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন না। বিশ্বাসিগণ আপন আপন প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া নববিধানের ভাব ও মহিমা প্রচার করিবার সঙ্কল্প করেন। কলিকাতা হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে অতি অল্পমাত্র অর্থ কোন বন্ধুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের দাসদল তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। তৎপর ভগবান্ তাঁহার দাসদিগের জন্য যেরূপ করেন তাহাই করিলেন, তিনি আপনি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সকল অভাব মোচন করিয়া দিলেন। এ কথা যিনি শ্রবণ করিবেন, ভগবানের গুপ্ত চেষ্টার বিচিত্র প্রণালী শুনিয়া মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

২৬শে বৈশাখ কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া প্রচার যাত্রিদল ২৭শে বৈশাখ রংপুর নবাবগঞ্জস্থিত কোন বন্ধুর বাসাতে উপস্থিত হন। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া স্নান করিয়া তত্রস্থ বন্ধুদিগের অনুরোধে তাঁহাদিগের প্রদত্ত মিষ্ট সামগ্রী দ্বারা জলযোগ করিয়া দৈনিক উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তগণের ভক্তিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাসে উপাসকমণ্ডলীর হৃদয় মন গলিয়া গেল। উপাসনান্তে বন্ধুর গৃহস্থিত কণ্টকীবৃক্ষতলে রন্ধন করিয়া আনন্দময়ী বিশ্বজননীর পরিবিষ্ট অন্ন তাঁহাকে সম্মুখে দণ্ডায়মানা দর্শন করিয়া ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে কিছু বিশ্রাম করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তৎপরে অনুসন্ধান করিয়া একটি গরিব ভদ্র লোকের গৃহে উপস্থিত হইয়া এইরূপে কার্য্য করিলেন। প্রথমতঃ আমাদিগের পালামতে সে দিন যাঁহার পালা ছিল, তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি সমবেত স্বরে উচ্চারণ করিয়া উদ্বোধন করিলেন। উদ্বোধনান্তে প্রার্থনা করিলেন, প্রার্থনান্তে ভাই কালীশঙ্কর দাস হিন্দু শাস্ত্র, ভাই গিরিচন্দ্র সেন মুসলমান শাস্ত্র, ভাই উমানাথ গুপ্ত নববিধানের সংক্ষিপ্ত মত বিশ্বাস ও বুদ্ধ শাস্ত্র, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু খৃষ্টান শাস্ত্র ও শিখ ধর্ম্ম পাঠ করিলেন, তৎপর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রার্থনার পর দুটি কীর্ত্তন হইয়া কার্য্য শেষ হইল। পরে সেই রাত্রিতেই আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কৈলাসচন্দ্র বসুর বাসায় সকলে চলিয়া গেলেন।

২৮শে বৈশাখ শুক্রবার প্রাতঃকালে যাত্রিদল বাড়ী বাড়ী সংকীর্ত্তন করিলেন এবং তার পর নিত্য স্নান করিলেন। স্নানান্তে উপাসনা ও আহার করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন। পরে সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধেয় মোক্তার শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাসাতে আমাদিগের পূর্ব্ব প্রণালী মতে আচার্য্যদেবের সঙ্গে আমাদিগের যে সম্বন্ধ আছে তাহা ও নববিধানের সারমর্ম্ম বক্তৃতা উপদেশ কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রচার করিলেন।

২৯শে বৈশাখ প্রাতঃকালে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যথারীতি গৃহে গৃহে সকলে নামসংকীর্ত্তন করিলেন। ইহাঁদের ভক্তিভাব দেখিয়া অনেকের মন আর্দ্র হইল। পরে বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র দাসের গৃহে মধ্যাহ্নকালের উপাসনা শেষ করিয়া তাঁহার নব প্রসূতা কন্যার নামকরণ করিলেন। বৈকালে বেলা প্রায় পাঁচটার সময় নবাবগঞ্জের বাজারের পথে নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইলেন, কীর্ত্তনের সঙ্গে অনেক ইতর

ও ভদ্র লোক যোগদান করিলেন। পরে এক দোকানের সম্মুখে বসিয়া পূর্ব্ব রীতি অনুসারে উদ্বোধন কীর্ত্তন গান পাঠ ও পুনর্ব্বার প্রার্থনা শেষ হইলে ভাই উমানাথ গুপ্ত উপস্থিত ব্যক্তি সকলকে সম্বোধন করিয়া আমাদিগের আচার্য্যদেবের ভাবসম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে বিশেষ প্রমত্ত ভাবে "আমায় দে মা পাগল করে" এই কীর্ত্তন গাইতে গাইতে পথে কিয়দ্দুর ভ্রমণ করত ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন শেষ করা হইল। কীর্ত্তন শেষ হইলে আমাদিগের পুরাতন বন্ধু শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় উকীল আমাদিগকে ডাকিয়া নিজ বাসায় লইয়া গিয়া বিশেষ সমাদর করিয়া বসাইয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন এবং অতিশয় যত্ন সহকারে সকলকে জল খাওয়াইলেন। আমরা শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদয়াল বাবুকে তাঁহার ভদ্রতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৩০ শে বৈশাখ রবিবার। প্রেরিতদল প্রাতঃকালে যথা-রীতি গৃহে গৃহে নাম কীর্ত্তন করিলেন। মধ্যাহ্নে বন্ধুবর কান্তিমণি দত্তের গৃহে পারিবারিক উপাসনা ও মধ্যাহ্ন কালের ভোজন হয়। ভোজনশেষে জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসাতে ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন হয়। এই সভায় তথাকার দ্বিতীয় মুনসেফ ও অন্যান্য ভদ্রগণ উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মালাপ করিয়া প্রেরিতদলকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহাদের সৌজন্য ও নম্রতামিশ্রিত বিনীত ভাবের ধর্ম্মালাপে প্রেরিতদল বড়ই প্রীত হইয়াছেন। অনন্তর সন্ধ্যাকালে মন্দিরে উপাসনা বক্তৃতাদি বিশেষ ভাবের সহিত হইয়াছিল, তাহাতে স্থানীয় লোকের মনে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়। এই দিন রাত্রিতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বন্দোপাধ্যায় অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রেরিতদলকে ভোজন করাইয়াছিলেন।

১ লা বৈশাখ সোমবার। মধ্যাহ্ন কালে শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাসাতে উপাসনা হয়। রাত্রিতে তুষভাণ্ডারের জমিদারের বাসাতে বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু, ইংরাজিতে যাত্রিদল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাতে স্থানীয় সমুদায় লোক বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

২ রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার। স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বিশেষ ভাবে কথোপকথন এবং রাত্রিতে শ্রদ্ধেয় মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাসাতে উপাসনা ও ভজনাদি হয়। হরিশ বাবুর সৌজন্য ও ভদ্রতার জন্য তাঁহাকে সকৃতজ্ঞচিত্তে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি দীন প্রচারকদলের প্রতি অতিশয় সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

৩রা বুধবার। সদ্যঃপুষ্করণীগ্রামে পরগণে কুণ্ডীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে মধ্যাহ্ন কৃত্য ও রাত্রিতে নূতন প্রণালী মতে প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইল। এই গৃহের কর্ত্তা গৃহে ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার দুইটি যুবক পুত্র প্রচার যাত্রিগণের প্রতি যথোচিত সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অল্প বয়স্ক যুবকেরা বালকদিগের মধ্যে গণ্য, ইহাঁরা বালক হইয়াও বৃদ্ধের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারাও ধন্যবাদার্হ।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার। যাত্রিদল ফুলবাড়ী মোকামে উপনীত হইয়া উপাসনা ও আহারাদি সম্পাদন করিলেন। ফুলবাড়ীর ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ অতিশয় যত্ন ও সমাদর পূর্ব্বক প্রচারযাত্রিদলকে গ্রহণ করিলেন। সে দিন সন্ধ্যাকালে নগরকীর্ত্তন ও মুনসেফ বাবুর বাসাতে নূতন প্রণালী অনুসারে নববিধান প্রচার করিলেন।

৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। প্রাতঃকালে ফুলবাড়ী গৃহে গৃহে নামকীর্ত্তন। মধ্যাহ্ন কৃত্যের পর বেলা প্রায় সাড়ে চারিটার সময় ফুলবাড়ীহাটে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। হাটের বক্তৃতা বিশেষ ওজস্বী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তৎপর সুজাপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র দাসের গৃহে তত্রস্থ জমিদার ও ভদ্র মহোদয়গণের সম্মুখে নূতন প্রণালীতে নববিধানপ্রচারকার্য্য সম্পন্ন হয়। পরে তথাকার সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ শেষ করিয়া যাত্রিদল বিশ্রাম করেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার। আহারান্তে দুইটার গাড়ীতে সৈয়দপুরে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া যাত্রিদল বাহির হইলেন, কিন্তু ঘড়ীর ভুলে ষ্টেসনে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ট্রেণ চলিয়া গেল। বিধাতার আশ্চর্য্য কার্য্যকৌশল কে বুঝিতে পারে? সে দিন আর ফিরিয়া ফুলবাড়ী যাওয়া হইল না। ষ্টেসন মাষ্টার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মিত্র অতি চরিত্রবান্ ভদ্র। তাঁহার প্রযত্নে সেই স্থানে অবস্থিতি করা গেল এবং তাঁহার গৃহে আদরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সেখানে নামকীর্ত্তনাদি করা হইল।

৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার। যাত্রিদল প্রত্যূষে সৈয়দপুরে উত্তীর্ণ হইয়া গৃহে গৃহে নামকীর্ত্তন ও মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপন করিলেন। পরে বৈকালে তত্রস্থ উন্নতিবিধায়িনী সভার গৃহে সমবেত লোকমণ্ডলী সমক্ষে নূতন প্রণালীতে প্রচার ও বিশেষ প্রমত্ততার সহিত নগরকীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তন শুনিয়া সর্ব্বসাধারণ লোকের হৃদয় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসুর গৃহে সামান্য ভাবে সামাজিক উপাসনা শেষ হইল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার। যাত্রিদল গৃহে গৃহে দয়াময় শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিয়া সমাগত ভদ্রগণের সঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গ করিলেন। তৎপর মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ করিয়া

বিশ্রাম করেন, পরে রজনী সাতটার সময় তত্রস্থ উন্নতি-বিধায়িনী সভার গৃহে বাঙ্গলা হিন্দি ও ইংরাজি বক্তৃতা করিয়া সেই রাত্রিতেই নাটোর মোকামে যাত্রা করিলেন।

৯ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে নাটোর মোকামে উপস্থিত হইয়া দিবা দুইপ্রহর পর্য্যন্ত স্থানের জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাত্রিগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আশ্চর্য্য দয়াময়ের কৃপা!! তত্রত্য এক জন বৈষ্ণবের আখড়াতে উপস্থিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত স্নান ও উপাসনা শেষ করিয়া খেচরান্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করা হইল। এপর্য্যন্ত তথাকার একটি ভদ্র লোক একবার জিজ্ঞাসাও করিল না যে ইহারা কে ও কোথা হইতে আসিয়াছে। বিশ্বাসী যাত্রিদল তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বেলা প্রায় সাড়ে চারিটার সময়ে তথাকার এক জন মৃদঙ্গবাদককে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহার সাহায্যে দয়াময় শ্রীহরির পবিত্র নামের গৌরব ঘোষণা করিতে করিতে বাজারের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। এই কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দয়াময়ের দয়া যেন স্বর্গ হইতে অজস্র ধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। নাম শুনিয়া পথে লোকে লোকারণ্য হইল। দলে দলে লোকসকল ভূমিষ্ঠ হইয়া পথের ধারে প্রণাম করিতে লাগিল। পরে এক জন মহাজন অতি যত্ন করিয়া তাহার গৃহে লইয়া গেল। সেই স্থানে বহু লোক সমবেত হইলে অতিশয় প্রমত্ত ভাবে সংকীর্ত্তন নৃত্যাদি হইল। তার পর ভাই উমানাথ গুপ্ত ও ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু উভয়েই মহাপুরুষ গৌরাঙ্গ ও তৎপ্রচারিত ভক্তির বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। সমবেত লোকমণ্ডলী চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রবণ করিল। যাত্রিদল তথা হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে সমাগত হইলেন, এবং ট্রেণ আসিবার সময় নিকটে জানিয়া ষ্টেসনে সমাগত হইলেন। নাটোরের বাজার হইতে ষ্টেসন অনেক খানি ব্যবধান। আসিতে আসিতে জল ঝড় উপস্থিত হইল। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা!! কেনন না আর দুইমিনিট বিলম্ব হইলে সকলকে বিষম বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত। দয়াময়ের দয়াতে তাহা হইল না। যখন যাত্রিদল গাড়ীতে চড়িবেন তখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। পরে প্রাতঃকালে কলিকাতায় পৌঁছিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এবার কার প্রচার যাত্রাতে দয়াময় শ্রীহরি ও বিশ্বাসিদলের পালয়ত্রী আনন্দময়ী বিশ্বজননী তাঁহার আশ্রিত দাসগণকে বিশেষ ভাবে কৃতার্থ করিয়াছেন। দাসগণ আপনাদের অযোগ্যতানিবন্ধন যাহা কোন রূপে আশা করিতে পারেন নাই, দয়াময়ীর দয়াতে সেই স্বর্গীয় সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থানুসারে তাঁহারা স্থানে স্থানে কেবল তিরস্কার ব্যতীত কিছুই আশা করেন নাই, কিন্তু পুত্রবৎসলা জননী দীন হীন কাঙ্গাল সন্তানগণের প্রতি আশাতিরিক্ত অসম্ভব স্নেহ বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন ও আশাতিরিক্ত স্বর্গীয় অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন। ধন্য বিধানের অভিনেত্রী, আনন্দময়ী মা, ধন্য দয়াময় শ্রীহরি, ধন্য তাঁহার দয়া।

কুটীর মঙ্গলবার ২১ বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী! সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকার সাগর মন্থন পূর্ব্বক কোন্ দেবতা লাভ করা হইল। "আমি আছি" এই উপাধিধারী দেবতা, সত্তা অথবা বর্ত্তমানতা, যাঁহার নাম। প্রথমাবস্থায় এই ঘোরান্ধকার ভিতরে ব্যাপ্ত যে সত্তা, সেই সত্তা দর্শন, সেই সত্তা পূজা, সেই সত্তা ধারণ করিতে হইবে। এই যে সত্তা উপলব্ধি অথবা দর্শন, ইহা দুই ভাবে সম্ভব। এক স্থূল, এক সূক্ষ্ম; এক সামান্য, এক বিশেষ; এক অবলোকন এক নিরীক্ষণ; এক সন্তরণ এক মগ্ন। স্থূল কি? প্রকাণ্ড একটী জীবন্ত জাগৎ ব্যাপ্তি, যত দূর দেখিতেছি, মন যতদূর যাইতেছে, তত দূর সেই ব্যাপ্তি, দেশে অপরিচ্ছিন্ন, খানিক আছে খানিক নাই তাহা নহে, এই যে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি ইহা স্থূল সত্তা। একটি অত্যন্ত সংকীর্ণ বিন্দুমাত্র স্থানে যে সেই আবির্ভাব উপলব্ধি তাহাই সূক্ষ্ম দর্শন। এরূপ মনে করিবে না যে এই দুই স্বতন্ত্র সত্তা। সেই একই সত্তা, সমস্ত দেখিলে স্থূল, একটি অংশ দেখিলে সূক্ষ্ম দর্শন হইল। সাধারণ সত্তা এবং বিশেষ সত্তা দর্শনও এইরূপ। অবলোকন কি? ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে দর্শন করা। নিরীক্ষণ কি? একটী জায়গাতে খুব ভালরূপে তাঁহাকে দেখা। একটু ছোট বিভাগে স্থির ভাবে তাহাকে দেখা। কিন্তু যখন সূক্ষ্ম, অথবা বিশেষ ভাবে সেই সত্তা নিরীক্ষণ করিবে তখন এরূপ মনে করা হইবে না যে আমি যত দূর দেখিতেছি ইহা ভিন্ন আর ব্রহ্মের সত্তা নাই। তখন মনে করিবে আমার সাধ্যানুসারে আমি কেবল অল্প অংশ দেখিতেছি। সন্তরণ কি? প্রকাণ্ড সত্তা সাগর দেখা, এক বার তাহার উপরিভাগে ভেসে নেওয়া, যেমন বস্তুর উপর চক্ষু বুলাইয়া লওয়া। দ্বিতীয়তঃ সেই সত্তার ভিতরে মগ্ন হওয়া। এক উপরিভাগে চক্ষুর সন্তরণ এক অভ্যন্তরে দৃষ্টির প্রবেশ। এক চক্ষু বস্তুর উপরিভাগে দেখিল, এক চক্ষু সেই বস্তুতে বিদ্ধ হইল। সুতরাং দর্শন, দুই প্রকার। সূক্ষ্মভাবে, বিশেষ রূপে সেই সত্তা নিরীক্ষণ করা অনেকের পক্ষে সর্ব্বদা হয় না; কিন্তু তুমি যোগশিক্ষার্থী, তোমার কেবল উপরিভাগে, বাহিরে দৃষ্টি হইলে হইবে না; সমস্ত সত্তা বিস্তৃত থাকুক, তোমার নয়নকে একটি স্থানে বদ্ধ করিতে হইবে, খুব অনেক ক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে হইবে। যাহাতে সূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ হয় তাহার জন্য

বিশেষ সাধন করিবে। দৃষ্টি তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিলে পরে তাঁহার সমুদয় গুণ প্রকাশিত হইবে। প্রথম নির্গুণ সত্তা দর্শনেও নিরীক্ষণ আবশ্যক।

কেবল নির্গুণে থাকিলে অদ্বৈতবাদ আসিতে পারে। সত্তাতে, অর্থাৎ কেবল আছেন বলিলে বস্তুর প্রভেদ হয় না। গুণ নির্ব্বাচনেই বস্তুর ভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। এই জন্য নির্গুণ সোপান অতিক্রম করিয়া সগুণে উপস্থিত হইতে হইবে। সগুণে দ্বৈতভাব স্পষ্ট রূপে উপলব্ধ হয়। কিন্তু নির্গুণ সত্তা নিরীক্ষণের সময়েও দ্বৈতভাব রক্ষা করিতে হইবে। আপনাকে স্বতন্ত্র জানিয়া কেবল আপনার দৃষ্টিকে সেই সত্তার অভ্যন্তরে প্রেরণ করিতে হইবে। আমি নহি, কিন্তু আমার চক্ষের দৃষ্টি সেই নির্গুণ সত্তায় মগ্ন হইতেছে, এই প্রকার বিশ্বাসের সহিত সাধন করিতে হইবে।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

তিমিরাব্ধিং প্রমথ্যাঽঽপদহমস্মীতিবাদিনম্।
দেবং স যোগী নামাঽস্য সত্তা বা বিদ্যমানতা ॥ ১ ॥
কর্ত্তব্যা ধারণা তস্যাঃ পূজাদর্শনমেব চ।
অদ্যাবস্থাস্থিতেনাত্র তিমিরে ভূতিমিচ্ছতা ॥ ২ ॥
উপলব্ধির্দর্শনং বা তস্যা হি দ্বিবিধং মতম্।
স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ সামান্যং বিশেষমবলোকনম্ ॥
নিরীক্ষণং সন্তরণং মজ্জনঞ্চেতি ভেদতঃ ॥ ৩ ॥
দেশকালাপরিচ্ছিন্না ব্যাপ্তিশ্চেতনলক্ষণা।
মনোধাবতি যাবন্তং দেশং তত্রচ তত্র চ ॥
লক্ষিতেয়ং তয়া তন্তমতিক্রম্য চ বর্ত্ততে।
স্থূলোপলব্ধিরেবেয়ং সত্তাসামগ্র্যদর্শনাৎ ॥ ৪ ॥
স্থানে দৃষ্টির্নিবদ্ধা চেৎ সত্তানুভবহেতবে।
জ্ঞেয়া সূক্ষ্মোপলব্ধিঃ সা সুগমা তত্র ধারণা ॥ ৫ ॥
সামান্যঞ্চ বিশেষঞ্চ তদ্দ্বয়ং পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৬ ॥
দর্শনং সোঽয়মস্তীতি জ্ঞেয়স্তদবলোকনম্।
নিরীক্ষণং বিশেষেণ স্থানে সন্দর্শনং মতম্ ॥ ৭ ॥
সূক্ষ্মেণ বা বিশেষণ ভাবেন দর্শনং পুনঃ।
ন মন্তব্যং পূর্ণতয়া সত্তায়া ব্রহ্মণস্ত্বয়া ॥ ৮ ॥
সন্তরণং প্লবনং হি দৃষ্টেঃ সত্তার্ণবোপরি।
অন্তঃসমজ্জনং ত্বস্যা তস্যাং মজ্জনমুত্তম ॥ ৯ ॥
সত্তায়াং বিস্তৃতায়াং ত্বং বধান্ দৃষ্টিং সমাহিতঃ।
স্থানে সূক্ষ্মেণ ভাবেন নিরীক্ষস্ব প্রযত্নতঃ ॥ ১০ ॥
ন তে সংশোভতে যোগশিক্ষার্থিন্ ধাবনং বহিঃ।
সাধারণজনপ্রায়স্ত্বমন্তর্বিশ সন্ততম্ ॥ ১১ ॥
অস্তু সা বিস্তৃতা সত্তাজ্ঞানে ত্বং নেত্রমাত্মনঃ।
সূক্ষ্মভাবেনেক্ষণায় দেশেঽত্র বিনিযোজয় ॥ ১২ ॥
অন্তঃপ্রবিষ্টে নেত্রেঽস্মাদ্বির্গুণাদ্গুণরাজয়ঃ।
প্রকাশ্যন্তে ততঃ কুর্য্যা বিশেষং সাধনং মহৎ ॥ ১৩ ॥
নির্গুণাদ্গুণজাতঞ্চ কালেনাবির্ভবিষ্যতি।
নির্গুণে বদ্ধদৃষ্টিশ্চেচ্চিরমদ্বৈতবাদিতা ॥ ১৪ ॥
সত্তয়া বস্তুভেদোঽত্র গৃহ্যতে ন কদাচন।
অতো নির্গুণসোপানমতিক্রম্য গুণে বিশেৎ ॥ ১৫ ॥
বিষ্টেন নির্গুণেঽপ্যত্র সাধনে যত্নতঃ সদা।
রক্ষণীয়ো দ্বৈতভাবো দৃষ্টিমন্তঃ প্রহিণ্বতা ॥ ১৬ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে দর্শনভেদ-
কথনং নামাষ্টাদশমুপনিষৎস্বেকচত্বারিং-
শত্তমমনুশাসনম্।

ব্রাহ্মিকাকৃত সঙ্গীত।

আপনাতে আপনি রব হব না কারু সঙ্গিনী।
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে থাক্‌ব না দিন যামিনী ॥
সাধুরে সহায় করি ভজি হরি চিন্তামণি।
কত ধনে ধনী কর্‌বেন আমায় জগত জননী ॥

সংবাদ।

১৭ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কুচবিহারের মহারাজার কন্যার শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হইয়াছে। রাজকুমারীর নাম শ্রীমতী সুকৃতিসুন্দরী রাখা হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের কোন বন্ধু শ্রীদরবারকে যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আজ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সেই কুচবিহার আজ সম্পূর্ণ রূপে নববিধান গ্রহণ করিল। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আমরা দেখিলাম! যিনি এত কষ্ট করিয়া জমী প্রস্তুত করিলেন, বীজ রোপণ করিলেন, বৃক্ষ প্রস্তুত করিলেন, তিনি আজ পৃথিবীতে থাকিলে কি কাণ্ড করিতেন তাহা কে বলিতে পারে? তিনি কেবল কষ্ট করিয়াই চলিয়া গেলেন, আমরা হতভাগ্য হইয়াও এই অল্প কালের মধ্যে এমন সুন্দর বৃক্ষের সুপক্ক ফলের রসাস্বাদন করিলাম। ডাগেরাই প্রভৃতি প্রাচীনা রাণীগণ গর্ডন ও বিগনাল সাহেবের মেম আসিয়া অদ্যকার সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিলেন। মহারাণীর সুমিষ্ট কাতর প্রার্থনা, মহারাজের বিনয়পূর্ণ ভাবের সহিত ইংরাজি ভাষায় সেই পূজনীয় আচার্য্যদেবের স্বহস্ত-লিখিত প্রার্থনা পাঠ, অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মহারাজা প্রার্থনা পাঠ করিতে করিতে চক্ষের জল ফেলিলেন, কণ্ঠের স্বর বদ্ধ হইয়া গেল। সে প্রার্থনা কি তাঁহার মা শুনান নাই, সে ভাব কি তিনি দেখিলেন না, আমি কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। তাঁহার জামতার জন্যই যেন তিনি এই সকল প্রার্থনা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহার ভবিষ্য দৃষ্টি। আজকার কার্য্যে আমি আর কি আপনাদিগকে উপহার দিব ভক্তির সহিত কেবল আপনাদের সকলকার চরণে প্রণাম করিতেছি।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

১ লা অগ্রহায়ণ হইতে ১৭ পৌষ ১৮০৫।
১৬ নবেম্বর হইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৩।

আয়।

গত মাসের স্থিতি	...	৬।৫
মাসিক দান সংগ্রহ	...	১২৬
এক কালীন দান	...	১৭
শুভ কর্ম্মের দান	...	৮৫
বস্ত্রজন্য সাহায্য	...	৭৮
ব্রহ্ম মন্দির	..	৪৪
পাথেয়	...	৩৫।০
পরিচারিকা	...	৮।৶০
পৃথিবী প্রদক্ষিণ জন্য সাহায্য	...	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন	...	৮৲
পুস্তক বিক্রয়	...	৭৭৸০

ধর্ম্মতত্ত্ব।

গ্রাহকদিগের নিকট মূল্যপ্রাপ্তি	...	১১১।০
সমষ্টি		৬০৫৸৶৫

ব্যয়।

প্রচারকদিগের আহারের ব্যয়	...	২৫৫৸৶৫
বস্ত্র ও বিনামা	...	৯১৶
মন্দিরের গাড়িভাড়া	...	১৲
বাটী ভাড়া	...	২০৲
ট্যাক্স	...	২০৶০
পাথেয়	...	২০।০
ক্ষুদ্র ব্যয় ও ডাক মাশুল	...	১১।৶১০
পরিচারিকা	...	২১৴০
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	৯৮৸৶১৫
বাটী মেরামত	...	১২
মৃত ভুবনকৃষ্ণের পরিবারের জন্য	..	৫৲
কর্ম্মচারীর বেতন	...	৭৲

ধর্ম্মতত্ত্ব।

কাগজ ১৮৲, ডাকমাশুল ২৩।৴০	...	৪১।৴০
সমষ্টি		৬০৫।১০
হস্তে স্থিতি	...	॥৴১৫
সমষ্টি		৬০৫৸৶৫

বস্ত্রজন্য সাহায্য।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস গোল	...	২৲
" " রামকৃষ্ণ পণ্ডিত	...	১৲
" " গোপালচন্দ্র বসু	...	২৲
" " মুকুন্দবল্লভ মজুমদার	...	১০৲
" " হরিদাস রায়	..	১৲
" " গিরীন্দ্রচন্দ্র রায়	...	২৲
" " বসন্তকুমার দত্ত	...	১৲
" " ভগবানচন্দ্র দাস	...	২৲
" " কালিদাস সরকার	...	১৲
" " চিন্তাহরণ সিংহ	...	১২॥০
" " লক্ষ্মণচন্দ্র আস	..	২০৲
" " জয়গোপাল সেন	...	৫৲
" " রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়	...	২৲
ওয়েন সাহেব	...	১২॥০
সুলতানগাছাস্থ বন্ধুগণ	..	৪৲

শুভকর্ম্মের দান।

মহারাজা কুচবিহার	...	৩০৲
শ্রীমতী মহারাণী কুচবিহার	...	৫০৲
কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ	...	৫৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস	...	১০
" মতিলাল রায়	...	১৲
" বিপিনবিহারী সরকার	...	৫৲
" রামলাল ভড়	...	১৲

মাসিক দান।

মহারাজা কুচবিহার	...	২০
শ্রীমতী মহারাণী কুচবিহার	...	২০৲
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী	...	২৲
কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ	...	১১৲
শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দবল্লভ মজুমদার	...	২৲
" গোবিন্দ চাঁদ ধর	...	৪৲
" কৃষ্ণবিহারী সেন	..	১৲
" নিত্যগোপাল রায়, গাজিপুর	...	৪
" গগণচন্দ্র রায় ঐ	...	২৲
" প্রসন্নকুমার ঘোষ, গোলঘাট	...	৬৲
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	১৲
" সাধুচরণ দে	...	১
" নুটবিহারী দাস	...	॥০
" প্রমথনাথ মিত্র	...	।০
" যদুনাথ ঘোষ	...	১৲
" রামেশ্বর দাস	...	১৲
" প্রিয়নাথ ঘোষ	...	৪৲
" মধুসূদন সেন	...	১৲
" কালিদাস সরকার	...	১৲
" তারকচন্দ্র সরকার	...	১৲
" ভুবনমোহন দে	...	॥০
" দীননাথ চক্রবর্ত্তী	...	১৲
" অক্ষয়কুমার রায়	...	৩৲
" জয়গোপাল সেন	...	৯॥০
" কৈলাসচন্দ্র বসু	...	১৲
" হরনাথ ভট্টাচার্য্য	...	১৲
" আশুতোষ ঘোষ	...	৫৲
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	২৲
" ক্ষেত্রমোহন দত্ত	...	১৲
" প্রেমচাঁদ বড়াল	...	১৲
" আনন্দচন্দ্র গুপ্ত	...	।০
" প্রকাশচন্দ্র রায়	...	১৲
" পিনাগাপানি মুদিলিয়র	...	৪৲
" কেশবচন্দ্র সেন	...	১২৲

এই পত্রিকা ৭২ অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে ২২শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৯ ভাগ। ১০ সংখ্যা। | ১ লা আষাঢ় শনিবার, ১৮০৬ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে মাতঃ, যে কোন অবস্থায় থাকি, আমি তোমায় বিস্মৃত না হই, ইহা হইলেই আমার জীবন আমি কৃতার্থ মনে করি। পরলোকে ঘোর অন্ধকারপূর্ণ স্থলেতে প্রবেশ করিতেও ভয় হয় না, যদি আমার স্মৃতি তোমায় সেখানে পরিহার না করে। বৈকুণ্ঠে বাস অথবা নরকে নিবাস ভক্তগণ কিছুতেই ভয় করেন না, কেবল তাঁহারা যেখানে সেখানে তোমাকেই চান, ভক্তগণের এ ভাব হৃদয় পূর্ব্বে তেমন গ্রহণ করিতে পারে নাই। এখন দেখিতেছি, জননি, ঘোর অন্ধকারও ভয় দেখাইতে পারে না, যদি তোমায় বিস্মৃত না হই। অন্ধকার অতি সত্বর আলোকপূর্ণ হয়, যদি তোমায় ডাকিতে পারি। দীনগতি, ভয় কেবল তোমাকে বিস্মৃত হওয়া, তদ্ভিন্ন আর ভয়ের কারণ কি আছে? জীবনে যেন এমন পাপ না ঘটে, যাহাতে তোমাকে বিস্মৃত হইয়া যাই। এ পৃথিবীতে প্রলোভন পরীক্ষা অনেক, কিন্তু সেই সকল প্রলোভন পরীক্ষাও কিছু করিতে পারে না, যদি তন্মধ্যে তোমায় নিকটে দেখিতে পাই। মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে, কিন্তু যদি মৃত্যুর সময়ে তোমাকে শিয়রে দেখিতে পাই মৃত্যু আমায় কি করিতে পারে? মৃত্যুর অন্তে কোথায় কি ভাবে থাকিব, সে চিন্তা কেন করিব, যদি জানি আমি মুহূর্ত্তের জন্যও তোমা ছাড়া হইব না। হে জীবনের উৎস, এই প্রকারে দেখিতে পাইতেছি, আমায় কোন অবস্থাই ভয় দেখাইতে পারে না, যদি কেবল অবিস্মৃত হৃদয়ে তোমায় ধারণ করিয়া থাকি। যদি মৃত্যুর পর আমায় অন্ধকারও দেখিতে হয়, অথচ তোমার স্মৃতি আমায় পরিহার না করে, আমি এই বলিয়া আনন্দিত হইব, না হয় আর দশ সহস্র বৎসর পরে দিব্যধামে দেবগণের সহিত একত্র বাস করিব, তাহাতে ক্ষতি কি? তৎসম্বন্ধে তো আশা প্রাপ্ত হইলাম। তাই তোমার নিকটে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, মা আমি যে অবস্থায় কেন থাকি না এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমায় ভুলিয়া না যাই, হৃদয় নিয়ত তোমাকে লইয়াই থাকে।

আমাদিগের বন্ধু।

পৃথিবীতে প্রকৃত বন্ধুর অভাব এত যে মানুষ যে কোন ব্যক্তির সহিত একটু সৌহৃদ্য হইলেই তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করে। বন্ধুতা

স্বর্গীয়, ইহার নিবন্ধন এরূপ সুদৃঢ় যে, কোন সময়ে এমন কারণ উপস্থিত হইতে পারে না, যাহাতে উহা ছিন্ন হইতে পারে। যেখানে বন্ধুতা কালে শত্রুতাতে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে, সেখানে বন্ধুতাশব্দ অর্পণ বন্ধুশব্দের অবমাননা মাত্র। আমাদিগের আদর্শ অনুসারে মনুষ্যে মনুষ্যে বন্ধুত্ব বিরল, এজন্য আমাদিগের এমন এক জন বন্ধু সকলেরই অন্বেষণ করা সমুচিত, যিনি কোন কালে বন্ধু ভিন্ন অবন্ধু হইতে পারেন না।

ঈশ্বর আমাদিগের বন্ধু, ইহা অতি পুরাতন কথা। ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর, ইহা যে কোন ব্যক্তির মুখে শুনা সম্ভবপর। দুঃখের বিষয়, অতি অল্পসংখ্যক লোক আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিল। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদিগের যত প্রকারের সম্বন্ধ আছে, বন্ধুসম্বন্ধ সর্ব্বোচ্চ। কেন না এখানে এত দূর উভয়ের ঘনিষ্ঠতা উৎপন্ন হয় যে কোন প্রকার সঙ্কোচ ভাব আর থাকে না। ঈশ্বরকে রাজা বলিলে তাঁহার মহত্ত্ব এবং গৌরব আমাদিগকে তাঁহা হইতে দূরে রাখে, পিতা বলিলে সম্ভ্রম উপস্থিত হইয়া আমরা তাঁহা হইতে কিছু দূরে অবস্থিতি করি, মাতা বলিলে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইল কিন্তু সজ্ঞান সন্তানের মাতার নিকটে সম্ভ্রম স্বাভাবিক। মাতৃসম্বন্ধে যদি আমরা দিন দিন অজ্ঞান শিশু ভাব ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে অসঙ্কোচ উপস্থিত হয়, কিন্তু এ উচ্চতম অবস্থায় উত্থান সহজে সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

বন্ধু তিনি, যাঁহার নিকটে মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে পারি। অন্য যে কোন সম্পর্কের লোক হউন না কেন, যে কথা তাঁহার নিকটে বলা যায় না, সে কথা বন্ধুর নিকটে অনায়াসে প্রকাশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তির আপনার মন খুলিবার কেহ নাই, তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কে আছে? একটী প্রস্তরের মূর্ত্তির নিকট মন খোলা ভাল তবু ভিতরে চাপিয়া রাখিবে না কেন না মন উহাতে নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এ উপদেশ নিষ্ফল, কেন না যেখানে মন খুলিলে প্রত্যুত্তর পাইব না সেখানে মন খোলা পাগলাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহার নিকটে বলিতেছি, জানিতেছি তাহার সহানুভূতি নাই অথচ তাহারই নিকটে মনের কথা বলিতেছি, ইহা কখন স্বভাবসিদ্ধ নহে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা স্বর্গস্থ দেবতাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সকল মনের কথা তাঁহারই নিকটে বলেন।

পাঠকগণ বলিবেন, আমরা পুরাতন কথা লইয়া কেন বৃথা সময়ক্ষেপ করিতেছি। আমরা চারি দিকে লোক সকলের মধ্যে যে অভাব দেখিতেছি, তাহাতেই আমাদিগকে পুরাতন কথা নূতন করিয়া বলিতে হইতেছে। অনেকে নিত্য উপাসনা সাধন ভজন করেন, কিন্তু আজও বলিতে পারেন না যে তাঁহারা এমন এক জনকে পাইয়াছেন, যাঁহার নিকটে ঘরের অতি ছোট কথা হইতে বড় বড় ব্যাপার বলিয়া তাঁহার মতে চলিতেছেন। ঈশ্বর আমাদিগের বন্ধু একথা বলিলেই হইল না, কার্য্যকালে তাহা সপ্রমাণ হওয়া চাই। বন্ধুকে কোন২ কথা বলি না, তাঁহার সৎপরামর্শ বিনা কোন২ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি, ইহা হইলে আর বন্ধুতা রহিল কোথায়? স্বর্গের বন্ধু যাঁহার হস্তে আমার অনন্ত জীবনের কল্যাণ ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাকে আমি আমার সমস্ত বিষয়ের প্রত্যয়স্থলে গ্রহণ করি না, এ কি প্রকার কথা? যাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের জীবনের একটি অতি যৎসামান্য বিষয়ও যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় না জানিয়া অনুষ্ঠিত হয়, আমরা তাহা মহাপাপ বলিয়া মনে করি।

আমরা অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা অনেক দিন সাধন করিয়া আসিতেছেন, অথচ আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বিশ্বাস দৃঢ়তা লাভ করিল না। বিপদে পড়িলে অন্য দশ জন যে প্রকার

অন্ধকার দেখেন তাঁহারাও সেই প্রকার অন্ধকার দেখেন, তাঁহাদিগকেও কোন সদুপায় সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে মনুষ্যবিশেষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে এ প্রকার অনাস্থার ভাব অতীব নিন্দনীয়। যদি তাঁহারা ঈশ্বরসাধনে এমন একটী স্থিরভূমি লাভ না করিলেন, যাহাতে তাঁহাদিগকে সংসারের ব্যক্তি বা বস্তুনিরপেক্ষ না করে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সকল পরিশ্রমই বিফল। "যদিও তিনি আমাকে বিনাশ করেন তথাপি আমি তাঁহার প্রতি নির্ভর করিব" এই প্রবচন যে ব্যক্তি জীববন্ধুসম্বন্ধে নিরন্তর জীবনের নিস্তব্ধ বাক্যে উচ্চারণ করিতে সমর্থ না হইল তাহার জীবনে ও সাধনে ধিক্।

মনুষ্য মধ্যে কি আমরা তবে বন্ধু অন্বেষণ করিব না? এ প্রশ্নের উত্তর অতি গুরুতর, অথচ এক কথায় ইহার সদুত্তর হইয়া যায়। হে মানব, তুমি তোমার দেববন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে কোন্ ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিতে বলেন। তিনি যাঁহার কথা বলেন, তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা কর, অন্যথা তুমি এমন গুরুতর দায়িত্বের কার্য্য করিতে আপনি কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইবে? কিন্তু এখানেও তোমার পরমবন্ধুর সহিত সম্বন্ধ অণুমাত্র শিথিল হইবে না, কেন না তোমার মানববন্ধুর কথা তোমার পরমবন্ধুর কথার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে, অন্যথা তুমি অতি শীঘ্র বিপদের হস্তে নিপতিত হইবে। তুমি তোমার পরমবন্ধুর পরামর্শে যাঁহাকে বন্ধু করিলে, তিনি যাহা বলিবেন, তোমার হৃদয়স্থ বন্ধু তাহাতে সায় দিয়া যাইবেন অন্যথা সে কথার কোন গুরুত্বই থাকিবে না। এই প্রকারে দেখ, হে মানব, তোমার খাঁটি বন্ধু কেবল এক মাত্র সেই দীনবন্ধু হরি। তাঁহার বন্ধুত্বে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব, যদি তাহা না হয়, উহা মায়া কল্পনা এবং ভ্রান্তি মাত্র।

তুলনাঘটিত অপরাধ।

পৃথিবীর শাস্ত্রে একের সঙ্গে অপরের তুলনা করিয়া ছোট বড় নির্দ্ধারণ করা নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যমাত্রের ইটি এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা কোন স্থলে তুলনার ব্যাপার না আনিয়া বিচার করিতে পারে না। সত্য বটে আমাদিগের পার্থিব জ্ঞানের মূল তুলনা, কিন্তু তাহা বলিয়া যেখানে তুলনা নাই সেখানেও তুলনা করিতে হইবে, ইহা কিছু যুক্তিযুক্ত নহে। এমন স্থল আছে, যেখানে এরূপ তুলনায় মহা অপরাধ সংঘটিত হয়। আমরা যাহাতে এই অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি তজ্জন্য অদ্যকার এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমরা সর্ব্বদা এই প্রকার প্রশ্ন শুনিতে পাই জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়, ভক্তি বড় কি যোগ বড়? এ সকল প্রশ্ন পৃথিবীর তুলনার শাস্ত্র হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। কেহ মনে করেন জ্ঞানের পথ শুষ্ক অতএব উহা হেয়। কেহ মনে করেন, ভক্তির পথে অন্ধতা আইসে অতএব উহা পরিহার্য্য। কেহ মনে করেন যোগে বিষয়াতীত আনন্দ লাভ হয় অতএব তাহাই একমাত্র অনুসরণীয়। কেহ মনে করেন, যোগে মনুষ্য নিশ্চেষ্ট হয় নিরুদ্যম হয়, লোকাতীত বিষয়ে অভিমানী হয়, অতএব উহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এ সকল কথাই যাহা জ্ঞান নয় ভক্তি নয় যোগ নয় তাহা লইয়া সমুপস্থিত, সুতরাং বিকৃত বস্তুর তুলনা দ্বারা যে সিদ্ধান্ত তাহাও বিকৃত। ফল কথা, জ্ঞান ভক্তি যোগ সকলই সমতুল্য, এখানে শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্বের বিচার আসিতে পারে না, কেবল লক্ষণের পার্থক্য দ্বারা একেকে অপর হইতে দার্শনিক প্রণালীতে ভিন্ন করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য এ সকলের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্বের বিচার উপস্থিত হইতে পারে

না। লক্ষণ দ্বারা এসকলের প্রভেদ গ্রাহ্য, শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব নহে। কেবল ভেদ নয়, একটিকে অপরাপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া লোকে আপনাদের জীবন মহা অসামঞ্জস্যের ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছে ও তজ্জন্য বিবিধ বিকার আনয়ন করিয়াছে। মনুষ্য এ প্রকার অপরাধে আর নিপতিত না হয়, এমন সময় আসিয়াছে। এখন পৃথক ও একত্র গৃহীত জ্ঞানাদির সমাদর হইবে।

আমরা একটি স্থলে ভয়ঙ্কর অপরাধের ব্যাপার দর্শন করিয়া থাকি এবং এই অপরাধ যে কত দিনে লোকের মন হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে, আমরা বলিতে পারি না। এ অপরাধ যেন মনুষ্যের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বিধান এই অপরাধকে পৃথিবী হইতে বিদূরিত করিবার জন্য আসিয়াছেন, সুতরাং ঈদৃশ অপরাধ অবিষহ্য। আমাদিগের বিধান যে প্রকার জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম্ম, প্রেম পুণ্য শক্তি চৈতন্য, বৈরাগ্য দীনতা বিনয় প্রভৃতির কোনটিকে কোনটি হইতে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বলিতে দেন না, সকলকে যথাযোগ্য নির্দ্দেশ করিয়া একাধারে আনয়ন করেন, তেমনি মুষা, শাক্য, ঈশা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনগণের পরস্পরের পরস্পর হইতে শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ না করিয়া সকলকে যথাযোগ্য স্থান দান করত রত্নদামসদৃশ এক সূত্রে গ্রথিত করেন। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের গুটিকয়েক কথা বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন হইয়াছে।

ঈশাকে মহাজনপ্রধান কোন্ অর্থে কথিত হইয়াছে, ইহা আমরা অনেক সময়ে বলিয়াছি। যিনি কেন যে পথ জগতে প্রতিষ্ঠিত করুন না, ইচ্ছার একত্ব সকলেরই অনুসরণীয়। এতৎসম্বন্ধে মহর্ষি ঈশা সকল মহাজনগণের সঙ্গে একত্বের ভূমিতে দণ্ডায়মান, সুতরাং তাঁহার প্রতিনিধিত্ব সকল কালে শোভা পায়। ইহাতে শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্বের কোন কথা আসিতেছে না। ভগবান্ যিনি যাঁহাকে যে জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি পৃথিবীতে তাহা সাধন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এই মাত্র। এইরূপে যিনি যাহা জগৎকে দিয়াছেন, জগতের পক্ষে তৎসমুদায়ই একান্ত প্রয়োজন। অন্নজল প্রভৃতি একটি উপাদানও যেরূপ পরিহার্য্য নয়, অবস্থাভেদে সকলেরই জীবনের পক্ষে উপযোগিতা আছে, ইহাঁদিগের প্রদত্ত সামগ্রীও সেই প্রকার। আমরা শ্রেষ্ঠ বলিতে সকলকেই বলিব, কাহারও সঙ্গে কাহাকেও তুলনায় আনয়ন করিব না। এরূপ তুলনা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব অর্পণ মহাপাপ জানিয়া আমরা সর্ব্বথা উহা পরিহার করিব।

আমাদিগের এক জন বৈদেশিক সহযোগী পুষ্পমালা ও সূত্রের দৃষ্টান্ত লইয়া আমাদিগের বিধানসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া বলিয়াছিলেন, নববিধানপ্রবর্ত্তক আচার্য্যকে তাঁহার বন্ধুগণ অবশ্য মনে মনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন, কেন না সকল মহাজন আসিয়া তাঁহাতে মিলিত হইয়াছেন। এ কথায় আমরা তখন প্রতিবাদ করি নাই, কিন্তু এখন প্রতিবাদ করিবার অবকাশ হইয়াছে। মুষা শাক্য ঈশা প্রভৃতির সঙ্গে আমাদিগের আচার্য্যকে এক শ্রেণীতে আমরা রাখি না, কেন না তাহা হইলে একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। যিনি আপনি সূত্র হইয়া সকলকে এক করিলেন, তিনি কখন যাঁহাদিগকে এক করিলেন তাঁহাদিগের সমশ্রেণী হইতে পারেন না। এক শ্রেণীর হইলে স্বতন্ত্র অবস্থিতি করিতে হয়, সকলের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাওয়া যাইতে পারে না। স্বয়ং আচার্য্য মহাজনগণের দাস বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন, এবং কেহ তাঁহাদিগের সঙ্গে তুলনা করিলে মহাপরাধ মনে করিতেন। দাস হইলেই নিকৃষ্ট হইতে হয় তাহা নহে। কেন না যে আপনাকে সকলের দাস করে সেই সকলের শ্রেষ্ঠ হয়, এই নিয়মানুসারে আমাদিগের আচার্য্য আপনাকে দাস

করিয়াও শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন; কিন্তু আমরা এরূপ শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্বের বিচার মহাপরাধ গণ্য করি, কেন না তদ্দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ সকলের অবমাননা হয়। প্রতিমহাজন আত্মাতে প্রতিফলিত ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপ জগৎকে দেখাইয়াছেন, আমাদিগের আচার্য্যও ঈশ্বরের সেই স্বরূপশক্তি প্রদর্শন করিতেছেন যাহাতে সমুদায় স্বরূপের একতা সামঞ্জস্য আছে। অতএব এখানে শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্বের কোন কথা উঠিতে পারে না, এরূপ বিচার উত্থাপন মহা অপরাধের নিদান। আমরা ভরসা করি, বিশ্বাসিগণ আমাদিগের প্রকাশিত বিষয় ভাল করিয়া আলোচনা করিবেন, এবং পার্থিব তুলনা ও বিচার সর্ব্বথা মন হইতে বিদায় করিয়া দিবেন।

কে আমাদিগের বিচারক।

এক জন ব্যক্তির উপরে মতামত প্রকাশ এমনই সহজ হইয়া পড়িয়াছে যে, এমন লোক নাই যে দুটী কথা এক জন লোকের উপরে না বলে। এরূপ মতামত প্রকাশ যে কত গুরুতর তাহা কেহই মনে করে না। পৃথিবীর ভাব দেখিলে মনে হয়, কাহারও সম্বন্ধে বিচার করিও না, এ কথা চির দিন ধর্ম্মগ্রন্থে বদ্ধ থাকিবে। যদি আমরা সর্ব্বপ্রকার বিচার বন্ধ করিয়া দি, তাহা হইলে সামাজিক শাসন থাকিবে না, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিবে, এই প্রকার আপত্তিতে বিচার চির দিন চলিয়া আসিতেছে। এ আপত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, অথচ বিচারজনিত দোষ কোন ব্যক্তিতে স্পর্শ করিবে না, এরূপ কোন উপায় আছে কি না এক বার দেখা যাউক। যদি আমরা এরূপ স্থল প্রাপ্ত হই, কোনরূপ অপরাধও ঘটিবে না, অথচ সমাজও সুশৃঙ্খল ভাবে চলিবে।

পৃথিবীর বিচারাসনের নিকটে আমরা তখনই বিচারিত হই, যখন কোন রাজবিধি আমরা অতিক্রম করি। যে রাজ্যে বাস করি, তাহার নিয়মরাজি প্রতিপালন করিতে একান্ত বাধ্য। কেন না আমি মুখে বলি আর না বলি তত্তন্নিয়ম প্রতিপালন করিতে চিরপ্রতিজ্ঞা করিয়া সেই রাজ্যের অধিবাসী হইয়াছি। যদি কেহ বলেন, অমুক নিয়ম হইবার সময়ে আমিতো তাহাতে সম্মতি দি নাই, সুতরাং সে নিয়ম দ্বারা আমি শাসিত হইব কেন? এ কথা নিয়ন্তৃবর্গ শুনিবেন না, কেন না রাজ্যে বাস করিতে হইলেই সে রাজ্যের নিয়ম অনুসরণ করিতে বাধ্য। এরূপ স্থলে কোথাও অবিচার হয় না আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণও আপনাদিগকে রাজ্যের বিচারাধীন করিতে কুণ্ঠিত হন না। মহাত্মা সক্রেটিসের উপরে দণ্ডাজ্ঞা অবিচারবিজৃম্ভিত, অথচ তিনি তাহা অকুতোভয়ে বহন করিলেন এবং বলিলেন, হৃদয়স্থ দৈববাণী যখন তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন না, তখন এ প্রকারে দণ্ডগ্রহণ তাঁহার অনুমোদনীয়।

জড়রাজ্যে বাস করিতে গেলে তাহার অনেকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, কাহার সামর্থ্য নাই সে সকল নিয়মকে অতিক্রম করে। উচ্চ শিখর হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িতে চাও, মনে রাখিও, মাধ্যাকর্ষণ তোমাকে এমনি সবলে নিম্ন দিকে টানিবে যে তোমার অস্থি চূর্ণ করিয়া তোমায় ভূতলশায়ী করিবে। প্রতিদিন জড়রাজ্যের নিয়মের ক্রিয়া দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে কাহার সংশয় নাই, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের নিয়মনিচয় যে, এতদপেক্ষা অধিক না হউক, সম পরিমাণে আমাদিগের শাসনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, ইহা আমরা কেহ অস্বীকার করিতে পারি না। কেহ এ কথা বলিতে পারেন না যে, যাঁহারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিরত নহেন, তাঁহারা অধ্যাত্মরাজ্যের

নিয়মরাজি দ্বারা শাসিত হইবেন কি প্রকারে? এ কথা বলাও যাহা, জড়রাজ্যনিরপেক্ষ যোগীর জড়রাজ্যের নিয়মনিচয় দ্বারা নিয়মিত না হইবার কথাও তাহাই। কিন্তু কি যোগী কি বিষয়ী উভয়কেই জড় ও অধ্যাত্মরাজ্যের নিয়মসমূহে শাসিত হইতে হইবে। তুমি বিষয়ী হইয়া যদি অধ্যাত্মরাজ্যের নিয়ম সকলের অনুসরণ করিতে বিরত থাক, তজ্জন্য যে সমস্ত শাস্তি তাহা তোমার বহন করিতেই হইবে। এইরূপ আবার যোগীকেও জড়রাজ্যের নিয়মের প্রতি উপেক্ষার ফলভোগ করিতে হয়।

অধ্যাত্মরাজ্যের কথা বলিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা সেই বিষয় কথঞ্চিৎ বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। আমাদিগের অধ্যাত্মরাজ্যের শাসনানুসারে আমরা কাহারও বিচার করিতে পারি না, কিন্তু এখানকার যে সকল ঐশ্বরিক অনুশাসন আছে, তাহাই আমাদিগকে শাসন করে। যদি আমাদিগকে কেহ কিছু নাও বলে, তথাপি আমরা আমাদিগের হৃদয়ের দিকে নয়ন ফিরাইয়া দেখি, সেখানে ঘোর শাসন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বাহিরে অনেক প্রকার আড়ম্বরে প্রবৃত্ত হইয়া ভিতরের দণ্ডজনিত ক্লেশ অতিক্রম করিতে যত্ন করি, কিন্তু যাই নির্জ্জনে বসি, অমনি দেখি যন্ত্রণানলে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। এই ক্লেশ অতিক্রম করিবার জন্য লোকে নূতনবিধ পাপের অনুসরণ করে, কিন্তু তদ্দ্বারা কেবল শাস্তির ভার আরও গুরুতর হইয়া উঠে। আমরা আমাদিগের এ নির্দ্ধারণ বহুল দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারি কিন্তু তাহা করিলাম না, কেন না আমাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই নিজ নিজ হৃদয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কোন না কোন অংশে আপনাকে এ দৃষ্টান্তের স্থল দেখিতে পাইবেন। বাহিরের কেহ বিচার করিল না, ভৎর্সনা করিল না, গুরুতর দণ্ড অর্পণ করিল না, অথচ হৃদয়ের শান্তিভঙ্গ হইয়া গেল, প্রাণ কিছুতেই সুস্থির হয় না, নিরাশা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিল, চতুর্দ্দিক শূন্য এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতীত হইল, সংসার সুখশান্তির বলিয়া প্রতীত না হইয়া কেবল অসুখ ও ক্লেশের ভূমি বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল, উৎসাহ উদ্যমাদি বিলুপ্ত হইতে চলিল। এই সকল এবং অন্য সকল অধ্যাত্ম শাস্তি যাঁহারা স্বয়ং নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাঁহারা আর কি প্রকারে বলিবেন আমাদিগের বিচারক নাই। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা বিচার করেন না অথচ অধ্যাত্মরাজ্যের শাসনের উপরে বিশ্বাস থাকাতে সর্ব্বদা আত্মপর ও সমাজ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। অচেতন ব্যক্তিকে এক বার উদ্বুদ্ধ করিয়া দাও, দেখিবে তাহার কি প্রকার গুরুতর শাস্তি অনুভব হয়। আমরা এরূপ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি দেখিতেছি, তাই ইহার উপরে আমাদের এত আস্থা।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

তত্ত্বসন্দর্ভ প্রমাণস্থলে বেদ গ্রহণ করিয়া অবোধ্য জন্য তদর্থপ্রকাশক পুরাণ সকলকে আধুনিকগণের পক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা কোন্ ভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি প্রদর্শন করিয়াছি, আজ আমরা বেদসম্বন্ধে বিশেষ কথা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদা[illegible] ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্নন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥
কিংদেবাঃ কিন্নরানাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ॥"

১১ স্ক, ১৪ অ, ৩—৬ শ্লো।

"বেদসংজ্ঞক বাণী প্রলয়কালে কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল। আমি এই বাণী সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম, আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট হয়, এরূপ ধর্ম্ম ইহাতে আছে। ব্রহ্মা

নিজ পুত্র অগ্রজন্মা মনুকে তাহা বলিয়াছিলেন। মহর্ষি ভৃগুআদি সপ্ত প্রজাপতি মনু হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভৃগু মরীচি প্রভৃতি জীবগণের পিতা, তাঁহাদিগের হইতে তৎপুত্র দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব (দ্বীপান্তরবাসী মানববিশেষ) কিন্নর, নাগ, রাক্ষস, কিংপুরুষ (বানরাদি,) উহা গ্রহণ করে। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে সমুৎপন্ন ইহাদিগের প্রকৃতি বহুপ্রকার। এই প্রকৃতি দ্বারাই ভূত (জীব) গণ এবং ভূতপতিগণ পরস্পর হইতে ভিন্ন। যাহাদিগের যে প্রকার প্রকৃতি তদনুসারে তাহাদিগের হইতে বিচিত্র (নানা প্রকারের) বাণী নিঃসৃত হয়।" আমরা এই কয়েকটি শ্লোকে দেখিতেছি, একই বাণী ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভাবে গৃহীত হইয়া ভিন্ন আকার ধারণ করে। ফলতঃ ঈশ্বরের বাণী যখন অবতীর্ণ হয়, তখন মানবগণ আত্মপ্রকৃতি অনুসারে উহা গ্রহণ করে, প্রকাশ করে ও অনুসরণ করে। প্রকৃতি অনুসারে বাণীর কেবল বৈচিত্র্য হয় তাহা নহে, বুদ্ধিরও ভিন্নতা উপস্থিত হয়।

"এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥"

৭ শ্লো।

"এই প্রকার প্রকৃতির বৈচিত্র্য বশতঃ পরম্পরাক্রমে উপদেশ লাভ করিয়া ভিন্ন মতি, কেহ কেহ বেদবিরুদ্ধ মতি হয়।" মতি ভিন্ন হয় বলিয়া শ্রেয়ঃসম্বন্ধেও সকলের ভিন্নতা উপস্থিত হয়।

"শ্রেয়োবদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি।"

৮ শ্লোক।

"কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে অনেক প্রকারের শ্রেয় বলিয়া থাকে।" যেমন,

"ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
কেচিদ্ যজ্ঞং তপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্॥"

৯ শ্লোক।

"কেহ (নিত্যনৈমিত্তিক) ধর্ম্ম, কেহ যশ, কেহ কাম, কেহ সত্য দম শম, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ ত্যাগ ভোজন, কেহ যজ্ঞ, তপ, দান ব্রত, যম নিয়মকেই পুরুষার্থ বলেন।" এই সকল একদেশিত্বের ফলও অস্থায়ী ও দুঃখদ।

"আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ॥"

১০ শ্লো।

"এই সকল সাধন দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহা আদ্যন্তবন্ত, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও শোক মোহের কারণ।" আমরা দেখিতেছি যদিও আমরা মতে এক দেশ গ্রহণ করি নাই, তথাপি কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদিগের মধ্যেও একদেশিত্বের প্রাচুর্য্যঃ। আমাদিগের সহজাত প্রকৃতির সঙ্গে উপার্জ্জিত প্রকৃতিনিচয়ের যোগ করিয়া মানব প্রকৃতির পূর্ণতা সাধনে আমাদিগের কয় জনের যত্ন আছে? সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাণী গ্রহণ না করিয়া পরম্পরাক্রমে বাণী গ্রহণ করিতে গেলে যে অনিষ্ট উপস্থিত হয়, তন্নিবারণেরই বা কে কি করিতেছেন?

ঈশ্বরের শক্র *।

সৌভাগ্যক্রমে এত দিনের পরে ব্রাহ্মসমাজ অবিভক্ত হইল। এত দিনের পর সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হইল, সকল ধর্ম্ম এবং সকল সত্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইল। নববিধানের অভ্যুদয়ে অবিভক্ত সত্যের জয় হইল। ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত শাখা প্রশাখা একীভূত হইল। এই নববিধানে সমস্ত সাধু ভাবের সম্মিলন হইল, সমস্ত পথিক ঘরে ফিরিয়া আসিল। সকল ভ্রম কুসংস্কার দূর হইল, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আবার এক হইল। যে দিন নববিধানরূপ সুধামার প্রস্তুত হইল, সেই দিন হইতে সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইল। তিন শাখাতে যে সমাজ বিভক্ত হইয়াছিল সেই সমাজ আপনার ভিতরে সামঞ্জস্য স্থাপন করিল। ব্রাহ্মসমাজের নাম আর ব্রাহ্মসমাজ রহিল না, ব্রাহ্মের নাম ব্রাহ্ম রহিল না। দেশাচারের জন্য এই দুই নামের বাহ্যিক অংশ পড়িয়া রহিল, বাস্তবিক তাহার মধ্যে প্রাণ নাই। ব্রাহ্মসমাজ নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই, কেবল ঈশ্বরের ধর্ম্ম রহিল এবং ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধানভুক্ত লোকেরা রহিলেন। স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ আর রহিল না, যত ধর্ম্ম ছিল সে সম্প্রদায় ধর্ম্মের ঐক্য স্থাপিত হইল সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রহিল না। সকল দেশ সকল জাতি একীভূত হইল। এক বিধাতা, এক বিধান, এক মনুষ্যপ্রকৃতি, এক সত্য, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় আপনাপন বিশেষ লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এক সার্ব্বভৌমিক সমাজে পরিণত হইল। হিন্দুসমাজ, খৃষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি সম্প্রদায় সমাজ এক ঈশ্বরের পরিবারে পরিণত হইল। প্রকৃত বিশ্বাসীর রাজ্যে ভিন্নতা, অনৈক্য, অথবা কলহ বিবাদ নাই। বিশ্বাসী অনুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেন সকল ধর্ম্ম এক হইল। এক ঈশ্বর, এক পরিবার, এক ধর্ম্ম, যাহারা এক ঈশ্বরের উপাসক তাহারা সকলেই এক পরিবারভুক্ত। আর যাহারা এক ঈশ্বর বিরোধী তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ। যদি বল যেমন অন্যান্য ধর্ম্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজও

*সেবকের নিবেদন, রবিবার, ৩ ঠা ফাল্গুন, ১৮০১ শক।

সেইরূপ স্বতন্ত্র সমাজ, তাহা হইলে তোমরা বিধানবিরোধী। কোন মনুষ্যসমাজকে ব্রাহ্মসমাজ বলিও না। যেখানে বিধাতা ঈশ্বর স্বহস্তে ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন সেইস্থানে যথার্থ বিধানভূমি। এই বিধানভুক্ত লোকেরা ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বরের নিশ্বাস তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করে। স্বয়ং ভগবান্ যাহা করেন তাহাই তাঁহাদিগের ক্রিয়া। এই বিধানভূমির বহির্ভাগে যে সকল মনুষ্য আছে তাহারা ঈশ্বর এবং বিধানের শত্রু। এই বিধানের ভিতরে আমাদিগের শ্রদ্ধেয় এবং ভক্তিভাজন পরলোকবাসী মহাত্মাগণ রহিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম, য়িহুদি ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমুদয় ধর্ম্ম এই বিধানের অন্তর্গত। সুতরাং যাহারা বাহিরে দাঁড়াইল তাহারা ঈশ্বরের শত্রু এবং কেবল শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপাসক। সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে তৎসমুদায় বিধানের তাহারা বহির্ভূত। তাহারা ঈশ্বর এবং তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্মের বিরোধী। ঈশার বিরোধী, চৈতন্যের বিরোধী এবং অন্যান্য সাধু মহাত্মাদিগের বিরোধী। যাহারা এইরূপে জ্ঞান ভক্তির বিরোধী তাহারা নিশ্চয়ই অবিদ্যা, কুবুদ্ধি, এবং পাপ প্রবৃত্তির অধীন। ইহারা আপনাপন সুবিধামত হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান অথবা ব্রাহ্ম ইত্যাদি সকল হইতে পারে। ইহারা আপনাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্মপথের নেতা করিয়াছে। স্বেচ্ছাচার অথবা ব্যভিচার ইহাদিগের ধর্ম্ম। চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর এবং তাঁহার আনুগত্য ইহাদিগের শত্রু, শরীর পূজা এবং ইন্দ্রিয়সেবা ইহাদিগের দৈনিক সাধন। ধন এবং সাংসারিক সুখ ইহাদিগের উপাস্যদেবতা। যাঁহারা সত্যভাবে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের উপাসনা করেন ইহারা তাঁহাদিগের তেজ সহ্য করিতে পারে না। নিরাকার ঈশ্বর ইহাদিগের নিকটে মিথ্যা অথবা কল্পনা, পরলোক এবং আত্মার অমরত্ব ইহাদিগের পক্ষে স্বপ্ন। আত্মার উন্নতির দিকে ইহাদিগের দৃষ্টি নাই। মাংসের নরকে মাংসের দুর্গন্ধে ইহারা বাস করে। ইহারা মাংস পূজা করে। কিরূপে শরীর পুষ্ট হইবে, কিরূপে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবে এই ইহাদিগের চিন্তা, ইহাই ইহাদিগের সাধন। ইহাদিগের পাপাচার বিনাশ করিবার জন্যই এই বঙ্গদেশে বর্ত্তমান নববিধানের অভ্যুদয় হইয়াছে। বঙ্গদেশ যুদ্ধ স্থল। বঙ্গদেশে যত নাস্তিক যত ব্যভিচারী এবং যত ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক বাস করিতেছে তাহারা সকলেই বিধানবিরোধী, যাহাতে বিধানের জয় না হইতে পারে তাহারা প্রাণপণে এই চেষ্টা করিতেছে। যাহাতে নরনারী উপাসনা না করে, ব্রহ্মস্তব না করে, ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ না করে, অধিক ক্ষণ ব্রহ্মধ্যান না করে, এই তাহাদিগের চেষ্টা। ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলেও বাস্তবিক ব্রাহ্ম নহে, ইহারা ঈশ্বরের শত্রু। ইহারা হিন্দু বা ব্রাহ্ম কিছুই নহে। ইহারা যদি শুনিতে পায় কেহ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন অথবা সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া কোন কার্য্য করেন, তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া ইহারা তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া বধ করিতে উদ্যত হইবে। ঈশ্বরের নাম ইহারা সহ্য করিতে পারে না। ইহারা কোন মতেই মনে করিতে পারে না যে, স্বর্গের ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আসিয়া সামান্য মনুষ্যদিগের অভাব সকল মোচন করিতেছেন। স্বয়ং প্রভু ভগবান্ পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, বিধাতা হইয়া নূতন বিধান লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না। তাহারা বলে, "কি ? আমাদের এই মলিন পৃথিবীতে ঈশ্বর আসিবেন ?" এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহারা ঈশ্বরকে পৃথিবীতে আসিতে দিবে না। তাহারা মনে করে ইহলোক পরলোকের মধ্যে যে সেতু ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার মধ্যে যোগ নাই। এখন আর কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, এবং ঈশ্বরের কথা শুনিতে পায় না। তাহাদিগের মতে ঈশ্বরের সাধ্য নাই যে এ সকল নাস্তিকদিগকে পরাস্ত করিয়া এই পৃথিবীতে আসেন। এই সকল বীরপুরুষেরা ঈশ্বরকে দূর করিয়া দিয়া আপনারা কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। আপনারাই আপনাদিগের কর্ত্তা এবং পরিত্রাতা। সমুদায় সৎকার্য্যের সাধুবাদ ইহারা আপনারাই গ্রহণ করে। কিছুতে ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিতে চায় না। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরবিহীন হইয়া আপনাপন প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহারা ঈশ্বরের ভয়ানক শত্রু, সুতরাং বিশেষ বিধানের বিরোধী। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের হস্তে তাঁহাদিগের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনের সমুদয় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান ; সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের আদেশে সম্পন্ন করেন। যাহা কিছু ধর্ম্মসঙ্গত তৎসমুদায় ঈশ্বরের কার্য্য। এই বিশ্বাসীদিগের যে সমাজ তাহাই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ এবং এই ব্রাহ্মসমাজ অবিভক্ত অর্থাৎ ইহার মধ্যে কোন বিভাগ কিংবা সম্প্রদায় হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট যে সকল লোক আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা অবিশ্বাসী অর্থাৎ ঈশ্বরের শত্রু, অবিশ্বাসের কাল কলঙ্কে কলঙ্কিত । ইহারা যে সকলেই গুরুতর পাপে পাপী তাহা নহে, কেন না ইহারা সময়ে সময়ে সত্যের জয় হউক, ধর্ম্মের জয় হউক, ইচ্ছা করে ; কিন্তু ঈশ্বর যে বিধাতা হইয়া নিতান্ত কলঙ্কিত মনুষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা মানে না। ইহাদিগের অনেক সদ্গুণ থাকিতে

পারে, কিন্তু ইহারা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অথবা বিশেষ বিধান বিশ্বাস করে না। সুতরাং ইহারা যদি প্রবল হয় তাহা হইলে নাস্তিকতা এবং স্বেচ্ছাচার প্রবল হইবে, এবং ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইবে। ইঁহাদিগের নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া অল্পবিশ্বাসী সাধক সকল উপাসনা কমাইয়া দিবে, এবং ইন্দ্রিয়সুখভোগ করিতে অধিক যত্নবান্ হইবে। পৃথিবীতে এরূপ অবিশ্বাসীদিগের সংখ্যাই অধিক; প্রকৃত বিশ্বাসী অতি অল্প। লক্ষ লক্ষ আমাদিগের শত্রু। যাহারা ব্রাহ্মনাম ধারণ করিয়াছে অথচ বিশেষ বিধান মানে না তাহারা ব্রাহ্মসমাজের শত্রু। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরাও যদি নব বিধান বিশ্বাস না করেন, তাঁহারাও প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজের শত্রু। অতএব সমুদয় নাম উপাধির বিবাদ বিলুপ্ত হইল। যে কেহ ঈশ্বরের বিধান অস্বীকার করেন, তিনি ঈশ্বরের বিরোধী। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ যত অবিশ্বাসী আসিয়াছে তাহারা অন্যান্য অবিশ্বাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইল এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে সকল বিশ্বাসী আছেন, পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের ঐক্য হইল। এই যে বিশ্বাসীদিগের ঐক্য ইহারই নাম নব বিধান। পৃথিবীর সমুদয় সাধু এই নব বিধানের অন্তর্গত। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিশ্বাসী, যোগী, ভক্ত, এবং কর্ম্মী তাহারা সকলেই নববিধান ভুক্ত, সুতরাং নববিধানকে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ নাম দিতে পারি? কি হিন্দু সমাজে, কি মুসলমান সমাজে, যিনি শুদ্ধতার নেতা অথবা যথার্থ যোগী, তিনি এই নববিধানরাজ্যে এক জন প্রধান লোক। অতএব নববিধানরূপ নবকুমারের জন্ম হইবামাত্র ধর্ম্মরাজ্যের সকল বিরোধ চলিয়া গেল শান্তির রাজ্য কুশলের রাজ্য সমাগত হইল। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্মের নিশান উড়িয়াছে সে সমস্ত নববিধানের নিশান এবং মনুষ্য সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ধর্ম্মবিধানের বিরুদ্ধে যাহারা দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহারা সকলেই ঈশ্বরের শত্রু। এক দিকে বিশ্বাসী অন্য দিকে অবিশ্বাস, এক দিকে ঈশ্বরের বন্ধুগণ অন্য দিকে ঈশ্বরের শত্রু। হরি যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাইতেছেন, আমরা তাঁহার হাতের যন্ত্র। তাঁহাকে লাভ করিয়া আমরা তাঁহার সমস্ত সাধুদিগকে লাভ করিলাম! পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধুগণ আমাদিগের ঘরে আসিলেন। আর আমাদিগের ঘরের দুষ্ট অসাধুরা বাহিরে চলিয়া গেল। মনের বিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে কে ব্রাহ্ম নহে ইহা বুঝা যায় না। প্রকৃত বিশ্বাসীরা আমাদিগের বন্ধু। ব্রহ্মমন্দিরে কয় জন যথার্থ বিশ্বাসী আছ পরিষ্কার হইয়া বাহিরে এস। আর খানিক বিশ্বাস খানিক অবিশ্বাস খানিক গেরুয়া বস্ত্র, খানিক সংসারের বস্ত্র লইয়া থাকিও না। প্রাণ মন সমস্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শরণাগত হও। পরিষ্কার একটি দল হউক। মিথ্যাবাদী হইবার প্রয়োজন নাই। সংসার ছাড়িয়া, উপধর্ম্ম ছাড়িয়া নূতন বিধানের আশ্রয় গ্রহণ কর। ইহপরলোকে যত সাধু ভক্ত বাস করিতেছেন তাঁহারা তোমাদিগের বন্ধু। বিনীত এবং বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ কর।

হিমালয়শিখরে শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

১৬ জুন, শনিবার, ১৮৮৩।

হে দীনবন্ধু, হে দলপতি, কিসে তোমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রবল হইবে, তাহা শীঘ্র বলিয়া দাও। স্বর্গ হইতে ধর্ম্ম আসিল বটে। দেখিলাম কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার হইল না। হৃদয়বন্ধু, অল্পসংখ্যক লোকের প্রতি এত বড় ভার দিলে। লোকে বিশ্বাস করে না, কেহইতো শোনে না মানে না, চায় না আমি কেন ধর্ম্মনষ্ট হইব, বিধানকে ফেলে দেব। যুগে যুগে তুমি কি করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিলে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশা, সোনার পুতুল গৌরাঙ্গ [illegible] শাক্য, ইঁহারা কি করে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন? ভাল জীবন দেখিলে মন আকৃষ্ট হইত, ভাল জীবন দেখিল না। সামান্য লোককে কেহ গ্রাহ্য করে না। হে ঈশ্বর, সমস্ত জীবনের কাজ শেষ করিয়া মানুষ দেখিল, কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিল না। সকলেই দোষ দেখাইতে যায়। হে ঈশ্বর, এই কথা শুনিতে শুনিতে জীবন শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। হে দলপতি, এ একটা পরীক্ষা। হৃদয়ে যদি শান্তি থাকে তবেই হয়, নতুবা তুমি যদি বল তোর সব ভাণ, এ সকলতো হরির কথা নয়! যদি হরি তুমি এই বলে অবিশ্বাস কর তবে স্বর্গেও লাঞ্ছনা, পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা। স্বর্গ ছাড়িলেন, বন্ধু বান্ধবও ছাড়িলেন, পৃথিবীও ছাড়িলেন। হে জগদীশ্বর, এই কষ্ট এই দুঃখ তোমার সাধকদের পক্ষে বিশেষ পরীক্ষা, বিশেষ কষ্ট। কাহারও আমাকে ভাল লাগে না, কাহারও এ মত ধরিতে ইচ্ছা করে না। এ বড় শক্ত, এ করিলে সংসার সাধন যায়। কাহার ভাল লাগে না, কেমন সকলের অপছন্দ হইলাম। যদি হিন্দু সমাজের কাছে প্রিয় হইতাম, তাহলে ব্রাহ্মসমাজের কাছে অপ্রিয় হইতাম, যদি ব্রাহ্মসমাজের কাছে প্রিয় হইতাম, প্রচারকদের কাছে অপ্রিয় হইতাম। ক্রমে সকলের কাছেই অপছন্দ হইলাম। দীনবন্ধু, দেখ একে একে সব যাইতেছে। ছোট লোকের মত কেহ হইতে চায় না। আমি চাই সকলে ঝাঁট দিবে, আমি চাই প্রচারকদের জীবন সন্ন্যাসীদের মত হয়, তারা

আমাকে গালাগালি দেয়। আমি যাহা দিতেছি, এরা লইতে হয় লউক, আমি চলিয়া যাইব। ইহারা আমার কথা মানে না, সুতরাং পিতা এ সকল লোককে আমি চিনেছি, বুঝেছি। দয়াময় পিতা, আমি যা চাই এঁরা তা চান না। এঁরা বলেন, আমার পথ অতি নীচ জঘন্য, লোকের সঙ্গে কলহ বিবাদ না করা কাপুরুষের কাজ, তা না হলে সংসার চলে না। না রাগিলে মানুষের হয় ন, এমন ধর্ম্ম কোথায় পাইব? এ সকলের জন্য আগুনে পুড়িতে হইবে। আজ নয় হরি পঁচিশ বৎসর এই কথা শুনিতেছি। আরো যদি বাঁচি, আরো এঁদের অপ্রিয় হইব। না তপস্যার দিকে মন আছে, না আগুন খাবার দিকে মন আছে, না নীচ হয়ে ব্রহ্মের ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার দিকে মন আছে, সকলের ধোপ কাপড়। অভদ্র হইলাম, নীচ হইলাম, দুর্ব্বল দলপতি নাম পাইলাম। এই রকম করিয়া ফেলে স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে। যারা আগে দলকে সুখী করিবার চেষ্টা করিত না, তাহারা এখন সুখী করিতে চেষ্টা করে। হরি, আমি যাহাদের এত করিলাম তাহারা বলে, এ সকল ঠিক নয়, মন গড়া, আমি নিজে বলি। লোকে যখন তর্ক করিতে আসে, জানে না তোমাকে তাহারা মারিতে আসে। আমি যাহা বলি সমুদায় তোমার কথা। এ জিহ্বা মিথ্যা বলে না। পৃথিবীর গতি কি হবে, বলিয়া দিতে পার? যদি পথ বদলাইয়া লইতে হয় তো লই। মা, যদি সকলে এক বাক্য হয়ে বলে যে, এ যা বলিতেছে সকল ঠিক, তা হলেই হয়। আমার কথা যে অন্যায় বলে তার যে ভয়ানক শাস্তি। আমার কথাকে কেহ মিথ্যা বলিতে পারে না। তাহা হইলে গরিবদের তোমার কাছে কি করিয়া আনিব? মা, হাতে বল দাও, বুকে বল দাও, তোমার রাজ্য বিস্তার করি। মা, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের নিজের মত আর না খাটাই। এই সময়ে যে কোথা হইতে আদেশ আসিতেছে, এই দেখিয়া তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কুটীর।

২২ শে বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, তোমার শাস্ত্রে প্রেমিক আর বৈরাগী এক লোক। ভক্তিশাস্ত্রে প্রেমিক এবং বৈরাগী স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহে, একই ব্যক্তি। আশ্চর্য্য, প্রেম শাস্ত্রে প্রেম এবং বৈরাগ্য এক। যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছিল বৈরাগ্যের এক বিভাগ ভক্তিশাস্ত্রের অন্তর্গত। আজ তাহাই আলোচ্য। বৈরাগ্যও তোমার পক্ষে মধুর। তুমি বৈরাগী হইবে কেন? কেবল ভাল বাসার উত্তেজনায়। অত্যন্ত ভালবাসার সহিত পরসেবায় নিযুক্ত হইলে বৈরাগ্য আসিবেই। যখন জগৎকে ভাল বাসিবে তখন তুমি সংসারী বিলাসপরায়ণ হইয়া থাকিতে পারিবে না। পরকে ভাল বাসিলে নিজের বিশ্রাম এবং সুখভোগেচ্ছা আপনি চলিয়া যাইবে। পরের কুশলের জন্য ভাল খাওয়া, ভাল বস্ত্র, ভাল বাস গৃহ, টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রম এ সকলই ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে, এবং অতি আহ্লাদের সহিত এ সকল ত্যাগ করিবে। কিন্তু যত ছাড়িবে তত পাইবে। দ্বিগুণ ছাড় দ্বিগুণ পাইবে, দশগুণ ছাড় দশগুণ পাইবে। ইহা অভ্রান্ত নিশ্চিত সত্য। তুমি যদি সর্ব্বত্যাগী দীন হইয়া ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর, জগৎ তোমার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবে, তোমার উপরে সকলে নির্ভর করিবে। জগতের কল্যাণের জন্য তুমি অনায়াসে নিঃশ্বাস ফেলার ন্যায় সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছ, ভাইকে দিতেছ তাহাতে তোমার কষ্ট কি? কিন্তু এই বৈরাগ্য কত দূর যাইবে? ক্রমাগত দিতেছ, কত দূর দিবে? জগতের প্রতি তোমার প্রেম তোমার সর্ব্বস্ব শোষণ করিতে লাগিল। কত দূর শোষণ করিবে? তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে তাহা কি তুমি জান না? যদি বল আপনাকে আগে দিবে, পরে তোমার পরিবারকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ঈশ্বরের সাধারণ পরিবারকে দিবে, ইহা ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ ভাব। আগে পরিবারকে দিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ করা উহা বুদ্ধিশাস্ত্রের কথা। ভক্তিশাস্ত্রমতে আগে জগৎকে দিয়া যাহা থাকিবে তাহার দ্বারা আপনাকে এবং পরিবারগণকে প্রতিপালন করিতে হইবে। নিজের পরিবারের সুখ অপেক্ষা অন্যের অধিক সুখ দেখিলে ভক্তের আহ্লাদ হইবে। নিজের সুখ দেখিয়া ভক্তের মন তেমন চরিতার্থ হয় না যেমন পরের সুখ দেখিলে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হয়। নিজের ছেলের অপেক্ষা পরের সন্তানের ভাল কাপড় এবং ভাল জুতো দেখিলে যদি অধিক সুখ না পাও, তবে জানিবে তুমি ভক্ত হও নাই। যেখানে আমি এবং আমিত্ব সেখানে যদি সুখ অধিক বোধ হয়, সেইটি পৃথিবীর তত্ত্ব, সেইটি সংসারীর ভাব। আর যেখানে পর, সেখানে যদি অধিক সুখ হয় তাহা ভক্তি। ভক্তির অবস্থায় দেখিবে তোমার নিজের সম্বন্ধীয় বিষয়ে তত অনুরাগ নাই, তত আহ্লাদ নাই। ভক্তি মনের অনুরাগ প্রেমকে বাহিরে টানিয়া নেয়। তোমার নিজের বাড়ী ছিল না, একটী বাড়ী হইল, ইহাতে তোমার তত আমোদ হইবে না যেমন অন্য একটি লোকের বাড়ী ছিল না তাহার বাড়ী হইল, ইহা শুনিলে তোমার আহ্লাদ হইবে। শুনিবামাত্র তুমি আনন্দের সহিত বলিবে, কি বল্লে? অমুক লোকের বাড়ী হয়েছে? যাহাকে ভাল বাস তাহার সুখে এইরূপ সুখ হয়। ভক্ত আপনাকে ভাল বাসেন না, তাঁহার ভাল

বাসা বাহিরে। সেই ভালবাসা তাঁহাকে বৈরাগী করে। ভক্তি শাস্ত্রে বৈরাগ্যের পরিণাম তত দূর ভালবাসা যত দূর। যদি প্রাণগত ভালবাসা হয়, বৈরাগ্যের অধিকার প্রাণের উপর পর্য্যন্ত, অতএব ভক্তের বৈরাগ্যের পরিমাণ অপরিমিত। যত প্রেম হইবে, তত দান এবং পর সেবা হইবে। পরের মঙ্গলের জন্য যখন ভক্ত পাগল হন, তখন বৈরাগ্য আপনি উপস্থিত হয়। আমি যদি মাছ খাই দশ জন ভাই মরিবে, আর যদি না খাই, তাহারা পরিমিত আহার করিয়া বাঁচিবে, এই জন্য মাছ ত্যাগ করা হইল। আমি প্রাণ দিলে অন্যে প্রাণ পাবে, এই জন্য ভক্ত আপনার প্রাণ দেন। আমি দাস্ত-স্বভাব হইলে আরও পাঁচজন দাস্তস্বভাব হইবে, আমি যত ফোঁটা রক্ত দিব, তত ফোঁটা রক্তে অন্যের জীবন হইবে। এই ভক্তিমিশ্রিত বৈরাগ্য অতি সুন্দর এবং অতি মূল্যবান্। যে বৈরাগ্যে মুখ ম্লান হয়, শরীর শীর্ণ হয় তাহা ভক্তের পরিত্যাজ্য। ভালবাসাশূন্য বৈরাগ্য ভক্তের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভক্তের বৈরাগ্য কষ্টের অগ্নি নহে, কিন্তু তাহা শান্তিসরোবর এবং প্রচুর সুখের ব্যাপার। অতএব হে ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি প্রেমের আনন্দে বৈরাগ্য গ্রহণ কর। তুমি অন্যের প্রতি খুব প্রেম পাঠাইয়া দাও সেই প্রেমই তোমার নিজের সকল সুখ কাটিয়া অন্যকে দিবে। ইহ-লোকে থাকিতে থাকিতে নিজের সুখ অপেক্ষা ভাইয়ের সুখ দেখিয়া অধিক সুখী হও। আপনার সন্তানদিগের অপেক্ষা পরের সন্তানদিগের সুখ দেখিয়া অধিক আহ্লাদিত হও। যিনি পরের সুখ দেখিয়া এত সুখী হন সেই ভক্তের পক্ষে বৈরাগ্য ক্ষতি নহে, বৈরাগ্য পরম লাভ। জগতের পরি-ত্রাণের জন্য ভক্তের বৈরাগ্য। কেবল প্রেমের উত্তেজনায় ভক্ত তাঁহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন। যদি কল্পনা করা যায় একা ভক্ত বসে আছেন। জগতে আর কেহই নাই, তবে তিনি কাহার জন্য বৈরাগী হইবেন? ভক্তের অনুরাগই বৈরাগ্য। সেই ভালবাসার জন্য তাঁহার যে সকল জিনিষ আপনি চলিয়া যায় তাহাই তাঁহার বৈরাগ্য। তিনি জগৎকে এত ভাল বাসেন যে জগৎকে তাঁহার সর্ব্বস্ব না দিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। লাভের প্রত্যাশায় ভক্ত কিছুই দেন না। কম প্রেম হইলে কম দেওয়া হয়, অধিক প্রেম হইলে অধিক দেওয়া হয়।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

বিরাগী চ প্রেমিকশ্চ ভক্তো হ্যেকঃ পৃথঙ্ ন হি।
যোগে প্রোক্তস্থৈকবিধং বৈরাগ্যং ভক্তিসংযুতম্ ॥ ১ ॥
তদেবালোচ্যমেবাত্র তত্ত্বেহ তিমধুরং সদা।
তদাগচ্ছতি ভক্তৌ যৎ পরপ্রেমপ্রচোদিতম্ ॥ ২ ॥
পরানুরাগসন্দীপ্তে চিত্তে বিষয়বাসনা।
নাবকাশং লভেতৈষাং মঙ্গলার্থং বিসর্জ্জিতা ॥ ৩ ॥
গৃহবিত্তাদিকং সর্ব্বং ত্যক্ত্বা নায়মলাভবান্।
তং সর্ব্বত্যাগিনং দৃষ্ট্বা লোকা যদনুবর্ত্তিনঃ ॥ ৪ ॥
নিঃশ্বাসইব তে ত্যাগঃ স্যাদনায়াস এব হি।
ভ্রাতৄন্ প্রযচ্ছতঃ শ্রেয়স্তব স্যাৎ কৃচ্ছ্রতা কথম্ ॥ ৫ ॥
স্ত্রীপুত্রপরিবারাণাং প্রাপ্যং সংরক্ষ্য শিষ্যতে।
যত্তেন মঙ্গলং কার্য্যং লোকানামিতি শংসিনঃ ॥ ৬ ॥
বুদ্ধিশাস্ত্রানুগাস্তে ন ভক্তি শাস্ত্রানুগামিনঃ।
ন জাতুগণনোদেতি ভক্তচিত্তে তথাবিধা ॥ ৭ ॥
সম্পত্তিজাতং বিশ্রাণ্য যৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে।
তস্মিন্নেবাধিকারোঽস্য পরিবারস্য তন্মতে ॥ ৮ ॥
ন তথা হর্ষমায়াতি দৃষ্টাত্মানং সুখান্বিতম্।
যথান্যান্ সুখসম্পন্নান পুত্রাদেরধিকা হি তে ॥ ৯ ॥
স্বাত্মজাপেক্ষয়াঽন্যেষাং দৃষ্ট্বা পুত্রান সুসজ্জিতান।
যদি তে ন সুখং বিদ্ধি ভক্ত্যাত্মানমনস্তৃতম্ ॥ ১০ ॥
অহন্তায়াং সুখং ক্ষেয়ং সংসারিত্বং পরেষু যৎ।
সুখমাত্যন্তিকং ভক্তির্বিজ্ঞেয়া তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১১ ॥
ভক্ত্যাকৃষ্টোঽনুরাগোঽস্য বহির্ধাবতি সর্ব্বতঃ।
অন্যেষাং সম্পদাং বৃদ্ধিরতোঽস্য সুখহেতবে ॥ ১২ ॥
নাত্মানুরাগী ভক্তোঽয়মাত্মবাহ্যেঽনুরাগবান।
অতো বৈরাগ্যযুক্তোঽসৌ প্রাণানপি পরার্থকম্ ॥
ত্যক্ষ্যংস্যাঽথবানন্যান্ কিম্ ভোগাংশ্চ তুচ্ছকান্ ॥ ১৩ ॥
মুখম্লানিঃ শীর্ণভাবো বৈরাগ্যেণ চ যেন তৎ।
ত্যাজ্যমত্র সুখেনায়ং হিতার্থং সর্ব্বমুৎসৃজেৎ ॥ ১৪ ॥
স ত্যক্ষ্যতি রক্তবিন্দূন যাবত্যা পরজীবনম্।
বৎস্যতি তাবতাঽতোঽস্য বৈরাগ্যং সুন্দরং পরম্ ॥ ১৫ ॥
প্রেমানন্দেন বৈরাগ্যমতস্ত্বং গচ্ছ সুব্রত।
তদেব পরমো লাভস্তদেব পরমং সুখম্ ॥ ১৬ ॥
পরিত্রাণায় চান্যেষাং বৈরাগ্যগ্রহণং যতঃ।
প্রেমপ্রেরণয়া ত্যাগঃ স্বত এব প্রবর্ত্ততে ॥ ১৭ ॥
চেন্ন কোঽপ্যস্তি জগতি বৈরাগ্যং ন স্য সম্ভবঃ।
অস্ত্যতোঽয়দত্বাঽত্র সর্ব্বস্বং ন সুখী ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
লাভাকাঙ্ক্ষী বশাদ্ভক্তো ন দদাতি কদাচন।
প্রেমপ্রমাণমেবাত্র দানং হি পরিলক্ষ্যতে ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্ত্যনুশাসনে
বৈরাগ্যকথনং নামাষ্টদশমুখনিষৎসু ত্রয়-
শ্চত্বারিংশত্তমমনুশাসনম্।

সংবাদ।

ডিউক অব্ আলবানীর অকালে পরলোক গমনে প্রেরিত দরবার যে শোকসূচক পত্র লিখেন তজ্জন্য আমাদিগের মাননীয়া ভক্তিভাজনা সম্রাট্ ভারতেশ্বরী শ্রীদরবারকে ধন্যবাদ অর্পণ করিয়াছেন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদের প্রধান আচার্য মহাশয়ের ৩য় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। হেম বাবুর শরীর অতিশয় বলবান ছিল, তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন তাঁহার বয়ক্রম ৪০ চল্লিশ বৎসরের বড় অধিক নহে, তিনি ১১টী পুত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সে দারুণ শোক পাইতে লাগিলেন, ভগবানের ইচ্ছা কে বুঝিতে পারিবে? আমরা হেমেন্দ্রনাথের আত্মার জন্য জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করি। তিনি তাঁহার শান্তি-প্রদ শীতলচরণ দান করিয়া তাঁহাকে অমৃতধামে সুখে রাখুন।

বিগত ১৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার বাকিপুরস্থ ভ্রাতা প্রকাশ চন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুসার মোহিনীর সহিত শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র সুরের শুভ বিবাহ কার্য্য অতি সুন্দররূপে নববিধানের ব্যবস্থামত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দয়াময়ী মাতা পাত্র কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন। উভয়ে পবিত্র ভাবে বর্দ্ধিত হউন ও সুখী হউন।

আমাদিগের মুরাদ নগরস্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "আমার মত ও বিশ্বাস" আমরা

প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তক খানি আমরা যতদূর পাঠ করিয়াছি তাহাতে জানিয়াছি, গ্রন্থকর্ত্তা যৌক্তিক ধর্ম্ম প্রচার মানসে গ্রন্থখানি প্রণয়ণ করিয়াছেন। ইহার ভাষা মার্জ্জিত, যুক্তি সকল সুসঙ্গত। পুস্তকের নাম "আমার মত ও বিশ্বাস" অর্পণ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা সমুদায় দায়িত্ব আপনার উপরে গ্রহণ করিয়াছেন, সমবিশ্বাসিগণের উপরে রাখেন নাই। ইহাতে কোথাও যদি কাহার সঙ্গে অনৈক্যের সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। "মত ও বিশ্বাস" প্রচারে যুক্তির প্রাধান্য অনেকের ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু আপনার মত ও বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত উনবিংশশতাব্দীতে ইহা প্রদর্শন করিতে কাহার না অভিলাষ হয়? আমরা বলিতে পারি, গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সকলে সুখী হইবেন। আমরা আশা করি, অনেকে এই গ্রন্থ ক্রয় করিয়া স্ব স্ব মত বিশ্বাসের যৌক্তিকতা অবলোকন করিবেন। গ্রন্থের মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

আমেরিকাবাসী একটি বন্ধু নববিধানসম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একখানি সুন্দর পদ্য রচনা করিয়াছেন। আমাদের স্বর্গবাসী আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়া আমরা লজ্জিত হইলাম। আমরা আচার্য্য মহাশয়ের এত নিকটে থাকিয়া এত প্রকারে উপকার লাভ করিয়া আমরা তাঁহাকে যথার্থ ভাল বাসিতে ও শ্রদ্ধাভক্তি দিয়া সম্মান করিতে শিখিলাম না। কিছু দিন গত হইল ৫০০। ৬০০ সম্ভ্রান্ত মহিলা ও সাহেব একখানি অতি সুন্দর চিত্রিত পটে স্বাক্ষর করিয়া বিলাত হইতে আমাদের আচার্য্যপত্নীর নিকট শোক প্রকাশ ও সহানুভূতিসূচক লিপি পাঠাইয়াছেন। ধন্য ইউরোপ ও আমেরিকা। তোমরাই ঈশ্বরের প্রিয়পুত্রদিগকে কেমন করিয়া যথার্থ ভক্তি ও সম্মান করিতে হয় জান। কবে আমরা তোমাদের পদতলে বসিয়া উক্ত ভাব সকল শিক্ষা করিব?

আমরা ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা পাঠে কিছু বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বাটীর উপাসকগণের নিকট এবং প্রকাশ্য পত্রিকাতে বলিয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত না গোলযোগ মিটিতেছে তত দিন তাঁহার বাটীতে রবিবার সন্ধ্যার সময় যে উপাসনা হইত তাহা বন্ধ থাকিবে। এরূপ বিজ্ঞাপনের পরেও তাঁহার বাটীতে রবিবার সন্ধ্যার সময় উপাসনা হইতেছিল। তবে আবার তিনি দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেন প্রকাশ্য কাগজে ছাপাইলেন যে পুনরায় রবিবার সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাটীর উপাসনা আরম্ভ হইবে। এরূপ প্রহেলিকা ধর্ম্মতঃ না হইতে দেওয়া প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮৩ সালের সাংবৎসরিক আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

১৮৮২ সালের বাৎসরিক হিসাবের স্থিতি	...	৫৮৸১৫
মাসিক দান	...	৯২৫৸৶১০
এককালীন দান	...	৬৮২৸/১০
আনুষ্ঠানিক দান	...	১৮৲
শুভকর্ম্মের দান	...	১৬৬৲
পাথেয়	...	৪০৪৶০
পুস্তক বিক্রয়	...	১০৪৪৸৶০
বস্ত্রজন্য সাহায্য	...	১৮১৸৬
ধর্ম্মতত্ত্ব	...	৮১১৸১০
মৃত ভুবনকৃষ্ণ সিংহের পরিবারের জন্য সাহায্য		১৯৲
ট্রাক্ট সোসাইটী	...	৫৩৭৩৲
ঢাকাস্থ শাখা সমাজ	...	১৬৪৬৶০
বিশেষ সাহায্য	...	৮০৶০
সুলভ সমাচার	...	২৪৯৲
পরিচারিকা	...	২৯৮।৶০
প্রচারকদিগের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য সাহায্য	...	২২১৸৶০
ব্রহ্মমন্দির হইতে প্রচারের সাহায্য	...	৩০২৸০
১ পৃথিবী প্রদক্ষিণ জন্য সাহায্য	...	২৭৮৪৸০
ভিক্টোরিয়া কলেজ	...	১৯২৲
গিরিশচন্দ্র সেন	...	৪৩৲
আচার্য্য মহাশয়ের পাড়ার জন্য সাহায্য	...	৬৬৯৲
গচ্ছিত	...	১৪০৲
বিধান যন্ত্র	...	২৫০০৲
সমষ্টি		১৮৮১১।/৫

১। প্রতাপ বাবু মহাশয়ের ভ্রমণ জন্য সাহায্যের মধ্যে কলিকাতার প্রচার কার্য্যালয়ে যে টাকার হিসাব পাওয়া গিয়াছিল কেবলমাত্র তাহাই দেখান হইল।

২। ব্রহ্মমন্দিরের বাৎসরিক হিসাব পাওয়া যায় নাই।

৩। ভাগলপুরস্থ বন্ধুগণ উপাকার প্রচারক মহাশয়ের পরিবার সম্বন্ধে হিসাব আজও পাঠান নাই। এই জন্য গত বৎসরের হিসাবে তাহা ধরা হইল না।

ব্যয়।

প্রচারকদের আহারের জন্য	...	২১২২৶০
বস্ত্র ও বিনামা	...	৩৪৩৶০
ঔষধ	...	৫২৸৶০
পালকি ও গাড়ীভাড়া [[illegible]]	...	৩১/১০
ক্ষুদ্র ব্যয় ও ডাকমাশুল	...	১০৭৸৶৫
ছেলেদের পুস্তক	...	২৬ /১৫
পাথেয়	...	৪৪০৲
মৃত ভুবনকৃষ্ণ সিংহের পরিবারের জন্য	...	৩০৲
* পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	৪৮১।৶৫
* ধর্ম্মতত্ত্ব	...	৫৮৭৸/১৫
কর্ম্মচারীর বেতন	...	৬৩১০
দপ্তরী	...	১৩০
বাটী ভাড়া	...	৪০৪৸৶১৫
ট্যাক্স	...	৬০৸/০
ট্রাক্ট সোসাইটী	...	৫৩৭৩৲
প্রচারকদিগের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য	...	২৪৮।৶০
ঢাকাস্থ শাখা সমাজ	...	১৬৪৬।৶০
পরিচারিকা	...	৩৩০৸৶৫
পুরাতন ঋণ শোধ	...	১৪২৲
পৃথিবী প্রদক্ষিণ জন্য	...	২৭৫৩৸১৫
ব্রহ্মমন্দিরের জমী খরিদ	...	৫০০৲
আচার্য্য মহাশয়ের শিমলা হইতে আসিবার সময়ের গাড়ি ও রেইল ভাড়া [illegible]		৬৬৯৲
বিধান যন্ত্র	...	২৫০০৲
সমষ্টি		১৮,৭৬২,১৫

* ছাপাখানা ও কাগজের মূল্য সমস্ত দেওয়া হয় নাই। গচ্ছিত ও অপরের পুস্তক বিক্রয়ের টাকা শোধ হয় নাই, কর্ম্মচারিদিগের বেতনও বাকি আছে।

পাঞ্চ কা ৭৭. অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তাতে ॥

১৯ ভাগ । ১১ সংখ্যা । } ১৬ ই আষাঢ় রবিবার, ১৮০৬ শক । { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা

হে দলপতি, হে দলের অধিনায়ক পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে ছাড়িয়া তোমার স্থলে আর কাহাকেও কি বরণ করিতে পারি? তোমাকে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ গণপতি, গণনাথ, গণেশ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এদেশে এবং যিহুদিগণ মধ্যে তুমি এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছ, আজ আমরা সে নাম তোমা হইতে হরণ করিয়া অন্যকে অর্পণ করিব কি প্রকারে? তুমি ভিন্ন এক জন বা শত জন কেহই তো আমাদিগের নায়ক হইতে পারে না। আমরা তোমার হইয়া যার তার কথা শুনিয়া চলিব, যার তার হাতে আমাদিগের অমূল্য প্রাণ ছাড়িয়া দিব? তুমি এক দিকে, পৃথিবী আর এক দিকে। পৃথিবী চির কাল তোমার বিরোধাচারী হইয়া আসিয়াছে, আমরা সেই পৃথিবীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার আজ্ঞা অবহেলা করিব, ইহা কখন হইতে পারে না। পৃথিবী কি আমাদের জীবনদাতা অন্নদাতা? আমরা তোমার খাই পরি, না অন্যের খাই পরি? বিশেষকরুণাযোগে কে আমাদিগের হৃদয় মন প্রাণ ক্রয় করিয়া লইয়াছে? আমরা তোমার নিকটে বিক্রীত, চিরবিক্রীত। আমাদিগের জীবনের উপরে আমাদিগের আর কোন অধিকার নাই। মৃত্যু অপমান ঘৃণা পরিত্যাগ প্রভৃতি সম্মুখীন দেখিয়া আর আমরা পশ্চাদগামী হইতে পারি না। তোমার জন্য আমরা সকলই আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। এমন কি আছে যাহার জন্য আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারি? হে প্রভো, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পৃথিবীর কোন সামগ্রীর জন্য তোমাকে ভুলিয়া তাহার অনুসরণ না করি। তোমারই থাকিব, নাথ, চিরকাল তোমারই থাকিব, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

আমাদের অচেতনাবস্থা।

আপনাকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য লোকে কি না করে? সংসার প্রথম সুরা। ইহা পান করিয়া লোকে আপনাকে ভুলিয়া যায়, আপনার কি অবস্থা কিছুই চিন্তা করে না। কি খাইব কি পরিব, কি খাওয়াইব কি পরাইব, এই করিতে করিতেই দিন অতিবাহিত হয়। দিবা রজনী কেবল শরীরসেবা কেবল ইন্দ্রিয়সেবা। অষ্ট প্রহর এমনই আয়োজন যে ভুলিয়াও মানুষ এক বার আপনার দিকে তাকায় না। কি কর্ম্মের বাহুল্য! প্রাতঃকাল হইতে

সায়ঙ্কাল, সায়ঙ্কাল হইতে নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটা না একটা এমন কিছু করিবার আছে, যাহার জন্য বিরলে বসিয়া আপনার বিষয়ে একটু চিন্তা করিবার অবসর হয় না। যাহারা পরিশ্রম করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে, শুদ্ধ তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রকার অনবকাশ তাহা নহে, যাহাদের পরিশ্রম করিতে হয় না, অনায়াসে ভোগের সামগ্রী আসিয়া সন্নিহিত হয়, তাহারা আপনাদিগকে যে প্রকারে নিরবকাশ করে, তাহা অতীব ভয়ানক। কিছু করিবার নাই সুতরাং তাহাদিগকে এমন সকল বিষয় অন্বেষণ করিতে হয়, যাহাতে তাহারা অনায়াসে আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে। পুণ্য দ্বারা যে অবকাশ পূর্ণ হইল না, তাহা পাপ দ্বারা পূর্ণ না হইয়া যায় না। বৃথা আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়া কৌতুক, মাদকসেবন, নীচ ইন্দ্রিয়সেবা ইত্যাদি বিবিধ নরকের সামগ্রী তদধীন ব্যক্তিকে হতচেতন করিয়া রাখে। মানুষ যে কোন প্রকারে আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে চায়, আপনার প্রতি দৃষ্টি কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না।

সংসারী লোকেরা এতদ্বিষয়ে চির কাল নিন্দাভাজন কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যেও আমরা এতৎসম্বন্ধে অল্প নিন্দার বিষয় দেখিতে পাই না। প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ্যেও বাহ্যানুষ্ঠানের বাহুল্য আছে যাহাতে অনুষ্ঠাতা আপনাকে অনায়াসে ভুলিয়া থাকে।

"অবিদ্যায়া বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তে বালাঃ।"

"অজ্ঞানতা বশতঃ বিবিধ ক্রিয়াতে ব্যাপৃত থাকিয়া বালসদৃশ নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে।" শাস্ত্রে কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি নিন্দা এত কেন শুনিতে পাওয়া যায়? কেবল এই জন্য যে তত্তদনুষ্ঠানে লোকের অভিমান জন্মে, এবং সেই অভিমান তাহাদিগের আত্মার প্রকৃতাবস্থা আচ্ছাদন করিয়া রাখে। মানিলাম কর্ম্মানুষ্ঠানের এই প্রকার বিষময় ফল, কিন্তু জ্ঞানানুসরণে কি এ দোষ নাই? জ্ঞান বিবিধ প্রকারের মত উৎপন্ন করে। এই সকল মত কর্ম্মস্থানীয় হইয়া লোকের মন এমনি আবৃত করিয়া ফেলে যে, এক এক বার মনে হয়, কর্ম্মানুষ্ঠান বরং ভাল তাহাতে জগতের অনেক কল্যাণ সমুৎপন্ন হয়; মতানুসরণে যে তাহাও হয় না। আত্মমতে এমনই অভিমান সমুৎপন্ন হয় যে, উহা আপনার অবস্থাও বুঝিতে দেয় না, অপরের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতেও সহায় হয় না। বরং অনেক সময়ে এমনই ঔদ্ধত্য অবিনয় এবং কঠোর ব্যবহার আনয়ন করে যে, তদ্দ্বারা সকল লোকের মহা উদ্বেগ উপস্থিত হয়। বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের সময়ে পশুগণের জীবন বিপদের আস্পদ ছিল, মতের প্রাবল্য সময়ে মনষ্যের জীবন বিপদসঙ্কুল। ভারত শান্তিরসপ্রধান দেশ, তবু মতভেদ জন্য ঘৃণা বা উপেক্ষার অভাব নাই। পাশ্চাত্য দেশে কিছু দিন পূর্ব্বে এ জন্য রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

অধ্যাত্মরাজ্যে অভিমান আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মতের এমনি আধিপত্য যে আমি কি, তাহা এক বারও দেখিতে দেয় না। মহাত্মা সক্রেটিসের শরণাপন্ন না হইলে এই ভয়ানক দুরবস্থা হইতে কেহ আপনাকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হয় না! আপনাকে আপনি জানা এতদপেক্ষা উচ্চতম বিষয় আর কিছুই নাই। আত্মানুসন্ধানের কথা যদিও যুবা বৃদ্ধ সকল ব্রাহ্মেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, এতৎসম্বন্ধে আলোচনার ক্রটি নাই, তথাপি কিন্তু কার্য্যতঃ উহা অত্যল্প লোকেরই মধ্যে আছে। আমাদিগের দেশের আত্মাবমাননশীলা নারীগণের যে প্রকার রোগ চাপিয়া রাখা স্বভাব, যত দিন না শয্যাগত হন, কাহাকেও বলেন না, স্নানাহারাদি সমুদায় অনুষ্ঠান ঠিক একই প্রকার চলিতে থাকে, আত্মার যোগ সম্বন্ধে আমাদিগের সক-

লেরই সেই প্রকার অবস্থা। ক্ষুদ্র রোগ বলিয়া তৎপ্রতি আমাত্র দৃষ্টি পড়ে না, সর্ব্বদা আমরা উপেক্ষা করি, কালে যখন প্রবল হইয়া পতনের কারণ হয়, তখন বহুযত্নেও আর তাহার প্রতীকার করিতে পারি না। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা কেবল পাপ নয় পাপের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণে নিয়ত বিদ্ধ করেন।

আমাদিগের নববিধান আত্মার চৈতন্য সম্পাদন জন্য নূতন শাস্ত্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। নববিধানাচার্য্যের জীবন নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল। আমরা বহুকাল একত্র বাস করিয়াও দেখিতে পাইলাম না, তিনি কোন দিন ক্রোধাদির পরবশ হইলেন। এমন শান্ত মধুর সুমিষ্ট স্বভাব আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ তাঁহার জীবনবেদ পাঠ কর, দেখিবে তাঁহার পাপবোধ কেমন প্রবল। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে পাপবোধ প্রবল নয় দেখিয়া তিনি নিতান্ত ক্ষুন্ন থাকিতেন এবং তাঁহাদিগের এই অভিমান দর্শনে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা নিপীড়িত থাকিত। এই এক পাপবোধের প্রাবল্য লইয়া তিনি পূর্ব্বতন ঋষিগণ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র চক্ষে অবলোকন করিতেন। এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বতন সাধন প্রণালী স্বতন্ত্র বলিয়াই ঋষিগণ পাপের দিক্ দেখিতেন না, ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয় সমান ভাবে অবলোকন করিয়া জ্ঞান সাধন করিতেন, কেহ বা আপনাকে এত দূর উড়াইয়া দিতেন যে তৎসম্বন্ধে কোন চিন্তাই মনে আসিতে দিতেন না। আমাদিগের আচার্য্যদেব "আমি" পক্ষীকে অনেক দিন পূর্ব্বে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, উহা আর তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আইসে নাই, অথচ নববিধানের অনুরোধে যখন সেই আমিকে স্মরণ করিতেন, তখন তাহাকে অন্ধকাররূপ দেখিতেন, পাপসম্ভাবনা-সমূহে তাহাকে এমনি ভয়ঙ্কর আকারে গ্রহণ করিতেন যে, আর তাহার প্রাধান্য লাভের কোন কালে সম্ভাবনা ছিল না। পাপ কর্য দূরে, পাপসম্ভাবনাকে পর্য্যন্ত যিনি ভয়ানক তীব্র দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন তাঁহার ধর্ম্মে অণুমাত্র পাপ প্রশ্রয় পাইবে তাহার সম্ভাবনা কি? তিনি যে কালে হিমালয় শিখরে ছিলেন, তখন আমাদিগকে নিম্নলিখিত এই পত্র লেখেন।

হিমালয়,
২৬ জুলাই, ১৮৮৩।

"শুভাশীর্ব্বাদ,

কে ১১ মাঘের মধ্যে শুদ্ধাচার হইতে পারেন? রাগ লোভ হিংসা অপ্রেম দমন করিয়া কে উৎসবের পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী হইতে পারেন? এবার এই পরীক্ষা দিতে হইবে। দেখা যাউক কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মিথ্যা আড়ম্বরে কি প্রয়োজন? ভক্তি প্রেমের ধূমধাম বাহিরে দেখাইলে কি হইবে? যে ক্ষমা না করে, যে রাগ করে, সে কি আমার লোক? যে দলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, সে দলকে কি আমার দল বলিয়া স্বীকার করি? খাঁটি লোক চাই, খাঁটি লোক দাও। আর আমার প্রতি শত্রুতা করিও না। আমার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দেও পূণ্য দৃষ্টান্তের জল ঢালিয়া। এই উপকার চাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকে"

নববিধানের যোগ চরিত্রমূলক। "জ্ঞান জ্ঞান চক্ষে দৃষ্ট হয়, প্রেম প্রেমচক্ষে অনুভূত হয়, পবিত্রতা বিবেকচক্ষে প্রকাশিত হয়; ইচ্ছাশক্তি বা ব্যক্তিত্ব মধ্যবিন্দু, ইহাতে এই সমুদায় স্বরূপ নিবিষ্ট। চক্ষু যেমন আলোকের সঙ্গে কর্ণ যেমন শব্দের সঙ্গে গূঢ়ভাবে নিবদ্ধ তেমনি আত্মবিরহিত আত্মার বিবিধ বৃত্তি অনন্ত পরমাত্মার অনুরূপ আকর্ষক (স্বরূপ) গুণের সঙ্গে যুগপৎ স্বভাবতঃ সংযুক্ত।" (নবযোগসূত্র)। বিগত ৭ জুন বৃহস্পতিবার হিমালয়-শিখরে শ্রীআচার্য্যদেব যে প্রার্থনা করেন, উহা আমাদিগের কথা বিশেষরূপে নির্দ্ধারণ করিবে।

"হে পিতা, হে পতিতপাবন, দল ছাড়া আমরাতো কিছুই নই। আমাদের স্বতন্ত্রতাতো নাই। দীনবন্ধু, আমরা একা একা বৈকুণ্ঠের পথে যাইতে পারি না। এই যে সকল কলহ বিবাদ হিংসা দ্বেষ এ সকল আমাদের বুঝাইয়া দিতেছে, প্রভু, যে দল ছাড়া কিছুই হইবে না। এরা সব এক রাস্তায় চলিতেছে কেহ কাহারও মুখ দেখি-

তেছে না। সকলে মনে করিতেছে জীবনান্ত হইলে তোমার কাছে গিয়া বসিবে, কিন্তু কাহারও ভ্রাতৃভাবে যোগ নাই। একা একা যাইবার হইলে ভগবান্, এতদিন কি কেউ যাইত না? স্বর্গে যাওয়া যখন ঠিক হইল তখন পরস্পরের সঙ্গে লোকে মিলন করিবে। এরা যেন কোথা থেকে গুরুবাণী শুনেছে যে জীবন শেষ হলেই ইহাদের জন্য স্বর্গ হইতে রথ আসিবে। মা, তবে এরা কেন আমার কথা শুনিবে, আমার উপদেশ মানিবে? এরা বলিবে, মা আমাদের বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবেন, তুই কেন অমন কর্‌ছিস্। এই দেখ্ আমরা ঝগড়া করেও একতারা বাজাইতে ২ রথে চড়িয়া স্বর্গে যাইতেছি। ভগবান্, এ স্বপ্নভাব এদের দূর কর। তোমার স্বর্গের দ্বার কি এমনি খোলা আছে যে রাগ লোভ নিয়ে যাওয়া যায়? তোমার দ্বারী কি দরজা খুলে দেবে এদের? তবে কেন চোক বুঁজে যোগের ক্ষেত্রে বসে থাক্‌ব? কেন হিমালয়ের উপর হিমে বসে যোগশিক্ষা করিব? কেন আত্মবিনাশ করিব? বামন হয়ে যদি চাঁদ ধরিতে পারি, পাপী হয়ে যদি স্বর্গে যাই, তবে কেন কষ্ট করিব? এ কথা ওদের কে বলেছে, একথা ওরা কোথায় শুনেছে? ভগবতি, দেখিতেছ তো অপবিত্র বিশ্বাস থাকিলে কি হয়? নববিধানী হইলেও ঐ যে একটু মনের ভিতরে বিষ ঢুকেছে—ওরা ভাবিতেছে স্বর্গে যাব; মা, ধমক দিয়ে বলে দাও, ও রকম করে কাম ক্রোধ লোভ নিয়ে যেতে পার্ব্বি নি। কি সাংঘাতিক রোগ!! মানুষ মিছি মিছি জাল কাগজে লিখেছে, এ সব লইয়া স্বর্গে যাইতে পাইবে, তাহাতে তোমার নাম সই করে দিয়েছে। এ সকল পাপগুলি না ছাড়িলে স্বর্গে যাওয়া হচ্চে না। হে দীনতারিণি, আমাদের শুভ বুদ্ধি দিয়া বুঝাইয়া দাও, এই পাপগুলি ধুয়ে তবে স্বর্গে যাব। পরিত্রাণটা করে দাও আগে তার পর স্বর্গে গমন।

মা, আমাদের ভুল ভ্রান্তি দূর করে দাও, তার পরে আমরা ভাল হইব। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার চরণে পড়ে থেকে সকল পাপ দূর করে স্বর্গে যাইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

আচার্য্যদেব দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন, পাপ দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে ভ্রান্তিমূলক মত প্রবেশ করিয়াছে, তাই তিনি তাঁহার মার নিকটে এরূপ সুস্পষ্ট প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরাও দেখিতেছি অনেকের মন এতৎসম্বন্ধে ভ্রান্তমত অবলম্বন করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের আত্মা কেবল যে অচেতনাবস্থাপন্ন তাহা নহে, তাঁহারা বহুলোকের আত্মাকে হতচেতন করিতেছেন ও করিবেন। আমরা ভীত হইয়া এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম, ভরসা করি ইহা চৈতন্য সম্পাদনে সকলের সহায় হইবে।

মিলন কিরূপে হইবে।

শ্রীআচার্য্যদেব তাঁহার স্বীকৃত প্রেরিতদিগের প্রত্যেককে এক একটি গুণ ও চরিত্রে চিহ্নিত ও লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছেন। প্রেরিতমণ্ডলীর কাহাকেও তিনি অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষত্ব দান করেন নাই; তাঁহাদের মধ্যে অমুক শ্রেষ্ঠ অমুকে নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে আমার দৃষ্টিতে তোমরা সকলেই সমান, কেহ ছোট বড় নও। কোন প্রেরিতের জীবনে কোন একটি বিশেষগুণ ও শক্তির অধিক বিকাশ দেখা যায় অন্যের মধ্যে তাহার অল্পতা; কিন্তু অন্য প্রকার গুণ ও শক্তি আবার সেই প্রেরিতের মধ্যে প্রবল। কাহারও জীবনে বৈরাগ্য প্রবল, কাহারও জীবন ভক্তিপ্রধান, কাহারও জীবন যোগপ্রধান, কেহ বা লিপিশক্তি ও বাক্‌পটুতায় অন্য অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আবার অনেক আধ্যাত্মিক উচ্চ বিষয়ে অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ। পরস্পরের গুণ ও আধ্যাত্মিক শক্তিযোগে নববিধানের আদর্শ জীবন। তিনি স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন যে তোমাদের মধ্যে কেহ তোমাদের নেতা হইতে পারেন না, সেরূপ যোগ্যতা কাহারও নাই। পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম ভাবকে সম্মান করিবেন, পরস্পর পরস্পরের নিকট অবনত হইয়া শিক্ষা করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এক প্রেরিত অন্য প্রেরিতকে আপনার অনুযায়ী করিয়া ধর্ম্ম প্রচারাদি করিবেন ইহা তাঁহার অনভিপ্রেত। কাহারও কাহার এই প্রকার ভাব ও চেষ্টা এবং কার্য্য দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছেন যে আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক প্রেরিতের এরূপ ক্ষমতা আছে যে তিনি যে দেশে যাইয়া বিধান প্রচার করিবেন সেই দেশকে কাঁপাইয়া তুলিতে পারিবেন। যিনি যে গুণ ও চরিত্রে চিহ্নিত হইয়াছেন তিনি সেই গুণ ও চরিত্রে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন আচার্য্যদেব এরূপ স্বীকার করেন নাই। যাঁহার যাঁহার জীবনে যে যে গুণ চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদান অনুভূত হইয়াছে শ্রীআচার্য্যদেব তাঁহাদিগকে সেই সেই গুণে ও চরিত্রে চিহ্নিত করিয়াছেন। তাঁহারা সাধন করিয়া তাহার সমুন্নতি বিধান করিবেন এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহাদের যে তদ্বিষয়ে কখনো পতন হইবে না তিনি তাহা বিশ্বাস করিতেন না। আচার্য্যদেব গুরু শিষ্য শব্দ ব্যবহারে কুণ্ঠিত ছিলেন। এরূপ সম্বন্ধ ও এ প্রকার ভাব পোষণ করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তিনি আপন সহযাত্রী প্রেরিতদিগকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কাহাকে কখনো প্রভুর ন্যায় আদেশ করিতেন না। তিনি প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে সম্মান ও সমাদর করিতেন, তাঁহার কথার মিষ্টতায় ও স্বভাবের মাধুর্য্যে সকলে মুগ্ধ হইতেন। তিনি প্রেরিত দরবারের সভ্যদিগের অনভিমতে কোন কার্য্য করিতেন না। স্বয়ং বিধানের প্রবর্ত্তক ও নেতা হইয়াও দলের একান্ত অধীন ছিলেন, আপনি সেবকনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেরিতগণ পরস্পরের সম্বন্ধে তাঁহার এই সকল সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করিলে যথার্থ সদ্ভাব ও সম্মিলন কখনো হইতে পারে না। স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনে আহূত প্রেরিত ভ্রাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ও তাঁহাদের কাহাকেও তুচ্ছ তাচ্ছল্য কটূক্তি ও অসম্মান করিয়া কোন প্রেরিতের বাহিরে প্রেম বিস্তার করিতে যাওয়া অপেক্ষা বিড়ম্বনা নাই।

সাধারণ নীতি ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশ ধর্ম্মোত্তেজনা ও মত প্রত্যেক প্রেরিতকে দলের নিকটে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। দলকে শীরোধার্য্য করিয়া দলের প্রত্যাদেশ ও বিধি শিরোধার্য্য করিতে হইবে, নববিধানের এই বিধি। ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পাইতে পারে না, তাহা হইলে দল রক্ষা পায় না ও যথার্থ আধ্যাত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কতকগুলি লোকের মধ্যে বা কোন কোন স্থলে আমার বিশেষ স্বত্ব ও অধিকার, সেখানে আমার অন্য ভ্রাতার কার্য্য করিবার কোন অধিকার নাই, এইরূপ ভাব কোন প্রেরিত অন্তরে বিন্দুমাত্র পোষণ করিলে তাঁহার স্বার্থপরতা ও অহঙ্কার এবং ভ্রাতার প্রতি অবিশ্বাস ও অনাদর প্রকাশ পায়। শিষ্যের প্রতি যেমন গুরুর স্বত্ব সেই অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। আমি সেবক হইয়া সেবা করিতে আসিয়াছি ইহা বই নহে। আমি যাহার সেবা করিব সে অন্যের সেবা গ্রহণ করিতে পারিবে না, আমার এক অঙ্গীভূত ভ্রাতার তাহার সেবা করিবার অধিকার নাই, ইহার কোন অর্থই নাই।

মহর্ষি ঈশা পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য শত্রুর হস্তে বিষম যন্ত্রণায় প্রাণ দিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রেমের উচ্ছ্বাসে জীবন হারাইলেন, শ্রীআচার্য্যদেব সকল প্রেরিতকে এক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিবেন, জগতে মহাযোগ ও মহাসম্মিলনের সূত্রপাত করিয়া পৃথিবীতে নব বিধানের জয়পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিবেন এই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। প্রেরিতদিগের দোষে তাহা দেখিতে না পাইয়া কত ক্লেশ ও সন্তাপে ছট্‌ফট্‌ করিলেন এবং তাহাই যে তাঁহার রোগবৃদ্ধি ও আয়ুঃক্ষয়ের কারণ হইল বলা বাহুল্য। তজ্জন্য অনুতপ্ত হইব না, আচার্য্যদেবকে গ্রহণ ও তাঁহার বিধিব্যবস্থা পালন করিব না, মিলন কিরূপে হইবে? স্বার্থপর অহংকৃত ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিয়া প্রেরিতগণ পরস্পরের ধর্ম্মভাব ও উপাসনাদিকে শ্রদ্ধা ও

সম্মান করেন, আচার্য্যদেবের এই বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন ছিল। এই জন্যই তিনি দেবালয়ে প্রতিদিন পালাক্রমে এক এক জন প্রেরিত উপাসনা করিবেন ও সকলে তাঁহার সহিত যোগ দিবেন, এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন। যে স্থলে আমিই কেবল প্রত্যাদিষ্ট হইয়া থাকি, আমার ধর্ম্মভাব প্রবল, যাহা কিছু শিক্ষণীয় আমার নিকটে, অন্যের উপাসনা ও উপাদেশাদিতে শিখিবার কিছুই নাই, এরূপ ভাব বিদ্যমান, সে স্থলে শ্রীআচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুরূপ যোগ সংস্থাপন হওয়া অসম্ভব। তিনি শেষ জীবনে প্রেরিতদিগের মধ্যে যে সকল দোষ বিদ্যমান বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যতর প্রধান দোষ স্বার্থপর অহংকৃত ব্যক্তিত্ব যে ইহাতে বিরাজ করিতেছে না কে বলিতে পারে? উচ্চ ধর্ম্মভাবের মধ্যেও গূঢ়রূপে স্বার্থ ও অহঙ্কারপূর্ণ ব্যক্তিত্ব লুক্কায়িত থাকে, অনেকে অনেক সময় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ, অভিমান ও ব্যক্তিত্বে জলাঞ্জলি না দিলে স্বর্গরাজ্য সুদূরপরাহত। নববিধানের স্বর্গ একতারূপ ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। সকল প্রেরিতের এক দেহ এক আত্মা হইতে গেলে এক সমতল নিম্ন ভূমিতে তাঁহাদের অবস্থান আবশ্যক। কেহ অন্য অপেক্ষা উচ্চ স্থানে থাকিতে চাহিলে তাঁহার সঙ্গে নববিধানের মিলন হইতে পারে না। আমি অধিক দিনের প্রচারক, আমি কত দেশ জয় করিয়াছি, আমার বিদ্যাবত্তা বক্তৃতা উপদেশাদির কত সুখ্যাতি, যাঁহারা এরূপ নহেন আমি কেমনে তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসিব ও তাঁহাদের নিকটে নত হইব এইরূপ সাংসারিক ভাব পোষণ করিলে চলিবে না। স্বর্গ রাজ্যের বিধি অন্য প্রকার। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন যে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি লোক প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন কালে কাহাকে বা অপরাহ্ণে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সায়ংকালে সকল কর্ম্মচারীকে তিনি তুল্যরূপে একদিনের বেতন দিলেন। কেহ অধিক ক্ষণ কেহ অল্প ক্ষণ খাটিয়াছে বলিয়া ইতর বিশেষ করিলেন না। সমুদায় দিন যাহারা কর্ম্ম করিয়াছিল তাহারা দাবী করিয়া অধিক বেতন গ্রহণ করিতে পারিল না। স্বর্গরাজ্যের বিধি এই প্রকার। এখানে কেহ অল্প সময় খাটিয়া অধিক কাজের পুরস্কার পায়। কেহ অধিক খাটিয়া অধিক গুণপনা প্রকাশ করিয়াও অধিক পায় না। বরং এরূপও হয় যে অহঙ্কারের জন্য কিছুই পায় না। এস্থানে সাংসারিক বিচার খাটে না, তবে অবশ্য যিনি পিতার রাজ্যে অধিক কাজ করিয়াছেন, ঈশ্বরপ্রসাদে অধিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তিনি তজ্জন্য ভ্রাতাদের নিকটে সম্মান পাইবেন। সহযোগিগণ সেজন্য তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা প্রীতি করিবেন ও তাঁহার সেই সকল গুণ ও ক্ষমতা বিস্তারের পক্ষে সহায়তা করিবেন। তাহা না করিলে তাঁহাদের অপরাধ, কিন্তু আপন গুণ ও ক্ষমতার জন্য বন্ধুদিগের সম্মান ও সেবা পাইবার কাহারও দাবী করিবার কোন অধিকার নাই, এবং সেই সকল গুণ ক্ষমতার জন্য কোন প্রকার অহঙ্কার করা একান্ত নীচতা। অতএব সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে দীন ও বিনীত না হইলে ও ঈশ্বরে একেবারে আত্মসমর্পণ না করিলে বিধানসঙ্গত সম্মিলন নিতান্ত অসম্ভব। প্রেরিতগণ সেইরূপ উচ্চ চরিত্র ও জীবন লাভ করিয়া স্বর্গীয় সম্মিলনের মহাদৃষ্টান্ত পৃথিবীকে প্রদর্শন করুন।

শ্রীআচার্য্যদেব কোথায়?

আমাদিগের আচার্য্যদেব কোথায়? তিনি র লইয়া যখন এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিলেন তখন শ্রীকমলকুটীরে, শ্রীদেবালয়ে, শ্রীনববিধানমন্দিরে, শ্রীদরবারে, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া মনকে পরিতৃপ্ত করিতাম। এখন

তাঁহার শরীর আর নাই, তবে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আমরা কোথায় যাইব? আচার্য্যদেব শরীরত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মাতার কোলে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মারূপ পক্ষী যোগবলে তাঁহার মাতার কোলে বিশ্রাম করিত, তাঁহার শরীর পিঞ্জরস্বরূপ ছিল, যাঁহারা তাঁহার কেবল শরীর দর্শন করিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রকৃতরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেন না। যাঁহারা তাঁহার সহিত একত্র থাকিতেন, তাঁহার সহিত কথা কহিতেন এবং তাঁহার শরীর স্পর্শ ও তাঁহার সেবা করিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে সত্য ভাবে দেখিতে পারিতেন না। যাঁহারা তাঁহার মাতার বক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে তাঁহার আত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহারাই তাঁহার প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেন। তিনি দেহত্যাগের পূর্ব্ব হইতে তাঁহার মাতার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছেন, এই জন্য শ্রীআচার্য্য দেব কলেবর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বন্ধুদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে "আমি এখন বৈকুণ্ঠধামের নূতন নূতন বিষয় সকল দর্শন করিতেছি।" মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তিনি যেখানে পূর্ব্বে ছিলেন দেহত্যাগের পর সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার জড়ীয় শরীরটি কেবল ভঙ্গ হইয়া পৃথিবীতেই রূপান্তরে অবস্থিতি করিল। এখন যদি কেহ এই কথা জিজ্ঞাসা করেন আমাদিগের আচার্য্যদেব কোথায়, তাহা হইলে আমরা অকুতোভয়ে এই উত্তর দিতে পারি, আচার্য্যদেব তাঁহার পরমমাতৃবক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। যেখানে ঈশা, মুসা শ্রীচৈতন্য, এবং অগণ্য সাধু সাধ্বীগণ অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিও তাঁহাদিগের সহিত তথায় বসতি করিতেছেন।

এক্ষণে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যদি শ্রীআচার্য্য দেব তাঁহার পৃথিবী ছাড়িয়া তাঁহার মাতার বক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন তবে কি তিনি আর পৃথিবীতে নাই? সেই স্বর্গের আলোক একবার এখানে জ্বলিয়াছিল তাহা কি একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে? সংসার কি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে? তবে কি করিতে তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন? তাঁহার নাম গন্ধ কি সংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে? আমরা উত্তর করি কখনই নহে। জগন্মাতার সেই অমর সন্তানকে কে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে? চন্দ্র সূর্য্য যদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, দক্ষিণ সাগর যদি শুষ্ক হইয়া যায় এবং এই সংসার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তথাপি তিনি বিলুপ্ত হইবার নন। অবিশ্বাসী নাস্তিকেরা অল্পবিশ্বাসী ও সংসারীরা হাস্য ও বিদ্রূপ করিয়া বলিতে চায় বলুক যে এবার না বিধান তুষের ন্যায় চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল, কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় কে ভঙ্গ করিতে পারে? যে অযাচিত অনন্ত দয়া মহাপাপ ও ঘোর অন্ধকার পূর্ণ দেশে তাঁহার পবিত্র বিধান এরূপ করিয়া প্রেরণ করিলেন তিনি কি ইহাকে একেবারে ধ্বংস হইতে দিবেন? কখই নহে। আচার্য্যদেব ইহার মধ্যেই সত্য, জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, পুণ্য ও চরিত্ররূপে ভারতবাসীদিগের শোণিতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই কি নববিধানের ভাব জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক প্রবেশ করে নাই? যাঁহারা তাঁহাকে অস্বীকার করেন, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পোষণ করেন এবং যাঁহারা তাঁহার শত্রু, তাঁহারাও কি তাঁহার সত্য, ভাব ও আলোক লাভ করেন নাই? এখন স্বয়ং বিধাতা তাঁহার বিধানকুমারকে বক্ষে বহন করিয়া দেশের চারি দিকে সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট ভ্রমণ করিতেছেন, এখন এদেশের বাতাস বিধানকুমারকে বহন করিয়া বেড়াইতেছে; এখনকার সূর্য্য বিধানকুমারকে প্রকাশ করিতেছে। কেবল এ দেশ

কেন সভ্যতম ইউরোপ, আমেরিকা ও সমস্ত পৃথিবীতে স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার বিধানকুমারকে বহন ও প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন; স্বয়ং পরিত্রাতা তাঁহাকে প্রচার করিতেছেন। দ্বিপ্রহরের সূর্য্যকিরণে লোকে কি কখন সূর্য্যকিরণ হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারে? ঊনবিংশ শতাব্দী, যাহা কলিকাল বলিয়া লোক সমীপে নিন্দনীয়, বিধাতা তাঁহার বিধানকুমারকে প্রকাশ করিবার আদেশ দিয়া ধন্য করিয়াছেন। এখন ধন্য তাঁহারা যাঁহারা স্ব স্ব জীবনে বিধানকুমারকে প্রচার ও প্রকাশ করিবেন। ইহাঁরা স্বয়ং বিধাতার সহযোগী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং অনন্তকালের জন্য গৌরবের মুকুট মস্তকে ধারণ করিবেন।

সমস্ত দেশেতো ভাবরূপে আচার্য্যদেবের সাধারণ প্রকাশ, এখন তাঁহার বিশেষ প্রকাশ কোথায়? এ কথায় উত্তর দিতে হইলে এই বলিয়া উত্তর দিতে হয় যে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের সহিত তিনি সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে তাঁহার জননী বক্ষে অবস্থিতি করিতেন এবং যাঁহাদিগকে লইয়া এই পৃথিবীরঙ্গভূমিতে নববিধানের নাট্যাভিনয় আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই নববিধানের প্রচারক ও দেশ বিদেশে বাহক। তাঁহারা নববিধানের লবণস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন বিধাতা তাঁহাদিগের দ্বারাই সমস্ত পৃথিবীকে লবণাক্ত করিয়া দিবেন। শ্রীদরবার সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগের সমষ্টির নাম। এখন শ্রীদরবারকে অতিক্রম করিয়া কোন্ ব্যক্তি নববিধান সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার কার্য্য যে বালুকার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণের মত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক জন অথবা দুই জন বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধি অথবা অর্থবলে নববিধান প্রতিষ্ঠিত করিতে কখনই পারিবেন না। কেবল এই শ্রীদরবারের সে অধিকার আছে। ইহাই শ্রীআচার্য্যদেবের প্রতিনিধিস্বরূপ এখন পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার সভ্যদিগের সম্মিলনে স্বয়ং পবিত্রাত্মা বিরাজ করেন, এবং পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে নববিধানের জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম পুণ্য আশ্চর্য্যরূপে আপনাপনি প্রকাশ হয়। এই সকলের সম্মিলনে পবিত্রাত্মাই কেবল সেই শ্রীআচার্য্যদেবকে প্রকাশ করিতে সক্ষম; ইহারই ভিতর তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবস্থিতি করিতেছে। ইহার এক এক জন সভ্য তাঁহার এক এক অঙ্গবিশেষ। নববিধানসম্বন্ধে যত কিছু ব্যবস্থা, যত কিছু সাধন প্রণালী, যত কিছু প্রচার বিধি, সকলই এই শ্রীদরবার দ্বারা সম্পাদিত হইবে, সে অধিকার আর কাহারও নাই। শ্রীদরবার যাহা করিবেন তাহা শ্রীআচার্য্য দেবের নামে প্রচারিত হইবে, তাহাতেই তাঁহার নাম ও অধিকার মুদ্রিত থাকিবে। এই জন্য আমরা বলিয়া থাকি যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রীদরবার সর্ব্বপ্রধান এবং শ্রীদরবারের মত ও অধিকার অনতিক্রমণীয়। আমরা নববিধানবিশ্বাসী সাধারণদিগের অধিকার অস্বীকার করি না। কেবল যে প্রেরিত কয় জন শ্রীদরবারের সভ্য তাহা আমরা মনে করি না। সকল প্রকৃত বিধানবিশ্বাসীই ইহার সভ্য। যে সাধকমণ্ডলী ইহার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও গূঢ় ভাবে ইহার সভ্য, এবং কালে যত বিশ্বাসী দল বৃদ্ধি হইবে ততই এই শ্রীদরবারের কলেবর বাড়িতে থাকিবে। দরবার শব্দের অর্থ কি আমরা তাহা জানি। মধ্যে রাজা এবং তাঁহার চারি দিকে কর্ম্মচারী থাকিয়া রাজ্য পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই তাহাকে দরবার বলে। আমাদিগের বিধান পতি স্বয়ং ভগবানই আমাদিগের বিধানরাজ্যের রাজা। নববিধানবিশ্বাসী দল ও প্রেরিতগণ সেই রাজাধিরাজকে বেষ্টন করিয়া যখনই বিধানরাজ্য চালাইবার উপায় উদ্ভাবন এবং বিধি প্রচার করেন, তখনই শ্রীদরবার সংসৃষ্ট হয়। এখন

যে প্রেরিতদল অতি অল্পসংখ্যক শ্রীদরবারে সন্নিবিষ্ট আছেন, সময়ে শত সহস্র, বিশ্বাসী আসিয়া তাহাতে যোগ দান করিবেন। কেবল নরলোক কেন, পরলোকবাসী দেবতারাও এই শ্রীদরবারের সভ্য। দেবক্রোড়স্থ ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য আমাদিগের আচার্য্যদেবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীদরবারের ভিতর আসিয়া ইহার বৈরাগ্য প্রেম পুণ্য প্রভৃতির বিধি সকল প্রচার করিয়া বিধানরাজ্য সংরক্ষা ও প্রচার করেন।

নবসংহিতা।

বিবাহ।

৫০। ততোহনুশিষ্যাদাচার্য্য এবং তৌ দম্পতী তদা।
করুণাময়দেবস্য প্রসাদাদদ্য তস্য চ।
পবিত্রসন্নিধৌ বদ্ধাবুদ্বাহশৃঙ্খলেন তু॥
মনস্যাধায় স্বস্যৈবোন্নতিং জীবনবর্ত্মনি।
একাকিনৌ ব্যচরতমদ্যাবধ্ যুনা পুনঃ॥
বৈবাহিকো গুরুর্ভারো ন্যস্তোঽস্মিন্ যুবয়োঃ করে।
সোপানে প্রথমে পাদং নিদধাথোঽদ্য সঙ্কুলে॥
পার্থিবস্য জীবনস্য ক্ষিপেয়াথাং পদানি চ।
সাবধানেনাবহিতৌ ভবেতং যৎ কদাচন॥
পার্থিবমোহজালেন মা ভূতমাবৃতাবিহ।
ঐহিকং সুখ ভোগঞ্চ লব্ধা সৌভাগ্যসম্পদম্।
মা বিস্মরতং দ.তারং রক্ষন্তৌ নির্ভরং সদা।
সত্যস্বরূপে চান্যোন্যকল্যাণসুখসম্পদাম্॥
বর্দ্ধনে প্রযতেয়াথাং সর্ব্বস্মিন্ গৃহকর্ম্মণি।
স্মরতং ব্রাহ্মধর্ম্মস্য হ্যুপদেশমিমং শুভম্॥
"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"
সর্ব্বং হি যুবয়োস্তস্মা ঈশ্বরায় সমর্পয়।
যুবাং রক্ষতি নিত্যং সোঽমঙ্গলাদ্বিবিধাৎ স্বয়ম্॥
কুরুতং নিলয়ং সত্যং যুবয়োস্তদ্গৃহং তথা।
সুখং নববিধানস্য মন্দিরং পাবনং মহৎ॥

আচার্য্য বেদী হইতে দম্পতীকে উপদেশ দিবেন, যথা,—অদ্য মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবনপথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। সাবধান, যেন সংসারের মোহপাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখসম্পদে সর্ব্বসুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্যস্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতিসাধন ও সুখবর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহকর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখিবে, "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমাদিগের যাহা কিছু সকলই তাঁহাতে সমর্পণ কর, তিনি তোমাদিগকে পাপতাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। তোমাদিগের গৃহ প্রভুর গৃহ এবং নববিধানের পবিত্র সুখের আলয় কর।

৫১। শ্রীমংস্ত্বং নিয়তং পত্ন্যা মঙ্গলস্য বিবর্দ্ধনে।
বিনিযুক্তো ভব ন্যস্তং হস্তে তে প্রভুনা স্বয়ম্॥
সংসারস্যাতু কর্ত্তব্য মদ্য গুরুতরং খলু।
প্রবৃত্তীরসতীস্ত্বেহত্র বশেকৃত্য নিবর্ত্তয়॥
পুণ্যং কৃত্যচয়ং নিত্যং সমভাবং দশাসু চ।
বিবিধাসু চ রক্ষ ত্বং জীবনস্য যথা তব॥
স্বস্যাত্মনো মঙ্গলং ত্বং বর্দ্ধিতুং যত্নবাংস্তথা।
পত্নীং সত্যপথে নেতুং কুরু যত্নং নিরন্তরম্॥
গৃহকৃত্যেষু তাং নিত্যং কল্যাণকৃৎসু সংরতাম্।
সংরক্ষ শিক্ষয়া দৃষ্টান্তেন যৎ সা চরেচ্চিরম্॥
সখীব নিয়তং সত্যসুখবর্ত্মনি তে ধ্রুবম্॥

বরের প্রতি।—শ্রীমান্ অমুক, তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গলসাধনে যত্নশীল থাকিবে। অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সংসারিক সকল অবস্থাতে শান্তচিত্ত থাকিবে। যেরূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্মপথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সাংসারিক শুভকার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে, সুখের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন।

৫২। কর্ম্মণা মনসা বাচা শ্রীমত্যমুকি নিত্যদা।
অনুতিষ্ঠাত্র তৎ কর্ম্ম যৎ স্যাৎ পতিহিতায় তে॥
একান্তমনসা তস্যোপরি স্থাপয় নির্ভরম্।
হিতার্থং তে যদেবায়ং দিশত্যত্রানুতিষ্ঠ তৎ॥
পত্যৌ ভক্তিমতী স্যাস্ত্বং সাধুকর্ম্মণি সোদ্যমা।
বিবাদো বাহ মিতাচারো মা ভূস্তত্তঃ কদাচন॥

চিন্তাং বাক্যঞ্চ কার্য্যঞ্চ পবিত্রং রক্ষ সন্ততম্।
পতিসহায়া নিত্যং স্যা নিযুক্তাত্মোন্নতেরিহ॥

কন্যার প্রতি।—শ্রীমতি অমুকি, যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে, এবং স্বামীর সাহায্যে সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

৫৩। আশীর্ব্বচনমেবং স আচার্য্যোঽত্রোচ্চরেত্ততঃ।
শাশ্বতস্য চ সত্যস্য শান্তের্ব্বত্ম বর্ত্মনি॥
নিত্যং বিচরিতুঞ্চেশঃ সহায়ঃ করুণালয়ঃ।
দম্পত্যোর্ভূষয়ত্বত্র সত্যেন চ শিবেন চ॥
সুন্দরেণ চ সর্ব্বেণ নিলয়ং সুখিনৌ চিরম্।
মণ্ডল্যাঞ্চ করোত্বস্য নূতনস্য বিধেরিহ॥

আচার্য্য।—মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর এই দম্পতীকে নিত্য সত্যের পথে শান্তির পথে অগ্রসর করুন। যাহা কিছু সত্য শিব এবং সুন্দর তদ্দ্বারা তিনি তাহাদিগের গৃহ সজ্জিত করুন, এবং নববিধানের পবিত্র মণ্ডলীতে চিরকালের জন্য তাহাদিগকে সুখী করুন।

৫৪। যত্রাস্তি সংশয়ঃ সন্ততীনাং দায়াপ্তয়ে ততঃ।
সাক্ষিত্রয়সমক্ষন্তু রাজপুরুষসন্নিধৌ॥
কুর্য্যাতাং স্বাক্ষরাদীংশ্চ তাসামধিকৃতেরিহ॥

দেশের বিধিতে যে খানে দায়প্রাপ্তিসম্বন্ধে সংশয় আছে সেখানে সন্তানগণের অধিকার রক্ষার জন্য তিন জন সাক্ষীর সমক্ষে রাজপুরুষের নিকটে বিবাহ রেজিষ্টরি করিবে।

কুটীর।

হে যোগ শিক্ষার্থী, দ্বিবিধ দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়াছ, এক অবলোকন, এক নিরীক্ষণ; এক স্থূল ভাব এক সূক্ষ্ম ভাব। সাধনের জন্য একই সময়ে এই দুই অবলম্বনীয়। এক সময়ে স্থূল দর্শন, এক সময়ে সূক্ষ্ম দর্শন ইহা বুঝা যায়; কিন্তু দুই এক সময়ে কিরূপে সম্ভব? শ্রবণ করিয়াছ ঈশ্বর অনন্ত, যোগীর ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এই অনন্ত ভাব ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বরত্ব থাকে না। কল্পনা দ্বারা মন যত দূর যাইতে পারে তত দূর তিনি। অসীম দৃষ্টির আয়ত্ত হইতে পারে না। অসীম ব্রহ্ম দর্শনের অর্থ এই যে, যত দূর চক্ষু যায়, তত দূর তিনি, যেখানে দৃষ্টি শেষ হইল, তাহার ঐ দিকেও তিনি। পরিমিত কর্ত্তৃক অপরিমিত ধারণ এইরূপে সম্ভব। হইল স্থূল দর্শন, স্থূল উপলব্ধি। যত দূর মনের দৃষ্টি যায়, তত দূর তিনি এবং দৃষ্টির বহির্ভূত স্থানেও তিনি। ইটি স্থূল দর্শন ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার নিরীক্ষণ করাও আবশ্যক। ঠিক আমার সমক্ষে তিনি আছেন, সেই সমক্ষে বিশেষরূপে তাঁহার ধারণ করাই নিরীক্ষণ অথবা সূক্ষ্ম দর্শন। কিন্তু ইহা ছাড়াও তিনি আছেন ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। সন্তরণ করা এবং মগ্ন হওয়া একই সময়ে হইবে। চারি দিকে স্থূল ব্রহ্ম, তাঁহার ভিতরে অধিবাস করিতেছি, সন্তরণ করিতেছি, অথচ তাঁহার যে অংশ টুকু ঠিক সমক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি এমন হয় যতটুক নিরীক্ষণ করিতেছি সেই টুকুই ব্রহ্ম তাহা হইলে তাহা পুত্তুল হইল, ছোট পরিমিত দেবতা হইল। সমস্ত অবলোকন করিব; কিন্তু অল্প স্থানে নিরীক্ষণ করিব, সেই অল্প স্থানে যে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিব তাহাতে সমস্ত শরীর মন স্তম্ভিত হইবে, এবং সমস্ত আত্মার ভিতরে তাঁহার ভাব গম্‌গম্ করিবে। চারি দিকে ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে একটি হীরের খণ্ড তাহা নহে; কিন্তু সমস্ত আকাশ জ্যোতির্ম্ময় মধ্যে যেন সূর্য্য ইহাই যথার্থ উপমা। নিরীক্ষিত অংশ সমধিক উজ্জ্বল। এই দুই প্রকার দর্শনই একত্র থাকিবে, নতুবা আংশিক সাধন হইতে দোষ উৎপন্ন হইবে। যদি কেবলই স্থূল দেখ তবে গভীরতা হইবে না, আর যদি কেবলই এক অংশ দেখ, পৌত্তলিকতা দোষ আসিয়া পড়িবে। অল্প স্থানেতে গুণ সকল ধারণ করিতে হইবে। মনে কর যেমন একটি প্রকাণ্ড ফুল, তাহার কিয়দংশের ঘ্রাণ দ্বারা তাহার সৌরভ কেমন বুঝিতে হয়। সমুদয় গ্রহণ করিলে তেমন ভালরূপে গুণ গ্রহণ করা যায় না। অথবা কোন বস্তুর স্পর্শ কেমন পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার একটি সংকীর্ণ স্থানে অঙ্গুলি স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ বৃহৎ ঈশ্বর সমস্ত আকাশে তিনি আছেন, ইহা বিশ্বাস করিব, অথচ তাঁহাকে এবং তাঁহার গুণ আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষরূপে একটি স্থানে তাঁহাকে দেখিব একটি বিশেষ অংশে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের প্রকাশ দেখিব; কিন্তু তার অর্থ এ নহে যে অন্য স্থানে তাঁহার এ সকল গুণ নাই। কেবল সাধকের সুযোগের জন্য একটি বিশেষ স্থানে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে হয়। সাধারণ ভাবে তাঁহার সমস্ত সত্তা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে, বিশেষ ভাবে বিশ্বাস এবং ভক্তি দ্বারা তাঁহার কিয়দংশ সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষিত হইতেছে। দুই এক সঙ্গে রাখিবে। যদি অসীম ভাবে ভাসিয়া যাও তোমার যথার্থ গভীর ব্রহ্মদর্শন হইবে না, আর যদি তাঁহার অনন্তত্ব ভুলিয়া কেবল কিয়দংশ নিরীক্ষণ কর তোমার ব্রহ্ম পরিমিত হইবে। তুমি যে টুকু বাঁধিলে কেবল সেই টুকু ব্রহ্ম নহে, তাহা ছাড়া আরও অসীম ভাবে ব্রহ্ম আছেন, ইহা স্মরণ রাখিবে। অতএব স্থূল এবং সূক্ষ্ম,

সাধারণ এবং বিশেষ সন্তরণ এবং মগ্ন, অবলোকন এবং নিরীক্ষণ, এই উভয়ই এক সঙ্গে রাখিবে। নিরীক্ষণ কেমন? যেমন ডুবে জল খাওয়া। চারিদিকে জল, কিন্তু যে জল মুখের ভিতর যাইতেছে, তাহারই আস্বাদন হইতেছে। যোগী কি স্থলে বসিয়া জল পান করেন? না। যোগী জলময় ব্রহ্মময় আকাশের ভিতরে ডুবিয়া ব্রহ্ম গুণ রস আস্বাদন করেন। ব্রহ্ম জলে তাঁহার সমস্ত শরীর বেষ্টিত; কিন্তু তাহার একটি বিশেষ স্থানে বসিয়া যোগী সেই রস পান করেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ যুগপদ্যোগার্থিন্নবলোকনম্।
নিরীক্ষণং সাধনায় গ্রহণীয়ং হি দর্শনম্ ॥ ১ ॥
শক্তবাংস্তু ং বিনানন্ত্যং নেশ্বরস্তং যতো বিভোঃ।
সৌকর্য্যার্থং ধারণায়া ন তত্ত্যক্তু মিহার্হসি ॥ ২ ॥
দৃষ্টিং দূরবিনিক্ষিপ্তামপি বদ্ধামতীতা তাম্।
বর্ত্ততে পরইত্যেতৎ স্মর্ত্তব্যং স্থূলদর্শনে ॥ ৩ ॥
সমীপে বিদ্যতে সোঽয়মিতি যা ধারণা তয়া।
সূক্ষ্ময়া রক্ষণীয়া সা স্থূলা স্মৃতিপথে সদা ॥ ৪ ॥
সন্তরণং মজ্জনঞ্চ যুগপদ্ভবিতা যতঃ।
স্থূলেন ব্রহ্মণা সংবেষ্টিতস্তস্মিন্ বসত্যসৌ ॥
প্রবতেঽথাপি তকাংশং সমীপস্থং নিরীক্ষতে।
তস্মাত্বং ব্রহ্ম চেদেতজ্ জ্ঞানং পুত্তলরাধনম্ ॥ ৬ ॥
সমগ্রমবলোক্যাতঃ স্থানে স্যাদ্ধারণা ততঃ।
শরীরমনসোঃ স্তব্ধ আত্মা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥
ঘোরান্ধকারমধ্যেঽস্য নোপমা হীরকেণ তু।
সূর্য্যেণ তুলনীয়োঽসৌ প্রকাশমধ্যবর্ত্তিনা ॥ ৭ ॥
আজিঘ্রতি যথা পুষ্পং বৃহত্তদংশমাত্রতঃ।
অন্যথা ন ভবেদ্ঘ্রাণগ্রহণং সুষ্ঠু জাতুচিৎ ॥ ৮ ॥
অঙ্গুলিনা বৃহদ্বস্তু সংস্পৃশ্য জ্ঞানমর্জ্জিতম্।
তদ্ব স্কাকাশসংব্যাপি সূক্ষ্মেণ দর্শনেন চ ॥ ৯ ॥
ব্যোমব্যাপী সোঽয়মস্তি বিশ্বাসোঽনন্ততাঽপি বা।
আলোকনেন সন্ধার্য্যা ধারণাস্থগমায় চ ॥
আয়ত্তেহি গুণানান্ত দ্রষ্টব্যং স্থানতঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥
প্রেম জ্ঞানঞ্চ পুণ্যঞ্চ দৃষ্টং সূক্ষ্মেণ সাধকৈঃ।
নান্যত্র বিদ্যতে তত্তজ্ জ্ঞানমজ্ঞানজৃম্ভিতম্ ॥ ১১ ॥
সাধারণবিশেষাভ্যাং ভাবাভ্যাং যুগপৎ সদা।
উপলভ্যঃ পরোজ্ঞানবিশ্বাসভক্তিযোগতঃ ॥ ১২ ॥
অন্যথা দর্শনং স্থূলে গম্ভীরং ন ভবেত্তব।
বিস্মৃতানন্ত্য ঈশোহি সূক্ষ্মে পরিমিতো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
নিমজ্জনং সন্তরণং নিরীক্ষণাবলোকনে।
সাধারণো বিশেষশ্চ যুগপৎ ভবতাং ত্বয়ি ॥ ১৪ ॥
জলেনাবেষ্টিতোঽপ্যেকো মুখান্তিকগতং যথা।
জলং পিবতি ব্রহ্মাব্ধিনিমগ্নঃ সাধকস্তথা ॥
বিশেষস্থানতোঽপ্যেষ রসাস্বাদপরো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে বিশেষ-
দর্শনং নামোনবিংশমুপনিষৎসু চতুশ্চত্বা-
রিংশত্তমমনুশাসনম্।

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের উক্তি।

[ঐক্য।]

(১৬) তোমরা আমরা কয় জন? পাঁচ জন। তবে ভাল বাসা নাই। যখন এক জন হইবে তখন প্রেমপরিবার হইবে।

(১৭) আট প্রকার আটটি ধাতুকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর; ঐ সমুদয় বিগলিত হইয়া জলের ন্যায় তরল হইয়া পরস্পরের মধ্যে এরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইবে যে, আর তাহাদের স্বতন্ত্রতার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। প্রেমাগ্নিও এরূপ; যাহাদিগের অন্তরে এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তাহারা দ্রব হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া এক হয়। তখন এক জনের সুখে সকলেই সুখী এবং এক জনের দুঃখে সকলেই দুঃখী; কারণ প্রেমেতে সকলেই এক।

(১৮) আমরা সকলে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক; কিন্তু আমরা কি সকলে একই দেবতার পূজা করি? তুমি যাঁহাকে ডাক আমি কি তাঁহাকেই ডাকি। সকলের বিশ্বাস ভক্তি কি এক জনের উপর স্থাপিত? সকলে কি একই গুরুর শিষ্য? তাহা এখনও হয় নাই বুঝিতেছি। তাহা হইলে এত দিন আমরা সব এক প্রাণ হইতাম। একেতেই ঐক্য।

ঈশার অনুগমন *।

প্রথম পুস্তক।

আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য শিক্ষা আবশ্যক।

প্রথম অধ্যায়।

ঈশার অনুগমন, এবং সংসারের তাবৎ অসার বস্তুর প্রতি ঘৃণা।

"যে আমার অনুগমন করে সে অন্ধকারে ভ্রমণ করে না" ইহা প্রভু ঈশার বাক্য। যদি আমরা হৃদয়ের অন্ধতা হইতে মুক্ত হইয়া সত্য সত্যই দিব্য আলোকের মধ্যে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে ঈশার এই বাক্য অনুসারে আমাদিগের পক্ষে তাঁহার জীবন এবং চরিত্র অনুকরণ করা আবশ্যক। অতএব ঈশার জীবন চিন্তা এবং ধ্যান করা আমাদিগের শ্রেষ্ঠ কার্য্য হউক।

(২) সকল ধর্ম্মাত্মাদিগের মত অপেক্ষা ঈশার মত

---

* The Imitation of Christ হইতে অনুবাদ।

শ্রেষ্ঠ; যিনি পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত তিনি দেখিতে পাইবেন ইহার মধ্যে স্বর্গের অমৃত নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু অনেকেই বারংবার ঈশার বাক্য শুনিয়াও তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না, কারণ তাহাদিগের মনে ঈশার ভাব নাই।

অতএব যে কেহ সম্পূর্ণরূপে এবং হৃদয়ের সহিত ঈশার বাক্য বুঝিতে ইচ্ছা করিবে তাহাকে ঈশার জীবনের ন্যায় জীবন ধারণ করিতে হইবে।

(৩) যদি তোমার অন্তরে বিনয় না থাকে তবে ত্রিনীতি সম্পর্কে গভীর আলোচনা করিয়া তোমার কি লাভ হইবে, কেন না অবিনয় ত্রিনীতির অপ্রিয়।

নিশ্চয় বড় বড় বাক্য সকল কোন মনুষ্যকে পবিত্র ও খাঁটি করিতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন দ্বারাই মনুষ্য ঈশ্বরের প্রিয় হয়।

অনুতাপ কি? ইহা জানা অপেক্ষা বরং আমি অনুতাপ করিব।

যদি তোমার অন্তরে ঈশ্বরের কৃপা এবং ঈশ্বরের প্রেম না থাকে তাহা হইলে পৃথিবীর জ্ঞানীদিগের বাক্য এবং সমস্ত বাইবেল মুখস্থ করিয়া তোমার কি ফল হইবে?

ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ এবং তাঁহার সেবা ভিন্ন সকলই অসারের অসার, তাবৎই অসার। সংসারকে ঘৃণা করিয়া স্বর্গরাজ্যের প্রতি অনুরক্ত হওয়াই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান।

(৪) অতএব অনিত্য ধন অন্বেষণ করা এবং তাহার উপর নির্ভর করা অসারতা; এবং উচ্চপদ ও সম্মানের জন্য চেষ্টা করাও অসারতা।

শরীরের বাসনা সকল চরিতার্থ করা অসারতা, এবং পরিণামে যে জন্য কঠোর দণ্ড সহ করিতে হইবে তাহার জন্য পরিশ্রম করাও অসারতা।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ভালরূপে জীবন ধারণ করিতে চেষ্টা না করিয়া অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করা অসারতা।

পরকালের জন্য সম্বল সঞ্চয় না করিয়া কেবল ঐহিক জীবন লইয়া ব্যস্ত থাকা অসারতা।

যেখানে তোমার জন্য অনন্ত নিত্য সুখ প্রতীক্ষা করিতেছে দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত না হইয়া যাহা শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে তাহাতে আসক্ত হওয়া অসারতা।

(৫) "দর্শন করিয়া চক্ষু তৃপ্ত হয় না, শ্রবণ করিয়া কর্ণ তৃপ্ত হয় না" সর্ব্বদা এই জ্ঞান গর্ভ বাক্য স্মরণ কর।

অতএব দৃশ্য বস্তু সকলের প্রতি তোমার হৃদয়ের অনুরাগকে প্রত্যাহার করিয়া অদৃশ্য রাজ্যের প্রতি অনুরক্ত হইতে যত্ন কর।

কারণ যাহারা আপনাদিগের ইন্দ্রিয় সকল অনুসরণ করে তাহারা আপনাদিগের বিবেককে কলঙ্কিত করে এবং ঈশ্বরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়।

সংবাদ।

পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর প্রচারের সাহায্য জন্য ১০০৲ টাকা এবং ব্রহ্মমন্দিরের জন্য ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। অসময়ে আমরা এই সকল দান পাইয়া অবাক্ হইতেছি। বিশ্বাসরাজ্যের ব্যাপার অতি চমৎকার। আমরা যতই বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়া লোকের নিকট যাচ্ঞা করিতে নিরস্ত হইতেছি ততই দেখি মা আনন্দময়ী আমাদিগের ভাণ্ডার কোথা হইতে পূর্ণ করিতেছেন। এই চারি মাস কাল ৩২ টি লোক যে কি অদ্ভুত কৌশলে দৈনিক জীবিকা পাইতেছেন তাহা স্মরণ করিলে চক্ষের জল রাখা যায় না। মা প্রেমময়ি, তোমার এই সকল প্রেমলীলা দেখিয়াও কি তোমার উপর সকলে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে না? হতভাগ্য রাস্তার কাঙ্গালদিগের কপালেও এত সুখ? ধন্য! তোমারই ইচ্ছা চির দিন পূর্ণ হউক। আমরা যেন স্বার্থ ত্যাগী যথার্থ বৈরাগী হইতে সক্ষম হই।

১৩ আষাঢ় বৃহস্পতিবার ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রেরিতমণ্ডলী সহ শ্রীদেবালয়ে মিলিত হন। তিনি স্বয়ং ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিয়া জঞ্জাল মিটাইয়া লইবেন অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করাতে সকলে আহ্লাদের সহিত সায় দেন। সংক্ষিপ্ত উপাসনান্তে সকলে দেবালয়ে একত্র বসিয়া কথোপকথন হয়। প্রেরিতবর্গের অস্থির ভিতরে একতা আছে ভাই প্রতাপচন্দ্র কথা ছলে যে বলিয়াছেন, ইহা যে সত্য বিলক্ষণ সে দিন সপ্রমাণ হইয়াছে। পরস্পরের আলাপ ও ব্যবহারে এমনই ভাবোচ্ছ্বাস হইল যে ভাই প্রতাপচন্দ্র আচার্য্যদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সকল প্রেরিত একত্র মিলিত হইলে যে কি অগ্নি উত্থিত হইবে তৎসম্বন্ধে আলাপের পর ভাই প্রতাপচন্দ্র প্রথম প্রস্তাব করিলেন যে, ভাই অমৃতলাল বসু এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের যখন বেদী শূন্য রাখিয়া উপাসনা করিতে আপত্তি নাই, তখন তাঁহাদিগকে লইয়া এখন যে প্রকার উপাসনা চলিতেছে তেমনই উপাসনা চলুক। মন্দিরের উপাসনা বন্দোবস্ত প্রভৃতির ভার সাধারণকে অর্পণ করা হউক, এবং তাঁহাদিগকে এই বলিয়া পত্র লেখা হউক যে, মন্দিরের বেদী শূন্য রাখা যদিও আদেশ, তথাপি আমরা মন্দিরে সাধারণের অধিকারে স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে মন্দিরসম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থার ভার অর্পণ করিতেছি। দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, যখন মন্দিরে ট্রষ্টি নিযুক্ত করা সকলেরই অভিপ্রায়, তখন শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেন এবং তাঁহার নিজের নামে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বেদী শূন্য না থাকিলে দরবারের সভ্যগণকে বাহির হইয়া আসিতে হইবে, এ কথা বলাতে ভাই প্রতাপচন্দ্র বলিলেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি, তাঁহাদের পক্ষের লোকই তো মন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। দরবার আপনার দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাহাকেও কার্য্য করিতে দিতে পারেন না বলাতে তিনি বলিলেন বিচ্ছেদ তো এমনেও ঘটিয়াছে। তিনি আপনাকে সাধারণের প্রতিনিধি মনে করেন, সুতরাং সাধারণের হইয়া তাঁহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, অপর সকলে আপনাদের মধ্যে সাধন ভজন ও তন্নিয়মাদি প্রচার করুন। তিনি এতৎসম্বন্ধে প্রেরিতবর্গকে একখানি পত্র তাঁহাকে লিখিতে অনুরোধ করিয়া চলিয়া যান। প্রেরিতবর্গ বিধিমত ট্রষ্টি নিযুক্ত করিবেন লিখিয়া তিনি ও সাধারণ বিচ্ছিন্ন না হন, যাহার যাহা অধিকার সকলেই প্রাপ্ত হইবেন, সমুদায় প্রেরিতবর্গ এক খানি দেহ সে দেহের অঙ্গচ্ছেদ না করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র তাহাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া পত্রের উত্তরে আন্দোলনের ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কার্য্যতঃ তাহাই করিয়াছেন।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্ুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৯ ভাগ। ১১ সংখ্যা। | ১ লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৮০৬ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা

হে প্রভো, আমাদিগের সৌভাগ্য এই, আমরা তোমায় দেখি তোমার কথা শুনি। তুমি এ যুগে দূরবর্ত্তী মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত নও, কয়েক জন মনোনীত ব্যক্তির মধ্য দিয়া আপনার বিধান সকল প্রচার কর না, কিন্তু যে প্রার্থনাযোগে নিকটে গমন করে, বিনীত ভাবে তোমার শরণাপন্ন হয়, অযোগ্যতাসত্ত্বে তুমি তাহার সমুদায় জীবনের ভার গ্রহণ কর। হে মাতঃ, এরূপ ব্যবহারে কি আমরা তোমার এত দিনে গৌরব গেল বলিব? তুমি মা হইয়া এ যুগে কেন প্রকাশ পাইলে? এ যুগ ধন্য যে তোমায় মা বলিতে অধিকার পাইয়াছে। বুঝিয়াছি, মাতঃ, যেমন প্রতিব্যক্তির জীবনে এমন অবস্থা আছে যে সময়ে তোমার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়, তেমনি প্রতিজাতির উন্নতির অবস্থা আছে যে সময়ে সে জাতি তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। আমরা পরমসৌভাগ্যবান্ যে এমন যুগে জন্ম লাভ করিয়াছি। হে জননি, তুমি যদি এ যুগে এরূপ ভাবে তোমার সন্তানবর্গের সঙ্গে আবদ্ধ হইলে, তবে কতকগুলি লোকের এ প্রকার দুর্ম্মতি কেন হইল যে তাহারা তোমায় নিকট হইতে দূর করিয়া দিয়া এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায় যে, যাউক বাঁচিলাম আর ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে নাই, এখন আমরা আপনাদের রুচি ও ইচ্ছানুসারে যাহা ইচ্ছা তাহার অনুষ্ঠান করি। হে কৃপাময়ি, এ দুর্ম্মতি লোকের চিত্ত হইতে হরণ কর এবং আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যে, আমরা সর্ব্বদা আরও তোমার নিকটে গিয়া উপস্থিত হই। এখন হইতে কোন কার্য্য আর তোমায় জিজ্ঞাসা না করিয়া যেন না করি। দুর্ম্মতিপরবশ লোকেরা তোমার নামে কিছু করা ও বলা সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া আমরা কি এ যুগের যথার্থ সত্য গোপন করিব, তোমার আদেশ ও কথা গোপন করিয়া নিজ নিজ গৌরববর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইব? হে প্রভো, এ প্রকার অপরাধ হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা কর এবং দাসগণ যাহাতে তোমার কথাই সর্ব্বদা বলে ও শোনে এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। যদি নিকটে আসিলে আরো নিকটস্থ হও, আমাদিগের জীবন চিরকালের জন্য কৃতার্থ হইয়া যাউক।

অন্তর্বাহ্য।

ধর্ম্মরাজ্যে অন্তর ও বাহির দুইই এক প্রকার হওয়া আবশ্যক, ইহা সকলেই জানেন, আমরা

সে কথা বলিতে প্রবৃত্ত নহি। অন্তর্বাহ্য বলিতে সাধকে অন্তর্বাহ্যের যে প্রকার সম্বন্ধ আমরা তাহাই দেখাইতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্মরাজ্যে একটি আত্মবঞ্চনার স্থান আছে, ইহা হইতে সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিতে যত্ন করা একান্ত প্রয়োজন। ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর ইদানীন্তন অনেকে ঘৃণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ ভাব সাধারণ জনহৃদয়ে উদ্রিক্ত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কেন না পৃথিবীতে এত দিন আড়ম্বরের আধিক্য সর্ব্বত্র লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যেখানে বাহ্য আড়ম্বর ভিন্ন ধর্ম্ম আর কিছু নয় মনুষ্যের হৃদ্বোধ, সেখানে এমন সকল সংস্কারকের উত্থান হওয়া একান্ত প্রয়োজন যাঁহারা আড়ম্বরাসক্ত জনগণের হৃদয় অন্তরের দিকে লইয়া যাইবেন। বাহির হইতে অন্তরের শ্রেষ্ঠতা আমরা সকলেই স্বীকার করি, কেন না আমাদিগের মত এই, অন্তরে যাহা থাকিবে তাহার ষোড়শাংশের একাংশ বাহিরে প্রকাশ পাওয়া বিধিসিদ্ধ; ভিতরে কিছু নাই, অথচ বাহিরে অধিক প্রকাশ, ইহা একান্ত গর্হিত এবং পরিহার্য্য। যথার্থ জীবন হইতেছে কি না ইহার পরিচয় আমরা অন্তর্ব্বাহ্য উভয়ের যথার্থ সম্মিলনে বুঝিতে পারি।

এত কাল বাহিরে সমধিক আড়ম্বর ছিল বলিয়া এখন লোকের মন তৎপ্রতি বীতরাগ হইয়াছে। যে ধর্ম্মে সামঞ্জস্য প্রধান মন্ত্র সে ধর্ম্মে এরূপ অযুক্ত বীতরাগিতা কদাপি স্থান পাইতে পারে না। আমরা যখন এপ্রকার উপায় হস্তগত করিয়াছি যদ্দ্বারা কোথায় আড়ম্বর কোথায় যথার্থ ভাব, দুই অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারি, তখন অন্তর্ব্বাহ্যের যার যিটি যথার্থ অধিকার অর্পণ করা একান্ত সমুচিত। আধ্যাত্মিকতার ভাণ করিয়া বাহিরে প্রকাশকে একেবারে অনাদর, অথবা বাহ্য বিকাশের পক্ষপাতী হইয়া অন্তরের দিকে দৃষ্টিশূন্য হইয়া যাওয়া দুইই গর্হিত। যেস্থলে ধর্ম্মভাব তেমন প্রগাঢ় হয় নাই, সমুদায় হৃদয়কে তেমন অধিকার করিয়া বসে নাই যে অন্তরে বাহিরে যথোপযুক্ত আত্মক্রিয়া প্রদর্শন করিবে, সে স্থলে জনচক্ষে ধূলি নিঃক্ষেপ করিবার জন্য "আমি আধ্যাত্মিক ভাবের পক্ষপাতী, আমি সর্ব্বদা অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণ করি, আমার সঙ্গে বাহ্যক্রিয়া সমুদায়ের কোন সম্পর্ক নাই" এরূপ বলিয়া আপনাকে এবং অপরকে বঞ্চিত করা একান্ত নিন্দনীয় এবং পরিহার্য্য।

আমরা সকলেই স্বীকার করি, যখনই অন্তরে ভাবের আতিশয্য হয় তখন তাহার বাহ্য বিকাশ অনিবার্য্য, মানুষ আপনাকে তখন আপনি সংবরণ করিতে পারে না, ভাবাধীন হইয়া বাহিরে তাহার অনুরূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। আন্তরিক ভাব ও বাহিরের তৎসদৃশ ক্রিয়া, এ দুই না থাকিলে মনুষ্যসমাজ ঘোর অরণ্যানীতে পরিণত হইত। মাতার আন্তরিক স্নেহের আবেগ সন্তানের লালন পালনে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করে; পিতাকে বহু কায়ক্লেশ বহন করিয়া সন্তানের অভাব পূরণে নিয়োগ করে, পত্নী পতির জন্য বহুত্যাগ স্বীকার করেন, পতি পত্নীর জন্য আপনার আরাম বিরাম পরিহার করেন, এইরূপ আন্তরিক ভাব প্রতিনিয়ত মনুষ্যনিচয়কে বাহিরের কার্য্যে প্রবৃত্ত রাখিয়াছে, এক একটি ভাবের অধীনতায় মানুষ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া কি না করিতেছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে বাহ্য বিকাশের যিনি বিরোধী, তিনি আপনার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখুন, সংসারসম্বন্ধীয় এমন কিছু বিষয় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে যাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাকে প্রমত্ত হইতে বিরত করিয়া রাখিয়াছে। যদি না থাকিত তবে তাঁহার এরূপ বিচার করিবার অবসর থাকিত না।

তবে কি আমরা বাহ্যবিকাশের একান্ত পক্ষপাতী? কখনই নহি। মার স্নেহ যে বাহিরে কার্য্যে পরিণত হয় তাহা কি লোক দেখাইবার জন্য? কখনই নহে। দেখাইবার জন্য নহে, কিন্তু

যাহা স্বভাবতঃ বাহিরে আপনি প্রকাশ পাইবে, তদ্রূপ বাহ্যবিকাশ না হইলে আমরা অনায়াসে বুঝিয়া লইব যে ধর্ম্মের অমুক অমুক বিশেষ ভাব এখনও হৃদয়কে তেমন অধিকার করে নাই যে তাহার উচ্ছ্বসিত অবস্থাজনিত তৎপ্রকাশক বহির্ব্বিকার উপস্থিত হইতে পারে। যেখানে ভাব নাই, অথচ বাহিরে বিকাশ আছে, সে স্থলে তত্তদ্ব্যক্তির চরিত্র তাহার অসারতা আমাদিগকে প্রদর্শন করিবে। সম্প্রদায় বিশেষে ভাবুকতা এবং বাহিরে তজ্জনিত দৈহিক বিকার আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদিগের চরিত্র তদ্বিপরীত প্রমাণ প্রদর্শন করে বলিয়া আমরা এই সকল ব্যক্তিকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতে পারি না। অশ্রু পুলক হাস্য রোদন প্রভৃতি সমুদায়ে হইল, অথচ ক্রোধ গেল না, হিংসা গেল না, নীচ প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হইল না, এ সকল অত্যন্ত অস্বাভাবিক। যেমন ভাবের বিকাশ তেমনি অন্তরশুদ্ধি আমরা যুগপৎ দেখিতে পাইব, তাহা না হইলে সামঞ্জস্য হইল না, আমাদিগের ধর্ম্মও স্থান পাইল না।

তুমি বলিতেছ, আমার ঈশ্বরের প্রতি, ঈশ্বরের ভক্তির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ অথচ বাহিরে তদনুরূপ কোন ক্রিয়া নাই, ইহা একান্ত বিসংবাদী। তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস, অথচ সংসারাসক্তি তোমার অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছে, বৈরাগ্যের নামে তুমি সঙ্কুচিত, কল্য কি খাইবে ভাবিয়া তোমার মুখ শুষ্ক, বাহিরের একটু সুখের ক্রটি হইলে সমুদায় দিন তোমার মুখ অপ্রসন্ন, পরীক্ষা বিপদে পড়িলে তুমি আপনাকে আপনি সংবরণ করিতে পার না, সে সময়ে একটুও তোমাতে বীরত্ব প্রকাশ পায় না, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাংসারিক ভাবে নানা উপায় অন্বেষণ কর, ঈশ্বরের প্রতি দেখিতেছি তোমার বড়ই বিশ্বাস, বড়ই অনুরাগ!! ভক্তের ভক্তি তোমার বিলক্ষণ প্রগাঢ়, অথচ তাঁহার পদতলে বসিতে তোমার লজ্জা হয়, এ ভক্তি মন্দ নয়। স্বীকার কর, আমার তেমন অনুরাগ ও ভক্তি হয় নাই, যাহাতে তদনুরূপ আচরণ জীবনের ক্রিয়াতে প্রকাশ পাইতে পারে।

যদি বলি, বাহ্যে আমার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না তাহাও ভাল, তথাপি প্রতিবাসীর ভাব নাই অথচ বাহিরে দেখান সমধিক আছে, ইহা ধর্ম্মরাজ্যে অতীব গর্হিত। হাঁ, যদি তুমি আপনার অনুরাগের অল্পতা স্বীকার কর এবং প্রতিবাসীর চরিত্রে যদি এরূপ দেখিতে পাও যে তাহার চরিত্র তাহার বাহ্য ব্যবহারের যাথার্থ্য প্রমাণ করে না তাহা হইলে তুমি ক্ষমার্হ। কিন্তু তোমার দোষ এই যে, অনুরাগের অল্পতা জন্য যাহা তোমাতে ঘটে তাহাই তুমি ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শ বলিয়া জগতের নিকটে প্রচার করিতে উদ্যত। তুমি এতৎসম্বন্ধে আপনার ক্ষীণতা দুর্ব্বলতা স্পষ্টমুখে স্বীকার কর, কাপট্যাদি দোষ তোমাতে কিছুই অবস্থিতি করিবে না।

ফল কথা এই, আমরা সকল স্থলে অন্তর, এবং বাহিরকে যথাযথ সম্বন্ধে একত্র নিবদ্ধ রাখিতে অনুরুদ্ধ। আমরা নিতান্ত আধ্যাত্মিক লোক হইয়া গিয়াছি, এখন আর আমাদিগের বাহিরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, এ মিথ্যা কথা আর আমরা মুখে আনিতে চাই না। যোগে যেমন আমরা অন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া অন্তর্ব্বহিঃ উভয় স্থলে যোগযুক্ত হই, তেমনি সকল বিষয়ে আমরা নিয়ত এইরূপ উভয়াত্মক ভাব প্রদর্শন করিতে বাধ্য। ভিতরের আধ্যাত্মিক ভাব যেমন আমরা নিত্য স্নান নিত্য আহারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছি, তেমনি প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সঙ্গে অনুরূপ বাহ্যক্রিয়াকে সংযুক্ত করিতে চাই। এরূপ করিয়া সাধন না করিলে আমাদিগের ধর্ম্ম সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম কখন হইবে না, এবং এই অভাবপ্রযুক্ত ইহা ভবিষ্যতে বিকারগ্রস্ত হইবে। অন্তর্ব্বাহ্য

উভয়কে একত্র মিলিত করিতে পারিলে ধর্ম্ম-সমাজ বিপ্লবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে, ইহা জানিয়া আমাদিগের তদ্রূপ সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমাদিগের নির্ভর স্থল।

পৃথিবীতে মানুষ মানুষের উপরে নির্ভর করে, এবং এই নির্ভর হইতেই এত বড় মনুষ্য-সমাজ চলিতেছে। যদিও নির্ভর করিয়া মানুষ অনেক সময়ে বঞ্চিত হয়, তথাপি গত্যন্তর নাই বলিয়া তাহাকে পুনরায় সেই মানুষের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। যত দিন মনুষ্য-সমাজ থাকিবে, সাধারণ মনুষ্য এই প্রকারে জীবন কাটাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা উচ্চ জীবন স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদিগের সমুচিত যে তাঁহারা পৃথিবীকে দেখান যে সংসার যেরূপ চলিতেছে চলিতে দিলেও তাঁহাদিগের নির্ভরস্থল স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র জনাই ইহার ব্যতিক্রমে তাঁহাদিগের চিত্তের কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না বরং তন্মধ্যে তাঁহাদিগের আহ্লাদ আমোদ এবং বীরত্ব নিয়ত প্রকাশ পায়।

যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁহারা মনুষ্যের প্রতি নির্ভর করাকে অপরাধ মনে করেন। এ দেশে একটী প্রচলিত আখ্যায়িকা আছে, এক জন নৃপতির চারিটী কন্যা ছিল। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা কন্যাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কিন্তু এই কনিষ্ঠা কন্যা যখন পিতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেন, কে তোমায় এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যে সুখ সম্পদে রাখিয়াছেন, তিনি উত্তর করিলেন, ঈশ্বর। ইহাতে নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অরণ্যে বিসর্জ্জন করিলেন, অথচ সেখানে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। দৈবক্রমে তাঁহার পিতার সেই কন্যার সঙ্গে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল, এবং তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, কন্যা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক, তিনি অভিমান বশতঃ যাহা আপনতে আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা একান্ত ভ্রান্তিমূলক।

আখ্যায়িকা কেন, এমন শত শত ঘটনা বহু-পরিবারে লিপিবদ্ধ আছে, যেখানে মনুষ্য অতি নিম্নতম অবস্থা হইতে কাহার সাহায্য বিনা অতি উচ্চতম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ধন, বিদ্যা, ধর্ম্ম সকল বিষয় লইয়াই ঈদৃশ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এ সকল স্থলে সেই সেই ব্যক্তি আপনাদিগের ভাগ্য, দৈব, বিধাতা বা পুরুষকারের উপরে স্বীয় মতি অনুসারে তাদৃশ কৃতকার্য্যতার কারণ আরোপ করে, কিন্তু তাহা বলিয়া মূল বিষয়ের কোন ব্যতিক্রম হয় না। যাহা ঘটিতেছে তাহা ঘটিতেছে এবং ঘটিবে, তোমার আমার কারণ নির্দ্দেশে যদি ভ্রান্তি হয় তাহা বলিয়া মূলের বিপর্য্যয় হয় না। ভাগ্য দৈব বা বিধাতা ঈদৃশ স্থলে তত্তদ্ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হন, ইহা অধিকাংশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও যদি কেহ পুরুষকারকে মূল মনে করেন, তাহা প্রথমতঃ নহে, কিছু দূর অবস্থার উন্নতি হইয়া যখন অভিমান উপস্থিত হয়, তখনই ঈদৃশ কারণ নির্দ্দেশে প্রবৃত্তি জন্মে।

ভাগ্য, দৈব, বিধাতা, সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে একই বস্তুর নামান্তর মাত্র। মনুষ্য-সমাজে মানবমাত্রের কল্যাণার্থ যাহা ঘটিতেছে তাহার মূল ঈশ্বর, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি তত্তদ্বিষয়ের কর্ত্তা, একথা বলিলে আমাদিগের পাঠক মাত্রের নিকটে ইহা অতি পুরাতন কথা বলিয়া প্রতীত হইবে, কেন না ধর্ম্মতত্ত্ব একথা অতীব পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা পুরাতন তাহাই প্রয়োগানুসারে নিত্য নূতন ভাব ধারণ করে। আমরা সংসারে সংসারিগণে ন্যায় নিয়ত কার্য্য করিব, শত শত মনুষ্যগণের সঙ্গে আমাদিগের সহযোগিত্ব রাখিতে হইবে, অথচ আমরা

কাহারই সঙ্গে কার্য্য করিতেছি না, কাহারও উপরে আমরা আমাদিগের নির্ভর স্থাপন করিতেছি না, কোন লোকের জন্য আমাদিগের মনে কিছু আসিতেছে না যাইতেছে না, আমরা কেবল এক জনেরই অদ্ভুত ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, আর আহ্লাদ আমোদ সুখে ও কৃতজ্ঞতায় ভাসিতেছি, কাহারও কোন ব্যবহারে উহার অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে না, যেখানে লোকের দুর্ব্বৃত্ততানিবন্ধন অনিষ্ট ফল সমাগত হইতেছে, সেখানে সে ব্যক্তির প্রতি চিত্ত করুণার্দ্র হইতেছে, ক্ষমা উচ্ছ্বসিত হইতেছে, অথচ সেই দুর্ব্ব্যহার পরীক্ষা স্থলে উপস্থিত হইয়া আমাদের ঈশ্বরনির্ভর প্রার্থনা প্রভৃতি গাঢ়মূল করিয়া দিতেছে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বের ঈদৃশ জীবনে নিয়োগ কিছু সামান্য কথা নহে। যিনি এরূপে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন, তিনি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোথাও আর নির্ভর করিবেন ইহা একান্ত অসম্ভব।

ইদানীন্তন অনেকে নিজ নিজ পুরুষকারের উপরে সমধিক নির্ভর স্থাপন করেন। ইহাঁরা বিশ্বাসিশ্রেণীভুক্ত নহেন, শুষ্ক ব্রহ্মবাদের অনুগামী। ইহাঁরা মনে করেন, ঈশ্বর আমাদিগকে অমুক অমুক বিষয়ের উপযোগিতা অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং তাহারই বলে আমরা অঘটনঘটনে পটু। ভগবান্ যাহার দ্বারা যে কার্য্য করিয়া লইতে অভিপ্রায় করেন, তাহাকে তদুপযোগিতা অর্পণ করেন সত্য, কিন্তু সেই উপযোগিতা বীজাবস্থায় অবস্থিতি করে তাহার কার্য্যকারিতা নিয়ত ঈশ্বরকরুণারূপ জলবায়ু তেজআদির যোগ ভিন্ন কখনই হইতে পারে না। উপযোগিতা লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাভিমানে স্ফীত হয়, প্রতিপদে অগ্রসর হইতে ঈশ্বরের মুখাপেক্ষা করা প্রয়োজন মনে করে না, সে ব্যক্তি প্রাপ্ত বস্তু নিজদোষে হারায়। উপযোগিতা কিছুই নয় যদি ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত বাস করিয়া উহাকে প্রস্ফুটিত বিকশিত, এবং উন্নত অবস্থায় আনয়ন করা না যায়। অনন্তকালের কোন এক বিন্দুতে এমন সময় উপস্থিত হইবে না, যখন আমরা ঈশ্বরবিরহিত হইয়া একাকী কোন কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইব। বরং আদিমাবস্থায় অভিমান বশতঃ মনুষ্য আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু যত সে অগ্রসর হইবে, দেখিতে পাইবে, তাহার স্বতন্ত্রতা ঈশ্বর মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আমরা এই শেষোক্ত অবস্থা লাভ করিবার জন্য একান্ত অভিলাষী। এ জন্যই সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আমাদিগের নির্ভর স্থল কোথায় ভাল করিয়া নিয়ত চক্ষুর নিকটে রাখিতে চাই। "ঈশ্বর আমাদিগের আশ্রয় ও বল এবং বিপদকালে অতি নিকটস্থ সহায়। অতএব যদিও মেদিনী স্থানান্তরিত হয় এবং পর্ব্বত সকল সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, যদিও তাহার জলরাশি গর্জ্জন করে এবং আন্দোলিত হয়, যদিও তাহার আস্ফালনে পর্ব্বত সকল কম্পিত হয়, তথাপি আমরা ভয় করিব না।" আমাদিগের হৃদয়ের এই অবস্থা নিয়ত আকাঙ্ক্ষণীয়। যে ব্যক্তি তাহার নির্ভর অন্যত্র স্থাপন করে, তাহার এরূপ চিত্তের অবস্থা কিরূপে হইবে?

> ন তমংহো ন দুরিতং কুতশ্চন
> নারাতয়স্তিতিরুর্ন দ্বয়াবিনঃ।
> বিশ্বাইদস্মাদ্ধ্বরসো বিবাধসে
> যং সুগোপা রক্ষসি ব্রহ্মণস্পতে॥
>
> ঋক্ ২, ২৩। ৫।

"হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি সুরক্ষক। তুমি যাহাকে রক্ষা কর তাহাকে কোথা হইতেও দুঃখ ও পাপ, শত্রু বা বঞ্চক কেহই পরাভব করিতে পারে না। তুমি তাহা হইতে সকল প্রকার অমঙ্গলকারিগণকে অপসারিত কর।" প্রত্যেক প্রার্থী সন্তানসম্বন্ধে এই প্রাচীন ঋক্ সত্য। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা আপনাদিগের নির্ভর স্থল

ছাড়িয়া অন্য কোথাও বিচরণ করেন না, এবং কেবল সেখানেই তাঁহাদিগের বল শান্তি ও সুখ নিত্য সঞ্চয় করেন।

মহাভক্তিযোগ।

ব্রাহ্মসমাজে কিসের অভাব যদি পর্য্যালোচনা করা যায়, দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে ভক্তিযোগের অভাব। এই এক ভক্তির অভাবে ব্রাহ্মসমাজ শুষ্ক জ্ঞানের নিবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। শুষ্কজ্ঞানী ব্রহ্মবাদিগণ বিধানে বিশ্বাস করিলে যত দূর অগ্রসর হইতে হয় তত দূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা শুষ্ক জ্ঞান ও বিশ্বাস এ উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান তাঁহাদিগের অবস্থা শোচনীয়। না তাঁহারা এদিকে অগ্রসর হইতে পারেন, না তাঁহারা ওদিকে ফিরিয়া যাইতে পারেন। আমরা মধ্যপথে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণের হিতের জন্য অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি, ভরসা করি তাঁহারা এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

ভক্তিযোগ ঈশ্বরের বিশেষ করুণা আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়। এই বিশেষ করুণা পরসম্বন্ধে, আত্মসম্বন্ধে, এবং সমগ্র জাতিসম্বন্ধে প্রকাশ পায়। পরসম্বন্ধে করুণা দর্শন করিয়া যে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ধাবিত হয়, তাহা দুর্ব্বল, কেন না উহা পরোক্ষজ্ঞানসম্ভূত। আত্মসম্বন্ধে বিশেষ করুণা দর্শন, তদপেক্ষা সবল কেননা ইহার সঙ্গে অপরোক্ষ জ্ঞানের যোগ আছে। কিন্তু সমগ্রজাতির প্রতি বিশেষ করুণার নিকটে ইহা একান্ত দুর্ব্বল। কেন না আত্মসম্বন্ধে বিশেষ করুণা কখন দেখা যায়, কখন দেখা যায় না। এক বার বিশেষ করুণা বুঝিতে পারিয়া আত্মা অত্যন্ত আশ্বস্ত হইল, ভক্তিতে আপ্লুত হইল, আবার অপরাধজন্য অন্ধ হইয়া ক্লেশ বিপদ দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের করুণা বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বানুভূত বিশেষ করুণা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল; যে ব্যক্তি বিশ্বাসের পথে চলিতেছিল, সেই আবার অবিশ্বাসের কূপে পড়িল। যেখানে একাকী শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় ভক্তিবর্ত্মে চলিতে হয়, সেখানে পদে পদে এ প্রকার বিপদে না পড়িয়া কেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন সমগ্রজাতিসম্বন্ধে বিশেষ করুণা অবতরণ করে, তখন আর একাকী ভক্তিপথে চলিতে হয় না, শত শত সেই পথের যাত্রী আসিয়া একত্র মিলিত হন। এক জন ভীত হইলে, পরীক্ষায় পড়িলে, শত ব্যক্তির মুখ দেখিয়া সে আশ্বস্ত হয়, পুনরায় বিশ্বাস সহকারে সেই পথে অগ্রসর হইতে থাকে। আমরা যাহা বলিলাম, ইহা জীবনের পরীক্ষিত সত্য, পাঠকগণ আমাদিগের এ কথার অনেকেই সাক্ষ্য দান করিবেন। যাউক, আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা একাকী ভক্তিপথের যাত্রী নহি। ঈশ্বর প্রসাদে সমগ্র জাতির উপরে তাঁহার বিশেষ করুণা অবতরণ করিয়াছে। এ সময়ে নূতন ভাবে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এক্ষণে যাঁহারা ঈশ্বরের এই বিশেষ করুণায় বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা নববিধ ভক্তির মেলা পৃথিবীর নিকটে খুলিয়া দিবেন। এবার যে ভক্তিমেলা খুলিয়াছে, তাহা অতি প্রশস্ত। এখানে পৃথিবীর সমুদায় সাধু মহাজনের একত্র সমাগম হইয়াছে। অন্য অন্য বার একটী মেলা হইত, এবার সময় বিশেষে যত স্থানে যত মেলা হইত, সবগুলি একত্র মিলিত হইয়া একটী মহামেলা উপস্থিত। এ সময়ে যাঁহারা এই মেলাতে মিলিত হইবেন, তাঁহারা প্রচুর লাভ করিবেন। এখানে না পাওয়া যায় এমন সামগ্রী নাই। পৃথিবীর যত স্থানে যে সময়জাত যে সামগ্রী আছে, এই মেলাতে সকলই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ধন্য তাঁহারা

যাঁহারা এই মেলাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন।

দুঃখের বিষয় এই, অনেকে এই মেলার কথা শুনিলেন, মেলার কলধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, অথচ মেলা দেখিতে সম্ভোগ করিতে কিছুমাত্র উৎসাহ হইল না। অনেকে মেলায় আসিলেন অথচ বিশ্বাস অর্থ অভাবে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত। এখানে সামান্য এক বিশ্বাস কপর্দ্দক দিয়া কোন্ সামগ্রী না ক্রয় করিতে পারা যায়? আবার বিশ্বাসই মূল, ইহারই উপর সমুদায় সংস্থাপিত। ভক্তিমেলা দেখিতে হইলে সম্ভোগ করিতে হইলে, এই বিশ্বাস চাই। যাহার বিশ্বাস নাই, সে এ মেলা দেখিতে পায় না। ভক্তিযোগ ভক্তির মহাযোগ মহামেলা উপস্থিত, লোক সকল অবিশ্বাসের গর্ত্তে পড়িয়া কেন এমন যোগ হারাইতেছে আমরা বলিতে পারি না। বিশ্বাস লইয়া আইস, দেখিবে মহাজনগণ আগু বাড়াইয়া তোমাদিগের সকলকে ভিতরে লইয়া যাইবেন।

ফল কথা এই, ভক্তিযোগ বিধানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ভিন্ন কখন হয় না। বিধানের একটি অণুমাত্র অঙ্গের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে ইহা বিকৃতভাব ধারণ করে, অল্প দিনের মধ্যে ভয়ানক শুষ্ক মরু ভূমিতে লইয়া উপস্থিত করে। ভক্তি অতি সুকুমার পদার্থ, ইহা অত্যল্প অবিশ্বাসের তাপও সহ্য করিতে পারে না। পূর্ণ বিশ্বাস ভক্তির আবাসগৃহ। এ গৃহ ছাড়িয়া ইনি কখন বাহিরে যান না। যাঁহারই ভক্তি গ্রহণ করিতে হইবে, ভক্তি সাধন করিতে হইবে, ইহা যে সমুদায় অঙ্গে গঠিত, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে। এখানে চিত্ত একটু আন্দোলিত হইলে চলিবে না। নববিধান যে সমুদায় বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া অভ্যুদিত হইলেন, তাহাদিগের একটিকেও ছাড়িলে চলিবে না। সকলের সঙ্গে তোমার চিত্তের একতা সম্পাদন হইলে তবে এ বিধানের মহাভক্তি যোগ তোমার হইবে। তুমি কোন প্রকার বিরোধ হৃদয়ে পোষণ করিয়া নবমহাভক্তিযোগে যোগী হইতে পার না। যে সকল মহাত্মা মহাজন বিধানসমূহের সহিত গ্রথিত আছেন তাঁহাদিগের সকলকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে। তুমি যদি ইহা করিতে না পার, কখন মনে করিও না যে তুমি নববিধান গ্রহণ করিয়াছ। অজ্ঞানে তুমি নববিধানবাদী হইতে পার, কিন্তু জানিও বস্তুতঃ তুমি নববিধান হইতে বহু দূরে। বিধান ও বিধানসমূহের সমুদায় স্বর্গীয় অঙ্গ গ্রহণ কর, দেখিবে তোমার হৃদয় কেমন ভক্তি উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

কুটীর।

২১ বৈশাখ, সোমবার, ১৭৯৮ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি যে নাম মন্ত্র শিক্ষা করিলে, এই নাম আমাকে তিন বার শ্রবণ করাও, হরি সুন্দর হরি সুন্দর, আমি তোমায় দশবার শ্রবণ করাই। তুমি মনে মনে কিয়ৎকাল এই নাম জপ কর। এই নাম চক্ষে, কর্ণে, জিহ্বা, হৃদয়ে, প্রাণে রাখিবে। এই নাম রূপ করিয়া দর্শন কর, শব্দ করিয়া শ্রবণ কর, রস জানিয়া আস্বাদ কর, প্রেম জানিয়া হৃদয়ে ধারণ কর, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতরে রাখ। এই নামে আপনি বাঁচিবে পরকে বাঁচাইবে। নাম সর্ব্বস্ব। ইহকাল পরকাল নাম বিনা আর কিছু নাই। নাম সৎ, অতএব নাম সার কর।

হে গতিনাথ, তোমার নাম জানিলাম না। তোমার নাম আস্বাদ করিতে দাও। নাম স্বর্গ, নামই বৈকুণ্ঠ, নাম পরাইয়া দাও। এস হে দয়াল ঈশ্বর, নাম হার করিয়া দাও, তোমার শ্রীচরণে আমরা প্রণাম করি।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

হরে সুন্দর ইত্যেতন্নাম ত্বং যদ্‌গৃহীতবান্।
ত্বং মাং ত্রিবারং তন্নাম শ্রাবয় ত্বামহংপুনঃ॥ ১॥
দশবারং শ্রাবয়াম জপেতৎ মনসা শুভ।
নেত্রে কর্ণে হৃদি প্রাণে রসনায়াঞ্চ রক্ষ্যতাম্॥ ২॥
রূপত্বেনেক্ষ্যতামেতৎ শ্রূয়তাং শব্দভাবতঃ।
স্বাদ্যতাং রসতাপন্নং প্রেমত্বেন চ ধার্য্যতাম্॥ ৩॥

স্বদি প্রাণেষু মুক্তিস্ত্বেনেহ নিত্যং প্রপাল্যতাম্।
নাম্না তব পরিত্রাণং পরেষাঞ্চ ন তদ্বিনা।
কিঞ্চনাস্তি তদেবাত্র বৈকুণ্ঠধিষ্ণ্যমেব তে॥ ৪॥
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ সর্ব্বস্বং ভো সদেব তৎ।
তৎসাধনং সারভূতং তবাস্ত জীবনে খলু॥ ৫॥
গতিনাথ ন তে নাম বেদ্মি তৎস্বাদমুকমম্।
দেহি নো ভূষয়াম্যাংশ্চ তৎকণ্ঠভূষণেন চ॥ ৬॥
ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্ত্যনুশাসনে নামা-
দানপ্রদানং নাম বিংশমুপনিষৎসু পঞ্চ-
চত্বারিংশত্তম মনুশাসনম্।

শুক্রবার, ৭ শ্রাবণ ১৭৯৮ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, উপযুক্ত আয়াস স্বীকার করিয়া দর্শন শিক্ষা কর এবং দর্শন সাধন কর। সুবুদ্ধি সাধকমাত্র এই কথা বলিবেন দর্শন পরমানন্দ, দর্শন গতি, দর্শন মুক্তি, দর্শন মনুষ্য জীবনের ভূষণ, দর্শন মহারত্ন। যদি বল দর্শন আবার শিখিব কি? চক্ষুর নিকটে বস্তু থাকিলেই তাহা দেখা যায়। বাস্তবিক বাহিক দর্শন শিখিতে হয় না; কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধীভূত থাকিলে দর্শন শিখিতে হয়। চক্ষু খোলা থাকিলে দর্শন অনিবার্য্য, তখন বরং দর্শন না করিব কিরূপে বুঝা যায় না। খোল চক্ষু দেখ ব্রহ্ম। চক্ষু খোলার পর ব্রহ্মদর্শন। কিন্তু যে অন্ধ সে কেমন করিয়া চক্ষু পাইবে? যে চক্ষু খুলিতে জানে না সে কেমন করিয়া দেখিবে? সেই ব্যক্তিকে দর্শন শিখিতে হইবে, দর্শন সাধন করিতে হইবে। কিন্তু চক্ষু খুলিলে যদি কেহ দর্শন শিখাইবার জন্য উপদেশ দিতে আসে তাহাকে দূর করিয়া দিবে, তাহার কথা শুনিবে না, উহা নির্ব্বোধের কার্য্য। যখন চক্ষু উন্মীলিত হয় তখন সহজে অবাধে মানুষ দেখিবে, না দেখা অসম্ভব হইবে। চক্ষু কি নাই কি আছে? চক্ষু আছে। কোথায়? ভিতরে। কিন্তু তাহা সন্দেহ, অবিশ্বাস ও পাপেতে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে দর্শন শক্তি আছে; কিন্তু জ্ঞানের আলোক নাই, কুসংস্কার, পাপ, অবিশ্বাস আসিয়া সেই চক্ষুকে অন্ধকারে ফেলিল। অন্ধকারের ভিতরে চক্ষু খোলা রহিল; কিন্তু অন্ধকার দেখিতে দেখিতে দর্শন শক্তি স্ফূর্ত্তি না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। বাহিক চক্ষু আলোক পাইল বস্তু সকল দেখিল। ভিতরের চক্ষু আলোক পাইল না ক্রমাগত অন্ধকার দেখিতে দেখিতে অন্ধীভূত হইয়া গেল। এখন সেই চক্ষুকে জাগ্রত করিতে হইবে। অনেক যুক্তি দ্বারা সত্তা নির্ণয় করিয়া যে ঈশ্বরকে দর্শন সে দেখা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এবং সে দর্শন থাকিবে না। দর্শন কেমন? "এই তুমি, এই আমি" "এই যে তুমি আমার সমক্ষে, আর আমি তোমার সমক্ষে" যাহার অপেক্ষা সহজ আর কিছুই হইতে পারে না। যেমন জড়দর্শন সুলভ তেমনি ব্রহ্মদর্শন সুলভ। "এই আমার বুকের ভিতর তুমি, এই তোমার বুকের ভিতরে আমি।" চক্ষু খোলার পর আর যুক্তি স্থান পায় না। যদি পায় জানিও কোন পাপ আসিয়াছে। চক্ষু খুলিয়া যদি আবার ঈশ্বর আছেন ইহা যুক্তি দ্বারা অবধারণ করা আবশ্যক হয় তবে পূর্ব্বে সাধনে ত্রুটী ছিল মনে করিতে হইবে। চক্ষু খোলার পর ব্রহ্মদর্শন জলের মত, বায়ুর মত সহজ। চক্ষুরূপ যন্ত্রকে ব্যবহার কর নাই সাধন দ্বারা টানিয়া কোন মতে জাগ্রৎ করিয়া তোল। চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে আর ভয় থাকিবে না। কিন্তু চক্ষু খুলিতে অনেক আয়াস অনেক সাধন এবং অনেক যত্নের প্রয়োজন। মূল এই চক্ষুকে খোলা। অন্ধকে বল ঈশ্বর তোমার কাছে' সে বলিবে কৈ? সে বলিবে ঘর, বাড়ী, গাছ, আকাশ দেখি, ঈশ্বরকে দেখি না। কাছে কেহ আছেন ইহা বুঝিতে পারে না। দর্শনের অবস্থা কি? "এই যে তোমার ঈশ্বর, এই যে তোমার ডান দিকে এই যে তোমার বুকের ভিতরে, এই যে তোমার বামে" এ সকল কথা শুনিয়া তাকাইবা মাত্র অমনি শরীর রোমাঞ্চিত হইল। অন্ধ যে তাহাকে বল তোমার নিকটে পৃথিবীর রাজা বসিয়া আছেন, অথবা তোমার চারি দিকে পঞ্চাশটি ব্যাঘ্র, সে মনে করিবে উপহাস করিতেছ। প্রকাণ্ড সত্য তাহার পক্ষে উপহাস। জিনিষ আছে কি নাই সে বুঝিতে পারে না। অন্ধ যদি হঠাৎ প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখে তাহার শরীর মন স্তম্ভিত হইবে। যখন চক্ষু কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিত হয় তখন দর্শনের যে উজ্জ্বল অবস্থা তাহা নহে। যতই চক্ষু খুলিয়া অভ্যাস করিবে, ততই দর্শন উজ্জ্বলতর হইবে। এত বড় পদার্থ, মহান্ এবং অনন্তের কাছে বসিলে যদি শরীর মনের সমান অবস্থা থাকে তবে জানিবে ঈশ্বর দর্শন হয় নাই। ঐ যে এত বড়, এমন বৃহৎ, এমন মহান্, আমার সামনে ইহা দেখিবামাত্র শরীর শির্ শির্ করিয়া আসিবেই আসিবে মন স্তম্ভিত হইবে। শান্ত ভাবে, অবিচলিত ভাবে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরে ব্রহ্ম দর্শন যদি সম্ভব হয়, তবে, আগুনে হাত দিলে হাত শীতল হয় তাহাও সম্ভব। তুমি কি বল সম্ভব? তবে, ওহে সাধক, তোমার দেখা হয় নাই। দর্শন ফল দ্বারা জানা যায়। দর্শন হইলে মন স্তম্ভিত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। ক্রমে ক্রমে দর্শন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

উপযুক্তপ্রয়াসেন দর্শনস্য তু সাধনম্।
শিক্ষা চ করণীয়েদং সর্ব্বস্বং সাধকস্য যৎ॥ ১॥

ইদং ভুবণমানন্দঃ পরমো গতিরেব চ।
মুক্তিশ্চ সাধকৈস্তত্ত্বং মহারত্নং চিরন্তনম্ ॥ ২ ॥
বস্তুসন্নিধিমাত্রেণ দর্শনং যত্তবেৎ কুতঃ।
শিক্ষায়া দর্শনে হ্যত্র বিদ্যতে বা প্রয়োজনম্ ॥ ৩ ॥
নৈবমন্ধস্য তচ্ছিক্ষা নেত্রে চাধ্যাত্মিকে পুনঃ।
অন্ধীভূতে তু কর্ত্তব্যাঽন্যথোন্মীল্যাঙ্গ দর্শনম্ ॥ ৪ ॥
উন্মীলনাক্ষমস্যান্ধস্যাত্র দর্শনসাধনম্।
উন্মীলিতে তু নেত্রেঽঙ্গ শিক্ষোপেক্ষ্যা পরস্য বৈ ॥ ৫ ॥
চক্ষুরস্ত্যন্তরেবাত্র সন্দেহেন চ পাপতঃ।
অবিশ্বাসেন তীব্রেণ ক্রান্তমন্ধদশাং গতম্ ॥ ৬ ॥
অস্তি দর্শনশক্তিস্তু জ্ঞানালোকো ন বিদ্যতে।
অবিশ্বাসকুসংস্কারপাপান্ধকারসংবৃতা ॥ ৭ ॥
চক্ষুষ্যুন্মীলিতেঽপ্যস্যা অবসাদোঽত্র নিশ্চয়ঃ।
তিমিরেণাবৃতং চক্ষুরেবমন্ধং প্রজায়তে ॥ ৮ ॥
যুক্ত্যা সত্তাং বিনির্ণীয় যদ্বিরোধি শ্রুতস্য তৎ।
দর্শনং তত্ত্ব ন স্থায়ি সহজং হি প্রশংসিতম্ ॥ ৯ ॥
অয়মহমহংত্বঞ্চ ত্বং মমাহং তবাত্র চ।
সন্নিধৌ দর্শনং হ্যেবং জড়সন্দর্শনোপমম্ ॥ ১০ ॥
বক্ষসি ত্বং মম বক্ষস্যহং তে নয়নে পুনঃ।
প্রোন্মীলিতে কুতোযুক্তিঃ স্যাচ্চেৎ পাপকৃতা হি সা ॥ ১১
আসীদ্বা সাধনে তত্র ক্রটির্বায়ুরিবান্যথা।
দর্শনং সহজং চক্ষুর্জাগ্রৎ তৎ সাধনৈঃ কুরু ॥ ১২ ॥
নেত্রে প্রস্ফুটিতে ভাতির্ন বিদ্যেত ততো বহোঃ।
আয়াসস্য চ যত্নস্য সাধনস্য প্রয়োজনম্ ॥ ১৩ ॥
গৃহবৃক্ষাদিকং সর্ব্বং পশ্যত্যন্ধো ন সন্নিধৌ।
পরেশং স তু কুত্রেতি পৃচ্ছত্যস্ত্যত্র নো বিদন্ ॥ ১৪ ॥
বামে তে দক্ষিণে বক্ষস্যয়ং দেব উপস্থিতঃ।
ইয়ংহি দর্শনাবস্থা রোমাঞ্চঃ পশ্যতো যতঃ ॥ ১৫ ॥
সবিধে ধরণীপালঃ শার্দূলাঃ সন্তি বা ইমে।
ইত্যন্ধোঽগচমাশৃণ্বন্ পহাসং হি মন্যতে ॥ ১৬ ॥
যদ্যয়ং দৈববশতো ব্যাপারং হি মহত্তমম্।
পশ্যেৎ স্তম্ভং ভজেদস্য দেহশ্চ মানসং পুনঃ ॥ ১৭ ॥
নেত্রে সম্যক্ প্রস্ফুটিতে দর্শনন্তুজ্জ্বলং ক্রমাৎ।
মনসস্তাদবস্থ্যঞ্চৈবৈক্যতানত্বমেব সঃ ॥ ১৮ ॥
সন্নিধৌ তং মহান্তঞ্চ বৃহন্তং পরমেশ্বরম্।
পশ্যতো দেহমনসোঃ রোমাঞ্চঃ স্তম্ভ এব চ ॥ ১৯ ॥
ত্রিংশৎসংবৎসরান্ চত্বারিংশদ্বা শান্তভাবতঃ।
সংযাপ্য দর্শনং চেৎ স্যাৎ শৈত্যস্যাপ্তৌ হি সম্ভবঃ ॥ ২০ ॥
নাপশ্যস্তং সাধক ত্বং ফলেন হ্যনুমীয়তে।
দর্শনং তৎক্রমাজ্জ্যেয়মুজ্জ্বলাদুজ্জ্বলং ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে দর্শনসাধনং নাম বিংশমুপনিষৎসু ষট্‌চত্বারিংশত্তমমনুশাসনম্।

ভারতমাতা ও প্রকৃতির খেদ।

কোন মহিলা কর্তৃক।

ভারত বলিতেছেন যে, হে জীব, আমার ভক্ত পুত্রের জন্য আমি বড় কাতর হইয়াছি। দেখ মানব, তোমাদের দুঃখের এক দিন শেষ হইবে, কিন্তু আমার দুঃখের শান্তি নাই, তাহা অনন্ত। আমার বৃক্ষ বলে, কে আর আমায় তেমন করে আদর করিবে, আমার দিকে কে বা পবিত্র দৃষ্টিতে তাকাইবে, কে আর আমার গুণব্যাখ্যা করিবে? বার মাসের ফল বলে, আমাদের তেমন করে কে আর গ্রহণ করিবে? আম্র বলে, আমি অমৃত ফল, কেবল পাখীদের রক্তেতে মিশিতে লাগিলাম, আমার গৌরব ভক্ত বিনা কে বুঝিবে? তাহার মত আর কে কপালে তুলিয়া হরি বলিয়া সজলনয়নে আমায় আহার করিবে? ক্ষেত্রে ধান্য সকল বলিতেছে, কে আর তেমন করিয়া আমার ভিতরে যত সাধুভক্তের শোণিত দেখিয়া অন্নকে অন্নদায়িনী বলিয়া ধন্যবাদ করিবে? শস্য বলে, তবু কিছু দিন তাহার ভিতরে থাকিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। গঙ্গা নদী বলে কে আর তেমন করিয়া আমার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবে, মা বলিয়া সরল শিশুর মত কে আমায় ডাকিবে, এমন সুন্দর পুত্রকে হারাইয়া দুঃখে আমার মুখ ম্লান হইয়াছে। বন উপবন, বৃক্ষ লতা সকলে দুঃখ করিতেছে। পুষ্প সকল বলিতেছে, এমন সুন্দর আমি, আমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া কে আর মোহিত হইয়া আমার ভিতরে বিশ্বমাতাকে দেখিবে? পর্ব্বত বলিতেছে, হায় গত বৎসরে আমার ভক্ত আসিয়া আমাকে কত সুখী করিয়াছিল, এ বৎসর কতকগুল বিলাসপরায়ণ লোক আমায় জ্বালাতন করিতেছে, আর পাপের ভার সহিতে পারি না। বায়ু বলিতেছে, আমি ভক্তের নিঃশ্বাসে ছিলাম, এখন কেবল পাপীদের নিঃশ্বাসে বহিতেছি। এ প্রকারে সকলে দুঃখ করিতেছে; আমি বলিতে পারি না, লিখিতে পারি না। ভারতমাতা বলিতেছেন যে, আমার ভক্তের অনুগামী কয় জন তাঁহার অনুকরণ করিতেছে তাই এখন আছি, নতুবা থাকিতে ইচ্ছা নাই। হে আমার ছেলে মেয়েরা, তোমরা প্রার্থনা কর যেন আমি শীঘ্র সৎপুত্র প্রসব করিয়া কৃতার্থ হই। হে ভারত মাতা, শান্ত হও, তোমার ভক্ত নববিধান বলিয়া গিয়াছেন যে সত্যযুগ আসিবে কলিযুগের শেষ হইবে।

নব সংহিতা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

১। মাভূল্লঘুত্বমৌদাস্যং মৃত্যুকালে হ্যুপস্থিতে।

গম্ভীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যেন লঘুতা এবং ঔদাস্য প্রকাশ না পায়।

২। অস্মাল্লোকাচ্চান্তিমং তৎপ্রয়াণমমরাত্মনঃ।
দৃশ্যং স্যাদ্ধি সুগম্ভীরং মহৎ প্রাস্তুতিকঞ্চ তৎ॥

একটি অমরাত্মার ইহলোক হইতে চরম প্রয়াণ একটি সুগম্ভীর দৃশ্য এবং মহৎ প্রাস্তুতিক ব্যাপার।

৩। স যাত্রী পরলোকস্য দায়ং পার্থিবমাত্মনঃ।
সমাপয়েদ্বিধিপূর্ব্বং মিলিতেভ্যস্ততঃ স তু॥
বন্ধুস্বজনদাসেভ্যো গৃহ্ণীয়াদ্যানসম্মতিম্।
আশিষং চুম্বনং মানং দদ্যাদন্তিমবাচনম্॥

সেই পরলোকের যাত্রী আপনার পার্থিব বিষয় সম্পত্তির বিধিপূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে, তদনন্তর তাহার শয্যাপার্শ্বে সম্মিলিত বন্ধু স্বজন এবং দাসগণের নিকট হইতে গমনের অনুমতি গ্রহণ করিবে, তাহার শেষ আশীর্ব্বাদ, চুম্বন ও সম্মান দিবে এবং চরম কথা বলিবে।

৪। শয্যাপার্শ্বগতাস্তেঽপি ব্রূয়ুর্বাচস্তথান্তিমাঃ।
যচ্ছেয়ুশ্চ যতাত্মানঃ প্রয়াণানুমতিং শুভাম্॥

শয্যাপার্শ্বগত তাহারাও চরম বাক্য বলিবে এবং তাহাকে শুভ প্রয়াণানুমতি অর্পণ করিবে।

৫। ঐহলৌকিককর্ত্তব্যমেবং সম্পাদয়ন্ স তু।
বাহ্যেভ্যো বিষয়েভ্যোঽত্র নিবৃত্ত্যাঽন্তর্বিশেৎ ততঃ॥
কৃত্যং প্রাস্তুতিকং নির্ব্বর্ত্তয়িতুং পারলৌকিকম্॥

এই প্রকারে সে ইহলোকের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনন্তকালের দিকে যাওয়ার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য অন্তরে প্রবেশ করিবে।

৬। প্রিয়া নিকটসম্বন্ধা জ্যেষ্ঠা অধ্যাত্মবর্ত্মনি।
তত্র গম্ভীরনির্য্যাণে কুর্ব্বন্তস্য সহায়তাম্॥

প্রিয় এবং নিকট সম্বন্ধী, ও অধ্যাত্মবিষয়ে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাহার এই গম্ভীর নির্য্যাণ বিষয়ে উপযুক্ত সহায়তা করিবে।

৭। প্রার্থনাধ্যয়নং শ্রৌতং স্তোত্রং সঙ্গীতমেবচ।
অন্যং তৎসমমস্মৈ তৈঃ সম্পাদ্যং যেন বোধিতঃ॥
বিশ্বাসায়ানুতাপায়াশায়ৈ স্যাৎ পারলৌকিকে।
বস্তুত্বেঽসৌ পুনর্জ্জাগ্রৎ তত্র পূর্ণপ্রমাণতঃ॥

প্রার্থনা, শাস্ত্রপাঠ, সঙ্গীত, এবং এবংবিধ অন্য সমুদায় বিষয় তাহার নিকটে অনুষ্ঠান করিবে, যাহাতে অনুতাপ বিশ্বাস, আশা উদ্দীপন করিবে এবং সম্পূর্ণরূপে পরলোকের বাস্তবিকতা জাগ্রৎ করিয়া দিবে।

৮। অনন্তজলধেঃ পারে দণ্ডায়মান ইত্যসৌ।
তদানুভাব্যতাং তূর্ণং বিশ্বাসপোতমাশ্রয়ন্॥
দূরবর্ত্তিনি নিলয়ে যাস্যতীতি চ সম্প্রতি॥

তৎকালে তাহার এইরূপ অনুভব করাইয়া দাও যে সে অনন্ত সমুদ্রের পারে দণ্ডায়মান আছে, এবং সম্প্রতি শীঘ্রই তাহাকে বিশ্বাসপোত আশ্রয় করিয়া দূরবর্ত্তী গৃহে গমন করিতে হইবে।

৯। অনুভবতু কল্যাণী মাত স্নেহময়ী ত্বমুম্।
নেতুং তত্রামুনা নিত্যং বিদ্যমানা মহর্ষিভিঃ॥
আহূয়মানঃ সানন্দধ্বনিভিশ্চেতি তত্ত্বতঃ॥

সে অনুভব করুক যে মঙ্গলময়ী স্নেহময়ী মা তাহাকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য তাহার সঙ্গে আছেন এবং মহর্ষি সকল আনন্দধ্বনিতে তাহাকে বাড়ীর দিকে আহ্বান করিতেছেন।

১০। অতোঽস্যাঃ সংসৃতেশ্চিন্তা বাসনামুং কদাচন।
মা পরিভূদার্ত্তনাদো মাক্ষৈষীৎ ক্রন্দনং পুনঃ॥
সাহসঞ্চ তদা সর্ব্বা অবস্থা মিলিতাস্তথা।
ভবন্তু যৎ সমাবস্থা স্যাদস্য রক্ষিতা দৃশোঃ॥
গতিঃ স্বর্গদিশা পৃথ্বীদিশা জাতু ভবেন্ন তু।
বচোভির্মন্ত্রণৈর্বাত্র স বন্ধুর্যঃ সহায়কঃ॥

অতএব এ সংসারের চিন্তা বা বাসনা ইহাকে যেন অভিভূত না করে, আর্ত্তনাদ এবং ক্রন্দন যেন ইহার সাহস ক্ষয় না করে; সমুদায় অবস্থা যেন এমনি মিলিত হয় যে ইহার সমাবস্থা রক্ষিত হয়, এবং পৃথিবীর দিকে না তাকাইয়া স্বর্গের দিকে ইহার দৃষ্টির গতি হয়। সেই ব্যক্তি ইহার বন্ধু যে বাক্যে এবং মন্ত্রণাতে এই বিষয়ে সহায়তা করে।

১১। স্বজনা বান্ধবা যূয়ং ন পিঞ্জরগতং পুনঃ।
রক্ষিতুং তং খগং জাতু যত্নমাতিষ্ঠত স্বতঃ॥
খমুৎপতিতুমুদ্যন্তং সহায়া ভবতাশু যৎ।
উড্ডায়াৎ স বিমুক্তঃ সন্ প্রভোর্নাম প্রকীর্ত্তয়ন্॥

স্বজন বন্ধুগণ তোমরা আর আকাশে উড়িয়া যাইতে উদ্যত আত্মা পক্ষীকে পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিতে যত্ন করিও না। প্রভুর নাম গান করিতে করিতে যাহাতে মুক্ত হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে উহার সহায় হও।

১২। ন কিঞ্চিন্মৃত্যুশয্যায়ামস্ত্যত্র মধুরং পুনঃ।
প্রিয়ান্নাম্নস্ততঃ সর্ব্বে যে তং সম্মানয়ন্তি চ॥
প্রীণয়ন্তি প্রয়াণার্থমুদ্যতং কীর্ত্তয়ন্ত্বিহ।
নামাস্য করুণাসিন্ধোঃ হ্লাদয়ন্তুস্য তন্মনঃ॥

ঈশ্বরের প্রিয় নামের তুল্য মৃত্যুশয্যায় আর কিছুই মধুর নাই। অতএব যাহারা সেই প্রয়াণোদ্যতকে ভাল বাসে সম্মান করে, তাহারা সকলে করুণাসিন্ধুর নাম কীর্ত্তন করুক, এবং তাহার মনকে আহ্লাদিত এবং উচ্ছ্বসিত করুক।

১৩। এবং স প্রস্তুতো দৃষ্টিং নিঃক্ষিপ্য চরমাং ততঃ।
পার্শ্ববর্ত্তিষু নয়নে নিমীল্য শান্তিমদ্‌হৃদা॥
প্রভোর্বাহৌ তদাত্মানমর্পয়েৎ সুসমাহিতঃ॥

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া সে পার্শ্ববর্ত্তিসকলের উপরে অন্তিম দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া নয়নদ্বয় নিমীলিত করত সমাহিত চিত্তে প্রভুর বাহুতে আত্মসমর্পণ করুক।

১৪। হৃদয়ং শান্তভাবেন প্রার্থয়তু ততঃ পিতঃ।

ক্ষান্তং সর্ব্বং বক্ষসি তে প্রাপ্তুং শান্তিং চিরন্তনীম্।
অনুমন্যস্ব মামাশা ত্বমত্র নিত্যকালিকী।
পিতা মাতা প্রিয়স্ত্বঞ্চ নয় মাং মে গৃহে সুখে॥
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তাহার হৃদয় শান্তভাবে প্রার্থনা করুক। পিতঃ, সকল নিবৃত্ত হইল। তোমার বক্ষে আমার চিরন্তন শান্তি পাইতে দাও। তুমি আমার নিত্যকালের আশা. আমার পিতা মাতা, প্রিয়, আমায় আমার সুখের গৃহে লইয়া যাও।

—o—

উদ্ধৃত।

বিশ্বাসিগণ এক বার এই উদ্ধৃতাংশটি ভাল করিয়া অনুধাবন করুন, "ঈশ্বরের দাস এবং প্রেরিত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক দৃশ্যমান ব্রাহ্মসমাজমণ্ডলী যে সময় সংস্থাপিত হইল, সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বিধাতার অধীনে যে প্রত্যেক ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে বিরোধের সমগ্র ইতিহাসও গণনীয়, আমাদিগের নিকট পরিত্রাণপ্রদ শুভ সংবাদ। শোচনীয় তাহার অবস্থা যে এই অলিখিত গ্রন্থের একটী বাক্য বা তদংশ অবিশ্বাস করে, সন্দেহ করে। এই তিপ্পান্ন বৎসর আমাদিগের সকলের সঙ্গে বিধাতা যে লীলা করিতেছেন, উহা আমাদিগের সমগ্র সম্মতি এবং সমগ্র হৃদয়ের বশ্যতা চায়। এ বিষয়ে স্বাভিলাষ বা স্বাধীনতা নাই। আমরা পূর্ণ বিশ্বাসের নিকট কারারুদ্ধ, আমরা যথার্থ মতের দাস, এবং যেখানে ঈশ্বর মণ্ডলীর মধ্য দিয়া কথা বলেন,সেখানে আমাদিগের কোন নিজের বিচার চলে না। আমরা কি স্বাধীন নই? হাঁ তত দূর যত দূর আমরা স্বাধীনভাবে বন্ধন স্বীকার করি। স্বাধীনভাবে সত্যের শৃঙ্খল আপনি গ্রহণ ও চুম্বন করি, স্বাধীনভাবে প্রভু এবং তাঁহার মণ্ডলীর নিকটে আত্মবিক্রয় করি। স্বাধীনভাবে নববিধানের সত্য আমরা মনোনীত করিয়া লইয়াছি, এখন আমরা ইহার দাস, এখন সমগ্র বিধানের নিকটে প্রণত থাকা এবং প্রভুর প্রত্যেক বিধির অক্ষর ও প্রত্যেক দাসকে গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। আংশিক বিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িক অধ্যয়নশালার লোকেরা বলে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের, আমরা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, আমরা বম্বের আমরা মাদ্রাসের, ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণ বিশ্বাসীমণ্ডলী বলে,আমরা ঈশ্বরের এবং আমরা সমুদায় শাস্ত্র গ্রহণ করি। এখন আমাদিগের মধ্যে বিংশতি জনের অধিক প্রেরিত এবং প্রচারক আছেন, প্রধান ও জ্যেষ্ঠ আছেন, ইহাঁদিগের প্রত্যেকের নিকটে আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং রাজভক্তি সমর্পণ করিতে আমরা আহূত। যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় পিতৃস্থানীয় রামমোহন রায় অথবা বিশ্বাসী মণ্ডলীর এই প্রেরিত সকলের এক জন সামান্য ব্যক্তিকেও অস্বীকার করে, সে আপনার সম্প্রদায় বা দলের নিকটে যত মহৎ কেন হউক না, ভ্রষ্ট এবং পতিত। প্রবঞ্চকদিগকে হইতে সাবধান হও। শত শত ব্যক্তি আছে যাহারা এই উদার মণ্ডলীর বলিয়া মুখে বলে, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বিশেষ বিশেষ যথার্থ মত তুচ্ছ করে, বিশেষ বিশেষ ঘটনা অস্বীকার করে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ঘৃণা করে, বিশেষ বিশেষ প্রমাণ অস্বীকার করে, বিশেষ বিশেষ সাধনপ্রণালী ঘৃণা করে। এই সকল লোক মুখে যাহা বলুক নববিধানের প্রতি রাজভক্ত নয়, তাহারা আমাদিগের পবিত্র পূর্ণ বিশ্বাসীমণ্ডলীর নহে। পূর্ণ বিশ্বাসিগণ অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হউন, এবং তাঁহাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস প্রতিবাদিগণের অভিমান, শুষ্কজ্ঞানজনিত অবিশ্বাস, ইন্দ্রিয়পরায়ণতাজনিত। উশৃঙ্খলতা সংসারিকতায় সুবিধার সন্ধিবন্ধন, দুর্ব্বলতা জনিত ভীরুতা, এবং সংশয়ীর হৃদয়শূন্য বশ্যভাবকে লজ্জিত করুন।"

THE ORTHODOX CHURCH.

(*The New Dispensation* 15*th July*, 1883.)

We look upon ourselves as members of the Orthodox Church, and we glory in the fact. But what does orthodoxy mean in connection with so rational a religion as Theism, people naturally ask. Can Brahmos be orthodox? Can those who follow reason and not scripture, their own intuitions and not prophets or synods be orthodox? There can be Hindu, Christian and Mahometan orthodoxy; but Theistic orthodoxy!—never. Such arguments we do not endorse. There is just as much orthodoxy in our natural religion as there is in any of the so-called supernatural creeds in the world. For orthodoxy means only the full measure of faith. The Hindu who believes in whole creed and the whole scripture is an orthodox Hindu. The orthodox Christian accepts the whole of Christianity. Bible, Jesus, Church, Prophets, Fathers and all. So the orthodox Theist in India surrenders his faith and homage, his heart and soul to every doctrine and every prophet of the Church Universal. We hold every word of our scripture to be infallible gospel truth, and we dare not question it. The only difference between us and the orthodox of other churches is this, that their scriptures are written, while ours is an unwritten gospel. But this makes no subjective difference. We are as completely tied down to our creed and to our church as any orthodox Hindu or Christian to his. From the time of the foundation of the visible church of the Brahmo Somaj by the Lord's servant and apostle, Rajah Ram

Mohun Roy, down to the present day, every event that has occurred under Providence, including the whole history of the opposition, is to us saving gospel, and woe unto him who disbelieves or questions a single word or syllable of this unwritten book! The providential dealings of God with our people thesefifty three years challenge our entire assent and our whole-hearted allegiance. The orthodox have no option or freedom in the matter. We are prisoners of faith, we are slaves of doctrine, and have no 'private judgment' where God speaks through the Church. Are we not free? Yes, in so far as we freely accept the bond, freely adopt and kiss the self-imposed chains of truth, freely sell ourselves to the Lord and His Church. Having freely chosen the truth of the New dispensotion we are now its servants, and we have now no other alternative but to bow before the *entire* Dispensation. and accept *every* letter of the law and *every* servant of the Lord. While men of partial faith and sectarian schools say, we are of Ram Mohun and we are of Devendra Nath, we are of Bombay and we are of Madras, the orthodox church of Theism says, we are of God and we accept the whole scripture. And there are now among us more than twenty apostles and missionaries, deacons and elders, and to each of these we are called upon to give our fullest faith and loyalty. He who ignores the venerable patriarch Ram Mohun or the least of these apostles is to the orthodox church an alien and an apostate, however great he may be in his own sect or coterie. Beware of pretenders. Hundreds there are who profess to belong to the Church Catholic, and yet in their hearts they repudiate particular doctrines, deny particular events, despise particular persons, reject particular testimonies and detest particular forms of discipline. Such men, whatever their professions, are not loyal to the New Dispensation; they do not belong to our holy orthodox Church. Let the orthodox stand forward and by their full faith put to shame the pride of protestantism, the infidelity of rationalism, the license of sensuality, the convenient compromises of worldliness, the timidity of weakness and the half-hearted allegiance of doubters.

সংবাদ।

আমাদিগের প্রতিপালক উপকারী বন্ধুদিগকে আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি, দয়াময়ী জননীর কৃপায় আবার প্রচার ভাণ্ডারে গত পক্ষে এককালীন ৩০০ তিনশত টাকা আসিয়াছে। কুচবিহারের মহারাজা তাঁহার কন্যার নামকরণোপলক্ষে এই টাকা দান করিয়াছেন। দাতাকে আমরা হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি এবং দয়াময় ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

নববিধান মণ্ডলীর ১৮৬৬ সাল হইতে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ ইংরাজী ভাষায় শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সেন এম, এ, কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে বিক্রয় জন্য আমাদের কার্য্যালয়ে উহা রক্ষিত হইয়াছে। মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের আভ্যান্তরিক উন্নতি সকল দেখিতে ও জানিতে ইচ্ছা করেন আমরা তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভাই কালীশঙ্কর দাস, টাঙ্গাইল সব ডিবিজনের অধীন কেদারপুর গ্রামে প্রচার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি তথায় থাকিয়া বিশেষরূপে প্রকাশ্য এবং পারিবারিক উপাসনা, ও বক্তৃতাদির দ্বারায় নববিধানের সত্য সকল তথাকার লোকদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। লোকেরা তাঁহার প্রতি এত দূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে কেহ ছাড়িতে চান নাই। তিনি যে দিন আসিলেন সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। দয়াময় হরি তাঁহার পবিত্র বিধানের ছায়াতে পল্লিগ্রামস্থ সকল নরনারীদিগকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করুন।

আমাদের ভাই প্রতাপচন্দ্র আমাদিগকে ব্রহ্মমন্দির ও প্রচারভাণ্ডার অপহারক বলিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের ভ্রাতার অশান্তিক্লিষ্ট হৃদয়ে শান্তি আনিয়া দিন। আমরা আমাদের পিতার গৃহ ও পিতার ভাণ্ডার অধিকার করিবার ক্ষমতা পিতা হইতে পাইয়াছি, চিরদিনই যেন আমরা পিতৃধন আনন্দ মনে সম্ভোগ করিতে সক্ষম হই। ভাই প্রতাপচন্দ্র যখন তাঁহার এই ডাকাত ভাইদিগের সঙ্গে একত্র ছিলেন তখন তিনিও পিতার গৃহের এবং ভাণ্ডারের উপস্বত্ব উপভোগ করিয়াছেন। আবার যদি কখন এই ভয়ানক দস্যুদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হন, নিশ্চয় তিনিও এই সকল পিতৃধনের অধিকারী হইয়া সুখী হইবেন। একত্র না হইলে নব বিধানে কেহ পিতার ধনে অধিকার পাইবে না, ইহাই এবারকার ব্যবস্থা।

প্রচারভাণ্ডারে যে সমস্ত পুস্তক আছে (পুস্তক ভিন্ন ভাণ্ডারের অন্য সম্পত্তি নাই) সে সমস্তই প্রচারকদিগের কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের ফল, কোন সাধারণের চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সেই ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা হয় নাই। সুলভ সমাচার ধর্ম্মতত্ত্ব পরিচারিকা প্রভৃতি লিখিয়া যেমন প্রচারভাণ্ডারের আয় বাড়ান হয়, পুস্তক প্রভৃতি লিখিয়া ও বিক্রয় করিয়াও সেইরূপ আয় বৃদ্ধি করা ইহার উদ্দেশ্য। সকল প্রচারককেই উপযুক্ত মত পরিশ্রম করিতে হইবে। উপযুক্ত পরিশ্রম না করিলে কেহ প্রচারভাণ্ডার হইতে অন্ন পাইবেন না। প্রচারভাণ্ডারে টাকা আইসে সে জন্য সকল প্রচারকই যত্ন করিবেন। এইরূপ এখানকার ব্যবস্থা থাকাতেই যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপে ভাণ্ডারের অর্থ বৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি ভিন্ন এ ভাণ্ডারে আর কাহারও কর্ত্তৃত্ব বা ক্ষমতা নাই। এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে বিশ্বাসীদিগের সেবা চলিয়া আসিয়াছে এবং চির কালই চলিবে। যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া ভাণ্ডারপতি জগৎপতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিবেন তাঁহাদিগকে কিংবা তাঁহাদিগের পরিবারবর্গকে কোন দিন তিনি ভাণ্ডারের উপস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধ নবশ্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তাতে ॥

১৯ ভাগ । ১২ সংখ্যা ।	১৬ ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৮০৬ শক ।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা ।

হে প্রভো, আর কত দিন পৃথিবীর নির্দ্দিষ্ট পথে চলিব। পৃথিবীর পথ ছাড়িয়া তাহার বিপরীত পথে না গেলে যে আর হৃদয় তৃপ্ত হয় না। চিরকাল ভদ্রবেশে জীবন যাপন করিলাম, হরি, এইরূপেই কি জীবন শেষ হইবে ? এরূপ বলিলে, এরূপ করিলে নিন্দিত হইব, এই ভাবনায়, জগৎপতি, তোমার পথ বহু দূরে পড়িয়া রহিল। এক বার হৃদয়ে তুমি অগ্নি হইয়া প্রবেশ কর, সমুদায় হৃদয় মন প্রাণ অদ্ভুত তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক আর সংসারকে সবলে মুষ্টি প্রদর্শন করুক। মৃতের ন্যায় আর থাকিতে ইচ্ছা নাই। অগ্নি কেবল অগ্নি। কর্ণ আর কেন অন্য কথা শোনে, রসনা আর কেন অন্য কথা বলে, চক্ষু আর কেন অন্য পদার্থ অন্বেষণ করে। দেহ মন কেন এক হইয়া প্রদীপ্ত অনলের ভিতর দিয়া গমনাগমন করে না। হে প্রজ্বলিতপ্রত্যাদেশহুতাশন, তুমি অগ্নিশিখাপ্রবিষ্ট মনুষ্যের ন্যায় আমায় দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য কর, আর কিছু ভাবিবার চিন্তা করিবার যেন অবসর না থাকে। সমুদায় দেহ যদি তোমার প্রবলানলে আবেষ্টিত হয়, তবে প্রজ্বলিত গৃহমধ্যস্থিত লোকের ন্যায় আর কোন দিকে মনোনিবেশ করিবার যে অবসর থাকিবে না। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের বিপক্ষভাবধারণ অসম্ভব। কে কি বলিল কে কি ভাবিল, তাহা ভাবিবার আর অবসর কোথায় ? জীবনস্বামিন্, এই অবস্থা লাভের জন্য দাস চিরভিখারী। আজও তোমার জন্য নিন্দা হইল না, অপমান হইল না, লোকে পাগল বলিল না, ইহার বুদ্ধি ভ্রম হইয়াছে বলিয়া কেহ উপহাস করিল না, এই দুরবস্থাতেই কি জীবন অতিবাহিত হইবে ? কি হইলে, প্রভো, তোমার ঈদৃশ অনুগ্রহের বিষয় সকল প্রকাশ পাইতে পারে বলিয়া দাও। তোমার দিকে অগ্রসর হইতে হইলে পৃথিবীর পথ ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া যাইতে হয় শুনিয়াছি কিন্তু আজও তাহা এ ভাগ্যে ঘটিল না। যত যাই পৃথিবীর পথ কেন দৃষ্টিপথের অতীত হয় না। আর অধিক দিন এ প্রকার অবস্থায় থাকিলে চলিতেছে না। দীনজনগতি, শীঘ্র উপায় কর, তোমার প্রিয় সন্তানগণের যে সৌভাগ্য ছিল, তাহা এই হীন দাসকে দাও, দিয়া ইহাকে এরূপ কৃতার্থ কর যেন এ জীবন থাকিতে থাকিতে বলিতে পারে যে প্রভুর দাসের প্রতি এমন কৃপা হইয়াছে যে, তোমা বিনা তাহার সম্বন্ধে পৃথিবীতে আর কিছুই নাই, পৃথিবীর সমুদায় বিষয়ের সে

অতীত হইয়াছে। দাসের সুখ নাই, শান্তি নাই, আরাম নাই, যত দিন না সে এই দশা প্রাপ্ত হয়। তোমারই কৃপা, হে নাথ, তোমারই কৃপা ইহার ভরসা, সেই কৃপাতে তুমি ইহার অভিলাষ পূর্ণ কর এই তোমার নিকটে বিনীত প্রার্থনা।

বৈরাগ্য ও প্রেম।

বৈরাগ্য ও প্রেম একই স্বরূপের দুই দিক্। কিন্তু এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সত্ত্বেও সর্ব্বত্র একাধারে এ দুয়ের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্য পরিমিত জীব, পরিমিত কাল তাহার পৃথিবীতে বাস, এ জন্য একের সাধনে অন্যের সমাগমের কাল থাকে না এ কথা কখন বলা যায় না। কেন না এমন সকল মহাত্মা আমরা দেখিতে পাই যাঁহাদিগের জীবনে এ দুয়ের একত্র সমাবেশ ছিল। ঈশ্বরে যাহা নিয়ত একত্র অবস্থিত, যাহারা তাঁহার উপাসক তাহাদিগেতেও তাহা নিয়ত একত্র স্থিতি করিবে। যদি না করে, উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা,এ তিনেতেই দোষ সংস্পৃষ্ট হয়।

যোগপ্রধান সময়ে তীব্র বৈরাগ্যের অতীব সমাদর ছিল। এ বৈরাগ্যের নিকটে দেহ, গেহ, বিত্ত, স্ত্রী পুত্র পরীবার, আত্মীয়, স্বজন কেহই দাঁড়াইতে পারিত না। বৈরাগ্যের প্রথম বিরোধ এই সকলের সঙ্গে। অপহৃত চিত্তসম্পৎ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য এই কলহ উপস্থিত হয়। যোগী যোগযুক্ত হইবেন বলিয়া কামনা করিলেন, কিন্তু দেখেন তিনি যে সম্বল লইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা তাঁহার হস্তে নাই, অপর কর্তৃক তাহা অতি পূর্ব্বে অপহৃত হইয়াছে। যাহারা তাঁহার আপনার সেবক তাহারা পর্য্যন্ত অপহারকগণের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। যোগী করেন কি, সর্ব্বপ্রথমে এই সেবকগণের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহারা আপনার হইয়া পরের হইয়াছে তাহাদিগকে নিগ্রহ দ্বারা স্ববশে আনা অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সুতরাং তাঁহাকে এমন সকল উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, যাহা সাধারণের চক্ষে অতীব নিষ্ঠুরতা। আমরা বিচারক হইয়া যোগীকে এ সম্বন্ধে দোষারোপ করিতে পারি, কিন্তু কি প্রকার সঙ্কটাবস্থায় নিপতিত হইয়া এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে তিনি প্রবৃত্ত, অন্যে কি প্রকারে তাহার মীমাংসা করিবে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যোগিগণ অতি সঙ্কটাপন্ন হইয়াই এরূপ আচরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা আমাদিগের সহানুভূতির পাত্র। আমরা এ সময়ে তদবস্থাপন্ন নই বলিয়া তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত সমগ্র কঠোর ব্রতের অনুসরণ আমাদিগের পক্ষে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমরা বৈরাগ্যের তীব্রতার বিরোধী, ইহা কখনই নহে।

তীব্র বৈরাগ্য কি? স্বার্থগন্ধের সম্যক্ তিরোধান। আপনার বলিবার কিছু থাকা বৈরাগ্যবিরোধী। কেন, দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ ইহারা তো চিরকাল আপনার থাকিবে? দেহ হইতে যাহাদিগের পৃথক্ স্থিতি, তাহাদিগকে আপনার নয় বলিলেও বলিতে পারি, কিন্তু যে দেহ উপযুক্তরূপে প্রতিপালিত না হইলে বৈরাগীর বৈরাগ্য পর্য্যন্ত থাকিবার আশ্রয় পায় না, সে দেহ আপনার নয়, তিনি কি প্রকারে বলিবেন? আর সকল যাউক তাহাতে তীব্রবৈরাগীর ক্ষতি কি? কিন্তু আমার দেহ বলিয়া তাঁহাকে সকল অবস্থায় যত্ন করিতেই হইবে। তীব্র বৈরাগ্য কোন কালে এ যুক্তিতে কর্ণপাত করে নাই। দেখিলে বোধ হয় বৈরাগিগণের যত ক্রোধ নিজ নিজ দেহেরই উপরে। ইতিহাস পাঠ কর, আহার বিহার পরিচ্ছদাদিতে এই দেহকে কত যন্ত্রণায় ক্লেশে নিঃক্ষেপ করা হইয়াছে। এই দেহ আছে বলিয়া ভোগবিলাসের প্রয়োজন, অপরের সহিত অযুক্ত সম্বন্ধ রক্ষণ আবশ্যক, বৈরাগী ইহা অনুভব করিয়া দেহের প্রতি

স্বার্থগন্ধ যাহাতে না থাকে তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন। আমার দেহ বলিয়া যাহার তৎ প্রতি অনুরাগ আছে, সে কদাপি বৈরাগি-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না।

তবে কি তীব্র বৈরাগ্য স্বভাববিরোধী? যদি মনুষ্যস্বভাবকে অতিক্রম করিয়া বৈরাগ্য উপার্জ্জন করিতে হয় তাহা হইলে এরূপ বৈরাগ্য সাধন না করা ভাল। আমরা বলি, ঈদৃশ বৈরাগ্য কখন প্রকৃতিবিরোধী নহে, প্রকৃতিসঙ্গত। বৈরাগ্য আমাদিগের স্বভাব-নিহিত স্বাধীন ভাবের উপরে সংস্থাপিত। আমাদিগের স্বভাব অধীনতা বহন করিতে পারে না। যাহারা অধীন হয় তাহারা আপনাদিগের স্বভাব বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। স্বাধীনতা প্রমুক্ত ভাব, নিমেষের জন্য কোন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে উহা চায় না। আমি দেহের অধীন হইব, ইন্দ্রিয়ের অধীন হইব, ইহা অবিষহ্য। তুমি বলিবে, যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, তখন তোমাকে তাহার অধীন হইয়া চলিতেই হইবে। বৈরাগী এ কথা স্বীকার করেন না। দেহের অধীন হইয়া ক্ষুৎতৃষ্ণার অনুসরণ বৈরাগীর নিকটে অতীব ঘৃণার্হ, যে ব্যক্তি ক্ষুধা তৃষ্ণার অধীন, সে কেবল ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি চায়, তাহা নহে, ভোজন পানের অধীন হয়। যে ব্যক্তি ভোজন পানের অধীন নহে, সে ক্ষুধা তৃষ্ণার ভিতরে প্রভুর অনুজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তদনুসরণ করে, তাহাতে বৈরাগ্য পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হয়। ভোজ্য পান তাহার লোভ উদ্দীপন করে না, সুতরাং এখানে বন্ধন নাই, কেবলই প্রমুক্তভাব।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে সহজে প্রতীত হইবে তীব্র বৈরাগ্য স্বভাববিরোধী নহে। বরং এরূপ বৈরাগ্য না থাকিলে মনুষ্যত্বের উচ্চতম অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। বৈরাগ্য সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে আত্মাকে প্রমুক্ত করিয়া আপনাতে আপনি অবস্থিতি করে। আপনাতে আপনি স্থিতি স্বাধীনতা। কিন্তু এখানে বৈরাগ্যের শেষ হইল না। আর সমুদায় হইতে দৃষ্টি তিরোহিত হইয়া আপনার প্রতি যখন দৃষ্টি পড়িল, তখন আপনি কি, বৈরাগী দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখেন আত্মা, আমি, অহং, অসৎ অপদার্থ। বৈরাগী এই আমিতে বীতরাগ হইলেন, তখন পরাত্মার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ধাবিত হইল। বৈরাগী পরাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিলেন। তখন তিনি ঈশ্বরের হাতের একটি সাধন হইলেন। পরাত্মা তাঁহাকে যেখানে লইয়া যান, সেখানেই যান, যাহা করান, তাহাই করেন। এই সময়ে বৈরাগ্যের অন্যতম দিক্ প্রেম আসিয়া বৈরাগীর হৃদয় অধিকার করে। তখন তিনি বুদ্ধের সঙ্গে এক হইয়া বলেন "করুণ মম অনন্ত সর্ব্বলোকে"। জীবের করুণা অনন্ত, ইহা কিসম্ভব? ব্রহ্ম যখন সমগ্র হৃদয় অধিকার করেন কেবল তখনই সম্ভব। কিছুমাত্র স্বার্থগন্ধ নাই, কেবলই পরের জন্য সকলই। মনুষ্য এবং ঈশ্বর এখানে এক। বৈরাগ্য মনুষ্যকে দেবত্বে আনিয়া উপস্থিত করে এবং এই দেবত্বই বিশুদ্ধ প্রেম। প্রেমকে আমরা কোন দিন খর্ব্ব করি না, কিন্তু যেখানে বৈরাগ্যের কৃষ্ণবর্ণ ভূমির উপরে প্রেমের বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত হয় না, সেখানে দৃশ্যমান প্রেমের বিচিত্র বর্ণ বাষ্পায়মানমেঘনিপতিত আকাশস্থ ইন্দ্রধনুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। যাহারা ঈদৃশ প্রেমের আপাতদৃশ্য শোভায় বিমুগ্ধ হয়, তাহাদিগকে আমরা ভ্রান্তচিত্ত বলি। যে আজও আপনাকে ভুলিতে পারে নাই সে ভাল বাসিবে, ইহা শুনিলে হাসি পায়। এক জন ঘোর সংসারী ক্রোধমোহাদির অধীন, সে প্রেমিক, একথা যে বলে সে প্রেম কি সামগ্রী তাহা জানে না। একে একে পাঁচও যদি হইতে পারে, তথাপি স্বার্থান্বেষী আত্মপরায়ণ ব্যক্তি প্রেমিক কখন হইতে পারে না। ঈদৃশ ব্যক্তি বাহিরে শত প্রেমের নিদর্শন দেখাইলেও তৎপ্রতি আমাদিগের আস্থা নাই, আর বৈরাগ্য-

বিশুদ্ধচেতা যদি বাহিরে প্রেমের একটি নিদর্শনও না দেখান, আমরা তথাপি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। কেন না কোন্ ভূমিতে প্রেমরত্ন পাওয়া যায় তাহার আমরা সন্ধান পাইয়াছি। যদি বল বৈরাগ্য দেখিতেছি, প্রেম দেখিতেছি না, প্রতীক্ষা কর, যে দিন বৈরাগ্য পূর্ণ হইবে, সেই দিন প্রেম আপনার উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশ করিবে। ঘনতর মেঘে ভাবী বৃষ্টি যেমন অবধারিত, পূর্ণ বৈরাগ্যে তেমনি প্রেম অবশ্যম্ভাবী।

আমাদিগের আনন্দ কিসে।

পৃথিবীতে নিন্দা, ঘৃণা, অপমান, বন্ধুবিরাগ প্রভৃতি যেমন ক্লেশের হেতু, এমন আর কিছুই নাই। কে এমন আছেন, যিনি এই সকলেতে অণুমাত্র আন্দোলিতচিত্ত হন না। মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয় এ সকলেতে ব্যথিত হয়, সুতরাং তজ্জন্য আমরা কাহাকেও দোষ দিতে পারি না। যদি আমাদিগের হৃদয়ের আনন্দ সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তবে এ সকলের অতীত না হইলে কখনই সম্ভবে না। অতীত হওয়া সহজ নহে, কিরূপে অতীত হইতে পারা যায় দেখা যাউক। এ সকল যে পরিমাণে বাড়িবে, সেই পরিমাণে যদি আনন্দ ঘনীভূত হয়, তাহা হইলেই হইল, অন্যথা ঈদৃশ অবস্থা কাহারও লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

আত্মন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কত দূর ঈশ্বরের হইয়াছে? তুমি ঈশ্বরের হইয়াছ কি না, তাহার লক্ষণ কি, তুমি কি জান? বল এ সংসারে তোমার এমন কিছু আছে কি না, যাহার অভাবে তোমার চিত্ত খিন্ন হয়। যদি এরূপ কিছু থাকে তবে তুমি কি প্রকারে বলিবে আমি সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হইয়াছি, ঈশ্বর ভিন্ন আমি আর কাহার নহি। কোন জীব, কি কোন বিষয় তোমার হৃদয়কে তো অধিকার করিয়া নাই? যদি পশ্চাৎ হইতে কেহ তোমাকে আকর্ষণ করে, জানিও তোমার আজও ঈশ্বরের হওয়া হয় নাই। যদি তাঁহার না হইয়া থাক, তবে আর দশ জনের মত তোমার দুঃখ শোক নিরানন্দের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। যদি চির আনন্দ সম্ভোগ করিতে চাও, অন্য সকল দিক্ ছাড়িয়া কেবল ঈশ্বরের হও।

ঈশ্বরের হইলে কি হয়? আর সমুদায় তুচ্ছ হইয়া যায়।

"তদ্ভক্তঃ সরিতাংপতিং চুলুকবৎ খদ্যোতবদ্ভাস্করং
মেরুং পশ্যতি লোষ্টবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ।
চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ
সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ॥"

"ঈশ্বরের ভক্ত সমুদ্রকে চুলুকবৎ, সূর্য্যকে খদ্যোতবৎ, পর্ব্বতকে লোষ্টবৎ, বলিতে কি ভূমিপতিকে ভৃত্যবৎ, চিন্তামণিনিচয়কে শিলাখণ্ডবৎ, অধিক্ কি নিজের দেহকে ভারবৎ দর্শন করেন।" ইটি কি স্বভাবানুগতধর্ম্মসঙ্গত? অন্যনিরপেক্ষতাবিষয়ে স্বভাবসঙ্গত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সংসারের যাহা কিছু উচ্চতম ঈশ্বরের তুলনায় যদি ক্ষুদ্রতম হইয়া না গেল, তাহা হইলে তাহারা আমাদিগের চিত্ত আবদ্ধ করিয়া রাখিবেই। চিত্ত এরূপে আবদ্ধ থাকিলে তাহারা সুখ দুঃখের নিদান হইবে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ সুদূরপরাহত হইয়া উঠিবে।

আনন্দ লাভ করিতে হইলে তবে কি একান্ত স্বার্থপর হওয়া প্রয়োজন? "আত্মারামা হ্যাত্মকামাঃ" যাহারা আত্মাতে আরাম লাভ করেন, তাঁহারা অন্য সকলের নিরপেক্ষ হয়েন, তাহাদের বিষয় কিছুমাত্র হৃদয়ে স্থান দেন না* এরূপ হইয়া আনন্দলাভ স্বার্থপরতার স্বর্গ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? আমরা বলি ইহা স্বার্থপরতা নহে সম্যক্ স্বার্থশূন্যতা। যাহার স্বার্থ আছে, সে সমুদায় বিষয় আপনার সম্বন্ধে দর্শন করে। সুতরাং নিন্দা ঘৃণাদি সকলই তাহার মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্বন্ধে সমুদায় অবলোকন করে তাহার দৃষ্টি সর্ব্বথা বিপরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অন্য লোকে যাহা যে প্রকার ভাবে

গ্রহণ করে সে তাহা সে প্রকার ভাবে গ্রহণ করে না। পৃথিবীর দৃষ্টিতে যাহা অতীব ক্লেশাবহ তাহার নিকটে তাহা কিছুই নহে। ঈশ্বর সহ সম্বন্ধযোগে দর্শন করিয়া সকলই সে আত্মার কল্যাণপ্রদ দর্শন করে, সুতরাং তজ্জন্য তাহার মুখে কোন বিষাদচিহ্ন প্রকাশ পায় না।

আমরা এই অবস্থা লাভ করিবার অভিলাষী। ঈশ্বরের জন্য যাঁহাদিগের জীবন, তাঁহারাই কেবল এ অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ। আমাদিগের কি এরূপ সৌভাগ্য হইবে যে আমাদিগের সুখ দুঃখ সকলই তাঁহার জন্য হইবে। আমরা যদি নিন্দিত হই অপমানিত হই, যেন তাঁহারই জন্য হই, ঘৃণা ও অত্যাচার যদি আমাদিগের উপরে আইসে, উহা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যেন হয়। আমাদিগের আত্মার গভীর শান্তি অপহরণে উহারা কখনই সক্ষম হইবে না; আমাদিগের আনন্দ চির অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গিয়া যদি পৃথিবীর বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হই, আমরা উহাকে সৌভাগ্য মনে করিব। ঈশ্বর এবং তাঁহার রাজ্যের জন্য আমরা আজও সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিতে পারি নাই, এই আমাদিগের দুঃখ; পৃথিবীর দিক্ অন্ধকার হইতে চলিল ইহা আমাদিগের দুঃখের বিষয় নয়। আমাদিগের পথ ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়া, এ পথে চলিতে আমরা কেন কুণ্ঠিত হইব? যতই অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিবে, ততই যদি ঈশ্বরের মুখ উজ্জ্বলতর রূপে আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হয়; তাহা হইলে আমাদিগের আক্ষেপ করিবার কি রহিল? যতটুকু আমরা ঈশ্বরের জন্য ক্লেশ যন্ত্রণা অবমাননা লাভ করি, ততটুকু আমাদিগের আনন্দ। আমাদিগের এখন আর কিছুতেই আনন্দ নাই, আনন্দ কেবল ঈশ্বরের জন্য লাঞ্ছনা? আমাদিগের হৃদয়ের প্রার্থনা এই, আমরা যেন দিন দিন পৃথিবীর পথ হইতে বহু দূরে গমন করি, এবং যতই দূরে গমন করি ততই যেন উহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হই। পৃথিবীর পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাদেশের পথ ধরিলেই আমাদিগের পূর্ণ আনন্দ।

কথা ও জীবন।

পূর্ব্বতন ধর্ম্ম সাধক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের কথা খর্ব্ব ও জীবন দীর্ঘ ছিল তাঁহাদের কথা জীবনের অনুসরণ করিত। তাঁহারা জীবনে সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিতেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের জীবনে ও চরিত্রে সত্য প্রকাশ পাইত, অবশেষে বাক্যেতে তাহা বিবৃত হইত। এই জীবন্ত দৃষ্টান্তসমন্বিত কথায় লোকে জীবন লাভ করিত। এইরূপ কথা জীবনের সৌরভ, স্বর্গীয় বল ও আলোক বহন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে ইহার বিপরীত ভাব প্রত্যক্ষ হয়। এইক্ষণ কথা বড় জীবন ছোট। অনেক সাধক ও ধর্ম্মপ্রচারকের কথা তড়িদ্‌বেগে অগ্রে চলিয়াছে, জীবন শত যোজন দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। জীবনের সঙ্গে কথার কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা বড় বড় মহাপুরুষ মহর্ষিদিগকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরদর্শন যোগ ভক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় উচ্চ উচ্চ কথা অনর্গল বলেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের নীচতা ও চরিত্রের হীনতা দেখিয়া লোক অবাক্ হইয়া থাকে। এইরূপ অস্বাভাবিক অসত্য ভাব বড়ই দুর্গতির কারণ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে অনেকের এই মত যে জীবনে কিছু হউক না হৌক উচ্চ উচ্চ প্রার্থনা ও উপদেশ বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া স্বর্গের লোক বলিয়া পরিচয় দান করিতে পারিলেই জন্ম সার্থক হইল। এইরূপ ঘৃণিত কপট ভাব দেখিয়া শ্রীআচার্য্যদেব অন্তরে বড় ব্যথা পাইয়াছেন। আমরা জানি তিনি এইরূপ বিধি করিয়াছিলেন যে, যাঁহারা উপাসনা প্রার্থনাদিতে অসত্যাচরণ করেন দেবালয়ের পবিত্রতা রক্ষার অনুরোধে তাঁহাদিগকে শাসন করিতে

হইবে। তাঁহাদের অসত্য উক্তি সকলের প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। এখানকার আরাধনা ধ্যান প্রার্থনাদি অসত্যবর্জ্জিত বিশুদ্ধ করিতে হইবে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, কেহ কেহ আরাধনাদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ও বন্ধুতা ও তাঁহার নিগূঢ়দর্শনসম্বন্ধে এমন ভূরি ভূরি উচ্চ উচ্চ কথা ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহাকে অবতারবিশেষ বলা যাইতে পারে, তাঁহার কথা গুলি ভাবিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্বন্ধে আচার্য্যদেব তাঁহার অনেক নিম্ন সোপানে পড়িয়া রহিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু উপাসনালয় হইতে বাহির হইয়াই দেখ তিনি ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভ্রাতার সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ক্রোধ ও আত্মাভিমানে বক্ষ স্ফীত করিয়া কত কটূক্তি বাণ ভ্রাতার প্রতি বর্ষণ করিতেছেন, গৃহবিচ্ছেদ ও অপ্রেমের অগ্নি জ্বালিয়া আহুতি দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক দিনের জন্যও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর নাই, অর্থাদি সম্বন্ধে নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকতা নাই, জীবনে বৈরাগ্যের আদর নাই। ধর্ম্মরাজ্যে এ সকল অসত্য ভাব যে কত দূর শোচনীয় এবং এইরূপ আধ্যাত্মিক দুরবস্থায় নিজে সাধু বলিয়া অভিমান করা যে কি বিড়ম্বনা তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহাদের এরূপ উচ্চ ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরযোগ হইয়াছে, তাঁহারা কি কখন এ প্রকার রিপুপরবশ হইতে পারেন? ইহাতে যে উপাসনা প্রার্থনার অবমাননা ও ঈশ্বরের সঙ্গে উপহাস করা হয়। এ সমস্ত কারণে আচর্য্যেদেব মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছেন।

মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন তুমি উপবাসব্রত পালন করিলে তোমার মুখে তাহার চিহ্ন যেন প্রকাশ না পায় এরূপ করিবে, তোমার দক্ষিণ হস্ত দান করিলে বাম হস্ত যেন জানিতে না পায়। বাস্তবিক মহাত্মা লোকেরা কি কথায় কি ক্রিয়ায় আড়ম্বর প্রদর্শনে কুণ্ঠিত। আচার্য্যদেবের চরিত্র কত গভীর তাঁহার জীবন কত শুদ্ধ ও উচ্চ, তাঁহার ঈশ্বর দর্শন কেমন উজ্জ্বল, যোগ কেমন প্রগাঢ় তদনুসারে তাঁহার কথা অনেক খর্ব্ব ছিল। তাঁহার উপদেশ প্রার্থনাদি ইহার প্রমাণ। তিনি যোগে নিমগ্ন ও প্রত্যাদেশের অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উপাসনাদি করিতেন, প্রার্থনাদিতে ঈশ্বরের উক্তি অবিকল বলিতেন, অথচ এই তুমি বলিতেছ, এই তোমার কথা. এইক্ষণ তুমি এই মূর্ত্তি দেখাইলে, এই ভাবে প্রকাশিত হইলে, পুনঃ পুনঃ এই প্রকার উক্তি করিয়া নিজের ঈশ্বর শ্রবণ দর্শনকে লোকের নিকটে সমর্থন করেন নাই। তাঁহার প্রার্থনাদি পাঠ করিলে ঈদৃশভাব অতি অল্পই পাওয়া যায়। তিনি অনেক ভাব অনেক কথা চাপিয়া রাখিতেন, অন্য লোকে সেইরূপ ঠিক ভাব না হইলেও ঢাক ঢোল বাজাইয়া বাহিরে দশ গুণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন অনেক গুহ্য কথা আছে যে তাহা সাধারণে ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ। বিশেষ সাধকমণ্ডলীর মধ্যেই তা প্রচারিত হওয়া বিধি। ইহা সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। হিন্দুগণ বীজমন্ত্র ও গায়ত্রী অপর লোকের নিকটে কখন প্রকাশ করেন না। মোসলমান ও খ্রীষ্টবাদী লোকেরাও সাধন সম্বন্ধীয় বিশেষ নিগূঢ় তত্ত্ব অবিশ্বাসী লোকের নিকটে ব্যক্ত করেন না। তাহাতে মন্ত্রের মাহাত্ম্য থাকে না। এই সকল তত্ত্বের বা মন্ত্রের প্রভাব সাধকের জীবনে প্রকাশ পাইবে বাক্যেতে নয় এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ সত্য প্রকাশের বিশেষ বিশেষ কাল ও পাত্র আছে। আচার্য্যদেব দুই জন শিক্ষার্থীকে কুটিরে ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব সকল শিক্ষা দান করিয়াছেন, তথায় তাঁহার কয়েক জন নির্দ্দিষ্ট বন্ধু ব্যতীত অন্য লোক উপস্থিত থাকিতে পারে নাই, তিনি দেবালয়ের কোন কোন উপদেশ ও প্রার্থনা উপযুক্ত সময় হয় নাই বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন।

আচার্য্যদেব বাক্য প্রয়োগ সম্বন্ধে বড় সাবধান ছিলেন তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি অনেক প্রতিমার নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যে সকল নামের ধাতু প্রত্যয়াদির যোগে চৈতন্যস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মের গুণ ও স্বরূপ উপলব্ধি না হয় সচরাচর তাহার প্রয়োগ করিতেন না। কিন্তু লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার স্থলে উহা যে চিৎস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি ব্রহ্মের প্রগাঢ় অসীম শক্তি প্রদর্শন করিতে যাইয়া স্থল বিশেষে মহাসাগরের দৃষ্টান্তের অনুসরণে কালীশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু কখন দুর্গা বা ভবানী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি বন্ধুদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিয়াছেন যে তোমরা লোকের মনের বদ্ধমূল কুসংস্কার ও অসত্য দূর করিবে, তোমাদের প্রচার দ্বারা যেন কাহার বা কোন সম্প্রদায়ের কুসংস্কার প্রশ্রয় না পায়। হরিনাম প্রচার ও কীর্ত্তন কালে লোকদিগকে এরূপ বুঝিতে দিতে হইবে যে পাপহরণকারী চিৎস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মের নাম কীর্ত্তন করিতেছ, দ্বিভুজ মুরলিধারী কৃষ্ণের নাম নয়।

ভক্তের প্রতি ভক্তি প্রার্থনা।

কোন মহিলা কর্ত্তৃক।

হে দয়াময় দীনবন্ধু, তোমার ভক্ত পুত্রকে কেমনে চিনিব? নাথ দেখ পৃথিবীতে যদি কোন ব্যক্তি সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যায় তাহার গুণ স্মরণ করিয়া মানুষ সকল ধন্যবাদ করে, তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে, কত কৃতজ্ঞতা দেয়, কিন্তু নাথ, তোমার বিধানকুমার আমাদের জন্য পৃথিবীর নর নারীর জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়া কত প্রকারে হিত সাধন করিয়াছেন, অথচ তাঁহাকে মুখ্যাতিও শ্রদ্ধা ভক্তি দেওয়া লোকেরা সহিতে পারিতেছে না। অবিশ্বাসী যাহারা তাহারা বলে ইহারা পৌত্তলিক হইতে চলিল। আমরা যদি বলি তোমার পুত্র আমাদের পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছিলেন ইহার অর্থ কি এই নয় যে তুমি তাঁহার ভিতর দিয়া আমাদিগের পরিত্রাণের পথ প্রকাশ করিয়াছ? আমরা যদি তোমার পুত্রকে হৃদয়ের ভক্তি উপহার দিই তাহা হইলে অবিশ্বাসী মানুষেরা বলে যে ইহারা মানুষকে পূজা করে, মানুষকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইতে চাহে। হে অন্তর্যামী তাহা কি কখন সম্ভব? তোমার পুত্র নিজে গুরু পর্য্যন্ত হইতে স্বীকার করেন নাই, তোমার স্থল অধিকার করাতো দূরে। হে নাথ, পৃথিবীর নিয়ম তুমি করিয়াছ যে পুত্র যদি অতি বীর হন বিদ্বান্ হন পিতা যদি তাহা অপেক্ষা গুণে ছোট হন, তবু পিতার স্থান পুত্র পান না; পিতা পুত্র হইতে পারেন না। মাতা অপেক্ষা যদি কন্যা সদ্গুণ সম্পন্না হন তবু কন্যা মাতার আসন পান না। তুমি পৃথিবীর সামান্য মানব সম্বন্ধে এই করিয়াছ, আর হে জগৎস্রষ্টা, হে সর্ব্ব শক্তিমান অনন্ত ঈশ্বর, হে জগৎ প্রসবিনী, তোমার সিংহাসনে তোমার পুত্র বসিবেন কেমন করে, কে ভাবিবে? কিন্তু এদিকে আবার তোমার ছেলেকে যোল আনা ভক্তি প্রীতি ও সম্মান না দিলে তুমি সন্তুষ্ট হও না। নাথ, ভক্তগণ তোমাকে ভক্তসখা, ভক্তবৎসল ভক্তপ্রাণবল্লভ, বলে ডাকেন কেন? তুমি ভক্তের প্রাণের ভিতরে থাকিয়া আশ্চর্য্যরূপে পাপীর পরিত্রাণ কর এই জন্য। নাথ, তোমার বিধানকুমারকে যেন প্রাণের ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া পূজা করিতে পারি। নাথ, পূজা শব্দ সেই অর্থে বলি যে অর্থে গুরুজন সম্বন্ধে পত্র লিখিতে গেলে পূজনীয় লিখিতে হয়। যদি গুরুজনকে পূজনীয় বলি, তবে তোমার পুত্র, যিনি আমাদের তোমার ঘরে লইয়া যাইতেছেন পরিত্রাণ দিতেছেন তাঁহাকে আমি কি পূজা করিতে পারি না? হে নাথ, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার বিধানকুমারকে তোমার সকল ছেলে মেয়ের অপেক্ষা অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারি। তাঁহার নিকটে আমি অধিক ঋণী ও অনেক উপকার পাইয়াছি। আর তোমার দেবদেবী সন্তান সন্ততিদিগকে ভাল বাসিতেও ভক্তি করিতে তাঁহারই নিকট শিখিয়াছি। হে প্রভু, আমায় আশীর্ব্বাদ কর তোমার কোলে তোমার ছেলেকে যেন অনন্ত কাল দেখি, যেন তোমার বিধানকুমারকে প্রাণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারি কারণ আমি তা হলে তোমাকে পাব তোমার পরিবারে স্থান পাব।

ঈশার অনুগমন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিনয়।

স্বভাবতঃ সকলেই জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভয় ব্যতীত জ্ঞান দ্বারা কি লাভ হয়?

যে আপনাকে অবহেলা করিয়া আকাশের গ্রহ তারাদিগের গতি অধ্যয়ন করে, সেই অহঙ্কারী জ্ঞানী অপেক্ষা যে বিনয়ী কৃষক ঈশ্বরের সেবা করে সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।

যে আপনাকে চিনে তাহার চক্ষে সে আপনি অতি হীন এবং নীচ ও সে লোকের প্রশংসায় সন্তুষ্ট হয় না।

যদি আমি পৃথিবীর যাবৎ বিষয় বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার অন্তরে দয়া না থাকে তবে যিনি আমার কার্য্য দেখিয়া বিচার করিবেন, তিনি ঈশ্বরের নিকটে আমি কি ফল লাভ করিব?

(২) অত্যন্ত জ্ঞান-লালসা হইতে নিবৃত্ত হও, কারণ তাহাতে সমূহ চিত্তবিক্ষেপ এবং প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা।

জ্ঞানীরা অন্যের নিকটে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে এবং জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হইতে ব্যস্ত হয়।

অনেক বিষয় জানিবার আছে, যাহাতে আত্মার কোন উপকার হয় না, এবং সে নিতান্ত মূঢ় যে আপনার পরিত্রাণ তত্ত্ব না জানিয়া অন্য বিষয়ে মনোযোগী হয়।

অনেক কথা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না; কিন্তু সাধুজীবন আত্মাকে আনন্দিত করে এবং নির্ম্মল বিবেক ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর বৃদ্ধি করে।

(৩) যত অধিক তুমি জানিবে, যত অধিক তুমি বুঝিবে, তত কঠিনভাবে তোমার প্রতি বিচার হইবে, যদি তোমার জীবন তদনুসারে অধিক পবিত্র না হয়।

অতএব কোন শিল্প কিম্বা বিজ্ঞান শিখিয়াছ বলিয়া অহঙ্কার করিও না, কিন্তু যে বিদ্যা লাভ করিয়াছ তজ্জন্য বরং ভীত হও।

যদি তুমি মনে কর যে তুমি অনেক জান এবং অনেক বুঝ; তথাপি তোমার জানা উচিত যে অনেক বিষয় তুমি জান না।

আপনাকে অতি জ্ঞানী বলিয়া প্রকাশ করিও না, বরং আপনার মূর্খতা স্বীকার কর।

যখন তুমি দেখিতেছ যে ধর্মশাস্ত্রে তোমা অপেক্ষা অধিকতর নিপুণ এবং বিজ্ঞতর লোক সকল আছেন, তখন কেন তুমি আপনাকে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিবে?

যদি তুমি তোমার কল্যাণের জন্য কোন বিষয় জানিতে কিম্বা শিক্ষা করিতে পাও, তবে তুমি লোকের নিকট অপরিচিত এবং অপ্রশংসিত থাকিতে ইচ্ছা কর।

(৪) আপনাকে প্রকৃতরূপে জানা এবং আপনাকে অত্যন্ত হীন মনে করাই উচ্চতম এবং অত্যন্ত কল্যাণকর জ্ঞান।

অপর সকলকে উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বদা মনে করা এবং আপনাকে অপদার্থ বলিয়া জানা দিব্য জ্ঞান এবং পূর্ণতার লক্ষণ।

যদি তুমি কাহাকেও কোন গর্হিত অপরাধ কিম্বা প্রকাশ্যরূপে কোন পাপ করিতে দেখ, তথাপি তাহা অপেক্ষা আপনাকে উৎকৃষ্টতর মনে করা তোমার উচিত নহে; কেন না তুমি জান না কতকাল তুমি পুণ্যপথে দণ্ডায়মান থাকিবে।

আমরা সকলেই দুর্ব্বল, কিন্তু তুমি কাহাকেও তোমা অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল মনে করিও না।

কুটীর।

সোমবার, ১০ শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থিন্! চক্ষুকে কদাপি অবহেলা করিবে না। যদি বল চক্ষু কি? চক্ষুর আবশ্যক কি? চক্ষুর গুরুত্ব কি? চক্ষুর আদর করিব কেন? ভক্ত চক্ষুকে বিশেষরূপে আদর করেন। চক্ষু ভক্তির যন্ত্র। সেই যন্ত্র চালিত হইলে ভক্তি প্রস্ফুটিত হয়। ভক্তি হৃদয়ের ভিতরে, যাঁহাকে ভক্তি করিব তিনি আছেন বাহিরে। এই চক্ষুরূপ বিশেষ যন্ত্র দ্বারা ভক্তি তাঁহার সঙ্গে সংযুক্ত হইবে। বাহিরের বস্তুই দেখি আর ভিতরের বস্তুই দেখি দেখিতে হইবে। না দেখিলে ভক্তি হয় না। ভক্তি রাজ্যের দ্বার এই চক্ষু, সেই দ্বারের চাবি দর্শন। না দেখিলে ভক্তি স্রোত বন্ধ হইবে। ভক্তবৎসল শত সহস্র বৎসর তোমার চক্ষের সমক্ষে থাকুন না কেন, না দেখিলে ভক্তি হইবে না। চক্ষুর মধ্যে যোগ নদী এবং ভক্তি নদীর মিলন হয়। ইহার ভিতর দিয়া যোগপথে এবং ভক্তিপথে দুই দিকেই যাওয়া যায়। এই চক্ষুর ভিতর দিয়া যোগী যোগেশ্বরকে দেখেন, ভক্ত ভক্তবৎসলকে দেখেন। যোগের দেখা শাদা চক্ষে জল নাই। এই "তুমি আছ" ইহা যোগীর মূল মন্ত্র। এই সত্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর নিরীক্ষণ করিতে করিতে যোগীর দর্শন উজ্জ্বলতর হয়। এইখান দিয়া যোগী তাঁহার নৌকা ভাসাইয়া দিলেন, সত্য পদার্থ ধরিলেন। ভক্ত বসিয়া আছেন, প্রতীক্ষা করিতেছেন "তুমি আছ" শুদ্ধ এই সত্য ধরিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় না। শাদা চক্ষে বর্ণহীন ঈশ্বরকে দেখিলে তাঁহার ভক্তি হয় না। প্রেম পুণ্যে অনুরঞ্জিত সুবর্ণ ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে তবে তাঁহার চক্ষে প্রেমজল আসিবে। যিনি ভক্তবৎসল প্রেমময় যাঁহার মুখে পবিত্রতার রঙ্গ, প্রেমের রঙ্গ আছে প্রেমাশ্রু পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে। নতুবা শাদা চক্ষে রঙ্গের প্রতিভা হয় না। পদার্থের খুব সুন্দর রঙ্গ হউক না, জল চাই, নতুবা তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না। যখন চক্ষে জল আসিল, তখন প্রেমময়ের রঙ্গ প্রতিভাত হইল, এবং তখন ভক্তের প্রাণ হইতে আরও ভক্তির জল প্রেমের জল বাহির হইতে লাগিল, ডোবার মত অল্প জল ছিল। পরে পুষ্করিণী হইল, ক্রমে নদী হইল, পরে সমুদ্র হইল। তার উপর জোয়ার আসিল, আবার প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র উথলিয়া পড়িল, সেই জলপ্লাবনে সমুদয় ভাসিয়া গেল। যত জল পড়ে তত

জল আসে। না দেখিলে কিছু হয় না। বস্তু দেখা ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না। এই চক্ষুই সাধনের যন্ত্র। যদি রুক্ষ ভাবে কঠোর রূপ দেখ, হে অল্প ভক্তিবিশিষ্ট সাধক! তোমার ভক্তি হইবে না। যতক্ষণ রূপের ভিতরে মাধুরী, সৌন্দর্য্য না দেখ তত ক্ষণ ভক্তির উদয় হইবে না। কেন ভক্ত হইবে? যাঁহারা ভক্ত হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমাগত দেখিতে দেখিতে এমন হবে, যে চক্ষু হইতে সেই প্রতিভা আর চলিয়া যাইবে না। ভক্তিশিক্ষার্থী তুমি বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিবে যাহা হয় চক্ষুদিয়া হইবে। তুমি রুক্ষ নয়নে দেখিলে ভক্তি হইবে না। অনুরঞ্জিত চক্ষে দেখ সহজেই ভক্তি হইবে। এই উপদেশ হইতে এই বিধি উৎপন্ন হইবে, যদি ভাল দর্শন না হয় চক্ষের দোষ দিবে। এই বলিবে পোড়া চক্ষু ঠাকুরকে ভাল রূপে দেখিতে দিল না। পাঁচমিনিটে না হয় দশ মিনিটে, দশ মিনিটে না হয় আধ ঘণ্টাতে, আধ ঘণ্টাতে না হয় এক ঘণ্টা, যত ক্ষণ সেই মধুর ভাবে দর্শন না হয় তত ক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। আগা গোড়া চক্ষুকে লইয়া টানাটানি করিবে। চক্ষের ভিতরে অনেক লীলা খেলা চক্ষের ভিতরে অনেক রত্ন। ভক্তি যদি শিখিবে চক্ষুতে অঞ্জন দাও, শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে প্রেমাশ্রু আসে তাহার উপায় কর। তাহা হইলে যখনই তাঁহারদিকে তাকাইবে তখনই সুন্দর ভাব আসিয়া প্রাণ মোহিত করিবে, তখন ইচ্ছা হইবে আরও তাকাইয়া থাকি। নিরীক্ষণ করিতে করিতে আঠার মত একটা বস্তু আসিয়া চক্ষুকে একেবারে সেই রূপের সঙ্গে বদ্ধ করিয়া ফেলিবে। চক্ষুর ভিতরে এত নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে। চক্ষু শত্রু হইলে সহস্র মিত্র কিছু করিতে পারিবে না। অতএব চক্ষু যেন বন্ধু থাকে। চক্ষু যেন প্রেমের জল উথলিত করিয়া দেয়। সেই রঙ্গ যতক্ষণ চক্ষে না পড়িবে ততক্ষণ ছাড়িবে না। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভক্তি প্রেম বাড়িবে। অতএব চক্ষুকে শ্রদ্ধা কর। চক্ষুর মহত্ত্ব প্রশংসা কর। চক্ষু মিত্র হউক, চক্ষু সুহৃৎ হউক, চক্ষু প্রেমানুরঞ্জিত ব্রহ্মকে দেখাইয়া দিয়া হৃদয়ের প্রেম ভক্তি ফুল প্রস্ফুটিত করিয়া দিক্।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিন মনুশাস্তি।

মা চক্ষুরবহেলিষ্ঠাঃ কদাচিৎ তেন কিং পুনঃ।
জিজ্ঞাসুশ্চেৎ যন্ত্র এতৎভক্তেঃ প্রস্ফুটতা ততঃ॥ ১॥
হৃদি ভক্তির্বহিঃ সোঽয়ং যং ভক্ত্যাহঙ্গ ভজেত্তত্র সা।
তেনৈব যোগমাপ্নোতি ন তু সা দর্শনাদৃতে॥ ২॥
দ্বারং চক্ষু র্ভক্তিরাজ্যস্যেক্ষণং কুঞ্চিকা স্মৃতা।
ভক্তিস্রোতো হবরুদ্ধং স্যাদিহ যদ্দর্শনং বিনা॥ ৩॥
বৎসরাণাং সহস্রং বা শতংতে ভক্তবৎসলে।
নিকটে বিদ্যমানোহপি ভক্তি র্নাবেক্ষ্য জাতুচিৎ॥ ৪॥
যোগাপগা ভক্তিবহা মিলিতা নয়নস্থলে।
ততো যোগপথে বাথ গমনং ভক্তিবর্ত্মনি॥ ৫॥
যোগেশ্বরং চক্ষুর্ষা হি যোগী তং ভক্তবৎসলম্।
ভক্তাশ্চ পশ্যতি প্রোক্তং তদেবোভয়সাধনম্॥ ৬॥
শুষ্কেন নয়নে নাশ্রুবর্জ্জিতেন চ দর্শনম্।
যোগিনো মূলমন্ত্রোঽসৌত্যথীক্ষালম্বনং মহৎ॥ ৭॥
স্রোতস্যুৎস্থষ্টা তেনাস্মিন্ নৌর্ধ্তা পরমার্থতঃ।
সৎপদার্থো ন তেনাস্ত ভক্তস্য তৃপ্তি রেধতে॥ ৮॥
বর্ণাভাবেন শুষ্কেনা বিক্তেন খলু চক্ষুষা।
দর্শনাদ্ভক্তিরস্যাঙ্গ ন সম্ভবতি জাতুচিৎ॥ ৯॥
প্রেমপুণ্যে সুবর্ণাভং পরেশং পশ্যতোঽস্য তু।
প্রেমাশ্রুধারা সম্পাতঃ সহসা সংপ্রবর্ত্ততে॥ ১০॥
যোঽসৌ প্রেমময়ো ভক্তবৎসল প্রেমপুণ্যয়োঃ।
বর্ণেন রঞ্জিতমুখঃ প্রেমাশ্রুবর্দ্ধনায় সঃ॥ ১১॥
পদার্থে সুন্দরেঽপ্যস্য ন জাতু সলিলং বিনা।
প্রতিবিম্বাব ভাসোঽঙ্গ তেনেশ কান্তিভাসনম্॥ ১২॥
ভক্তিপ্রেমজল ঞৈবং বৃদ্ধিংগচ্ছৎ সরঃ সরিৎ।
সমুদ্রস্তৎসমুচ্ছ্বাস প্লাবনে চ পরাজিতঃ॥ ১৩॥
ন জলস্যোদ্গাম ক্ষান্তি রতোন দর্শনাদৃতে।
ভক্তেঃ সমুদয়ো বস্তুপ্রত্যক্ষজন্য এব সঃ॥ ১৪॥
চক্ষুঃ সাধনযন্ত্রোঽল্প ভক্তিসাধক পশ্যসি।
রুক্ষভাবেন চেদ্রূপং রুক্ষং ভক্তি র্নতে ভবেৎ॥ ১৫॥
সৌন্দর্য্যঞ্চ মধুরতাং যাবদ্রূপস্য নেক্ষসে।
ন সোদেষ্যতি পশ্যন্তো ভক্তাঃ পশ্যন্ত এবহি॥ ১৬॥
পশ্যতঃ প্রতিভা জাতু চক্ষুষা ন নিরেতিতে।
অতএব ভবেৎসর্ব্বং স্মর নিত্যং বিশেষতঃ॥ ১৭॥
ন রুক্ষ নয়নেনানু রঞ্জিতেন তু চক্ষুষা।
সোদেতি নেত্রদোষঽয়ং চেন্নস্যাৎ সুষ্ঠু দর্শনম্॥ ১৮॥
যাবত্তন্মধুরং ন স্যাদনিবৃত্ত্যা প্রতীক্ষতাম্।
দশ দ্বাদশ হোরাংশান্ হোরাং তদৰ্দ্ধমেব বা॥ ১৯॥
অস্মিন রত্নানি বহুলান্যস্মিন্ লীলাঽনেকধা।
ভক্তিশিক্ষাভিলাষশ্চেদঞ্জনং বিনিযোজয়॥ ২০॥
শীঘ্রমায়াতি প্রেমাশ্রু যতস্তৎ কুরু মোহিতঃ।
ভবিষ্যসি হি সৌন্দর্য্যাদ্দর্শনাতৃপ্তিরেব চ॥ ২১॥
চক্ষুরূপেণ নির্য্যাসেনোৎপন্নেন চ দর্শনাৎ।
দৃঢ়বদ্ধং ততঃশত্রৌ তস্মিন্ মিত্রশতেন কিম্॥ ২২॥
চক্ষুর্মিত্রং ভবৎ প্রেমজলোচ্ছ্বাসকরং যথা।
ভবত্যেবং প্রযত্নস্তে শ্রদ্ধা তস্মিংশ্চ জায়তাম্॥ ২৩॥
যাবত্তস্মিন্ ন রাগোঽঙ্গ ভাতি যত্নং জহাহি ন।
প্রেমানুরঞ্জিতং ব্রহ্ম বন্ধুর্ভূত্বাহি দর্শয়েৎ॥ ২৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্ত্যানুশাসনে নেত্র-
সাধনং নাম বিংশমুপনিষৎসু সপ্ত-
চত্বারিংশত্তম মনুশাসনম্॥

তিন যুদ্ধ *।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আচার্য্য, নববিধান প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে যে তিন মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ বলুন এবং তাহা হইতে জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ কি কি মহ'সত্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলুন।" আচার্য্য বলিলেন, অতি সুন্দর প্রশ্ন হই-য়াছে। তবে সেই তিন মহাযুদ্ধের কথা শ্রবণ কর এবং বিধাতার প্রেমলীলা রস পান কর। যখন এই দেশে মূর্ত্তি-পূজার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল এবং পৌত্তলিকতার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়'ছিল সেই সময়ে বিধাতা পুরুষ, ভারতবর্ষের ঈশ্বর বিশেষরূপে তাঁহার অতুল মহিমা এবং অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি কএকজন মহানুভব ব্যক্তির মনোমধ্যে জ্ঞানের আসনে বসিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন ভারতবর্ষের চারিদিকে নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজা হই-তেছিল সেই সময়ে সনাতন ব্রহ্ম ভারতবর্ষ এবং সমস্ত জগৎ হইতে সকল প্রকার অসত্য এবং পৌত্তলিকতা দূর করিবার জন্য, কএকজন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মনে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব প্রকাশ করিলেন। সেই কএকজন ব্রহ্মনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী সাহস পূর্ব্বক তুরী ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্য বাজাইয়া ভ'রতের আকাশে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই নিশান উড়াইলেন। তাঁহাদিগের নিকটে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরিচয় পাইয়া বঙ্গদেশের এবং ভারতবর্ষের অনেকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নিশান উড়িল অপর দিকে তেমনি পৌত্তলিকেরা একেশ্বরবাদীদিগকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল কে জানিত কোন্ পক্ষের জয় লাভ হইবে। অল্পবিশ্বাসী সাধারণ লোকেরা মনে করিল যে দিকে লোকসংখ্যা অধিক সেই দিকেরই জয় হইবে; কিন্তু সত্যেরই জয় হইল। সত্য সূর্য্যের উদয়ে অসত্য পৌত্তলিকতার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। যে দেশ সেই এক পুরাতন সনাতন পরব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই অতীন্দ্রিয়, নির্ব্বিকার, নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঘোরতর পৌত্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল সেই দেশ আবার অদ্বিতীয় প্রাচীন পরব্রহ্মকে মাথায় করিয়া লইল। দেশ দেশান্তরে একমেবা-দ্বিতীয়মের নিশান উড়িতে লাগিল। এক ঈশ্বর আপনার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন নানাপ্রকার মূর্ত্তিপূজাকারীদিগের সঙ্গে একেশ্বরবাদীদিগের মধ্যে এই যে মহাযুদ্ধ উহা দেশ উদ্ধারের জন্য, দুঃখী দুঃখিনী-দিগের পরিত্রাণের জন্য অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বয়ং ঘটাইলেন। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া, সত্যের বলে বলবান্ হইয়া একেশ্বরবাদীগণ অসত্য পৌত্তলিকতার দুর্গ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশ্বরের সাহায্যে তাঁহারা বিঘ্ন বিপত্তির সাগর অতিক্রম করিয়া পরিণামে জয় লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও যত্নে চাদিকে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম ঘোষিত হইতে লাগিল। অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "ঈশ্বর দুই নহেন, ঈশ্বর, তিন নহেন, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর হইতে পারে না। যিনি অসংখ্য গুণধারী পরব্রহ্ম, যিনি কোটি কোটি রূপ ধারণ করেন তিনি এক।" প্রথম তিনি এক এই আদি সত্য জয় লাভ করিল এবং ভারত ভূমিতে ইহা সুপ্রষ্ঠিত হইল। প্রথম যুদ্ধে ঈশ্বর জয়ী হইলেন, এবং তাঁহার অনুগত একেশ্বরবাদীগণ পৌত্তলিক হিন্দু সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। এই রূপে প্রথম যুদ্ধে বিস্তীর্ণ হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, জীবন্ত ঈশ্বরের বলে, সত্যের অনুরোধে, মূর্ত্তিউপাসকদিগের দল পরিত্যাগ করিয়া আমরা একটী ক্ষুদ্র বিশ্বাসী দল সত্যের দিকে চলিলাম। ইহার পর কিছু দিন আমরা কুশলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সমাজ অথবা ব্রহ্মো-পাসকদিগের সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয়বার এদেশে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। আমা-দিগের এই ক্ষুদ্র একেশ্বরবাদীদলের ভিতরে আবার বিভাগ হইল। প্রথম যুদ্ধে প্রকাণ্ড পৌত্তলিক হিন্দু সমাজ হইতে একেশ্বরবাদীগণ বিচ্ছিন্ন হইলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেক পরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের দল হইতে নির্ব্বা-সিত ও বিচ্ছিন্ন হইলেন। প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সংকীর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত নূতন নূতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহি-লেন; কিন্তু কএক জন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করি-বার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা বলি-লেন; "কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ভাবে ব্রহ্মো-পাসনা, করিলে হইবে না; কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাসানুসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। দৈনিক জীবন ব্রহ্মপাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে এবং সমস্ত জীবন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে। ঈশ্-বরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য

* সেবকের নিবেদন ৪৩ সংখ্যা ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৮০৩ শক।

করা উচিত নহে; অতি সামান্য বিষয়েও মনুষ্যের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে, জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্য্য সকলও বিবেকের অনুমোদিত হওয়া উচিত।" প্রথমোক্ত ব্রহ্মবাদীগণ জীবনপথে এতদূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাঁহাদের দল হইতে নির্ব্বাসন করিলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ। বিধাতা পুরুষ তাঁহার অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বিবেকপরায়ণ নব্য যুবাদলের মনে স্বর্গীয় সংসাহস এবং দুনির্ব্বার উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয়লাভ করিল। বিবেকী ব্রহ্মানুরাগীদল জীবন্তভাবে বিবেকের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ব্রহ্মবাদীগণ ক্রমশঃ শুষ্ক, নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, এবং কঠোর নিয়মতন্ত্র হইয়া জীবনশূন্য ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। প্রথম যুদ্ধে একেশ্বরবাদীগণ প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেকী ব্রহ্মভক্তগণ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। উভয় যুদ্ধেই বিচ্ছেদ হইল; কিন্তু এই বিচ্ছেদ মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায় সম্ভূত। বিবেকী ব্রহ্মানুরাগী নব্য দল প্রাচীন দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন;—"হে ঈশ্বর, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাদের ইচ্ছা হউক! কি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, কি গৃহ ধর্ম্মানুষ্ঠান, কি দৈনিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার, সমুদায় বিষয়ে, হে অদ্বিতীয় সর্ব্বাধিকারী মহাপ্রভু পরমেশ্বর, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শক্তি দাও।" এইরূপে দ্বিতীয় যুদ্ধে ভারতের আকাশে ব্রহ্মের ইচ্ছার নিশান উড়িল এবং ব্রাহ্মসমাজে বিবেকের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। নিজের ইচ্ছা অথবা স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া বিবেকের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, বিষয়সুখ ভোগলালসা নির্ব্বাণ করিয়া বৈরাগ্য ব্রত পালন করিতে হইবে, এই স্বর্গীয় সুন্দর ছবি দেখাইবার জন্য, এই মত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সংগ্রামে ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার অনুগত বিবেকী সন্তানগণ জয়ী হইলেন। প্রাচীন সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া নূতন দল ঈশ্বরাজ্ঞায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন এবং কিছু কালের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নিয়মিতরূপে সাধকবে ব্রহ্মপূজা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা ইহাঁদিগের সমস্ত জীবনকে অধিকার করিতে লাগিল এবং ইহাঁদিগের চরিত্র শাসন করিতে লাগিল। প্রথম যুদ্ধে সত্যের জয় হইল, দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেক অথবা ব্রহ্মের ইচ্ছার জয় হইল।

কিছুকাল পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। আবার সূর্য্যালোকে নানা প্রকার যুদ্ধের অস্ত্র সকল চক্ মক্ করিয়া উঠিল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ সমাগত, ইহাতেও ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যুদ্ধ অপেক্ষাও এ যুদ্ধ প্রবলতর। ঈশ্বরের আদেশ অথবা প্রত্যাদেশ ভূমির উপরে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এক দল প্রত্যাদেশ বাদী আর একদল বিরোধী, এই দুই দল যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল। সেই পূর্ব্বোক্ত বিবেকী ব্রহ্মভক্তদল বলিলেন; "যাহা বিবেকের আদেশ তাহাই ঈশ্বরের বাণী অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছা! নিজের ইচ্ছা সংযত হইলেই ঈশ্বরের আদেশ এবং তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করা যায়।" প্রত্যাদেশ বিরোধীদল ইহাতে সম্মতি দিতে পারিলেন না! তাঁহারা বলিলেন; "ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন তদনুসারে চলিলেই ধর্ম্মসাধন হয়, ঈশ্বর কখনও প্রত্যক্ষভাবে আমাদিগের নিকটে তাহার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন না, কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ শুনিতে পায় না।" দুই দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল কামানের গোলা উঠিতে লাগিল ও পড়িতে লাগিল, যুদ্ধের ধূম স্তম্ভের আকৃতি ধারণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল। যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ঘটিয়াছিল, এই তৃতীয় যুদ্ধও সেই মঙ্গলময় বিধাতার অভিপ্রায়েই ঘটিয়াছিল, ইহাতে উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং বিশ্বাসীদিগের বিশেষ কল্যাণ ও কুশল হইয়াছে। এই তৃতীয় যুদ্ধ হইতেও জীবের কল্যাণদাতা ভগবান তাঁহার এক প্রবল সত্য উদ্ধার করিয়া নববিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তৃতীয় যুদ্ধে এই শিক্ষা লাভ হইল যে বিবেকের বাণীকে ব্রহ্মবাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। তৃতীয় যুদ্ধ এই সত্য প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত যোগী সাধকদিগের নিকটে প্রত্যক্ষভাবে আদেশ দান করেন; এবং তাঁহাদিগের প্রাণের মধ্যে স্বয়ং প্রাণ ও শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করেন। ভক্তাধীন ভগবান তাঁহার ভক্তদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভক্তদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে কৃষ্ণ পাণ্ডবসখা নাম ধারণ করিয়া অর্জুনের সারথি হইয়া আপনি রথ চালাইয়াছিলেন। সেইরূপ ভগবান স্বয়ং প্রত্যাদেশবাদীদিগের বন্ধু হইয়া আপনি তাঁহার নববিধান রথ চালাইতে লাগিলেন। স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর ভক্তসখা সারথি হইয়া প্রত্যাদেশবাদীদিগকে জয়ী করিলেন। এই ভয়ানক কলিযুগের মধ্যেও ঈশ্বর কথা কহিয়া ভক্তদিগকে রক্ষা করেন এই সত্য প্রমাণিত হইল। নিরাকার অদৃশ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও প্রেমনয়নে দেখা যায়, অশব্দ ঈশ্বরের অভ্রান্তবাণী বিবেক কর্ণে শুনা যায়, নিকটতম অন্তরতম ঈশ্বরকে স্পর্শ করা যায়, এবং

তাঁহার সঙ্গে নিত্য প্রত্যাদেশযোগে যোগী হওয়া যায় এ সকল গুরুতর সত্যতো স্বীকার ও সাধন করিতেই হইবে। যে কলিযুগে সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাচারী লোক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করে না, সেই কলিযুগের মধ্যেই তাঁহার প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট সন্তানগণ প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া পৃথিবীর পাপ প্রলোভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতেছেন; তৃতীয় যুদ্ধ উজ্জলতর রূপে এই সত্য প্রকাশ করিলেন। এই তিন যুদ্ধে তিন অমূল্য সত্য লব্ধ হইল। প্রথম যুদ্ধে এক ঈশ্বর অথবা সমস্ত জগতের এক পিতা;—এই সত্য নিষ্পন্ন এবং প্রকাশিত হইল, দ্বিতীয় যুদ্ধে সেই পিতার ইচ্ছাধীন বিবেকী সৎপুত্রের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইল, তৃতীয় যুদ্ধে সাধকদিগের আত্মাতে পবিত্রাত্মার সিংহাসন দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল। এই তিন যুদ্ধের পরে মহাপ্রভু পরমেশ্বর তাঁহার সাধকদিগকে বলিলেন; "সচ্চিদানন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর" সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই তিন ভাবের সমষ্টি সচ্চিদানন্দ। তিনটী যুদ্ধের পর এই তিনটী সত্য, এই ত্রিভাব অথবা ত্রিনীতির মত প্রকাশিত হইয়া নববিধান সঙ্গঠিত হইল। মঙ্গলময় বিধাতা অতি আশ্চর্য্যরূপে এ সকল ঘটনা ঘটাইলেন। এই তিন যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার জয় হইল। প্রথম যুদ্ধে নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ব্রহ্মবাদীগণ তাঁহার পূজা অর্চনায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে সেই ব্রহ্মবাদিদিগের মধ্যে কএক জন বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা করিলে জীবন পবিত্র ও সুখী হয় না, প্রত্যহ বিবেকী অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হইয়া জীবনের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রতি দিন সরল হৃদয়ে বলিতে হইবে;—"হে ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা নহে; কিন্তু আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" সেই জেরুসেলাম নগরে স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছাধীন ঈশা যেমন এই কথা বলিতেন ভারতবর্ষের বিবেকী ব্রহ্মানুরাগীগণও এই কথা বলিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রের ইচ্ছাগত মিলন চাই, কেবল পিতার পূজা করিলে হইবে না; কিন্তু সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়া জীবনে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। ইচ্ছাযোগ দ্বারা পরমাত্মা পক্ষীর সঙ্গে সৃষ্টাত্মা পক্ষীর সখ্যযোগ করিতে হইবে। এইরূপে এক বিবেকসূত্রে ঈশার প্রাণ বঙ্গবাসী ব্রাহ্মের প্রাণ হইল। দ্বিতীয় যুদ্ধে এই পিতা পুত্রের মিলনতত্ত্ব প্রকাশিত হইল। বাইবেল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরপুত্র ঈশ্বরের বাক্য অথবা জ্ঞানের নিঃসরণ। চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য অথবা সুবুদ্ধি, যে সুবুদ্ধি সৎ পুত্রের মধ্যে অবতীর্ণ। অথবা যে ইচ্ছা ও শক্তি তনয়ের জীবনে সঞ্জীবিত তাহার জয় হইল। কিন্তু ইহাতেও ভাগবৎ পূর্ণ হইল না। এই জন্য তৃতীয় যুদ্ধের প্রয়োজন হইল। সাধক বিবেকী হইয়াও ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিতে পারে। সাধককে ঈশ্বরের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য পবিত্রাত্মার আবির্ভাব প্রয়োজনীয়। যখন ঈশ্বরের বিবেকী পুত্রের অন্তরে পবিত্রাত্মার প্রকাশ হয় তখন তিনি ঈশ্বর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাদিষ্ট হন, এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের বাণী অবলম্বন করেন। পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে মানুষ ঈশ্বরের অভ্রান্তবাণী শুনিতে পায় না; এবং শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারে না। এই পবিত্রাত্মা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মনে আনন্দ ও শান্তি সঞ্চারিত হয়। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে পবিত্রাত্মার অন্যতর একটী নাম আনন্দদাতা। এইরূপে আমরা প্রাচীন আর্য্য মহাবাক্য সচ্চিদানন্দের মধ্যে খৃষ্টীয় ত্রিদেব মতের ঐক্য দেখিতেছি। প্রথমতঃ 'সৎ' অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাঁহার আর্য্য নাম উপাধি নাই, যাঁহার একমাত্র নাম "আমি আছি"। অতএব 'সৎ' সর্ব্বপালক ঈশ্বরের পিতৃভাববাচক, 'চিৎ' সর্ব্বপালক ঈশ্বরের পিতৃভাববাচক, এবং 'আনন্দ' তাঁহার পবিত্রাত্মাপ্রদ শান্তি ও আনন্দ বাচক। সৎ, চিৎ, আনন্দ, অথবা জলন্তব্রহ্ম, পিতা পুত্র, পবিত্রাত্মা এই তিনের মিলনে নববিধান প্রতিষ্ঠিত। এই তিন সত্যের মিলনে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ গৌরব সমুজ্জ্বলিত হইল। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা অথবা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া শুদ্ধ হও, এবং শান্তি ও কুশল লাভ কর।

কোন মহিলা কর্ত্তৃক রচিত সঙ্গীত।

ধন্য হে নববিধান, পূর্ণ হল তব কাম, সাধিলে পিতার কার্য্য দিয়া তব অমূল্য প্রাণ॥

চিন্ময় চিদাকাশে, তব মায়ের সহবাসে, নিরাপদে মায়ের কোলে সুখে কর বিশ্রাম।

শুভক্ষণে শুভদিনে, এসে ছিলে ভারতভূমে, সুখে ভাসাইয়াছিলে যত নরনারীর প্রাণ।

হয়ে মানব অজ্ঞানান্ধ, তোমায় দিয়াছে যাতনা কত, বারে বারে বিদ্ধ করিয়াছে তোমার কোমল প্রাণ।

ক্ষমাদয়ার আধার, বিবেকঘন তোমার, পুণ্যতেজে তব মুখ কমল কেমন দীপ্তমান্, মায়ের প্রেমে মত্ত হয়ে, আপনাকে পাসরিয়ে, নরনারীকে দেখাইলে মর্ত্তে স্বর্গধাম।

জলন্তবৈর‍্যানলে, আপনার দেহ দিয়ে ঢেলে, সকলকে সুখী করিলে তুচ্ছ করেছিলে আপনার প্রাণ। গভীর সমাধি জলে, একেবারে ডুবিয়া গেলে, মাতৃকোলে শুয়ে শুয়ে করিলে স্তন্য পান, জগতের কল্যাণের তরে, দুঃসহ রোগ বেদনার ভিতরে, দেখাইলে আপন সুন্দর হাস্যানন। শোকভগ্ন অন্তরে তবগুণ স্মরণ করে ভক্তিভরে তোমায় করি প্রণাম।

সংবাদ।

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ উপানন্দ গত ২৭ আষাঢ় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সেখানে বিশ্বমাতার শান্তিক্রোড়ে সুখে বর্দ্ধিত হইতে থাকুন!

১ লা ভাদ্র হইতে ৮ই ভাদ্র পর্য্যন্ত ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে দেবালয়ে আত্মশুদ্ধির জন্য বিশেষ উপাসনা ও সংকীর্ত্তন এবং ৯ই ভাদ্র ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোৎসব হইবে।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার চিৎপুর রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৯ ভাগ। ১৩ সংখ্যা। | ১ লা ভাদ্র, শনিবার, ১৮০৬ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিধানপতি, তোমার কার্য্যের কোন কালে বিরতি নাই। আমাদের পক্ষে অপরাধও তোমার কার্য্য অবরুদ্ধ করিতে পারে না। তুমি আমাদিগকে শুদ্ধ করিয়া তোমার কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য যে মহা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ, যে অগ্নির ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমরা বিশুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসিব, সে অগ্নিকে যেন আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করি, এবং উহা আমাদিগের পবিত্রতাবর্দ্ধনের হেতু জানিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি। হে মাতঃ, তুমি আমাদিগের পরস্পরকে এই অগ্নিবর্দ্ধনের জন্য ইন্ধন কর যে, এই হোমের অগ্নি বর্দ্ধিত করিয়া আমরা পরস্পরের শুদ্ধির পক্ষে সহায় হই। হে পবিত্র পুরুষ, আমাদিগের দোষ অপরাধ দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দিলে আমরা তজ্জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া কেন তজ্জন্য ক্রোধান্বিত হইব? আমরা কি মনে করি যে তত্তৎপাপ আমাদিগেতে কখন সম্ভবপর নহে? কোথা হইতে, নাথ, এই দুরন্ত অভিমান আমাদিগের মনের ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল? কোন একটি বিশেষ কার্য্যসম্বন্ধে কেহ দোষারোপ করিলে তাহাতে আমার অপরাধ না থাকিতে পারে, কিন্তু তজ্জাতীয় অপরাধ আমাতে একেবারে নাই এ প্রকার সাধুত্বের অভিমানপরবশ হইয়া আমরা দোষদাতাকে কেন ভয়ানকরূপে আক্রমণ করি? আমরা বিনীতভাবে বলিতে পারি, ভ্রাতঃ, তুমি যে অপরাধের কথা বলিতেছ তাহা আমাতে নাই কি প্রকারে বলিব, কিন্তু যে বিশেষ কার্য্যটিকে সেই অপরাধ সংঘটিত মনে করিতেছ, তাহাতে তোমার ভ্রম ঘটিয়াছে। মা, যখন পাপ এখনও ছাড়ে নাই, অস্থির ভিতরে তাহার সম্ভাবনা অবস্থিতি করিতেছে, তখন সেই পাপ পুড়িয়া ভস্ম করিবার জন্য পরস্পরকে উপায় করিয়া শাসনের যে মহা অগ্নি জ্বালিয়াছ আহ্লাদের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিতে দাও। এবার এই উৎসবের পূর্ব্বে এই প্রজ্বলিত হোমের অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারি তুমি এই প্রকার আশীর্ব্বাদ কর। শুদ্ধি, শুদ্ধি ভিন্ন কিছুই চাই না, মা, তুমি এই শুদ্ধি দিয়া জন্মের মত এ দাসকে কৃতার্থ কর।

ব্যক্তি ও দল।

আমাদিগের দেশে ব্যক্তির প্রাধান্য দলের নহে। সকলেই সাধনে স্ব স্ব প্রধান, কেহ এ

সম্বন্ধে কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না। পর্ব্বতে গহ্বরে, বনে, নদীতটে একাকী বসিয়া যোগ তপস্যা করা ইহাই যেখানে স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে ব্যক্তি ও দল এ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধনির্ব্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজে বহু দিন হইল সকলে একত্র মিলিত হইয়া উপাসনা করা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন লোক অতি বিরল যিনি এরূপে সমবেত হইয়া উপাসনা করিবার কি ফল ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। ব্রাহ্মসমাজ এক প্রকার বক্তা সমুৎপন্ন হইবার স্থান হইয়াছে, এখানে এক জন বালক কয়েক দিন যাতায়াত করিলেও অপরের নিকটে বক্তা হইয়া পড়ে। আমাদিগের দেশের এক জন বিখ্যাত পাশ্চাত্য ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের বালকগণকে ভয় করেন, কেন না তিনি মনে করেন যে ইহারা এমনি তর্ককুশল যে ইহাদিগের সঙ্গে কথা বলা দায়। আমরা এরূপ তর্ককুশলতা অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু ইহাতে দলের যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। তর্ক করিতে পারিলে বা প্রকাশ্যে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে সক্ষম হইলে, লোকে প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমাদিগের মন পরিতুষ্ট হয় না। এ গুণ এখন ক্রমে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ব্রাহ্মসমাজ আর এ অসার বিষয় লইয়া গর্ব্ব করিতে পারেন না। যাউক, এই অনুকূল সময়ে আমরা ব্যক্তি ও দলের বিষয়ে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই।

ব্যক্তি অপেক্ষা দলের শ্রেষ্ঠতা সকলেই স্বীকার করেন। এক অপেক্ষা সমষ্টির কার্য্য গুণবৎ, ইহা সহজে প্রতীত হয়। কিন্তু কোন স্থলে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না এরূপ বলা যাইতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে, কোন এক মহাত্মার দ্বারা সমুদায় জাতি পরিচালিত হইতেছে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইতিহাস বলিতে গেলে ফলে ঈদৃশ লোক সকলেরই জীবনবৃত্ত বুঝায়। বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ প্রচলিত ইতিহাসের প্রতি এ জন্যই অত্যন্ত বিরক্ত। সাধারণ লোককে সহায় না করিয়া মহৎ লোকেরা কিছু করিতে পারেন না অথচ সাধারণ লোক সকল গণনার মধ্যে আইসে না, ইহাই ইহাঁদিগের বিরক্তির হেতু। আমরা বলি বিরক্ত হইয়া কি হইবে, যাহাদিগের যাহা নিয়তি কে তাহা অতিক্রম করিবে? অথচ ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার আমরা ইহাও বলি যে, চক্রের মধ্যমণ্ডল অক্ষ চক্রের মূল, কিন্তু অরা ও নেমি না থাকিলে উহা একেবারে অকর্ম্মণ্য। সুতরাং মহৎ লোক যত বড় কেন মহৎ হউন না অরা ও নেমিসদৃশ লোক বিনা তিনি একা কিছুই করিতে পারেন না। যেখানে অক্ষ আছে, সেখানে চক্রের প্রয়োজনীয় অন্য অন্য সামগ্রীও আছে, যেখানে মহৎ লোক আছেন, সেখানে তাঁহার সঙ্গিগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান। এইরূপে সমুদায় মনুষ্যসমাজ উন্নত হইয়া আসিয়াছে, চিরকাল উন্নত হইবে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষ এবং তৎসংসৃষ্ট অপরাপর ব্যক্তিগণের সহকারিত্ব চক্র চলিবার উপায় অনায়াসে প্রতীত হইবে। কিন্তু এত দূর যাহা বলা হইল তাহা অতি সাধারণ কথা, ইহার মধ্যে যে বিশেষ কথা আছে তাহাতেই ব্যক্তি ও দলের একীভূততার একান্ত প্রয়োজন সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। যেখানে দল আছে সেখানে দলের ব্যক্তি সকলের পরস্পরের সঙ্গে বিশের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধ যথেচ্ছ অনুভূত নয়, বিধাতৃনিয়োজিত। এই সকল নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য কেহ ছোট কেহ বড় এরূপ গণনা করিতে পারা যায় না, কেন না অক্ষ অরা নেমি ইহার কিছুই ছাড়িয়া কিছু চলে না। আমরা যে দলের কথা বলিতেছি উহা ধর্ম্মসমাজ। অন্যান্য দলে বিধাতার ক্রিয়া গূঢ়, এখানে

জাজ্বল্যমান। দলের প্রত্যেক ব্যক্তি এই ক্রিয়া সর্ব্বদা অনুভব করেন। আমরা এত বৎসর যাহা অনুভব করিয়া আসিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলেই এ সম্বন্ধের সত্য সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পৃথিবীতে আমরা যে দলরূপে সঙ্ঘটিত হইয়াছি, এই দলে নিয়ত দেখিয়া আসিতেছি, দল আমাদিগের বল। দল ছাড়া আমরা যেন জল ছাড়া মৎস্য। দল হইতে বিচ্ছেদ আর উচ্চ জীবনের বিনাশ ইহা আমরা শতবার দেখিয়াছি। দলেতে থাকিয়া সত্যে জ্ঞানে পবিত্রতায় নিত্য পরিপুষ্টি হয়, ইহা আমাদিগের মধ্যে কে না প্রত্যক্ষ করিতেছেন? আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা হয় কেন, নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই আমাদিগের অনুসন্ধানের কার্য্য সিদ্ধ হইল। এক ব্যক্তিতে যাহা হয়, তাহার মধ্যে এমন কি অন্তরায়সমূহ আছে, যাহাতে দলের নিকটে তাহাকে চিরদিন প্রণত থাকিতে হয়। দলেতেই বা কি এমন শক্তি আছে, যাহাতে স্বতন্ত্র ভাবে স্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে তাহার চির দিনই প্রাধান্য থাকিবে?

আমরা প্রতিজন ক্রোধ মোহাদির অধীন, রুচি ও সংস্কার আমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং আমরা যখন স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করি, তখন এই সকল দেবালোকলাভেরপক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এমন ব্যক্তি অতিবিরল যাহাতে এই সকল অন্তরায় কোন না কোন আকারে স্থিতি করিতেছে না। ইহাদিগের কোন কোনটি এক এক জনের চিরসঙ্গী, সুতরাং সে ব্যক্তির সম্বন্ধে উহা চির শত্রু হইয়া অবস্থিতি করে। দলের নিকট প্রতি ব্যক্তিকে যে অবনত থাকিতে হয়, তাহা এই অন্তরায়সঙ্কুলতা জন্য। যখনই এক ব্যক্তি দল ছাড়িয়া একাকী জীবন নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা নিশ্চয় যে কোন না কোন একটি শত্রু তাহাকে কুপরামর্শ দিয়া দল ছাড়া করিয়াছে। এমন দিন আসিবে, যে দিন সেই শত্রু আর ছদ্মবেশে অবস্থান করিবে না, আত্মমূর্ত্তি প্রকাশ করিবে এবং তদধীন ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিবে।

এখন জিজ্ঞাসা এই, ঈদৃশ অন্তরায়সমূহ নিপীড়িত ব্যক্তিগণকে লইয়া যখন দল, তখন সমগ্র দল যে, কার্য্যে পীড়ার চিহ্ন প্রদর্শন করিবে না, ইহার প্রমাণ কি? এক শত ভগ্নকায় ব্যক্তি সমবেত হইয়া কি কখন এক জন সুস্থ ব্যক্তির সুস্থতার নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারে? কখনই নহে। তবে এক দলের অধ্যাত্ম রোগাক্রান্ত লোক সকল লইয়া যদি দলসংসৃষ্ট হয়, তবে তাহাদিগের সমষ্টিতে ব্যক্তিনিচয়ের দোষ তিরোহিত হইবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে? সম্ভবে এই প্রকারে যে, সমষ্টিতে ব্যষ্টির দোষ অন্তর্হিত হইয়া গিয়া যাহা ঠিক তাহাই অবশেষ থাকে। এ কথাটী আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ধরিয়া বলিলাম ফল কথা এই, যেখানে বহু ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া উপবিষ্ট হন, সেখানে সকলের সম্মিলনে এমন একটি প্রভাব বিস্তৃত হয় যে ব্যক্তিগত অনৈক্যকর বিশেষ ভাবগুলি তিরোহিত হইয়া যায়। যদি তৎকালে কোন ব্যক্তির বিশেষ কারণে প্রভেদকর কিছু ভাবও প্রবল থাকে তাহা অপর সকলের একতাতে বিঘটিত হইয়া যায়, এবং সে আপনার চিত্তের অনুচিত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া প্রভেদক ভাব পরিহার করত একতার ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উপাসনাস্থানে একত্রিত হইলে যেমন মনুষ্যের উচ্চভাব সকল সম্মুখীন হইয়া নীচভাব সকল পশ্চাতে গমন করে, ঈশ্বরের গম্ভীর নামে আহূত দলের অধিবেশন স্থলীতে ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হয়। যেখানে ঈশ্বরের আলোক গ্রহণের জন্য সকলের মন প্রস্তুত, সেখানে সকলের মন সেই এক কারণে একত্ব ধারণ করে, বিভেদক অবস্থাগুলি অন্তর্হিত হয়,

এবং স্বর্গের আলোক সহজে দল মধ্যে অবতরণ করে। আমরা এই জন্য দেখিতে পাই এক-জন ব্যক্তি স্বতন্ত্র অবস্থিতি কালে যে প্রকার নিশ্চয়াত্মক কথা বলিতে গিয়া ভ্রম প্রদর্শন করে, মিলিত হইলে আর সে ব্যক্তি হইতে তাহা সংঘটিত হয় না। সমবেতাবস্থায় ঈশ্বরের আলোকাবতরণ এ প্রকারে বলের হেতু। আমরা এই সকল এবং অন্যান্য অনেক এতৎসদৃশ কারণে দলের একান্ত পক্ষপাতী এবং দল ভিন্ন গত্যন্তর নাই এতৎসম্বন্ধে বিশ্বাসী। দলের গুরুভারে বিভেদক পাপ তিষ্ঠিতে পারে না, পাপক্রান্তকে অচিরে পাপ পরিহার করিতে হয় ইহা কিছু সামান্য কথা নহে। এই সকল কারণে ব্যক্তি ও দল এতন্মধ্যে দলকে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ বলি-তেও কুণ্ঠিত নহি। মহাপ্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিও এই জন্য আপনাকে দল ছাড়া হইতে দেন না, কেন না তাহা হইলে তাঁহাকে অরা প্রভৃতি বিরহিত অঙ্কের দশা প্রাপ্ত হইতে হয়।

ঈশ্বর সাকার নহেন, সাকার মধ্য বর্ত্তী।

আমাদিগের দেশের অনেকের মনে এই সংস্কার আছে আর্য্যগণ ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার উভয়ই বলিতেন। সুতরাং ঈশ্বরো-পাসনা সাকার বা নিরাকার উভয় প্রণালীতেই হইতে পারে। এই বদ্ধমূল সংস্কার সকলের মন হইতে অপনয়ন করিতে পারিব, আমরা এরূপ কখন আশা করি না, তথাপি শাস্ত্রের যথার্থ তথ্য প্রকাশ করিলে যদি এতৎসম্বন্ধে সংশয়াপন্ন ব্যক্তিগণের সংশয় অপনয়ন করি-তেও আমরা সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদি-গের পরিশ্রম সফল মনে করিব। এরূপ সং-স্কারের মূল কি আমরা সর্ব্বপ্রথমে তন্নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বেদ ও উপনিষৎ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন, বেদ বহির্জগতের বিষয় সমুদায় লইয়া স্তোত্র নিবদ্ধ করিয়াছেন, উপনিষৎ বহির্জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়া অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। বহির্জগৎস্থ শক্ত্যাধিষ্ঠানের বিষয় সকল বৈদিক ঋষিগণের স্তোত্র প্রার্থনার লক্ষ্য, আত্মা বা পরমাত্মা বৈদান্তিক ঋষিগণের চিন্তা অনু-ধ্যানের বিষয়। এ সকল কথা লইয়া আমা-দিগের অধিক বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন কেন না ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকগণের এ বিষয় নিত্য-পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। মূল বিষয় এই, বেদ হইতে বেদান্তের অধ্যাত্মতত্ত্বে সমাগম হঠাৎ হয় নাই, ক্রমে হইয়াছে *। এই ক্রমো-ন্নতির তত্ত্ব যাঁহারা ভাল করিয়া পাঠ করিয়া-ছেন, তাঁহারা দেখিতে পান, বৈদান্তিক ঋষি-গণ বৈদিক ঋষিগণের হৃদয় পাঠ করিয়া উচ্চ-ভূমি অধিরোহণ করিয়াছেন। যেমন বেদে সবিতা বা সূর্য্যের নামে স্তোত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে. বেদান্ত উহাকে প্রথমতঃ স্থূলভাবে গ্রহণ করতঃ পরিশেষে বেদের বর্ণন অনুরূপ তদন্তর্বর্ত্তী দেবতা লইয়া উপাসনা বিধান করিয়াছে।

"অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাহথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎসামাথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়-পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশআপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।" ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

"আদিত্যের যে শুক্লবর্ণ দীপ্তি তাহাই "সা," নীল ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহাই "অম", তাহাই সাম। আর এই যে আদিত্য মধ্যে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হয়, হিরণ্ময়শ্মশ্রু হিরণ্য-কেশ, নখ পর্য্যন্ত সকলই সুবর্ণ।" "হিরণ্যাক্ষ" "হিরণ্যপাণি" "হিরণ্যহস্ত" "হিরণ্যজিহ্ব" ইত্যাদি বেদোক্ত আদিত্যের বিশেষণ। বেদান্ত বেদের

---

* "শংনোমিত্রঃ শং বরুণঃ। শংনোভবত্বর্য্যমা। শং নইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নোবিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমোব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি।" এস্থলে বেদ হইতে বদান্তে সমাগম অতি সুস্পষ্ট।

ব্যাখ্যা। সুতরাং বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্য দেবতা অর্থাৎ সূর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনা করিতেন, ইহাই বেদান্ত বাদিগণের মত।

বৈদিক ঋষিগণ ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাগণের নামে স্তোত্র নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল দেবতাতে তাঁহারা যেমন উচ্চতম ঐশ্বরিক গুণ আরোপ করিয়াছেন, তেমনি আবার ইহাঁদিগের জন্মাদি মানবোচিত ব্যাপারও বর্ণন করিয়াছেন। এ দুই বিপরীত ভাব একত্র কিরূপে সমাবিষ্ট হইল সকলেরই নিকটে আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। যাঁহারা বেদ বেদান্ত, পুরাণ ও সূত্রগ্রন্থ সমুদায় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে সর্ব্বপ্রথমে এই একটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে, ঋষিগণ খণ্ড অখণ্ড ভেদে একই পদার্থ দুই দিক্ হইতে অবলোকন করিতেন। জগতের কোন এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহাকে কখন অখণ্ড সহ অভেদে দর্শন করত দেবভাবে অর্চ্চনা করিতেন, কখন বা জাগতিক বস্তুর ন্যায় সামান্য দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। বেদের প্রধান দেবগণ অদিতির সন্তান বলিয়া বর্ণিত আছে, এই অদিতি যে অখণ্ডবোধক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদান্তবাদিগণ "আকাশোহ বৈ নাম রূপয়োর্নির্ব্বহিতা" বলিয়া আকাশকে সৃষ্টির মূল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদে অদিতিও এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥"

"অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, পিতা, পুত্র, অদিতি সমুদায় দেবতা, অদিতি পঞ্চ মানবজাতি, অদিতি যাহা কিছু জন্মিয়াছে, অদিতি যাহা কিছু জন্মিবে।" ঋষিগণ অখণ্ড আকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে সমুদায় জগৎ অবলোকন করিয়াছেন, এবং এই সমুদায় জগৎকে তাহারই অংশ এবং তৎসহ অভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং অদিতি বা অখণ্ড আকাশই দৃশ্যাদৃশ্য সমুদায় যাহা কিছু। পর সময়ে অদিতিকে বিষ্ণুর পত্নী * করা হইয়াছে;

"বিষ্টম্ভোদিবো ধরুণাঃ পৃথিব্যাস্যেশানা জগতো বিষ্ণুপত্নী। বিশ্বব্যচা ইষয়ন্তি সভূতিঃ শিবা নোহস্ত অদিতিরুপস্থে॥"

তৈ, সং †।

ইহাতে কিছু পূর্ব্বকথার ব্যতিক্রম হইতেছে না, কেন না ইহাতে দৃশ্য ব্যাপী আকাশ দৃশ্যাতীত ব্যাপী আকাশের পত্নীরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। পর সময়ের প্রকৃতি এবং তাঁহার নিয়ামক ঈশ্বর এই স্থল হইতে গৃহীত। ফলতঃ বৈদিক ঋষিগণের অন্তরস্থ অনন্তের ভাব সর্ব্বপ্রথমে অসীম আকাশকে অবলম্বন করিয়াছে, তৎপর বৈদান্তিক ঋষিগণ সেই আকাশ হইতে অন্তরের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" বলিয়া ভূমাতে নিমগ্ন হইয়াছেন। আকাশ আর বেদান্তে দৃশ্য আকাশ নহে, অনন্ত মহান্ আকাশবৎ অরূপী ঈশ্বর।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে এই প্রতীত হইতেছে, বৈদিক সময়ে দৃশ্য, বেদান্ত সময়ে সেই দৃশ্যের অদৃশ্যাংশ লইয়া সমুদায় উপাসনা বিহিত হইয়াছে। বৈদিক সময়ের দৃশ্যও দৃশ্যতঃ, কেন না দৃশ্যে অদৃশ্যকে দর্শনই বৈদিক ঋষিগণের আন্তরিক ব্যাপার, এবং বেদান্তিগণ তাঁহাদের হৃদয় অনুসরণ করিয়া সেই অদৃশ্যই অবলম্বন করিয়াছেন।

"অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। ৩। ২। ১৪।

বেদান্ত সূত্র।

"ব্রহ্ম অরূপী কেন না শ্রুতি সমুদায়ে অরূপীই প্রধানরূপে বর্ণিত।" কিন্তু আমরা

* পুরাণে অদিতি বিষ্ণুর মাতা বলিয়াও বর্ণিত আছে।

† ইহার অর্থ এই "আকাশই পৃথিবীর ধারক জগতের ঈশ্বরী, বিশ্বব্যাপী মহতী বিষ্ণুপত্নী অদিতি ক্রোড়স্থ আমাদিগের প্রতি কল্যাণবতী হউন।"

পূর্ব্বে যে ছান্দোগ্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে "হিরণ্ময় পুরুষ হিরণ্য শ্মশ্রু" প্রভৃতি বর্ণন থাকাতে বেদান্তও সর্ব্বপ্রথমে বেদকে দৃশ্য-সম্বন্ধে অতিক্রম করে নাই প্রতীত হয়, কিন্তু যখন আমরা দেখিতে পাই,

"তস্যর্ক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্গীথঃ।"

"(উৎনামা) সেই দেবতার ঋক্ ও সাম পর্ব্ব (গাঁইট) সেই জন্যই উদ্গীথ" এইরূপ বলিয়া "ওঁ কার" সহ অভিন্ন করত সেই দেবতাকেই আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক উপাসনার বিষয় করা হইয়াছে, তখন আর বেদান্তের অধিরোহণ প্রণালীর প্রতি সংশয় থাকে না।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।"

ইত্যাদি স্থলে বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণকেও "বিলক্ষণরূপত্ব" সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে।

"বৈলক্ষণ্যঞ্চোচ্যতে রূপস্য বিজ্ঞানানন্দমাত্রত্বম্।"
মাধ্বভাষ্য।

"রূপের বিজ্ঞানানন্দমাত্রত্ব বৈলক্ষণ্য বলিতেছেন।" এ সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব, এখন বেদান্ত হইতে পুরাণে অবতরণ করা যাউক।

আমরা বৈদিক ও বৈদান্তিক সময়ের পর্য্যালোচনাতে দেখিতে পাইলাম, দৃশ্য এবং অদৃশ্য এই দুই লইয়া বেদ ও বেদান্তের স্তোত্র উপাসনাদি নিবদ্ধ হইয়াছে। বৈদান্তিক শব্দ ব্যবহার করিলে মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত এই দুই শব্দ দৃশ্য অদৃশ্য শব্দের স্থলাভিষিক্ত করিতে হয়।

"দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ।" বৃ-আ।

এ স্থলে যদিও মূর্ত্তরূপ পৃথিব্যাদিকে এবং অমূর্ত্তরূপ বায়ু অন্তরীক্ষ প্রভৃতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি মূর্ত্তামূর্ত্তত্বই যে পৌরাণিক সময়ে বৈদিক বৈদান্তিক ভাবকে একত্র করিয়া নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ। ৮৫।
শা, সূ।

"অদ্বিতীয় সমুদায় জগৎ ভজনীয়রূপে গ্রহণীয়, কেন না সমুদায়ই ব্রহ্মের স্বরূপ" এরূপ সিদ্ধান্ত বেদ ও বেদান্ত উভয়কেই আলিঙ্গন করিতেছে। বেদের পুরুষসূক্ত বিরাটমূর্ত্তি অর্চ্চনার মূল। এই বিরাটমূর্ত্তিই ক্রমে কালে ধারণাযোগ্য মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে।

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥"

"লোকসৃষ্টিমানসে মহৎ অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র সহকারে একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শকলাসম্পন্ন পৌরুষরূপ ভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" অন্যান্য যত অবতার ইহা হইতেই উপস্থিত হয় এবং দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদি ইহারই অংশাংশ।

"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ॥"

"ইহাই নানা অবতারের অব্যয় বীজ (উদ্ভবস্থান) এবং নিধান (প্রবেশস্থান)। ইহারই অংশাংশ লইয়া দেবতির্য্যক্ নরাদি সৃজিত হইয়া থাকে।" এইস্থূল বিরাটমূর্ত্তি লইয়া প্রথমতঃ উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

"স্থূলে ভগবতোরূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া॥"

"স্থূল ভগবানের রূপেতে বুদ্ধিযোগে মনের ধারণা করিবে।" ইনিই সহস্রশীর্ষ সহস্রপাৎ ইত্যাদিরূপে বর্ণিত। সমুদায় স্থূল জগৎ সর্ব্বদা ধারণার বিষয় হইতে পারে না, এজন্য বিরাটমূর্ত্তি লোক সকল লইয়া কল্পিত হইয়াছে। এই কল্পিত মূর্ত্তি আবার চতুর্ভুজ বৈরাজপুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

"সত্বং রজস্তমইতি অহঙ্কারশ্চতুর্ভুজঃ।" গো, তা।

"সত্ব রজ, তম ও অহঙ্কার এই চারিভুজ" ইত্যাদি প্রণালীতে এই মূর্ত্তিও বাহ্যজগতের উপাদানসমূহে কল্পিত হইয়াছে। এই চতুর্ভুজই নারায়ণমূর্ত্তি, পৌরাণিক সময়ে এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিরই প্রাধান্য। কোথা হইতে এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কল্পিত হইল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, নরনারায়ণ নামা দুই ঋষি ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি হইতে সমুৎপন্ন হন, তাঁহা-

দিগের দুই জনকে এক করিয়া চতুর্ভুজমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি এইরূপ লিখিত হওয়াতে এটী কবিকল্পনা বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু যখন মার্কণ্ডেয় ঋষির নিকট "নর-নারায়ণ হরি" আবির্ভূত হইলেন তখন,

"তৌ শুক্লকৃষ্ণৌ নবকঞ্জলোচনৌ
চতুর্ভুজৌ রৌরববল্কলাম্বরৌ।"

ইত্যাদি শ্লোকে দুই ঋষি বর্ণিত হইয়াছেন। "পূর্ণের অংশও পূর্ণ" এই শ্রুত্যুক্ত ন্যায় অবলম্বন করিয়া, সমুদায় জগতের কোন এক অংশকে গ্রহণ করত অর্চ্চনা করা প্রচলিত হইয়াছে। তবে চিচ্ছক্তির প্রকাশ তারতম্যে উপাস্যের শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যায় *। নরনারায়ণ ঋষি চিদংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনিই হয়তো নারায়ণরূপে পূর্ব্বে সকলের উপাস্য ছিলেন। যোগাচার্য্যকে যখন ভীষ্মাদি ঈশ্বরত্বে অবলোকন করিতেন তখন দ্বিভুজরূপে নহে, চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিতেন।

পুরাণ শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা যোগাদি ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে চতুর্ভুজরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করা হইয়াছে। এক জন সম্বন্ধে নয় সকল আচার্য্যসম্বন্ধেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বিরাটের উপাসনা হইতে ক্রমে এরূপে অবতরণ উপনিষদের প্রণালী অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। কেন না উহাতে অমূর্ত্ত মধ্যে আকাশ প্রাণ মন আত্মা সহ অভিন্ন ভাবে ঈশ্বরোপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কালে ধর্ম্মসংস্থাপক আচার্য্য কেন প্রতিজনের আচার্য্যে ঈশ্বর দর্শন করিয়া অর্চ্চনা প্রচলিত হইয়াছে। এ সকল পূর্ব্বাপর যাহা হইয়াছে তাহারই অনুরূপ ক্রিয়া, মূল ছাড়িয়া দূরে প্রস্থান হয় নাই। দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন করিয়া অর্চ্চনা বহুকাল প্রচলিত ছিল, কিন্তু যখন মানবজাতির এ সকলের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিল, * তখন প্রতিমার্চ্চনা প্রতিষ্ঠিত হইল, পূর্ব্বে নহে। এস্থলেও ভূতদ্রোহীর সম্বন্ধে তাদৃশ পূজা বিফল বলিয়া উক্ত হইয়াছে,† কেন না প্রতিমার্চ্চনা কিছুই নহে, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শনই মূল কথা।

আমরা এতদূর যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে এই দেখা যাইতেছে যে জগৎ বা মনুষ্যবিশেষকে অবলম্বন করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন করত অর্চ্চনা, ইহাই প্রথম হইতে ভারতার্য্যগণ অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন। যেখানে অর্চ্চনার ব্যাপার নাই কেবল যোগ, সেখানে নির্গুণ ব্রহ্মসত্তাতে চিত্তস্থাপন দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে এই নির্গুণ সত্তারই শ্রেষ্ঠত্ব ভূয়োভূয় নিবদ্ধ রহিয়াছে, কেন না ইহাতে আর কিছু অবলম্বন না করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মই অধিকৃত হইয়াছেন। আমরা যেরূপ সগুণোপাসনার প্রণালী প্রদর্শন করিলাম, এই প্রণালী যোগিগণের নিকটে হেয়, অথচ ইহাতে যে উচ্চতমা ভক্তিযোগ আছে তাহাকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য পর সময়ে যত্ন হয় নাই, ইহা আমরা বলিতে পারি না। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তির পক্ষপাতী, তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে যে যত্ন করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা আমাদিগের সুদীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

---

*তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে। তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেযতে॥" "হে রাজন্, সেই দেবতির্য্যক মনুষ্যাদিতে ভগবান্ তারতম্যে অবস্থিত। সেই জন্য [তপস্যাদি যোগে] আত্মা [চিদংশ] যতটুকু প্রকাশ পায়, ততটুকু পাত্রত্ব।"

* "দৃষ্ট্বা তেষামিথোনৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ। ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা॥" "হে নৃপ, তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা দর্শন করিয়া ত্রেতাদিতে পূজার্থ ঈশ্বরের প্রতিমা কবিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হয়।"

† 'উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্।" "যাহারা মনুষ্যগণকে দ্বেষ করে তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রতিমা উপাসিত হইয়াও কিছু ফল দেয় না।"

বল্লভাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য এই তিন জন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য। বল্লভাচার্য্য সমুদায় জগৎ ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং যাহা বলা হইয়াছে, অল্পবিস্তর তাঁহার সম্বন্ধে সকলই শোভা পায়। বল্লভ-সম্প্রদায়ের কোন সমগ্র গ্রন্থ আমাদিগের চক্ষে পড়ে নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া আমরা আর দুই সম্প্রদায়ের কথা কিছু বলি। রামানুজাচার্য্য সূক্ষ্মচিৎ-অচিৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্মকে কারণ, এবং স্থূল চিৎ-অচিৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্মকে কার্য্য বলেন। কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন, কার্য্য কারণ উভয়ই ব্রহ্ম, সুতরাং ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী *। চিৎ অচিৎ উভয়ই ব্রহ্মের শরীর, অথচ শরীরের ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করে না, কেন না তিনি জ্ঞানময়।

"চিদচিদ্বস্তুশরীরত্বং ব্রহ্মণো 'যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাত্মা শরীর' মিত্যাদিষু শ্রুতিশতেষু প্রসিদ্ধম্। সত্যপি তচ্ছরীরত্বে বিদ্যাশক্তিময়ত্বাৎ পরমাত্মনস্ত তদ্ধর্ম্মস্পৃষ্টত্বন্তু ন স্যাৎ।" রামানুজাচার্য্য।

" 'পৃথিবী যাঁহার শরীর আত্মা যাঁহার শরীর' ইত্যাদি শত শত শ্রুতিতে ব্রহ্মের চিদচিদ্বস্তু-শরীরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। তাদৃশ শরীর সত্ত্বেও বিদ্যাশক্তিময় জন্য পরমাত্মাকে শরীরের ধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না।"

"বাল্যযৌবনাবস্থাদয়ো দোষা যথা শরীরগতা ন তু শরীরিণি জীবে এবং চিদচিচ্ছরীরিণঃ পরমাত্মনোঽপীতি ন নির্ব্বিকারশ্রুতিবিরোধঃ।" য, ম, দী।

"বাল্যযৌবনাবস্থাদি শরীরী জীবের নহে, কিন্তু শরীরগত, তেমনি চিৎ-অচিৎ-শরীরবিশিষ্ট পরমাত্মারও। অতএব নির্ব্বিকার শ্রুতি সহ কোন বিরোধ উপস্থিত হইতেছে না।" ইঁহাদের মতে ভগবানের অপ্রাকৃত দিব্য কল্যাণময় বিগ্রহ, অস্ত্রভূষণাদি পুরুষপ্রকৃতি মহৎতত্ত্বাদি। সুতরাং আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই এ সম্প্রদায়ের মতে দেখিতে পাই, বিশেষ অতি অল্পই।

মাধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। ইনি ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি তিনের সত্যত্ব স্বীকার করেন। ইনি পৃথিব্যাদি বিষ্ণুর শরীর মানেন নাই।

"ন হি বিষ্ণোঃ পৃথিব্যাদিশরীরত্বমঙ্গীক্রিয়ত ইত্যত আহ "যং পৃথিবী ন বেদ পৃথিব্যা অন্তরঃ।"

অথচ জগৎ তাঁহার শরীর পরসূত্রের ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন।

"শীয়তে নিত্যমেবাস্মাদ্বিষ্ণোস্তু জগদীদৃশম্। রমতে চ পরোহ্যস্মিন্ শরীরং তস্য তজ্জগদিতি বচনান্ন শরীরত্ব-বিরোধঃ।"

"এই বিষ্ণু হইতেই ঈদৃশ জগৎ নিত্য প্রকাশ পায় (?) এবং ইহাতেই পরম পুরুষ বিহার করেন। অতএব জগৎ তাঁহার শরীর, এই বচনে শরীরত্বের বিরোধ নাই।" আমরা যে পুরুষসূক্তের কথা উল্লেখ করিয়া বিরাটমূর্ত্তির বিষয় উপরে বলিয়াছি, মাধ্ব্যাচার্য্য বিষ্ণুসম্বন্ধে তাহাই স্বীকার করিয়াছেন।

"চশব্দেন সকলবেদশাস্ত্রাগমতন্ত্রযামলপুরাণাদিষু বিষ্ণু-পরত্বং পুরুষসূক্তস্য সূচয়তি।"

"(সূত্রস্থ ১।২।২৬) চ শব্দে সকল বেদ, শাস্ত্র, আগম, তন্ত্র, যামল ও পুরাণাদিতে পুরুষ-সূক্তের বিষ্ণুপরত্ব দেখাইতেছে।" মাধ্বাচার্য্যের এই কথাতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন রূপিত্ব সর্ব্বত্র জগৎ অবলম্বন করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাত্মা চৈতন্যের সম্প্রদায় মাধ্বাচার্য্য পন্থাবলম্বী, কিন্তু মাধ্বাচার্য্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মাধ্বাচার্য্য অরূপত্ব প্রধান করিয়া বিজ্ঞানাদিময়ত্ব ব্রহ্মরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ভাগবত সন্দর্ভ এই মূল অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন,

" সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ। অস্পৃষ্টভূরি-মাহাত্ম্যা অপিহ্যু প নিষদ্দশাম্।"—সত্যজ্ঞানাদিমাত্রৈকরসং যদ্ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তির্যেষামিতি।"

সত্যজ্ঞান, অনন্ত আনন্দমাত্র ব্রহ্মই, সমুদায় মূর্ত্তির মূল, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম যখন

* "সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণং স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কার্য্যমিতি। কারণাদনন্যৎ কার্য্যমিতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিনাং সম্প্রদায়ঃ।" যতীন্দ্রমতদীপিকা।

স'বশেষ ভাবে সাধকের নিকট প্রকাশিত হন। * তখন সাধকের প্রতিপত্তি অনুসারে নানা-রূপে প্রকাশিত হন।

"অথ শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপলক্ষণত্বং সাধিতম্। তচ্চ-যুক্তং, সর্ব্বশক্তিযুক্তপরমব কেরূপত্বাত্তস্য। তত্র স্তু যো নিজান্তরঙ্গনিত্যধর্ম্মঃ শ্রীবিগ্রহতাগমকস্তত্তৎসংস্থানলক্ষণ স্তদ্বিশিষ্টং পরমানন্দলক্ষণং বস্ত্বে ব শ্রীবিগ্রহঃ। স এবান্ত-রঙ্গধর্ম্মান্তরাণাং ঐশ্বর্য্যাদীনামপি নিত্যাশ্রয়ত্বাৎ স্বয়ং ভগ-বান্ যথা শুদ্ধখণ্ডলড্ডুকম্।"

"শ্রীবিগ্রহের পূর্ণস্বরূপত্ব যুক্তিযুক্ত। কেন না উহার রূপত্ব সর্ব্বশক্তিযুক্ত এক পরম বস্তু হইতে। ইহাঁর যে অন্তরঙ্গ নিজ গুণ এই বিগ্রহ উপলব্ধির হেতু, এবং যাহাতে তত্তৎ আকার উপস্থিত হয়, সেই নিজধর্ম্মবিশিষ্ট পর-মানন্দলক্ষণ বস্তুই শ্রীবিগ্রহ। তিনিই অন্যান্য অন্তরঙ্গ গুণ এবং ঐশ্বর্য্যাদির নিত্যাশ্রয় জন্য স্বয়ং ভগবান্। যেমন আকারবিশেষ পরিগ্রহ করাতে খণ্ডই লড্ডুক।"তবে কি এ মূর্ত্তি প্রাকৃত, তাহা নহে। "আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদ-রাদিঃ" কর পাদ মুখ উদরাদি আনন্দমাত্র। একই বস্তু দ্রষ্টৃভেদে ভিন্ন প্রতীত হয় বলিয়া ব্রহ্মাকার ও ভগবদাকার ভেদ হইয়া থাকে।

"এবং সতি যত্র বিশেষং বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্ত্তিঃ সা দৃষ্টি-রসম্পূর্ণা যথা ব্রহ্মাকারেণ। যত্র স্বরূপভূতনানাবৈচিত্রী-বিশেষবদাকারেণ সা সম্পূর্ণা যথা শ্রীভগবদাকারত্বেনেতি লভ্যতে।"

"যেখানে বিশেষ বিনা ব্রহ্মাকারে বস্তু স্ফূর্ত্তি হয়, সেখানে দৃষ্টি অসম্পূর্ণা, যেখানে স্বরূপভূত নানা বৈচিত্রীবিশিষ্ট আকারে বস্তু স্ফূর্ত্তি হয় সেখানে দৃষ্টি সম্পূর্ণা, যেমন ভগবদাকারে।" স্বরূপভূত নানা বৈচিত্রী" বলিয়া জ্ঞান আনন্দ ভিন্ন অন্য কোন উপাদান এখানে স্বীকার করা হয় নাই। করপাদাদি সমুদায় যদি কেবল আনন্দ হয়, তত্তদ্ভাবে অনুভূতি মাত্র যদি তত্তদ্রূপে পরি-গৃহীত হয়, তাহা হইলে এতদপেক্ষা উচ্চমত আর কি হইতে পারে আমরা এখানে সর্ব্ব-শেষ কথা উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের পাঠকব-র্গের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছি।

"তদেবং সচ্চিদানন্দৈকরূপঃ স্বরূপভূতাচিন্ত্যবিচিত্রানন্ত্য-শক্তিযুক্তো, ধর্ম্মত্বএব ধর্ম্মিত্বং নির্ভেদত্ব এব নানাভেদকত্বম-রূপিত্বএব রূপিত্বং ব্যাপকত্ব এব মধ্যমত্বং সত্যমেবেত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধানন্তগুণনিধিঃ স্থূলসূক্ষ্মবিলক্ষণস্বপ্রকাশাখণ্ড-স্বস্বরূপভূতশ্রীবিগ্রহঃ।"

"এইরূপে শ্রীবিগ্রহ (জগতের) স্থূল সূক্ষ্ম (উপাদান) হইতে ভিন্ন, স্বপ্রকাশ, অখণ্ড, নিজ-স্বরূপসম্ভূত। সৎ চিৎ আনন্দ রূপই অচিন্ত্য বিচিত্র অখণ্ড শক্তিযুক্ত, ইহাঁর গুণেই গুণিত্ব, নির্ভেদত্বেই ভেদকত্ব, অরূপিত্বেই রূপিত্ব ব্যাপ-কত্বেই মধ্যমত্ব সত্য ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ অনন্ত গুণযুক্ত।" এ সকল কথা কে না গ্রহণ করিবে? তবে এখানে কি অবলম্বন বা মধ্যবর্ত্তিত্ব পরিহার করিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে গ্রহণ করা হইয়াছে? আমাদিগকে বলিতে হয়, এখানেও প্রাচীন রীতি সর্ব্বথা পরিহৃত হয় নাই। সন্দভ-ব্যাখ্যা সর্ব্বসংবাদিনীতে লিখিত হইয়াছে "অচিন্ত্যয়া শক্ত্যা নিরবয়বং সাবয়বঞ্চ "ব্রহ্ম" "অচিন্ত্য শক্তিতে ব্রহ্ম নিরবয়বও সাবয়বও। ব্রহ্ম তবে নির্ব্বিকার থাকেন কিরূপে?" তয়ৈব পরিণমমানমপি নির্ব্বিকারমেব তিষ্ঠতীতি শ্রৌতসিদ্ধান্তঃ?" "সেই অচিন্ত্য শক্তিযোগে সাবয়ব অর্থাৎ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও নির্ব্বি-কার থাকেন ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত।" এই জগ-দ্রূপে পরিণামই যে স্থূল সূক্ষ্মরূপ ইহাও সুত-রাং স্বীকৃত হইয়াছে। "তস্মাৎ তস্মিন্ বিশ্বস্য স্থূলতয়া সূক্ষ্মতয়া বা নিত্যং ভগবদ্রূপত্ব-মস্ত্যেব।" "সেই জন্যই স্থূল সূক্ষ্মরূপে বিশ্বের নিত্য ভগবদ্রূপত্ব আছে।" কিন্তু যে শ্রীবিগ্র-হের কথা সন্দর্ভে উল্লিখিত হইয়াছে উহা স্থূল সূক্ষ্মরূপের অতীত, স্বরূপশক্তি অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দসম্ভূত। চিৎ ও আনন্দ উভয়ই অরূপ সামগ্রী, এক সৎস্বরূপ আশ্রয় করিয়া আকার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই সৎস্বরূপকে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া তৎসম্ভূত বিগ্রহ

* "তচ্চ (অদ্বয়ং জ্ঞানং) বৈশিষ্ট্যং বিনোপা লভ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে বৈশিষ্ট্যেন সহ তু শ্রীভগবানিতি।"

সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এখানে সত্ত্বপরিণাম স্বীকার করা হয় নাই, কিন্তু স্বপ্রকাশতা স্বীকৃত হইয়াছে। এত করিয়াও কিন্তু রূপিত্বের অনিত্যত্ব পরিহার হয় নাই। বৃহদ্ভাগবতামৃতে,

"নির্গুণং তচ্চ নিঃসঙ্গং নির্ব্বিকারং নিরীহিতম্।"

এই পদ্যের টীকায় কথিত হইয়াছে,

"নির্ব্বিকারং চিত্তার্দ্রতাবিক্রিয়াহীনং বিচিত্রশ্রীমূর্ত্তিবৈভবাদিপরিণামরহিতমিতি বা।"

"নির্ব্বিকার অর্থাৎ চিত্তার্দ্রতাদিবিক্রিয়াহীন অথবা বিচিত্র শ্রীমূর্ত্তিবৈভবাদি পরিণাম রহিত।" সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুতে সবিশেষ আকার অনুভব বিকার বা পরিণামে উপস্থিত হয় ইহাই স্বীকৃত হইতেছে। "তত্ত্বতোঽন্যথা ভাবঃ পরিণামঃ" তত্ত্বের অন্যথাভাব নয় কিন্তু তত্ত্ব হইতে অন্যরূপ হইয়া যাওয়া পরিণাম, এই ইহাঁদিগের সিদ্ধান্ত। পরতত্ত্ব ব্রহ্ম স্বভাবতঃ নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ কোন বিশেষ আকারবান্ নহেন, তাঁহা হইতে অন্যথা ভাব হইয়া যখন শ্রীবিগ্রহ হইতেছে, তখন স্বভাবপরিত্যাগ জন্য জন্যত্ব বা সৃষ্টসদৃশত্ব সহজেই উপস্থিত হইতেছে। এই স্বভাবত্যাগ আমরা নিজে বলিতেছি না, বৃহদ্ভাগবতামৃতেই উহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।

"—সদা সম্পত্ত্যর্থ্যং বহুতরবিশেষং বিহ্মৃতে। যথাস্মিংস্তত্তৎপ্রকৃতিরহিতেঽপি ধ্রুবতরম্।"

এই পদ্যের টীকায় উক্ত হইয়াছে,

"এতদুক্তং ভবতি, পরব্রহ্মরূপত্বেন স্বভাবতো নির্ব্বিশেষস্যাপি স্বস্য পরমাত্মতাদিরূপেণ বিচিত্রাবতারাত্মতয়া যথা।"

"এখানে এই কহিত হইতেছে, পরব্রহ্মরূপত্ব বশতঃ স্বভাবতঃ নিজে নির্ব্বিশেষ হইলেও যেমন তাঁহার পরমাত্মাদি রূপে নানা ভাবে অবতরণ হয় তেমনি" ইত্যাদি। এ সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া এই প্রকাশ পাইতেছে, সৎ, চিৎ আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মই নিত্য, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু সকলই সৃষ্টিস্বভাবসম্পন্ন উৎপত্তি ও বিলয়শীল। যথার্থ তত্ত্ব এই, বিশেষ ভাবে অনুভব করাতে এই সকল স্বরূপের কোন বিকার বা রূপান্তর গ্রহণ হয় না, কেন না এই সকল স্বরূপ অনন্ত তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই কেবল সাধকের চিত্তের সামর্থ্য অনুসারে ধারণার তারতম্য হয় এইমাত্র। স্বরূপাতিরিক্ত সাবয়বত্বের ভাব আনিলে "দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি" এই কথায় উহা লক্ষ্য হইয়া পড়ে। উহা কখন ঈশ্বর হয় না, অন্যান্য আলম্বন বা মধ্যবর্ত্তীর ন্যায় সৃষ্টবস্তুর মধ্যে গণ্য হয়। এতৎসম্বন্ধে এত দূর সুকঠোর নিয়ম যে "তথান্যপ্রতিষেধাৎ।৩।২।৩৬" এই সূত্রে ভাষ্যকার মাধ্বাচার্য্যকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে,

"ধ্যানকালে যচ্চিত্তে দৃশ্যতে তদেব ব্রহ্মরূপং, অতঃ কথমব্যক্তেতেত্যতআহ যথা জীবানন্দাদেরন্যদ্ব্রহ্ম তথোপাসাকৃতাদপি।"

"ধ্যানকালে যাহা কিছু চিত্তে দেখা যায়, তাহাই ব্রহ্মরূপ, তবে কেন অব্যক্ততা বলা হইতেছে, এ জন্য বলা হইতেছে জীবানন্দাদি হইতে ব্রহ্ম যেমন অন্যরূপ, তেমনি উপাসনাকৃত অন্য কিছু হইতেও।" আমরা যাহা বলিলাম, তাহাই প্রচুর। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কি বারান্তরে প্রকাশ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা রহিল।

প্রার্থনা।

বংশীধ্বনি।

কোন মহিলা কর্ত্তৃক।

হে লীলারসময় হরি, তুমি এই হিন্দুজাতির প্রতি, আর্য্যকুলের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়া পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য এই ভারতবর্ষে তোমার তিনটি সন্তান প্রেরণ করিয়াছিলে। তাঁহারা তিন জন বংশীধ্বনি করিলেন, এবং সে বংশীধ্বনিতে সকলে মোহিত হইল। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাজাইয়া যত নরনারীর মন মাতাইয়াছিলেন। যত কুলবধূগণ তাঁহার বাঁশী শুনিয়া আকুল হইয়া সহস্র কার্য্য ফেলিয়া ধাবিত হইত। বাঁশীর গানে হরিনাম শুনিয়া তাহারা মোহিত হইত। দ্বিতীয় বার শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনামের বাঁশী বাজাইয়া সকল লোককে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। এবার ঘোর কলিযুগে তোমার বিধানকুমার শ্রীকেশবচন্দ্র এমনি জমাট বাঁশী বাজাইয়া গেলেন যে, সকল বাঁশীর স্বর একত্র আসিয়া মিশিল। পূর্ব্বে যাঁহারা বাঁশী বাজাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কি তোমার বিধানকুমার ছাড়িয়া দিয়া বাঁশী বাজাইয়াছিলেন, না তিনি সকলের সঙ্গে মিশিয়া

তাঁহাদের হৃদয়ে লইয়া বাঁশী বাজাইয়াছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল আপনার স্বদেশ স্বজাতির ভিতরে বংশী বাজাইয়াছিলেন, কিন্তু তোমার বিধানকুমার জমাট বাঁশী বাজাইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে বাঁশী বাজাইয়াছিলেন, আমেরিকাতে তাহার প্রতিধ্বনি হইল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল জাতিতে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বংশীধ্বনি শুনিতে লাগিল। বংশী শুনিয়া যাহারা মৃত ছিল, তাহারা বাঁচিল, যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহারা জাগ্রৎ হইল. যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় পৃথিবী হইতে বিলোপ হইতেছিল, তাহারা পুনর্জ্জীবিত হইল। আর ভবিষ্যতে যদি কেহ তোমার সন্তান বাঁশী বাজান, তাহা হইলে তোমার বিধানকুমারকে ছাড়িয়া কেহ বাজাইতে পারিবেন না, তুমি তোমার নববিধানকে তাহার ভিতরে দিয়া তবে বাজাইবে। তিনিকি এখন চলিয়া গিয়াছেন? সে বাঁশী আর বাজিবে না? বাজিবে তাহার বাঁশী পৃথিবীতে চির দিন। যত অসভ্য অন্ধতমদেশে বাঁশী বাজিতে আরম্ভ হইল পৃথিবীর চারি খণ্ডে বাঁশী বাজিতে লাগিল। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে বাজিয়া স্বর্গে বংশীধ্বনি উত্থিত হইল। স্বর্গে দেব আর দেবীদের আসন টলিল। যত দেব দেবী বলিলেন, এ ঘোর কলি যুগে কে বাঁশী বাজায়? কে আমাদের মোহিত করিল? মা ভক্ত জননী, তুমি বলিলে জান না আমার প্রিয় ছোট সন্তান সাধের ছেলে নববিধানস্বরে বাঁশী বাজাইতেছেন। দেবদেবীগণ, তোমাদের যাহাকে যত অধিক গুণ দিয়াছি তোমাদের ছোট ভাইকে সেই সকল গুণের অলঙ্কারে সাজাইয়া দাও। মা, তোমার কথা শুনিয়া যাঁহার বৈরাগ্য অধিক তিনি তাই দিলেন, যাঁহার পূণ্য অধিক তিনি তাই দিলেন, যাঁহার প্রেম অধিক যাঁহার বিবেক, অধিক তাঁহারা প্রেম দিলেন বিবেক দিলেন। এই প্রকারে যাঁহার যত গুণ ছিল সকলে মিলিয়া সে সকল ছোট নববিধানকুমারকে দিলেন। মা, তোমার কথা শুনে তোমার কন্যাগণ যে সকল সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার দিলেন আমরা তাহা দেখিয়াছি। মা, তোমার বিধান কুমারেতে নারীস্বভাব ছিল। দেবীরা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সতীত্ব বিনয় লজ্জা ক্ষমা কোমলতা লইয়া বিধানকুমারের চরিত্র গঠিত হইল। মা, তোমার পুত্র কেবল এই সকল সদ্‌গুণের সমষ্টি। আমাদের কাছে, মা তুমি, ছদ্ম বেশে তাঁহাকে মানুষদেহ দিয়ে পাঠাইয়াছিলে। তিনি যাহাতে গঠিত তাই তিনি আছেন, যাহা ছদ্মবেশে আমাদের নিকটে আসিয়াছিল তাহাই নাই। মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তিনি যাহা, তাহাই হৃদয়ের ভিতরে চির জীবন রাখিতে পারি।

কুটীর।

মঙ্গলবার, ১১ শ্রাবণ ১৭৯৮ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, যাহার কখন দর্শন হয় নাই তাহার প্রথম দর্শন হইলে মনের কি রকম গাম্ভীর্য্য ও স্তম্ভিত ভাব হয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাহার কখনও দেখা হয় নাই, দেখিবামাত্র তাহার শরীর মন স্তম্ভিত হয়। তাঁহাকে চক্ষের সমক্ষে উপলব্ধি করিবামাত্র শরীর মন বিস্ময়াপন্ন হয়। ইহাই অবাক্ হইবার অবস্থা, আশ্চর্য্য হইবার অবস্থা। এ সকল ভাব প্রথম অবস্থায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাতে দর্শনের ভাব প্রকাশ হয় না। কেহ যদি মারে, কে মারিল, কেন মারিল, প্রথমে এ ভাব মনে হয় না, কেবল যন্ত্রণাই প্রবল হয়। অনেক কাল পর আলোক দেখিলে আলোক কি, তাহা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু আলোক দেখেই মন মোহিত হইয়া যায়। প্রথম ভাবে তদ্গত, পরে বস্তু নির্ণয়। ক্রমে ক্রমে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি এবং বস্তুর সমালোচনা আরম্ভ হয়। সেই রূপ দর্শন। দর্শন অনেক প্রকার। যেমন স্বর্গ অনেক প্রকার, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর্গ আছে, সেইরূপ দর্শনেরও ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান আছে। প্রথম দর্শন দ্বিতীয় দর্শন অপেক্ষায় নিকৃষ্ট। ক্রমেই দর্শন উচ্চ হইতে উচ্চতর, উজ্জ্বল হইলে উজ্জ্বলতর হয়। দর্শনকে ঠিক স্বর্গের মত মনে করিবে। অতএব দর্শন উজ্জ্বলতাতে বিভিন্ন। আরও এক প্রকার বিভিন্নতা আছে, তাহার স্থায়িত্ব সম্পর্কে। যে ব্যক্তি বহু ক্ষণ অন্ধকারে থাকে সে হঠাৎ আলোক দেখিলেই অন্ধ হইয়া যায়। আলোকদর্শন অভ্যস্ত না থাকিলে প্রথম আলোক দর্শন গভীর অন্ধকারের হেতু হয়। সেই রূপ যদি অনেক কালের পর এক বার ঈশ্বর দর্শন হয়, সেই দর্শনের পর আবার গভীরতর অন্ধকার হয়। বার বার দর্শন হইলে সে অন্ধকার কম ঘন হয়। যাহাদের উজ্জ্বলতর দর্শন হয় তাহাদিগকে আর এক প্রকার শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে অর্থাৎ এক বার উজ্জ্বল দর্শনের পর যে অন্ধকার হয় তাহা ঘন না ঘনতর। সেই পরিমাণে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। খুব উজ্জ্বল দর্শন হইল, তার পর উজ্জ্বলতা কমিল বটে; কিন্তু সেই আলোক অনেক ক্ষণ স্থায়ী হইল। দর্শনের উজ্জ্বলতানুসারে যেমন সাধকদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় সেই রূপ সেই উজ্জ্বলতার স্থায়িত্ব অনুসারেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হয়। সেই সাধক কি সুখী, যিনি একবার খুব উজ্জ্বল দর্শন পাইলেন; কিন্তু তার পর দুই মাস অন্ধকারে রহিলেন? না, তিনি সুখী যিনি তেমন উজ্জ্বলরূপে দেখিলেন না; কিন্তু সর্ব্বদাই এক প্রকার তাঁহাকে দেখিতেছেন? ঈশ্বরকে এক বার উজ্জ্বলরূপে দেখিলে; কিন্তু অন্য সময় যদি ঈশ্বর সহবাসে বসিয়া আছ এরূপ মনে

করিতে না পার তবে জানিবে সেই আলোক আর নাই। দর্শনের সময়ে দর্শন উজ্জ্বল হইবে এবং যখন দর্শন নাও হয় তখনও সেই উজ্জ্বলতা থাকিবে এই রূপ সুখের অবস্থা প্রার্থনীয়। এই তারতম্যানুসারেই দর্শনের প্রকারান্তর হয়। উচ্চতর হইতে উচ্চতম দর্শন হয়। আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবে। যদি যথার্থই দর্শনের অধিকারী হইতে চাও তবে খুব উজ্জ্বল দেখিবে এবং এমন করিয়া দেখিবে যাহাতে আর বিচ্ছেদ না হয়। ক্রমে ক্রমে যত ভাল দেখিবে তত বিচ্ছেদ অসহ্য হইবে। যাহার দর্শন ভূতকালে, বর্ত্তমানে দেখে না, সে অবস্থা যেন তোমার না হয়। তোমার দর্শন ভূতকালে উজ্জ্বল; বর্ত্তমানে উজ্জ্বলতর, এবং ভবিষ্যতে যেন উজ্জ্বলতম হয়। আর আগে পাঁচবার বিচ্ছেদ হইত, এখন দুইবার বিচ্ছেদ হয়, পরে হইবে না। এই রূপে যাহারা উচ্চ শ্রেণীয় দর্শক সেখানে পৌঁছিবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন?

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

দর্শনে প্রথমে স্তম্ভাদিকং লক্ষণমুক্তবান্।
অবস্থা বিস্ময়স্যৈষা ন তু বস্তবধারিকা॥ ১॥
আহতে যন্ত্রণাবোধঃ প্রথমঃ স কথং পুনঃ।
মামহন্নিতি জিজ্ঞাসেন্ন তদায়াতি তৎক্ষণাৎ॥ ২॥
বহুকালব্যতীতেহঙ্গালোকং পশ্যন্ বিমোহিতঃ।
পশ্চাত্তন্নির্ণয়ে যত্নঃ প্রথমং ভাবতদ্গতঃ॥ ৩॥
ক্রমাদ্দৃষ্টিস্ততো বস্তু প্রতি ধাবতি তস্য চ।
স্বরূপালোচনারম্ভো ভবত্যেবং হি দর্শনে॥ ৪॥
স্বর্গস্যাপি যথাস্ত্যঙ্গ সোপানানাং পরম্পরা।
দর্শনস্যাপি তদ্রূপমৌজ্জ্বল্যেন বিগণ্যতাম্॥ ৫॥
স্থায়িত্বেন বিশেষশ্চ জ্ঞেয়ঃ স্থিত্বা বহুক্ষণম্।
তমস্যালোকমীক্ষেত চেদন্ধত্বং প্রযাতি সঃ॥ ৬॥
অনভ্যাসোহত্র চান্ধত্বে হেতুরেবং হি দর্শনে।
বারংবারং দর্শনেন তমোঘনত্বসংক্ষয়ঃ॥ ৭॥
অন্ধকারঘনত্বস্য তারতম্যেন যোগিনাম্।
শ্রেণীনির্দ্ধারণং চৌজ্জ্বল্যস্থায়িত্বেন তৎ স্মৃতম্॥ ৮॥
ঔজ্জ্বল্যেনৈকদা দৃষ্ট্বা দ্বৌ মাসৌ চেৎ তমস্যয়ম্।
স্থিতঃ সুখী কিং যোহসৌ বা নিত্যং পশ্যত্যনুজ্জ্বলম্॥ ৯॥
ঔজ্জ্বল্যেন তু পশ্যংশ্চেৎ সহবাসং পরেশিতুঃ।
পশ্চান্নানুভবেন্নাস্তি স আলোকো বিনিশ্চিতম্॥ ১০॥
দর্শনাবস্থায়ামাসীদ্ যদৌজ্জ্বল্যং তদেব হি।
প্রভাবত্বেন সংব্যাপি তদন্যত্র সুখায় তৎ॥ ১১॥
এতেন তারতম্যেন প্রকারান্তরতা স্মৃতা।
দর্শনস্যোচ্চতা চাস্যাদর্শেন তুলনাং কুরু॥ ১২॥
অবিচ্ছেদো দর্শনস্য যথা স্যাত্তদনন্তরম্।
ক্রমাত্তদুন্নতৌ স্যাৎসবিচ্ছেদোহবিষহো হসা তু॥ ১৩॥
দর্শনং ভূতকালে ন বর্ত্তমানে ন চাস্তি তে।
অবস্থা চেদৃশী সুষ্ঠু ক্রমাত্তয়োর্ভবিষ্যতি॥ ১৪॥
বিচ্ছেদন্যূনতা নিত্যং বর্দ্ধতাং তব দর্শনে।
উচ্চভূমৌ সমারূঢ়ঃ স্যা ঈশস্তে প্রসীদতু॥ ১৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে দর্শন-শ্রেণীবন্ধনং নামৈকবিংশ মুপনিষৎস্বষ্ট-চত্বারিংশত্তমমনুশাসনম্।

সংবাদ।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি কুচবিহারের মহারাজা এবং মহারাণী সঙ্কট জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মহারাণী কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু মহারাজার আজও জ্বর সম্পূর্ণ রূপে বিরত হয় নাই। যে প্রকার আশঙ্কা প্রথমাবস্থায় তাঁহার বন্ধুবর্গকে নিপীড়িত করিয়াছিল, ঈশ্বরপ্রসাদে এখন তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। আমরা আশা করি, মহারাজা অল্প দিনের মধ্যে রোগ-বিমুক্ত হইবেন। রাজকুমারের পীড়ার জন্য উদ্বেগ ও শুশ্রূষা প্রভৃতি এরূপ সঙ্কটাপন্ন জ্বর প্রাদুর্ভাবের কারণ। রাজকুমার আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য মহাশয় বাঁশবেড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্ম্মানার্থ ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে পঞ্চ দশ ভাদ্রোৎসবের প্রারম্ভ ও উৎসব সম্পন্ন হইবে।

উৎসবের পূর্ব্বে দেবালয়ে।

১ ভাদ্র—পাপস্বীকার।
২ " ব্রত পালনে ত্রুটি জন্য অনুতাপ।
৩ " আদর্শচরিত্রানুসারে চরিত্র গঠন জন্য সঙ্কল্প।
৪ " যে সকল রিপুর বিরুদ্ধে ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদিগের বিরুদ্ধে চিরসংগ্রাম করিবার প্রতিজ্ঞা।
৫ " আত্মশুদ্ধি বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা।
৬ " ব্রত চতুষ্টয় প্রতিপালনে দৃঢ় সঙ্কল্প এবং তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার স্খলন হইলে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ।
৭ " আচার্য্যগ্রহণ ব্রতের অন্তর্ভূতরূপে পরস্পরকে গ্রহণ।
৮ " উপসংহার।

মন্দিরে।

১। সঙ্গীতানন্তর প্রাতঃকালে উপাসনা। ৭টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত।
২। মধ্যাহ্ন উপাসনা। ১২টা হইতে ১টা।
৩। বিবিধ শাস্ত্র হইতে পাঠ। ১টা হইতে ৩টা।
৪। সৎপ্রসঙ্গ। ৩টা হইতে ৪টা।
৫। প্রার্থনা। ৪টা হইতে ৫টা।
৬। ধ্যান। ৫টা হইতে ৬টা।
৭। সায়ংকালীন সংকীর্ত্তন। ৬টা হইতে ৭টা।
৮। সায়ং উপাসনা। ৭টা হইতে ৯টা।

এষ্টপত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৯ ভাগ । ১৪ সংখ্যা ।	১৬ ই ভাদ্র, রবিবার, ১৮০৬ শক ।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা ।

হে ভক্তপ্রিয় ভগবান্, তুমি একা অসঙ্গ উদাসীন ভাবে নিত্যকাল স্থিতি করিতেছ এই ভাবে তোমায় আমরা পূজা করিব, না তুমি নিত্যকাল অসংখ্য ভক্তগণ সহ বিহার করিতেছ, এই লীলাবস্থায় তোমায় গ্রহণ করিব ? আমরা যে দুই প্রকারেই তোমাকে গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ। ভক্তগণ না হইলে তোমার চলে না, এ কথা কেহ বলিতে পারে না, অথচ ভক্তগণ ছাড়িয়া তুমি থাক না, এ কথাও সত্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছু ছিল না, তুমি ছিলে, সেই ভাবে যখন তোমায় গ্রহণ করি, তখন তুমি অসঙ্গ উদাসীন, আর যখন তুমি সৃষ্টি করিলে, তখন কোটি কোটি ভক্ত সাধক যোগী আসিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া তুমি নিত্যক্রীড়া করিতে লাগিলে। যোগের ঘরে তোমায় একা দেখি, ভক্তিতে প্রবেশ করিয়া তোমায় ভক্তগণ সহ বিহার করিতে অবলোকন করি। এত কাল শুদ্ধ যোগ সাধন করা গেল, এখন এক বার ভক্তিযোগ সাধন করিতে অনুমতি দাও। যোগ ভক্তি এখন একত্র বিরাজ করুক, তোমায় এবং তোমার সন্তানগণকে দেখিয়া এখন আমরা কৃতার্থ হই। আমাদিগের সৌভাগ্য, হে মাতঃ, যে তুমি সমুদায় বৈকুণ্ঠ লইয়া আমাদিগের নিকটে উপস্থিত। কে কোন্ দিন সশরীরে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছে? তুমি তোমার নববিধানে এইটি সম্ভব করিয়া কি কৃতার্থই না আমাদিকে করিলে! তুমি এমন নবীন যোগ আমাদিগকে শিক্ষা দিলে যে আমরা ইহলোকে থাকিয়া তোমার সঙ্গে যোগে সমুদায় তোমার ভক্তমণ্ডলী সহ দিব্যধামে প্রবিষ্ট হই। হে মহাশক্তি, তোমার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলি মহামূল্য রত্নরাজির ন্যায় চিক্ চিক্ করিতেছে, তোমার জ্যোতি সেই সকলের উপরে পতিত হইয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য শতগুণ বাড়িয়াছে, ইহা দেখিলে কাহার না মন আনন্দরসে প্লাবিত হয়। মা, তোমার এই বেশ দেখিতে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। সত্য তুমি, সত্য তোমার সন্তানবর্গ, সত্য সেই দিব্যধাম, যে দেখিয়াছে সেই মোহিত হইয়াছে। ইচ্ছা হয়, সকলে তোমার এই অরূপরূপ দর্শন করে, দিব্যধামে দিব্যধামবাসিগণ সহ মিলিত হইয়া তোমার স্তবস্তুতিতে কৃতার্থ হয়। প্রভো, এই মহাযোগ তুমি আমাদিগের মধ্যে একান্ত ফলবান্ কর। এ যোগে যোগী নিয়তকাল না থাকিলে আর পৃথিবীর পক্ষে আশা কি প্রকার হইবে ? এবার যে আশার সংবাদ তুমি নববি-

ধানে জগতে প্রকাশ করিলে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা তাহার প্রকৃতবাহক হইতে পারি। যাহা আমরা দেখিব সম্ভোগ করিব, তাহা ভাবী বংশীয়েরা সহজে দেখিবে সহজে সম্ভোগ করিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের জীবন কৃতার্থ হইল। হে বিধানের ঈশ্বর, তুমি তোমার দাসদিগকে দিয়া তোমার নব মহাযোগ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লও, এই তোমার নিকট বিনীত ভিক্ষা।

পঞ্চদশ সাংবৎসরিক ভাদ্রোৎসব।

১১ই মাঘের উৎসব প্রায় এক মাস কাল ব্যাপিয়া হইয়া থাকে, ভাদ্রোৎসব অনেক অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়, মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন স্মরণার্থ এক দিন মাত্র মন্দিরে বিশেষ ভাবে উপাসনা সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। কিন্তু সেই এক দিনের উপাসনাদি ব্যাপার আড়ম্বর-শূন্য, অতিশয় গম্ভীর, আধ্যাত্মিক ও মধুময় হয়। গতবৎসর এই ভাদ্রোৎসবের সময় শ্রীআ-চার্য্যদেব দেহধারণে ইহলোকে স্থিতি করিতে-ছিলেন, তখন অসুস্থ শরীরে হিমালয় হইতে উৎসবের নিয়ম প্রণালী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তদনুসারে উৎসব নির্ব্বাহ হইয়াছিল। আচার্য্য দেব হিমালয়শিখরে কতিপয় বন্ধুকে লইয়া উৎসব করিয়া কলিকাতার উৎসবের সঙ্গে আধ্যা-ত্মিক ভাবে যোগ দান করিয়াছিলেন, এবং এখন তিনি স্বর্গে ভক্তমণ্ডলী সহ তাঁহার মাকে লইয়া উৎসব করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা তাঁহার বাহ্যিক সাহায্যে উৎসবে যদিচ কিছু প্রাপ্ত হই নাই, বেদী হইতে তাঁহার পবিত্র-মুখবিনিঃসৃত স্বর্গীয় উপদেশ ও প্রার্থনাদি শ্রবণ করিয়া নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি নাই, তথাপি জননীর প্রকাশের সঙ্গে আত্মাতে তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্মিলন অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সে দিন কোন বিশ্বাসী ভক্ত ব্রহ্মমন্দিরকে আচার্য্যশূন্য মনে করিতে পারেন নাই। একটি আন্দোলন সঙ্ঘটিত হইয়া ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়াতে অনেক গুলি বন্ধু উৎসবে যোগ দান করেন নাই, সুতরাং পূর্ব্বাহ্নের উপাসনার সময় মন্দির বড় বড় ফাক ফাক বোধ হইয়াছিল, অনেক প্রিয় বন্ধু সেই স্বর্গের সুধা সম্ভোগে বঞ্চিত হইলেন ভাবিয়া আমাদের অনেকেই মনে বড় কষ্ট পাইয়াছেন। যে মন্দিরে নববিধানের জন্ম, যে স্থানে বিধানকুমার নববিধানের কত আশ্চার্য্য তত্ত্ব ও বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, এখনও আধ্যাত্মিক ভাবে বিধান কুমার তাঁহার জননীতে যেখানে বিরাজ-মান, সেই প্রিয়তম পুণ্যের মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া আর নববিধানকে পরিত্যাগ করা এক কথা। আপন আপন জীবনের যে কি ক্ষতি করিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারা বুঝিতেছেন না পরে বুঝিবেন। জননী তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি দান করিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসুন। ৯ই ভাদ্র রবিবার ভাদ্রোৎসব হইয়াছে। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দরবারে এই উৎসবের জন্য আচার্য্য ব্রত দৃঢ় করিয়া আত্মাকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রেরিতদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত হয়।

নিষেধ।

আলস্য দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, কুতর্ক, পরনিন্দা, ব্যর্থ প্রসঙ্গ, লঘুতা।

বিধি।

১। নববিধানের আদর্শ মহত্ম্য স্মরণ। ২। জীবনবেদ পাঠ ও অনুধ্যান। ৩। আচার্য্য কৃত বক্তৃতা উপাসনা ও প্রার্থনা পালা ক্রমে পাঠ। ৪। এই কয়েকটি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা, (১) আমি কোন বিষয়ে বড় এ অহঙ্কার মনে আসিতে দিব না। (২) আমি নারীসম্বন্ধে কোন কুচিন্তা মনে আসিতে দিব না। (৩) আমি পরসুখে কাতর হইব না। (৪) আমার জিহ্বা আমোদ প্রমোদে বা অসাবধানতায়ও মিথ্যা বলিবে না। (৫) আমি কাহার হৃদয়ে শক্ত কথা দ্বারা পীড়া দিব না। (৬) চিন্তায় বাক্যতে ও কার্য্যতে আমি অনুগত দাসের ন্যায় থাকিব। (৭) আমি ভ্রাতাদিগের এ সম্মতা ও আশীর্ব্বাদের

জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইব। (৮) আমি নিজের মঙ্গল সাধুসেবা ও জগতের হিত সাধন জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম না করিয়া ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে ধান্য লইব না। ৫। দেশ-বিদেশে অন্ততঃ বিংশতি জন বন্ধুকে তাঁহাদিগের হিতার্থ ধর্ম্মসম্বন্ধে পত্র লিখা ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ।

পরে ১ লা ভাদ্র হইতে দেবালয়ে আট দিন ক্রমশঃ এই কয়টি বিধি প্রতিপালিত হয়। ১ পাপ স্বীকার, ২ ব্রতপালনে ত্রুটি জন্য অনুতাপ, ৩ আদর্শচরিত্রানুসারে চরিত্র গঠন জন্য সংকল্প, ৪ যে সকল রিপুর বিরুদ্ধে ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে চিরসংগ্রাম করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা, ৫ আত্মশুদ্ধিবিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা, ৬ ব্রতচতুষ্টয় প্রতিপালনে দৃঢ়সংকল্প এবং তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার স্খলন হইলে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ, ৭ আচার্য্যব্রতের অন্তর্ভূতরূপে পরস্পরকে গ্রহণ, ৮ উপসংহার। এই কয় দিন দেবালয়ে সন্ধ্যার সময় সংকীর্ত্তন ও আচার্য্যের উপদেশ পাঠ হয়। ৯ ই ভাদ্র পূর্ব্বাহ্ণ ৭ টার পর সঙ্গীতান্তে ভাই প্রসন্নকুমার সেন আরাধনাদি উপাসনার পূর্ব্বাঙ্গ সম্পাদন করেন, ভাই উমানাথ গুপ্ত নিম্ন লিখিত মর্ম্মে উপদেশ দান করেন।

হিন্দুগণের যেমন দুর্গোৎসব আমাদিগের তেমনি মাঘোৎসব। দুর্গোৎসব বহু সমারোহ সহকারে এবং কয় দিন ধরিয়া হইয়া থাকে, মাঘোৎসব তদ্রূপ। হিন্দুগণের যেমন জগদ্ধাত্রী পূজা, আমাদের ভাদ্রোৎসব সেই প্রকার জগদ্ধাত্রী পূজাতে তিন দিনের পূজা এক দিনে হইয়া থাকে। অদ্য আমাদিগের ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী জগদ্ধাত্রীর পূজা। মা সিংহের পরাক্রম ধারণ করিয়া উন্মত্ত সংসারী হস্তীকে বিনাশ করিতেছেন। তাঁহার সিংহ হস্তীকে সম্পূর্ণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে কেবল মাত্র মুণ্ড অবশিষ্ট রহিয়াছে। অহঙ্কারী স্বার্থপর আত্মার সংহার ভিন্ন মা জগদ্ধাত্রীর পূজা হয় না। আমাদের মার রূপের আলোকে জগৎ আলোকিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের প্রেম, ভক্তি, পুণ্য, আনন্দের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। হিন্দুগণ কালী পূজা করিয়া থাকেন, আমাদের ভাদ্রোৎসব কেবল জগদ্ধাত্রী পূজা নহে। ইহা আবার মা মহাকালীর পূজা। দুই পূজা এক কালে হইতেছে। মা মহাকালীর কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। মা সমস্ত অসুর সকলকে বিনাশ করিতেছেন। মার খড়্গের নিকট অসুরদিগের কোন প্রকারে নিস্তার নাই। মা লোলজিহ্বাতে স্বর্গীয় সুরাপান করিতেছেন এবং আমাদিগকে বিতরণ করিতেছেন। মার দীন হীন সন্তানেরা সুরাপান করিতে পারেন না বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের জন্য তাঁহার রাজ্যে খোলা ভাঁটী সংস্থাপনের আদেশ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মমন্দির তাঁহার সংস্থাপিত খোলা ভাঁটি। এখানে আমরা উদর পূরিয়া উন্মত্ততার মদ্য পান করিতে পাইতেছি। তিনি আপনি পান করিতেছেন আর আমাদিগকে ঢালিয়া দিতেছেন। তিনি আমাদিগকে প্রহ্লাদ নামক সুরা খাওয়াইতেছেন। এ সুরা কি মধুর! হরিবোল বল আর বিপদ সকল অগ্রাহ্য কর। তাঁহার ধ্রুবসুরাপানে জীবন শিশুর ন্যায় সরল হইয়া যায়; ব্যাঘ্রকে হরিজ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হয়। শ্রীঈশাসুরা, শ্রীগৌরাঙ্গসুরা, এই সকল আশ্চর্য্য স্বর্গীয় সুরা আমাদিগকে পান করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গত বৎসর আমাদের শ্রীআচার্য্য দেব হিমালয়ে ভাদ্রোৎসব করিয়াছিলেন, আমরা ব্রহ্মমন্দিরে উৎসব করিয়া তাঁহার সহিত যোগ দান করিয়াছিলাম। এ বৎসর তিনি তাঁহার মার শ্রীপাদপদ্মতলরূপ সুরালয়ে উৎসব করিতেছেন, আমরা তাঁহার সহিত যোগ দান করিতেছি। কোটি কোটি আত্মা সকল মা জগদ্ধাত্রীর উৎসব করিতেছেন। তাঁহারা এই ঘরে আসিয়াছেন। তাঁহারাই যে কেবল উৎসব করিতেছেন তাহা নহে, যেখানে যিনি যেটুকু ভাল ভাব লইয়া বসিয়া আছেন, তাহা তিনি মার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া উৎসব করিতেছেন। আমরা বালক, যুবা, বৃদ্ধ, নারী সকলে আমাদের সমুদায় সদ্ভাব লইয়া মাকে অর্পণ করিতেছি। অদ্য আমরা সমস্ত দিন মা জগদ্ধাত্রী এবং মহাকালীর পূজা করিব। দেখ দেখ, মার এক মুখে রূপ ধরে না। হাস্যময় ভুবনমোহনরূপ; অন্য মুখ অসুরগণের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর। মাগো, তুমি আমাদের অন্তরস্থ সংসারোন্মত্ত হস্তীকে এবং অসুরগণকে বিনাশ কর। আমাদিগকে ষোড়শোপচারে তোমার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিতে দেও। মাগো, তোমার কৃপাগুণে আমরা স্বর্গের সুরাপানে কৃতার্থ এবং শুদ্ধ হইতেছি।

সাড়ে দশটার সময়ে উপাসনা সমাপ্ত হয়। দুই টার সময় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা করেন, তৎপর ভাই কালীশঙ্কর দাস হিন্দুশাস্ত্র হইতে, ভাই মহেন্দ্রলাল বসু বাইবল ও গ্রন্থ সাহেব হইতে, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মোহম্মদীয় তপস্বী বিশেষের জীবন চরিত, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী আচার্য্যের উপদেশ

হইতে কিছু কিছু পাঠ করেন *। তৎপর সৎ প্রসঙ্গ হয়। পরলোক গত আত্মার সঙ্গে কি রূপে যোগ সাধন করা যায়, প্রত্যাদেশ ও বিবেকে প্রভেদ কি, উচ্চ বিষয়ের অবস্থা কিরূপ, এই তিন বিষয়ে প্রশ্ন হয়। ভাই উমানাথ গুপ্ত তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

পরলোকবাসীদিগের সঙ্গে যোগ কিরূপে হইতে পারে?

আত্মা যত সংসারী ও বিলাসপরায়ণ হইয়া থাকে, ততই সে জড়জগতে আবদ্ধ থাকে। বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করিয়া যতই বাসনা হইতে নিবৃত্ত হয় ততই সে সংশয় হইতে মুক্তি লাভ করে, ততই তাহার মোহপাশ ছিন্ন হয়, এবং জড়ের অতীত আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে বিশেষ যোগে নিবদ্ধ হয়। মৃত ব্যক্তিকে যেমন কোন বস্তু আকর্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি বৈরাগ্যবলে বাসনা বিনষ্ট করিয়াছে, তাহাকে সংসার কিরূপে আকর্ষণ করিবে? শরীরী আত্মা এইরূপে সংসার বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত যোগ স্থাপন করে, এবং অধ্যাত্মরস পান করিতে প্রবৃত্ত হয়। সে ইহলোকে থাকিয়া পরলোকে বাস করে। আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে থাকে, তাঁহাকে আহার ও পান করাই তাহার জীবনের কার্য্য হয়। পরলোকবাসী সকলে ঈশ্বরের বক্ষে বাস করিতেছেন, বিষয় বিমুক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরকে লাভ করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ঈশা, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে এক হন, এবং তাঁহাদের ভাবে ঈশ্বরের পূজা ও তাঁহাকে মহিমান্বিত করেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইহলোক পরলোক এক হইয়া যায়।

বিবেক এবং প্রত্যাদেশের প্রভেদ কি?

কোন্ কাজটি ভাল, কোনটি মন্দ, কোন্‌টি উচিত কোন্‌টি অনুচিত তাহা বিবেক দ্বারা জানা যায়। যাহারা মহা মহা পাপ করে কিংবা যাহারা অতিশয় অজ্ঞান সকলেই বিবেকের কথা শুনিতে পায়। স্মরণশক্তি, কল্পনা শক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতির ন্যায় বিবেক একটী মনোবৃত্তি নহে। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে সতত থাকিয়া ভাল কার্য্য করিতে এবং মন্দ কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছেন। তাঁহার বাণী প্রতিনিয়ত আমাদের অন্তরে আসিতেছে, সংসার কোলাহলের জন্য আমরা তাহা শুনিতে পাই না। আমরা যত সংসার বাসনা, বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এই বাণীর দিকে কর্ণপাত করি তত তাহা অধিকতর এবং স্পষ্টরূপে শুনিতে পাই। যেমন মুমূর্ষুদিগের নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ থাকে তাহা অতি সামান্য ভাবে জানিতে পারা যায়, কিন্তু জীবন্ত ব্যক্তির নাড়ী যেমন অতি স্পষ্ট এবং বলবান্; তদ্রূপ প্রথম অবস্থায় ঈশ্বরের বাণী অতিশয় ক্ষীণভাবে শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু সংসারকোলাহলশূন্য চিত্তের নিকট তাহা বজ্রধ্বনির ন্যায়। প্রথম অবস্থায় ঈশ্বরবাণী বিবেক নামে পরিচিত, পরিণামে আত্মা যখন তাহা অতি স্পষ্ট এবং সাক্ষাৎ ভাবে শুনিতে থাকে তখন তাহা প্রত্যাদেশ নাম প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় আত্মা জীবন্ত এবং অগ্নিময় ভাব ধারণ করে। সাধারণ লোক দিগের হৃদয়ে যাহা বিবেক, সংসারের কোলাহলশূন্য, জীবন্ত, অগ্নিময় আত্মার ভিতরে তাহা প্রত্যাদেশ।

বিশ্বাসের উচ্চ অবস্থা কিরূপ?

বিশ্বাস উচ্চ অবস্থায় ঈশ্বরদর্শনরূপে পরিগণিত হয়। বিশ্বাসের প্রথম অবস্থা ভ্রূণের অবস্থা, দেখিতে অতি নিরাশ্রয়ের অবস্থা, সে কিছুই জানে না বুঝে না। সে আহারের জন্য চেষ্টা করিতে পারে না, আহার কাহাকে বলে তাহাও অবগত নহে। তাহার মা আহার করে, স্নান করে, স্বচ্ছন্দে থাকে, তাহাতেই তাহার আহার করা, স্নান করা হয় এবং স্বচ্ছন্দে থাকা হয়। বিশ্বাসী ঈশ্বরের ভিতরে ভ্রূণের ন্যায় থাকে। তাঁহারই উপরে তাহার সম্পূর্ণ নির্ভর, তাহার আত্মার যাহা কল্যাণ বিনা চেষ্টায় এবং তাহা কিছু অবগত না থাকিয়াও সে তাহা প্রাপ্ত হয়। ভ্রূণ বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া কাল সহকারে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখনও তাহার মাতার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর, কিন্তু পূর্ব্বে সে কিছুই জানিত না, এখন ক্ষুধা হইলে সে কাঁদিয়া তাহা জানাইয়া থাকে। বিশ্বাসীও ক্রমে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে শিখে; কিন্তু তখনও ঈশ্বরের হস্তে তাহার সমস্ত ভার। সন্তান পরিণত হইলে তৎসম্বন্ধে মা অনেকটা নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু তথাপি মাই তাহাকে সমস্ত যত্ন ও আদর করেন। মা তাহার অন্ন রাঁধিয়া দেন, শয্যা পাতিয়া দেন, তাহাকে নানা প্রকারে রক্ষা করেন ও সুখে রাখেন; পরিণত বিশ্বাসিসম্বন্ধে ঈশ্বর অনেকটা নিশ্চিন্ত হন, তখন সে ঈশ্বর দর্শন করে, তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করে, এবং ঈশ্বর তাহাকে উপযুক্ত সন্তানের ন্যায় পালন ও রক্ষা করেন।

সৎ প্রসঙ্গের পর ব্যক্তিগত ভাবে কয়েক জন উপাসক প্রার্থনা করেন। এই সময়ে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল একবার ক্ষণ-

* প্রাতে 'সেবকের নিবেদন' ১০ম সংখ্যা হইতে 'আমার মাকে কি দেখছ তোমরা বল সত্য করে' এই উপদেশের সার পঠিত হয়। অপরাহ্নে 'স্বর্গীয় মহাত্মাদের উৎসব এবং 'পরলোকবাসী ভক্ত দর্শন' রাত্রে দশম ভাদ্রোৎসবে প্রদত্ত প্রাতঃকালের বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল। এই ৪টী বক্তৃতা ঈশ্বর এবং পরলোকে বিশ্বাস বর্দ্ধক।

কালের জন্য মন্দিরে উপস্থিত হন। প্রার্থনান্তে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ধ্যানের উদ্বোধন করিলে ধ্যান আরম্ভ হয়। ধ্যানান্তে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকে। তখন লোকে মন্দির পরিপূর্ণ হয়। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার সময় পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী আসিয়া তাহাতে যোগ দেন। কীর্ত্তনের মত্ততার সঙ্গে২ তিনি প্রমত্ত এবং পুনঃ পুনঃ ভূতলে পতিত হন। হরিনামের রোলের সঙ্গে নববিধান মন্দিরে তাঁহাকে মত্ততার সহিত কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে দেখিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উপাসনা শেষ হইলে পর চলিয়া যান। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু সায়ংকালীন উপাসনার আরাধনাদি পূর্ব্বাঙ্গ সম্পাদন করেন, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী আচার্য্য দেবের বিশ্বাস সম্বন্ধীয় একটি জ্বলন্ত উপদেশ পাঠ করেন। প্রার্থনা ও সঙ্গীত অন্তে রাত্রি ১০।। টার সময় উৎসব সমাপ্ত হয়। উৎসবে আনন্দময়ী জননীর বিশেষ বল লাভ করিয়া সাধকগণ কৃতার্থ হইয়াছেন, জীবনের বহু সম্বল সঞ্চয় করিয়া লইয়াছেন।

অপরোক্ষ ঈশ্বরজ্ঞান।

আমরা গতবারে দেখিয়াছি, ভারতের আর্য্যগণ ঈশ্বরকে সাকার কখন বলেন নাই, কিন্তু সাকার জগৎ অবলম্বন করিয়া নিরাকার ঈশ্বর ধারণে যে যত্ন হইয়াছে তাহা হইতে সাকারপ্রতিপাদক বিবিধ মতের উদ্ভাবন হইয়াছে, অথচ সে সকল মতের কোন একটিও ঈশ্বরের নিরাকারত্ব অস্বীকার করিতে পারে নাই। একটি না একটি অবলম্বন লইয়া ঈশ্বরোপাসনা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা পূর্ব্ব সমুদায় উপাসনাকে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান মধ্যে গণ্য করিয়াছি। উপনিষদে মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত উভয় পদার্থ সহ অভিন্ন ভাবে ব্রহ্মকে গ্রহণ করাতে আমরা সেখানেও অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দেখিতে পাই না। অহম্ ব্যবধান বশতঃ অহম্ সহ অভেদ দর্শনও অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। সুতরাং কোথাও অপরোক্ষ জ্ঞান নাই বলিতে হয়। এখন জিজ্ঞাসা এই, বেদ উপনিষৎ পুরাণ তন্ত্র কোথাও যদি অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দৃষ্ট না হয়, তবে কি উহা বর্ত্তমান সময়ের ব্যাপার? বর্ত্তমান কালের ব্যাপার কি না, এবং ভূতকালে উহা কি আকারে ছিল, আমরা অদ্যকার প্রবন্ধে প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

সকলেই জানেন, পুরাণশাস্ত্র সাকারবাদের আকরভূমি। এক এক জন ধর্ম্মসংস্কারক অবতরণ করিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তদবলম্বনে তাঁহাকে অবতীর্ণ ঈশ্বররূপে প্রতিপাদন করিয়া পুরাণ শাস্ত্র সাকারবাদের পত্তন দিয়াছেন। পৌরাণিক সময়ে উপনিষদাদির প্রাধান্য থাকাতে এই সাকারবাদ সেরূপ আকার ধারণ করিতে পারে নাই, যেরূপ আধুনিক সময়ে উহা বদ্ধমূল সংস্কার হইয়া পড়িয়াছে। হইলে কি হয়, ঈশ্বরের নিরাকারত্ব এমনই সত্য যে ঘোরতর সাকারবাদিদিগ্‌কেও পাকতঃ নিরাকারই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমরা পূর্ব্ববারে যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতেই এ কথা নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ হইয়াছে, আর তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন করে না। ক্রমোন্মেষক্রমে পরোক্ষ জ্ঞান হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান কি প্রকারে আসিল তৎপ্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন। পুরাণ মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নববিধ সাকারবাদ উত্থিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উপসংহারে মহাত্মা শুক পরীক্ষিতকে বলিয়াছেন,

"অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥

দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥"
১২ স্ক, ৫ অ. ১২।১৩ শ্লো।

" 'আমি পরম জ্যোতির্ব্রহ্ম' 'পরম পদ ব্রহ্ম আমি' এইরূপ দর্শন করিয়া আত্মাকে নিরূপাধি পরমাত্মাতে সমাধান করত, বিষাননযোগে পদে দংশন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ লেহনকারী তক্ষককে, আপানার শরীর এবং বিশ্বকে আপনা হইতে পৃথক্ দেখিতে পাইবে না।" "অহং ব্রহ্ম" "ব্রহ্মাহং" এতৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যাকর্ত্তা বলিয়াছেন,

"অহং ব্রহ্মেতিভাবনয়া জীবস্য শোকাদিনিবৃত্তিঃ ব্রহ্মাহমিতি ভাবনয়া ব্রহ্মণঃ পারোক্ষ্যনিবৃত্তির্ভবতীতি ব্যতিহারো দর্শিতঃ।"

"আমি ব্রহ্ম ভাবনাতে জীবের শোকাদি নিবৃত্তি এবং ব্রহ্ম আমি এই ভাবনাতে ব্রহ্মের পরোক্ষভাব নিরত্তি হয়, এজন্য 'অহং ব্রহ্ম' 'ব্রহ্মাহম্' এইরূপ ব্যতিহার (শব্দবিনিময়) প্রদর্শিত হইয়াছে।"

"যোঽহম্ স ব্রহ্মৈব যদ্ব্রহ্ম তদহমেব।"

"যে আমি সে ব্রহ্মই, যে ব্রহ্ম সে আমিই" শব্দবিনিময়ের অর্থ এইরূপ। "ব্রহ্মই আমি" একথা বলাতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় কে অস্বীকার করিবে, কিন্তু যখন আমি ব্রহ্ম বলা হইতেছে তখন সেই অপরোক্ষ জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া আমির মধ্যবর্ত্তিত্ব অবশেষ থাকিতেছে। কেন না আমি যদি ব্রহ্ম হইলাম তবে ব্রহ্মই আমি এস্থলের আমিও সেই পূর্ব্ব আমির সমজাতীয় সন্দেহ কি?

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।"

এই শ্রুতিকে মূল করিয়া শ্রীমন্ মহাসমন্বয়াচার্য্য বলিয়াছেন;

"প্রাচীন যোগী ঋষি এবং শাস্ত্রকারেরা দুই পক্ষীর কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব হে ব্রাহ্মগণ সকলেই আমির পরিবর্ত্তে তোমরা, তিনির পরিবর্ত্তে তাঁহারা, এই ভাষা ব্যবহার কর।" "হে মানব তুমি যাহাকে আমি বলিতেছ, এই আমিকে কাটিলে দুটি সুন্দর পাখী বাহির হইবে একটি তুমি, অপরটি তোমার স্রষ্টা ও পতিপালক স্বয়ং ঈশ্বর। তোমার এই দেহের অধিকারী স্বামী কেবল তুমি নহ। তুমি যাহাকে তোমার দেহ মন হৃদয় আত্মা বলিতেছ, সেই দেহ মন হৃদয় আত্মার অধিকারী তুমি এবং তোমার ঈশ্বর। প্রত্যেক আমিকে খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার ভিতর হইতে এইরূপে দুই আমি বাহির হইবে, এক জীব আমি, আর এক পরম আমি, এক সৃষ্ট আত্মা আর এক স্রষ্টা অথবা পরমাত্মা। এক আমির ভিতরে দুই অতীন্দ্রিয় আত্মা। এক আধারে দুই অদৃশ্য আধেয়। একাধারে এক গাছে, এক শরীরে এই দুই নিরাকার পক্ষী, দুই সুন্দর আত্মা নিয়ত বাস করিতেছে।" "এই দুইটি পাখী সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। যখন তুমি একটি সুন্দর গোলাপ ফুল দর্শন কর, তখন স্রষ্টা পাখী তোমাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা দেন এবং তুমি সৃষ্ট পক্ষী তাহা দর্শন কর। আবার যখন তুমি মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ কর, স্রষ্টা পক্ষী তোমাকে শ্রবণ করিবার শক্তি দেন, তুমি শ্রবণ কর। অথবা যখন তুমি নিজে বিভুগুণ গান করিতে আরম্ভ কর, তখন স্রষ্টা পক্ষী তোমার রসনাতে বসিয়া তোমাকে বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্তি দেন। আবার যখন তুমি বাহ্যিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া মনের মধ্যে ধ্যান ও চিন্তা করিতে লাগিলে, তখন তোমার রসনা হইতে দুটি পাখী ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া মনের মধ্যে গেল। স্রষ্টা পক্ষী মনের মধ্যে বসিয়া তোমাকে চিন্তা করিবার শক্তি, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবার শক্তি দিতে লাগিল। এইরূপে মনের প্রত্যেক কার্য্য এবং শরীরের প্রত্যেক কার্য্য ঈশ্বরের শক্তিতে নির্ব্বাহিত হয়। ঈশ্বর শক্তিদাতা জীব গ্রহীতা।"

"আমিকে কাটিলে দুটি সুন্দর পাখী বাহির হয়" ইত্যাদি বলিয়া অভেদ শ্রুতি এবং ভেদ শ্রুতির এস্থলে যে প্রকার মীমাংসা হইয়াছে এরূপ আর কোথায় হইবে? যে "অহম্" প্রাচীন আর্য্য উপাসকের শেষ আশ্রয়, সেই অহম্ মধ্যে দুই অহম্ বিদ্যমান রহিয়াছে, যে দুইকে অবলম্বন করিয়া "অহম্ ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম অহম্" অভেদ ও ভেদ ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়। কোন একটি নবীনতত্ত্ব নবীন পন্থা আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে তাহার আভাস পূর্ব্বে থাকে, অন্যথা তাহা হঠাৎ সমাগত হইতে পারে না। শ্রুতিতে কি এই অপরোক্ষ ঈশ্বর জ্ঞান অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বাভাস নাই। হাঁ

আছে। অন্তর্যামিব্রাহ্মণে ইহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।

"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরঃ যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়ত্যেষ স অন্তর্যাম্যমৃতঃ *।"

"যিনি আত্মাতে থাকিয়া আত্মা হইতে অন্তর, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, অন্তর হইয়া যিনি আত্মাকে নিয়মন করেন তিনিই এই অন্তর্য্যামী অমৃত।" এখানে আত্মাকে পরমাত্মা নিয়মন করেন, অথচ এই নিয়মন আত্মা বুঝিতে পারে না কথিত হইয়াছে। বুঝিতে পারে না জন্য তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। যখন বুঝিতে পারে, তখন তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান সমুপস্থিত হয়। সুতরাং বলিতে হইবে, এ স্থলে অপরোক্ষ জ্ঞানের বীজ নিহিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই বীজ প্রকাশ পাইয়াছে, এবং ইহা হইতে যে সুন্দর বৃক্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ছায়ায় বাস করিয়া আমরা অতীব কৃতার্থ ও সুখী হইয়াছি। আমরা "প্রাণস্য প্রাণ উতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে "অহমোঽহম্ †" বর্ত্তমানে যোগ করিতে পারি এবং এই যোগেতেই অপরোক্ষ জ্ঞান সমুপস্থিত হয়।

"অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে।"

যোগবাশিষ্ট ১৮।২৬।

"অজস্র আপনাকে যিনি আপনি বাক্য যোগে প্রকাশ করিতেছেন সেই পরমাত্মাকে উপাসনা করি।" এ স্থলে পরমাত্মা স্বয়ং "আমি আছি" বলিতেছেন, স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

"নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ।"

"তোমার হৃদয়ে এই পুণ্যপাপদর্শী মুনি বাস করিতেছেন" মনু এই কথা বলিয়া মৌনভাবে পরমাত্মা সমুদায় দর্শন করিতেছেন, ইহাই বলিয়াছেন। "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" "হৃদয় দ্বারা জ্ঞাত যে ধর্ম্ম," "আত্মনস্তুষ্টিরেব চ", "যেখানে বিকল্প উপস্থিত হয় সেখানে আত্মতুষ্টি ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রমাণ" ইত্যাদি বলিয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো একটু অগ্রসর হইয়াছেন।

"তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি॥"

শ্বেতাশ্বতর।

"তিলে যেমন তৈল, দধিতে যেমন ঘৃত, নদীতে যেমন (বালুকা নিম্নে) জল, অরণীতে (ঘর্ষণ কাষ্ঠে) যেমন অগ্নি, এইরূপ সত্য ও তপস্যা দ্বারা যিনি দর্শন করেন, তৎ কর্ত্তৃক আত্মাতে পরমাত্মা দৃষ্ট হয়েন।" এতদ্দ্বারা, সহজে প্রেরক পরমাত্মা অনুভূত হয়েন এরূপ নিবদ্ধ হয় নাই।

"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

"সাক্ষী, চেতয়িতা, নিরূপাধিক, নির্গুণ" এস্থলের চেতয়িতৃত্ব জীবের অনুভব বিষয় কি না সন্দেহ স্থল।

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥"

গীতা ১৩ অ, ২২ শ্লো।

এস্থলে "দ্রষ্টা ও অনুমোদক" এ উভয়ই পরমাত্মার বিশেষণ দেখিতে পাই। "অনুমন্তা" শব্দের অর্থ,

"অনুমন্তা অনুমোদিতা, সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ।" স্বামী।
"অনুমন্তা তত্তৎকর্ম্মানুরূপপ্রবর্ত্তকঃ।" সন্দর্ভঃ।

অনুমন্তা অর্থে অনুমোদিতা অর্থাৎ আত্মসন্নিধান দ্বারা (সেই সেই কার্য্য) স্বীকার করেন, অথবা যে যেরূপ কার্য্য করে তাহাকে সেই কার্য্যের অনুরূপ প্রেরণা করেন। "যাহাকে তিনি উর্দ্ধে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে

* মুদ্রিত বৃহদারণ্যকে এই পাঠটি দেখিতে পাওয়া যায় না। মাধ্বভাষ্যে "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরঃ" ইহার অগ্রে আমাদিগের উদ্ধৃত শ্রুতিটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বামী "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতি গীতার টীকায় তুলিয়াছেন।

† অহম্ শব্দ অব্যয় কিন্তু "অহমো ভাব" ইত্যাদি আর্ষ প্রয়োগ থাকাতে তদনুসারে "অহমোঽহম্" পাঠ সিদ্ধ।

ঊর্দ্ধে লইয়া যান” ইত্যাদি শ্রুতির সিদ্ধান্ত অজ্ঞাতসারে ঊর্দ্ধে অধোতে লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে কি না কে বলিবে?

সেন্ধনঃ পাংকো যদ্বৎ স্ফুলিঙ্গনিচয়ং দ্বিজ।
অনিচ্ছাতঃ প্রেরয়তি তদ্বদেব পরঃ প্রভুঃ॥”
নারদপঞ্চরাত্র।

“ইন্ধনযুক্ত অগ্নি যেমন স্ফুলিঙ্গ সমূহকে অনিচ্ছাতে প্রেরণ করে তদ্রূপ এই পরম প্রভু প্রেরণা করেন।” এস্থলে এই প্রেরণা জীব অনুভব করিয়া তদনুসরণ করিতে পারে কি না বুঝায় না।

“আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজাননে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে॥”

এই আগমোক্ত আগমলক্ষণে বাসুদেব অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতা পরমাত্মার অনুমোদন বলাতে এই প্রেরণার স্পষ্টানুভব দেখিতে পাওয়া যায়।

“যোহন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বশক্ত্যা।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥”
ভাগবত ৪ স্ক, ৯ অ. ৬ শ্লো।

“আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বশক্তিতে আমার এই প্রসুপ্তা বাক্ এবং অপরাপর হস্ত চরণ শ্রবণ ত্বগাদি ও প্রাণ সমূহকে যিনি জীবনযুক্ত করিতেছেন, সেই পরমপুরুষ তোমায় প্রণাম করিতেছি।” এখানে অন্তর্যামী পরমাত্মা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রেরকরূপে অনুভূত।

“যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥”
ভাগবত ৭ স্ক, ৫ অ, ১২ শ্লো।

“হে ব্রহ্মন্, যেমন চুম্বকের সন্নিধানে আপনি লৌহ ভ্রমণ করে, তেমনি চক্রপাণির যদৃচ্ছাক্রমে আমার চিত্তের অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়াছে।” এস্থলে প্রহ্লাদের চিত্ত যে ভগবদনুগ্রহে তাঁহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে এবং নিয়ত তাঁহার সন্নিধান বশত অনুরাগে পরিচালিত, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

“শাস্তাবিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং জন্তুঃ কঃ কেন শাস্যতে।”
বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।২০।

“শাস্তা জনানাং সর্ব্বান্তরাত্মা”।
টীকাধৃত শ্রুতি।

“অশেষ জগতের হৃদি স্থিত বিষ্ণু উপদেষ্টা। সেই পরমাত্মা ভিন্ন কোন্ জীব আর কাহার কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয়?” প্রহ্লাদের এই দ্বিতীয় বাক্য ঈশ্বরের সদুপদেশকত্ব যার পর নাই স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে।

“চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী *।”
ঋক্ ১।১।৩।১১।

“উৎকৃষ্ট স্তোত্রের প্রেরক, উৎকৃষ্ট ভাবের উদ্দীপক সরস্বতী এই যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।” ইত্যাদি স্থলে ঈশ্বরের প্রেরকত্বও তত্তৎকার্য্যসম্পাদকত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

“হৃদিগতজগদীশাদেশমাসাদ্য সদ্যঃ।”

“হৃদিগত জগদীশ্বরের আদেশ পাইয়া” ইত্যাদি আধুনিক সাধকগণের স্পষ্ট ভাষা পূর্ব্বশাস্ত্রানুশাসন অতিক্রম করিয়া উত্থিত হয় নাই।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে ঈশ্বরকে পরমাত্মরূপে সাক্ষাদনুভব শাস্ত্রসিদ্ধ প্রদর্শিত হইল। পরমাত্মা বলা আর ‘আমার আমি’ বলা একই কথা। এই পরমাত্মা বা ‘আমার আমিতে’ যখন দয়াদি বিশেষরূপে অনুভূত হয়, তখন এই পরমাত্মাই ঈশ্বর ভগবানাদি শব্দের বাচ্য হয়েন। জ্ঞান দয়াদি পরমাত্মার বা ‘আমার আমির’ স্বনিষ্ঠগুণ বশতঃ তত্তৎ অরূপ স্বরূপানুভবে এখানে সাক্ষাদনুভবে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। জ্ঞানাদি

* বেদে সরস্বতী নদীর নাম, স্পষ্ট বুঝায়। সরস্বতী নদী দর্শনে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া স্তোত্র সকল সহজে নিবদ্ধ হইয়াছে, উচ্চ উচ্চ ভাব সমুদায় হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, ইহাতে বৈদিক ঋষিগণ সরস্বতীকে এরূপে সম্বোধন করিবেন, আশ্চর্য্য নহে। ইহাঁরা বাহ্যবিষয়যোগে যোগী।

ক্রমান্বয়ে ঘন হইতে ঘনতররূপে অনুভূত হয়, ইহা কেবল সাধকের ধারণার সামর্থ্যের বৃদ্ধিবশতঃ, কেন না সেই সকল স্বরূপ ঈশ্বরে অনন্ত অপরিমেয় অবস্থিতি করিতেছে তাহার ঘনত্ব বা বিরলত্ব উপস্থিত হয় না। অতএব ঘনত্ব লইয়া মূর্ত্তত্ব নিষ্পাদন করিতে যত্ন বস্তুতঃ কিছু নয়। এই দেখিতেছি বলিয়া দৃশ্যত্ব প্রতীতি বস্তুতঃ বাহিরের চক্ষুর জন্য নহে জ্ঞান জন্য, বহির্ভাসমান হইলেও উহা হৃদয়ে অনুভূত সাবয়বত্বের পক্ষপাতী আচার্য্যদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে।

"কদাচিদ্ভক্তবাৎসল্যাদ্যাতি চেদ্দৃশ্যতাং দৃশোঃ।
জ্ঞানদৃষ্ট্যৈব তজ্জাতমভিমানং পরং দৃশোঃ ॥
তস্য কারুণ্যশক্ত্যা বা দৃশ্যোহস্ত্বপি বহির্দৃশোঃ ॥
তথাপি দর্শনানন্দঃ স্বযোনৌ জায়তে হৃদি ॥

বৃহৎ ভাগবতামৃত।

আমরা সবিশেষসম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সাধ্যসাধনোপনিষন্নামে নিবদ্ধ শ্রীমন্মহাসমন্বয়াচার্য্যের উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই "বিদ্যয়া তয়া বিদ্যাসম্পন্নো বেদোহহং শ্রুতিরহং শাস্ত্রমহং দেশ্যং দেশান্তরীয়ং বা। নাহং লৌকিকো বেদঃ শ্রুতিঃ শাস্ত্রং বা তন্মুখবিনিঃসৃতনিত্যকালপ্রবহমাণো বেদোহহং শ্রুতিরহম্ শাস্ত্রঞ্চাহম্।" "সেই বিদ্যা দ্বারা বিদ্যাসম্পন্ন হইয়া আমি বেদ, আমি শ্রুতি আমি দেশীয় বিদেশীয় শাস্ত্র। আমি লৌকিক বেদ শ্রুতি বা শাস্ত্র নহি। সরস্বতী মুখবিনিঃসৃত নিত্যকালপ্রবহমাণ বেদ আমি, শ্রুতি আমি শাস্ত্র আমি।" "জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানমসৌ বিবেকঃ প্রজ্ঞা সুচিন্তা চ সুবুদ্ধিরেষা। সদ্যুক্তিরীশস্য ন মে তদৈক্যাচ্চিন্তাব এবোহস্য মম শাস্ত্রম্॥" "জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা, সুচিন্তা, সুবুদ্ধি, সদ্যুক্তি ঈশ্বরের আমরা নহে। তাঁহার সঙ্গে একত্ববশতঃ আমার এই চিন্তাব, আমার এই শাস্ত্র।" জীবই যথার্থ বেদ, এক একটি জীবের ভূতলে সমাগম বেদের সমাগম। বেদই জীবের গূঢ় নাম, কেন না অন্তর্নিহিত বেদ কালে তাহার ভিতর হইতে ঈশ্বরপ্রসাদে প্রকাশ পায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই উচ্চতম সত্য আমরা নিবদ্ধ দেখিতে পাই। "অথাস্য দক্ষিণং কর্ণমভিনিধায় বাগ্বাগিতি ত্রিঃ" "অথাস্য নাম করোতি বেদোহসীতি তদস্য তদ্গুহ্যমেব নাম ভব" 'অনন্তর নবজাত সন্তানের দক্ষিণ কর্ণে নিজ মুখ রাখিয়া বাক্ বাক্ বাক্ তিন বার জপ করিবে।" "তদনন্তর 'তুমি বেদ' এই নাম করিবে, সে সন্তানের সেটি গুহ্য নাম।" শুধু এই পর্য্যন্ত নহে, যখন মাতার স্তন সন্তানমুখে প্রথম দান করা হয়, তখন সরস্বতীর যে স্তন পান করিয়া দেবগণ পরিপুষ্ট হন, সেই স্তন মাতৃস্তনে অভিনিবিষ্ট করিবার জন্য প্রার্থনা করা হয়। ভাগবতে এই সত্য এই প্রকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে। "স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ। মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ। "যথানলঃ খেহনিলবন্ধুরুষ্মা বলেন দারুণ্যভিমথ্যমানঃ। অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী॥" "আকাশপ্রভব এই জীব * নাদবান্ প্রাণ সহকারে গুহা (গর্ভে) প্রবিষ্ট। [সেখানে] মনোময় সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া মাত্রা স্বর বর্ণ এই স্থূলতম [নানাবেদশাখাত্মক] হয়।" "অনিলবন্ধু অনল যে প্রকার আকাশে উষ্মতা হইয়া অবস্থিতি করে, বলে মথন করিলে কাষ্ঠে অণু আকারে প্রকাশ পায়, ঘৃত দিলে বর্দ্ধিত হয়, সেই প্রকার আমার এই বাণীর [বেদের] প্রকাশ জানিবে।" ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদনিঃসৃত হয় সকলেই জানেন। ভাগবতের এই স্থলেই জীবকে "অয়ং হি জীবস্ত্রিবৃদব্জযোনিঃ" অব্জযোনি অর্থাৎ ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। প্রমেয়রত্নাবলীর টীকাধৃত শ্রুতিতে এই বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। "ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্। সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানদণ্ডেনেতি॥" "দুগ্ধে যেমন ঘৃত প্রচ্ছন্ন থাকে তেমনি প্রত্যেক জীবে বিজ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে। মনোরূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা সর্ব্বদা মন্থন করিতে হইবে।" মন ও বাক্ উভয়ের সম্মিলনে ঋগাদি বেদের উৎপত্তি বেদান্তসিদ্ধ। "স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চর্চো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান প্রজাঃ পশূন্।" ইটি সমষ্টি গ্রহণ করিয়া বিরাট্ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। ব্যষ্টি প্রতিজীবেও উহাই সত্য। "অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ।" "ত্রয়োবেদা এতএব বাগেবর্গ্বেদো মনো যজুর্ব্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ।" "এই আত্মা বাঙ্ময় মনোময় প্রাণময়।" "এই কয়েক প্রকারের আত্মাই বেদ। বাক্ ঋগ্বেদ, মন যজুর্ব্বেদ, প্রাণ সামবেদ"। "তস্মাজ্জাতং ব্রাহ্মণম্" "ব্রহ্মচারী জনয়ন্ ব্রহ্ম" ইত্যাদি বেদের উক্তিতে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিভাগ ব্রহ্মচারী হইতে সমুৎপন্ন

* টীকাকার স্বামী জীবশব্দের অর্থ ঈশ্বর করিয়াছেন, সুতরাং অন্যান্য স্থলে ষট্‌চক্রানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সন্দর্ভকার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা সাম্প্রদায়িক মত স্থাপন জন্য। সহজে যে অর্থ নিষ্পন্ন হয় আমরা তাহারই অনুসরণ করিলাম।

দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে এতৎসম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নাই, যাহা প্রদর্শিত হইল তাহাই যথেষ্ট।

মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রত্যাদেশ শ্রবণ।

রোম সম্রাট হরকলের প্রশ্নানুসারে মহাপুরুষ মোহম্মদের সহচর বৃদ্ধ বয়সে উক্ত মহাত্মার প্রত্যাদেশের আদি বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। করেস বলিলেন "একদা মক্কা নিবাসী হাসমের পুত্র হারেস হজরত মোহম্মদকে আমার সাক্ষাতে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, হে প্রেরিত মহাপুরুষ, আপনার প্রত্যাদেশ কিরূপে উপস্থিত হয়? তাহাতে তিনি এই উত্তর করেন প্রথমতঃ ঘণ্টার ঝন্‌ঝন ধ্বনির ন্যায় আমি প্রত্যাদেশ শ্রবণ করি এবং তাহা আমার নিকটে গুরুতর বোধ হয়। সেই বাণী আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। যাহা শুনিতাম তাহা চিন্তা করিয়া স্মরণ করিতাম। পরে আমি এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হই যে, স্বর্গীয় দূত মানবরূপ ধারণ করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইতেন ও আমার সঙ্গে কথা বলিতেন ও যাহা বলা হইত আমি তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতাম। উক্ত মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী আয়াশা বলিয়াছেন যে, অত্যন্ত শীতের সময় যখন হজরতের প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইত, তখন তিনি তদ্দ্বারা এরূপ অভিভূত হইতেন যে তাঁহার ললাট দেশ হইতে ঘর্ম্মবিন্দু সকল নির্গত হইত। প্রথমতঃ হজরত মোহম্মদের স্বপ্নযোগে প্রত্যাদেশ শ্রবণ হয়, তিনি এমন কোন স্বপ্ন দর্শন করিতেন না যাহা সত্য হইত না। তিনি স্বপ্নে যে সকল প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিতেন রজনী অন্তে উষা সমাগমের ন্যায় তাহা সত্যরূপে প্রকাশিত হইত। তৎপর তিনি নির্জ্জনতাপ্রিয় হইয়া উঠেন, হেরা নামক পর্ব্বত গুহায় তিনি ক্রমাগত অনেক রজনী একাকী যাপন করেন, এই প্রকার কিছু দিন গত হয়। এক দিন তিনি সেই গিরিগহ্বরে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে এক স্বর্গীয় দূত তাঁহার নিকটে আসিয়া বলেন পাঠ কর, তিনি বলেন আমি পাঠক নহি, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার পাঠ কর এরূপ শব্দ হয়, তিনিও আমি পাঠক নহি এরূপ উত্তর করেন। এইরূপ তিনবার স্বর্গীয় দূতের সঙ্গে হজরত মোহম্মদের কথোপকথন হয়। পরে ফেরেস্তা বলেন যে তোমার প্রভুর নামে যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ও শোণিত পুঞ্জ হইতে মনুষ্যদিগকে সৃজন করিয়াছেন পাঠ কর, তোমার প্রভু মহান, যাহা লিপিবদ্ধ হয়, যাহা মনুষ্যের রসনায় উচ্চারিত হইয়া থাকে, তিনি তাহা জ্ঞাত হন। এমন কিছুই নাই যাহা তিনি অবগত নহেন। এই উক্তি শ্রবণ করিয়া হজরত মোহম্মদ কাঁপিতে কাঁপিতে বেগে পলায়নকরিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী খদিজা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, তিনি খদিজাকে দেখিয়াই বলেন যে আমাকে কম্বল দ্বারা জড়াইয়া ধর, তখন খদিজা তাঁহাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে তাঁহার মন শান্ত হয়, ভয় চলিয়া যায়। তখন খদিজা বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন যে আমি মনে বড় ভয় পাইয়াছি। খদিজা কহেন এরূপ কিছুই নয়, তিনি তোমাকে কখন দুঃখিত করিবেন না, নিশ্চয় তুমি স্বজনবর্গের প্রতি সদাচরণ করিয়া থাক, এবং সকলের ভার বহন কর ও তুমি একান্ত আতিথেয় এবং দুঃখী অভাবগ্রস্ত লোকদিগের অভাব মোচনে রত। বৃত্তান্ত কি সবিশেষ বল। এই কথা শুনিয়া হজরত যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন আনুপূর্ব্বিক তাহা খদিজাকে জ্ঞাপন করেন। তদবধি তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশের স্রোত বিশেষ ভাবে প্রবাহিত হয়।"

শ্রীআচার্য্য দেবের পত্র।

সিমলা হিমালয় পর্ব্বত,
৬ আগষ্ট ১৮৮৮।

প্রাণাধিক অঘোর,

তোমার পত্র পাঠে কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার শুভদিন, এই হিমাচলে বসিয়া এমত মনোহর মঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। দয়াময়ের দয়ার এত গুলি কথা পাঠাইলে কিন্তু আমার ক্ষুদ্র গৃহে যে রাখিবার স্থান নাই, আর যে ধরে না; কোথায় রাখিব? অবাক্ হইলাম, দেখে শুনে স্তম্ভিত হইলাম। আরো কত আছে বলিতে পারি না। "ব্রহ্মনামে মাতিল (আমার প্রিয়তম মুঙ্গের)" ধন্য দয়াল প্রভু! ইচ্ছা হয় এক বার দৌড়িয়া গিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ি। তোমরা চিরকাল এইরূপে স্রোতে পড়িয়া থাক, মৃত মুঙ্গের জীবন পাইয়া অন্ধ মুঙ্গের চক্ষু পাইয়া দয়াময়ের অতুল কৃপার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকুক। দেখি একবার কেউ বলে কি না, তাঁর নামের গুণে মরা মানুষ বাঁচিতে পারে। ঈশ্বরের দ্বরে কেবল ভিকারীর মত দাঁড়াইয়া থাকিতে চাও; ভাল দীনভাবে দাঁড়াইয়া থাক, দেখিবে নিশ্চয় বলিতেছি, দেখিবে ঈশ্বরের সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না শরীর ও মনের উপর ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের গুণে ত কিছুই হয় না। তিনি কেবল এক বার করুণাচক্ষে পাপাদিগের প্রতি দৃষ্টি করেন, দীন দেখিলেই সেই দয়াময়ের চক্ষু হইতে একটি কোমল সুমধুর আলোক সেই দীনের উপরে পড়ে, অমনি উহার জ্বালা নিবৃত্তি হয়; সকল দুঃখ ঘুচিয়া শান্তি হয়। তাঁর কটাক্ষে কি না হয়? অঘোর, আবার সেই পুরাতন কথা বলি, পায়ে ধরে পড়ে থাক সকল কামনা পূর্ণ হইবে। যিনি আবেদন পত্রে যাহা লিখিয়াছেন

তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্চয়ই পাইবেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কিছু পাইবেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে কি চাও এই বেলা স্থির করিয়া লিখিয়া দাও। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা প্রাপ্ত হইবে। মরিবার সময় তাহা সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। আবার কবে মুঙ্গেরের সকলকে হৃদয়ে বেঁধে পিতার কাছে দাঁড়াব। প্রিয় জগদ্বন্ধুকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তিনি বড় দীন আমি জানি, দীনবন্ধু তাঁহাকে চরণের ধূলি দিয়া কৃতার্থ করুন। আর দুই দীন কি করিতেছেন? প্রসন্ন কেমন আছেন? মৈত্রেয় মহাশয় সঙ্গে আসিতে পারিলেন না বড় দুঃখ হয়, পিতার সম্পত্তি সেখানেও অনেক। সে দিন প্রাত্যহিক উপাসনার পরে তাঁহাকে মনে পড়িল। নবকুমার কি করিতেছেন? আর সকলে কেমন আছেন? তাঁহাদের নাম লিখিলাম না, কিন্তু তাঁহারা হৃদয়ে আছেন। অন্নদার পত্র পাইয়াছি, গত কল্য অক্ষয় তুষারাবৃত পর্ব্বত শিখর সকল দূর হইতে দেখিলাম; নিম্নে মেঘ সকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, বিলক্ষণ শীত। ঐ সকল পর্ব্বতে যিনি বাস করেন, তিনি মহান্ ভূমা, তিনিই মুঙ্গেরের দয়াময় পিতা।

মুঙ্গের কি "যদি" কথাটি ছাড়িয়াছেন? স্বর্গরাজ্য সম্মুখে, যদিবিহীন, সংশয়বিহীন বিশ্বাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, অসীম ধন ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

মনের সহিত বলিতেছি, মুঙ্গের! তোমার মঙ্গল হউক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কুটীর।

শুক্রবার, ১৪ই শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, চক্ষুকে যদিও যন্ত্র বলিয়া জানিলে চক্ষের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিলে; কিন্তু যোগনদী এবং ভক্তিনদীর বিভিন্নতা স্মরণ রাখিবে। যোগীর দৃষ্টি চির দিন অটলভাবে সেই বস্তুর প্রতি সংস্থিত। ভক্তের দৃষ্টি বস্তুকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তিকেই আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া লয়। যোগচক্ষে দর্শনই লক্ষ্য, দর্শনই পুরস্কার, দর্শনই সাধন। ভক্তিদৃষ্টির পক্ষে তাহা নহে, ভক্তিচক্ষে প্রত্যেক বার দর্শনে অনুরাগ, ভক্তি উপস্থিত হয়, মুগ্ধতা হয়, হৃদয় উদ্বেলিত হয়। যে দর্শনমাত্র হৃদয়ে ভাবের উদয় হয় তাহাই ভক্তিচক্ষে দর্শন। দর্শনের জন্য দর্শন ভক্তি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ভক্তের দর্শন, প্রেমের জন্য ভক্তি শান্তির জন্য। ভক্ত, তুমি কি দেখিয়াছ তাঁহাকে? ইহার অর্থ এই যে, অর্থাৎ তুমি কি দেখিবামাত্র পুলকিত হইয়াছ? ভক্তি উথলিয়া উঠিবে এই অভিপ্রায়ে দর্শন, অতএব ভক্তের দর্শন উপলক্ষ। ভক্ত যখন ব্রহ্মবস্তুকে স্বয়ভাবে দেখেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার অন্তরে হুহু করিয়া প্রেমস্রোত আসে, অত্যন্ত ভক্ত যিনি তাঁহার আর বিলম্ব হয় না। দর্শনমাত্র সমুদয় ভক্তির ভাব হয়। যদি এক বার দেখিবার পর তাদৃশ ভাব না হয়, তাহা হইলে সেই বস্তু ভক্তচক্ষে দৃষ্ট হয় নাই। দর্শন অপেক্ষা ভক্তি উৎকৃষ্ট ভক্তিশাস্ত্রে। দর্শন উপায়, তদ্দ্বারা হৃদয় প্রেমরসে প্লাবিত হয়; নতুবা দর্শন অগ্রাহ্য। তবে শিক্ষার্থী, তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন ভাবে মন মত্ত হয় তখন কি দর্শন হয় না? ইহা বুঝিতে না পারাতেই জগতে কুসংস্কার আসিয়াছে। প্রেমে মত্ত হইবে অথচ দর্শন সূত্রটি হাতে রাখিতে হইবে, নতুবা নিশ্চিত বিপথগামী হইবে। চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে; কিন্তু তোমার এই অবস্থা হইবে যে তুমি দেখিতেছ কি না ভাবিবে না, অর্থাৎ একটি যন্ত্রের যেন দুইটি মুখ, এক দিক চক্ষু ব্রহ্মে নিমগ্ন, আর এক দিকে উৎস হইতে যেন জল উঠিতে লাগিল। ঐ মুখ বন্ধ কর জল উঠিবে না। যন্ত্রের যে দিকে ব্রহ্ম দর্শন হইতেছে তুমি সেই দিকে খেয়াল রাখিবে না, তুমি সেই সময় দর্শন হইতেছে কি না দৃষ্টি রাখিবে না। প্রথম একবার দেখিয়াই ভাবসাগরে ডুবিবে। বস্তু এক দিকে ভাব এক দিকে।

বস্তুর প্রতি অনেক দৃষ্টি যোগ।
ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তি।
ভাব, ভাব, ভাব, ভক্তি।
বস্তু, বস্তু, বস্তু, যোগ।
ভাব-প্রধান সাধক ভক্ত।
বস্তুপ্রধান সাধক যোগী।

অতএব ভক্তের পক্ষে প্রাণের ভিতরে প্রেম সঞ্চার হয় কি না দেখা সর্ব্বপ্রধান। "এই তুমি" ইহা বলিতে বলিতে এই দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের ভাবের প্রাবল্য এই প্রাবল্য স্থির না অস্থির, অপরিবর্ত্তনীয়, না পরিবর্ত্তনীয়, রোজ রোজ ঠিক পরিমাণে আসে, না ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এই বিষয় পরে বিবেচ্য। আজ এই পর্য্যন্ত।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

যন্ত্রত্বেন তু চক্ষুস্ত্বং যদি জানাসি তস্য চ।
মর্য্যাদাং রক্ষিতুং শিক্ষাং কুরু নিত্যং সমাহিতঃ॥ ১॥
যোগভক্তিপ্রবাহিণ্যোর্ভিন্নতাং স্মর বস্তুনি।
যোগে দৃষ্টিঃ স্থিরা ভক্তৌ ভক্তিস্তদবলম্ব্য তু॥ ২॥
যোগে লক্ষ্যং পুরস্কারঃ সাধনং দর্শনং স্মৃতম্।
ভক্তৌ তেনানুরাগশ্চ ভক্ত্যুদ্দীপনমেব চ॥
মুগ্ধতা হৃদয়োচ্ছ্বাসস্তত্তদ্ভেদো দৃশোস্তয়োঃ॥ ৩॥
ভাবোদয়ো দর্শনাচ্চেদ্দর্শনং ভক্তিসম্মতম্।
দর্শনার্থং দর্শনন্তু ভক্তৌ ন বহুমন্যতে॥ ৪॥

দৃষ্টস্ত্বয়া কিং প্রশ্নস্য ভাবোঽয়ং দর্শনাৎ স্বতঃ।
আসীৎ কণ্টকিতং গাত্রমিতি তৎপ্রেমকারণম্ ॥ ৫ ॥
ভক্তিরুচ্ছ্বসিতা স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ দর্শনম্।
অবলোক্য ব্রহ্মবস্তু প্রেমস্রোতঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৬ ॥
অবিলম্বেন চেন্নস্যাদ্ভাবোদ্রেকো ন তৎ পুনঃ।
ভক্তনেত্রেণ তচ্ছাস্ত্রে তস্মাদ্ভক্তির্বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
তদুপায়ঃ প্রেমরসপ্লাবনে তুচ্ছমন্যথা।
ভাবোন্মত্তে সম্ভবতি দর্শনং কিং ন বা পুনঃ ॥ ৮ ॥
এতজ্জ্ঞানং বিনৈবাত্র সমায়াতি কুসংস্কৃতিঃ।
অতো হি দর্শনং সূত্রং মন্তো হস্তেন ধারয়েৎ ॥ ৯ ॥
অন্যথোৎপথগামিত্বং ভবেদ্দৃষ্টাপি দর্শনম্।
ন চিন্তাবিষয়ং কুর্য্যাদবস্থৈষাস্ত তে সদা ॥ ১০ ॥
যন্ত্রস্য তু যথা প্রান্তৌ দ্বৌ তয়া চক্ষুরেকতঃ।
মগ্নং ব্রহ্মণি চান্যস্মাৎ প্রান্তাদুৎসাজ্জলোদ্গমঃ ॥ ১১ ॥
রুদ্ধে তস্মিন্ কুতো বারি ততো দর্শনচিন্তনম্।
ন তেহস্ত দর্শনাদেব ভাবসিন্ধৌ নিমজ্জ ভো ॥ ১২ ॥
দিশোকস্যাং হি বস্তু স্যাৎ ভাবোহন্যস্যাং ততঃ স্মৃতঃ।
দৃষ্টির্যোগেঽধিকা বস্তু প্রতি ভাবশ্চ সাত্র তু ॥ ১৩ ॥ ১৩ ॥
ভাবো ভাবো পুনর্ভাবো ভক্তৌ বস্তু চ বস্তু চ।
বস্তু যোগে ভক্ত এব ভাবপ্রধান সাধকঃ ॥ ১৪ ॥ ১৪ ॥
যোগী বস্তুপরো বস্তুপ্রধানঃ সাধকঃ স্মৃতঃ।
প্রেমসঞ্চারলক্ষ্যং হি ভক্তস্যাসীতিবাদিনঃ ॥ ১৫ ॥
ভাবপ্রাবল্যমেবং হি স্থিরং নিত্যং বিবর্ত্তি বা।
হ্রসদ্বা বর্দ্ধমানং বা বিবেচ্যং ভক্তিবর্ত্মনি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্ত্যনুশাসনে ভাবপ্রাধান্যনির্ণয়োনামৈকবিংশমুপনিষৎসু নবচত্বারিংশত্তমমনুশাসনম্।

শ্রীআচার্য্যদেবের সমাধিস্তম্ভ।

মহাপুরুষদিগের সমাধির অত্যন্ত উচ্চ সম্মান। তাঁহাদের সমাধিভূমি দর্শন করিবার জন্য সহস্র সহস্র ক্রোশ দূর হইতে যাত্রিক সকল ব্যাকুল অন্তরে আগমন করিয়া থাকে, সেই সমাধি দর্শন ও স্পর্শ করিয়া সকলে আপনাকে পবিত্র মনে করে। মদিনানগরে মহাপুরুষ মোহম্মদের সমাধি। তাহা দর্শন করিবার জন্য এদেশ হইতে সহস্র সহস্র মোসলমান বহু অর্থ ব্যয় ও নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ সাগর প্রান্তর পার হইয়া মদিনায় গমন করিয়া থাকে। তাহারা সমাধিকে সেলাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান করে ও তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনাদি করিয়া থাকে। এদেশের নানা স্থানে অনেক যোগী ঋষি ও বৈরাগীর সমাধি আছে, তীর্থভূমির ন্যায় তাহা সম্মানিত।

নববিধানের প্রবর্ত্তক স্বর্গারূঢ় শ্রীমদাচার্য্যদেবের দেহ ভস্ম স্বর্গারোহণের দিনই শ্মশানভূমি হইতে আনিয়া রক্ষিত করা হইয়াছিল। শ্রাদ্ধ দিনে উজ্জ্বল রজত-পাত্রে তাহা স্থাপন পূর্ব্বক সুন্দর শ্বেত প্রস্তরের আধারে সম্বদ্ধ করিয়া দেবালয়ের সম্মুখস্থ অঙ্গন ভূমিতে আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেন সমাহিত করিয়াছিলেন। এইক্ষণ সেই পবিত্র দেহ ভস্মের উপরে সমুজ্জ্বল শ্বেত প্রস্তরের পরম সুন্দর সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার উচ্চতা ১৬ ফিট; স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে সংস্কৃত, ইংরেজি, উর্দ্দু ও বঙ্গ ভাষায় আচার্য্যদেবের জন্ম ও স্বর্গারোহণের শক মাস ও দিবস ও তাঁহার জীবনের কার্য্যের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ অতি পরিপাটীরূপে লিখিত আছে। স্তম্ভের শিরোভাগে নববিধানের নিদর্শন সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়-সূচক ওঁকার ক্রুশ ও অর্দ্ধচন্দ্রাদি চূড়াস্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। এই সমাধিস্তম্ভনির্ম্মাণে সর্ব্বাশুদ্ধ ১৫০ পনের শত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। স্তম্ভের উপরে সুন্দর আচ্ছাদন ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান হইবার কথা আছে। সমাধিক্ষেত্র অতি রমণীয় হইয়াছে, উত্তরে পরমসুন্দর নূতন দেবালয়, পশ্চিম পার্শ্বে আচার্য্যদেবের শয্যা ও যথাস্থানে সজ্জিত তৈজস পত্রাদি সমন্বিত তাঁহার শয়নাগার। এখানে আসিলেই মনে পবিত্রতা সম্বলিত গম্ভীর্য্যের উদয় হয় না। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ও সন্তান সন্ততি ও প্রচারবন্ধুগণ এখানে স্থিতি করিয়া সাধন ভজন কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। এই স্থান অপেক্ষা যোগ তপস্যা ও সাধন ভজনে অনুকূল স্থান আর কোথায় আছে? ভক্তগণ ও সাধকগণ সায়ংকালে এখানে সমবেত হইয়া ধ্যানধারণা ও সৎপ্রসঙ্গ সংকীর্ত্তনাদি করিয়া বিশেষ কৃতার্থ হইতে পারেন।

সংবাদ।

গত দরবারের অধিবেশনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে সকল নববিধানবাদী সংহিতার বিধি ও ভাবানুসারে অনুষ্ঠানাদি করিবেন না সেই অনুষ্ঠানে দরবারস্থ প্রেরিতগণ যোগ দিবেন না।

বিগত ৮ই তারিখ শনিবার প্রায় তিন শত জন শ্রোতার সম্মুখে ভাই প্রসন্নকুমার সেন ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আন্দোলনসম্বন্ধে দরবার হইতে প্রকাশিত ষ্টেটমেণ্ট (প্রকৃত বৃত্তান্ত) পাঠ করিয়াছেন। এই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। মফস্বলের ব্রাহ্মগণ ✓১০ ডাক মাসুল পাঠাইলে এক এক খণ্ড পুস্তক পাইতে পারেন।

ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ঢাকা হইতে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই দুর্গানাথ রায়, এবং রংপুর হইতে ব্রাহ্মবন্ধু কান্তিমণি দত্ত মদনমোহন গুপ্ত আগমন করিয়াছিলেন। উৎসবের পূর্ব্ব দিবস শ্রীযুক্ত অভিমুক্তিশ্বর সিংহ পর দিবস শ্রীযুক্ত কান্তিমণি দত্ত দেবালয়ে সংহিতা অনুসারে গৃহস্থ বৈরাগীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বিধান-জননী ব্রতপালনে তাঁহাদিগকে সাহায্য দান করুন।

২৭শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট রবিবার মঙ্গলগঞ্জের জমীদারী পুণ্যাহ উপলক্ষে এইরূপ কার্য্য হয়। প্রাতে উপাসনা অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন ও উপদেশ হয়। মধ্যাহ্নে ৭৫ জন অক্ষম ও দুঃখী লোককে (তন্মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক) ৭৫ থান বস্ত্র ও ৭৫ টী টাকা দান করা হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের পাঠশালায় প্রায় ১৫০ জন ছাত্র এবং পাঁচ ছয়শ প্রজাকে খাওয়ান হয়। এতদ্ভিন্ন ২৫ জন দরিদ্র লোককে মাসিক ২৫ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহ নির্ম্মাণার্থে পূর্ব্বে যাহা দেওয়া হইয়াছে তদ্ব্যতীত পুনরায় ২০ টাকা এবং ব্রাহ্মসমাজে দান এককালে ৫০ টাকা দেওয়া হইল ও পর দিন সোমবারে উপাসনা ও জগাই মাধাইয়ের পরিবর্ত্তন বিষয়ে কথা হয়।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে ১৯ ভাদ্র শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৯ ভাগ। ১৫ সংখ্যা। | ১ লা আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৮০৬ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদের প্রাণনেত্রের আলোক হও, আমরা তোমার আলোকে এক বার আমাদের দৃশ্য ও প্রাপ্য বিষয় দেখিয়া লই। আমাদের পক্ষে অতি গুরুতর সময় উপস্থিত, এখন আমাদের সমুদায় আশা অবলম্বন ভরসা সকলই বাহির হইতে গিয়া অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এ সময়ে ক্ষণকালের জন্য তোমার কাছ ছাড়া হইলে আমাদের মহাবিপদ। তুমি এ জন্যই বুঝি বাহিরটা অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছ? ভালই হইল, তুমি আমাদের জীবনে এমন এক সময় আনিয়া উপস্থিত করিলে যাহাতে আমরা আর তোমায় ছাড়িয়া কোথাও কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে পারিব না, জীবনে অনেক বার তুমি বুঝাইয়াছ, তোমা ছাড়া আমাদের কেহ নাই, কিন্তু এবার তুমি যাহা বুঝাইলে তাহা আর ভুলিবার ব্যাপার নহে। এবার যে সমুদায় চাপ আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্র মস্তকের উপরে পড়িয়াছে, সমুদায় পৃথিবী আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে ডাকিতেছে। পৃথিবী বলিতেছে, এবার দেখিব তোরা কেমন পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিস্। তোরা না বলিস্ আমরা ভগবানের আদেশ ভিন্ন চলি না। যদি তোরা আদেশ সার করিয়াছিস্, তবে তাহা মুখে বলিলে চলিবে না, এক বার দেখা তোদের হৃদয়ে পরমাত্মা অবতরণ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন তোদের আর কেহ চালাইতেছে না। হে শুদ্ধ চৈতন্য পুরুষ, তুমি পবিত্রাত্মা আখ্যা আমাদিগের মধ্যে লাভ করিয়াছ, ভাল করিয়া আমাদিগে হৃদয়াসনে উপবেশন কর, আর তোমার সাম্রাজ্য তুমি বুঝিয়া লও। দাসগণ তোমার চরণতলে উপস্থিত, ইহাদিগকে নিয়ত আদেশ কর এবং মহাবেগে অগ্রসর করিয়া দাও। আমরা আর চুপ করিয়া থাকিতে চাই না। তুমি জ্বলন্ত অগ্নিরাশি হইয়া আমাদিগের ভিতরে অবতরণ কর, এবং মহা অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করিয়া দাও। আমাদিগের যেমন প্রতিদিন জলসংস্কার হইতেছে, তেমনি অগ্নিসংস্কার হউক। জলে সমুদায় পাপ ধুইয়া যাউক, আর অগ্নি উদ্যম উৎসাহ ব্রহ্মতেজে সমুদায় হৃদয় মন প্রাণ প্রজ্বলিত করিয়া দিক্ যে, অন্তরে এই মহা যজ্ঞের ব্যাপার দর্শন করিয়া দৈত্য দানব পিশাচ ও রাক্ষসগণ আর নিকটে আসিতে সাহস না পায়। এ যজ্ঞ তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিয়া জীবকে অমৃতময় পুরুষ করিবার জন্য। হে

প্রভো, তোমার এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক, এই আমাদিগের বিনীত ভিক্ষা।

পবিত্রাত্মার সাম্রাজ্য।

পবিত্রাত্মার সমাগম একথা বলিলে মনে হয় বুঝি আজ কাল পবিত্রাত্মা আমাদিগের মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন। একথা ঠিক নয়। আমাদিগের বিধানের বৃত্তান্ত যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা জানেন, প্রথম হইতে সমুদয় ব্যাপার একমাত্র পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক আমাদিগের বিধানে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক সাধক যেখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত, উপাসনা প্রভৃতি যেখানে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ঈশ্বরকে লইয়া, যখন ঈশ্বরালোকে প্রত্যেক সাধক সত্য গ্রহণ করেন, তখন এ বিধান যে পূর্ব্ব বিধান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? নববিধান প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার স্বয়ং বিধাতা যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এ বিধান কোন্ অংশে অপরাপর বিধান হইতে স্বতন্ত্র জানিতেন। মণ্ডলী সহকারে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ কি ঈশ্বরের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি মণ্ডলীকে কখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেন নাই। ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কি এ বিষয় লইয়া আন্দোলন হইয়া বিধানের মূলচ্ছেদ না হয় এজন্য তিনি এত সাবধানতা লইয়াছেন এবং স্পষ্ট বাক্যে এত সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন যে কোন দিন কেহ তাঁহাকে অতিক্রম না করিয়া আর বিধান বিনষ্ট করিতে পারে না। আমাদিগের ধর্ম্ম সর্ব্বসামঞ্জস্যের ধর্ম্ম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যাহা হইয়া গিয়াছে পবিত্রাত্মার সমাগম এইজন্য যে সে সমুদায় ভাব একস্থানে একীভূত করিয়া আপনি সাম্রাজ্য বিস্তার করিবেন। কিরূপে এইটি হইতেছে, অদ্যকার প্রস্তাবে আমরা তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত।

বর্ত্তমানে শ্রীআচার্য্যদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত। আন্দোলন যাদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অনেকের মনে আশঙ্কা হইতে পারে, আবার বুঝি এ বিধানের লোক পশ্চাদ্গমন করিয়া প্রাচীন বিধানের অন্তর্ভূত হইতে চলিলেন। বিধানবিশ্বাসিগণের ঈদৃশ আশঙ্কা তাঁহাদিগের পক্ষে অনুপযুক্ত, কেন না তদ্দারা তাঁহাদিগের স্বয়ং ঈশ্বরের বিধাতৃত্বের উপরে অবিশ্বাস ভিন্ন আর কিছু প্রকাশ পায় না। যে সকল লোককে স্বয়ং ঈশ্বর বিধান প্রচারের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেক প্রকার পাপ দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহারা নিয়তি দ্বারা বাধ্য, যাহা তাঁহারা কোন প্রকারে অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদিগের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে পারেন? মধ্যবর্ত্তির ব্যবধানে ঈশ্বর সহ সম্বন্ধ আমাদিগের বিধান একেবারে অসম্ভব করিয়া ফেলিয়াছে। যে কোন ব্যক্তি এ বিধানের কোন এক জন প্রেরিত বা বিশ্বাসীকে এতৎসম্বন্ধে অবিশ্বাস করেন, তিনি তদ্বিষয়ে কখন ক্ষমার যোগ্য হইতে পারেন না। সুতরাং এই এক বিষয়ে আমরা এ বিধানের লোকসম্বন্ধে সদা নিঃশঙ্ক। এই মতের বিকারে শুষ্ক ব্রহ্মবাদ উপস্থিত হইতে পারে, তবু মধ্যবর্ত্তিবাদ আসিতে পারে না ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।

নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান, তবে শ্রীআচার্য্যদেবকে লইয়া এত আন্দোলন কেন, ইহা একটি জিজ্ঞাস্য বিষয়। আন্দোলন কেবল পূর্ব্ববিধানের ভাব এ বিধানে কোন্ আকারে সমঞ্জস হইবে, পবিত্রাত্মা কি প্রকারে প্রাচীন নবীনকে একত্র মিলিত করিবেন তাহা প্রদর্শন জন্য। সত্য, নববিধানাচার্য্য এ সম্বন্ধের সমন্বয়

আত্মজীবনে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তিনি স্বয়ং যাঁহারা পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহাদিগের এ বিধানে স্থান কোথায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তবু বিস্তৃত মণ্ডলীর জীবনে ইহা প্রদর্শন এখনও অবশিষ্ট আছে। প্রচারক সভার বিবরণ গ্রন্থে তিনি আত্মসম্বন্ধে নিম্ন লিখিত যে কথা গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাঁহারা মধ্যবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও এই কথা ঠিক।

"আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি প্রচারকদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। এজন্য এতন্নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিয়া সাধারণের মনের ভ্রান্তি দূর করা কর্ত্তব্য। কোন নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। কোন বিশেষ ব্রাহ্ম মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমাদের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিলে তাঁহার খাতিরে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন নতুবা করিবেন না, এরূপ আমরা বিশ্বাস করি না। মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম ও অপবিত্রতা আছে, সুতরাং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ পূর্ণ সত্যের আদর্শ হইতে পারেন না। তবে আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বরের আদেশে আমাদের ধর্ম্ম ও সংসারের ভার লইয়াছেন এ জন্য তাঁহাকে আমরা ধর্ম্ম ও সংসার উভয় সম্বন্ধে বন্ধু ও আচার্য্য বলিয়া শ্রদ্ধা করি।" ১ লা পৌষ, ১৮০১ শক।

স্বয়ং আচার্য্যদেব এই কথা যখন প্রচারকমণ্ডলী সহকারে এক হইয়া নিবদ্ধ করিয়া গিয়া গিয়াছেন, তখন এই এক কথা চিরকাল সর্ব্বপ্রকার বিধানবিরোধী সম্বন্ধ অপসারিত করিবে। পূর্ণ ঈশ্বর পূর্ণ আদর্শ, অপূর্ণ মনুষ্য কখন পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন না। বিধানের নিত্যোন্নতির দিকে ক্রমিক গতি, সে গতি অবরুদ্ধ হয় যদি কোন অপূর্ণ আদর্শ পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া পড়েন। এখানে বিবাদ ও অসামঞ্জস্যের কোন হেতু নাই। অপূর্ণ আদর্শ কি জন্য কতটুকু গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং করিলে পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বরকে আদর্শ রাখিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয় না, এইটি বিনির্ণীত হইলে সমুদায় মতবিরোধের নিরসন হয়। আমরা সকলেই জানি, ভক্ত সাধক যোগী কি প্রকারে হইতে হয়, ঈশ্বরের জন্য আত্মত্যাগ কি প্রকারে করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ে এক এক জন মহাজন, বা মহাজনসম্প্রদায় আদর্শ। সংক্ষেপতঃ মনুষ্যত্বের আদর্শ মনুষ্য, দেবত্বের আদর্শ পরম দেবতা। প্রতিবিধানের নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত মহাজন এবং ঋষি মহর্ষি সম্প্রদায়কে যে আমরা গ্রহণ করি, তাহা কেবল সাধক ভক্ত যোগী কর্ম্মী ত্যাগী কি প্রকারে হইব, কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া তত্তৎসাধনে সিদ্ধ হইব, তজ্জন্য। কিন্তু এখানে পবিত্রাত্মা পরম সহায়। স্বয়ং ঈশ্বর পবিত্রাত্মরূপে সাধকের হৃদয়ে অবতীর্ণ থাকিয়া তাঁহার সেই সন্তানগণের চরিত্র চক্ষের সম্মুখে ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন, বিবিধ প্রণালীর মধ্যে কখন কোন্ প্রণালীর আশ্রয় করিতে হইবে প্রদর্শন করেন, অন্যথা এমন কেহ নাই যে, এই সকল মহাজন ঋষিমহর্ষিগণকে বুঝিতে পারেন, বা তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথসমূহের মধ্যে তত্তৎকালে তাঁহার উপযোগী পথ আশ্রয় করিতে পারেন। নববিধান এই জন্য পৃথিবীতে পবিত্রাত্মাকে আনয়ন করিয়াছেন এবং এই পবিত্রাত্মার সাম্রাজ্য কোন কালে আর কাহার কর্ত্তৃক বিবাদাস্পদ হইবে না।

আমরা যত দূর বলিলাম, আমরা জানি আমাদিগের মধ্যে এমন কেহ নাই যে এ কথায় আপত্তি তুলিতে পারেন। আপত্তি হইতেছে, আমরা আমাদিগের আচার্য্যকে লইয়া কেন এত আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছি? আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছি এই জন্য যে, সকল ঋষি মহর্ষি মহাজনের ভাবাদি একত্র এক আধারে মিলিত হইলে কি আকার ধারণ করে তাহা আমাদিগের আচার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন। সংসার ও বৈরাগ্য, যোগ ও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, পুণ্য ও প্রেম, এ সকল সমপরিমাণে পূর্ণ মাত্রায় মিলিত হইলে জীবন কি আকার ধারণ করে ইহা

দেখিতে হইলে এবং দেখিয়া তদ্রূপ মিলন নিজ নিজ জীবনে সাধন করিতে হইলে, আমাদিগের আচার্য্যকে সম্মুখে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ঈদৃশ বিমিশ্র জীবন কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে? পবিত্রাত্মা যাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বভাব বিমিশ্র এই মনুষ্যত্বের আদর্শ চক্ষের সম্মুখে না ধরিয়াছেন, তাহার সাধ্য নাই এই আদর্শ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। যদি আপনার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কেহ ধরিতে যায় তবে জীবনের একদেশ দর্শন করিয়া হয় তাহাতে মুগ্ধ হইবে, নয় বীতরাগ হইয়া ফিরিয়া যাইবে। সুতরাং আমরা আচার্য্যকে গ্রহণ করিতে গিয়া পবিত্রাত্মাকে অধঃকরণ করি নাই, বরং তাঁহাকেই আমরা সর্ব্বোপরি সিংহাসন অর্পণ করিয়াছি।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, মহাজন এবং আচার্য্য সকল পৃথিবীতে কি আকারে অবস্থিতি করেন? দ্বিবিধ আকারে। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম বন্ধুবর্গের জীবনে এবং বাণীর আকারে। যদি সকল ধর্ম্মবন্ধু এক এক করিয়া অন্তর্হিত হন, কেহ আর পৃথিবীতে না থাকেন. তাহা হইলে এই এক বাণী সকলের স্থান অধিকার করেন। শব্দব্রহ্ম বলিয়া যে এদেশে এবং সকল দেশে অতীব সম্মাননা আছে তাহার মূল এই। মহাজনগণ আর কিছুই নহেন, বাণী বা ঈশ্বরের জীবসম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ। এই বাণী কালে এই জন্য মানবজাতির পরিচালক হয়। এখানেও পবিত্রাত্মার চিরসাম্রাজ্য। বাণীর ভিতর হইতে অপূর্ব্ব জীবন বাহির করিরা আনা পবিত্রাত্মা ভিন্ন আর কাহার দ্বারা সম্ভবে না। আচার্য্য বলি, নেতা বলি, গ্রন্থ বলি, ধর্ম্মবন্ধু বলি, সকলেই অকর্ম্মণ্য যদি পবিত্রাত্মা আপনার সাম্রাজ্য সাধকের হৃদয়ে বিস্তার না করেন। ধন্য নববিধান যে ইহাতে পবিত্রাত্মার জয় হইল, সমুদায় বিবাদ বিসংবাদ অসম্মিলন দূর হইল, ঈশ্বর, মহাজন, এবং ধর্ম্মগ্রন্থ, এ তিনের সম্বন্ধ এক মহাসামঞ্জস্যে পরিণত হইল।

নববিধান ও ব্রাহ্মসমাজ।

নাম কিছুই নয় অনেকে বলেন, কিন্তু নাম পৃথিবীর ইতিহাসে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আত্মা শব্দ আশ্রয় করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, সুতরাং যত যত উচ্চ ভাব শব্দযোগে মনুষ্যসমাজ অধিকার করে। 'নববিধান' এই শব্দ বলিতে সমুদায় ধর্ম্মের একীভাব সকলের হৃদয়ে এখন সহজে মুদ্রিত হয়, ভবিষ্যতেও হইবে। নববিধান এই নাম ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ নামকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, এবং ভবিষ্যতে আরও গ্রাস করিয়া ফেলিবে, অথচ এ দুই নামের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। এক ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া আসিয়া নববিধানে উপস্থিত হইল, ইহা চিরদিন আলোচ্য বিষয় থাকিবে। বিধানের বীজ প্রথমতঃ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া ক্রমে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে একটি সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হয়, চতুর্দ্দিকে তাহার শাখা প্রশাখার বিস্তার হয়, সহস্র সহস্র লোক তাহার ছায়ায় আরাম লাভ করে। এই বিধান বীজ ভারতের বক্ষে রোপিত হইয়াছে, এখন ইহার স্কন্ধ হইতে চারিটি মূল শাখা পৃথিবীর চারি খণ্ডে ধাবিত। চারিখণ্ডের লোক নিজ নিজ জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া এক বৃক্ষের চারিশাখারূপে প্রতিভাত। আশ্চর্য্য এই, কোথাও এই শাখা মুলতরুর ন্যায় এখনও আদিমাবস্থায় অবস্থিত, কোথাও কেবল অঙ্কুর বা বীজসদৃশ, কালে মুল বৃক্ষের সমুদায় উপাদানে তৎসদৃশ হইবে। এ সময়ে আর ইটি শাখা কি মুলবৃক্ষ, ইহার প্রভেদক চিহ্ন থাকিবে না, কেবল জাতীয় কতকগুলি আচার ব্যবহার মাত্র দ্বারা শাখা শাখা বলিয়া পরিচিত হইবে।

ফলতঃ নববিধানের সমাগমে ব্রাহ্মসমাজ

উহার অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে। ভ্রূণের অস্ফুট দৈহিক যন্ত্র যখন স্ফুটযন্ত্রে পরিণত হয়, তখন যেমন উহা পরিস্ফুট যন্ত্রের অন্তর্ভূত হইয়া যায়, কখন বা পরিস্ফুট যন্ত্রের পার্শ্বে এমন একটি সামান্য চিহ্ন থাকে, যাহার কোন কার্য্য নাই, কেবল পূর্ব্বাবস্থা মাত্র প্রদর্শন করে, নববিধান ও ব্রাহ্মসমাজের কি সেই রূপ সম্বন্ধ? আচার্য্যদেব কি বলিয়াছেন শ্রবণ কর। "নববিধানের অভ্যুদয়ে অবিভক্ত সত্যের জয় হইল। ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত শাখা প্রশাখা একীভূত হইল। এই নববিধানে সমস্ত সাধুভাবের সম্মিলন হইল, সমস্ত পথিক ঘরে ফিরিয়া আসিল।" "ব্রাহ্মসমাজের নাম আর ব্রাহ্মসমাজ রহিল না। দেশাচারের জন্য এই দুই নামের বাহ্যিক অংশ পড়িয়া রহিল, বাস্তবিক তাহার মধ্যে প্রাণ নাই। ব্রাহ্মসমাজ নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই, কেবল ঈশ্বরের ধর্ম্ম রহিল এবং ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধানভুক্ত লোকেরা রহিলেন। স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ আর রহিল না, যত ধর্ম্ম ছিল সে সমুদায় ধর্ম্মের ঐক্য স্থাপিত হইল, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রহিল না।" "হিন্দুসমাজ, খ্রীষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ ইত্যাদি সমুদায় সমাজ এক ঈশ্বরের পরিবারে পরিণত হইল।"

মানিলাম, নববিধানের অভ্যুদয়ে তন্মধ্যে অন্যান্য সমাজ সহকারে ব্রাহ্মসমাজও অন্তর্ভূত হইয়া গেল, কিন্তু এখনও "দেশাচারের" জন্য যে ব্রাহ্মসমাজ নাম আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কি উহাতে নববিধানবিরোধী নাই? যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নববিধানে পরিণত হইল, তাহা কি অবিমিশ্র নববিধানের অন্তর্ভূত? আমরা আচার্য্য বাক্যেই ইহার উত্তর দান করিব। "লক্ষ লক্ষ আমাদিগের শত্রু। যাহারা ব্রাহ্মনাম ধারণ করিয়াছে, অথচ বিশেষ বিধান মানে না তাহারা ব্রাহ্মসমাজের শত্রু। অতএব সমুদায় নাম উপাধির বিবাদ বিলুপ্ত হইল। যে কেহ ঈশ্বরবিধান অস্বীকার করেন, তিনি ঈশ্বরের বিরোধী। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ যত অবিশ্বাসী আসিয়াছে তাহারা অন্যান্য অবিশ্বাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইল এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে সকল বিশ্বাসী আছেন, পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের ঐক্য হইল। এই যে বিশ্বাসীদিগের ঐক্য ইহারই নাম নববিধান। পৃথিবীর সমুদায় সাধু এই নববিধানের অন্তর্গত। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিশ্বাসী যোগী ভক্ত এবং কর্ম্মী তাঁহারা সকলেই নববিধানভুক্ত, সুতরাং নববিধানকে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ নাম দিতে পারি?"

এই অবিভক্ত নববিধান যখন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, ইহা যখন বিশ্বব্যাপী, তখন বিভক্তবৎ বাহ্যে প্রতীয়মান হইলে কি কোন একটি সম্প্রদায় বলিয়া ইহা কোন কালে অভিহিত হইতে পারে? এ কথার উত্তরও আমরা আচার্য্যদেব ১৮০১ শকের ৯ মাঘ ব্রাহ্মসাধারণের সভায় যাহা বলেন তদ্দারা দিতেছি।

"মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রুচি ইহাতে এরূপ দলবৃদ্ধি অনিবার্য্য। যদি মনে কর যে দলবৃদ্ধি হইবে না, এরূপ আশা করা অন্যায়। যত দিন মনুষ্যের অবস্থা এবং সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে, তত দিন ভিন্ন ভিন্ন দল হইবে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পৃথিবীতে চিরকাল এরূপ দল হইয়াছে, এবং মনুষ্যের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায়, এরূপ দল হইবেই। কিন্তু কতকগুলি দলবৃদ্ধি হইলেই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটি সম্প্রদায় হইবে, এরূপ মনে করা ভ্রম।" "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজ ইংরাজীতে যাহাকে Party বলে তাহা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইতে পারে; কিন্তু সে সমুদায় দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত।" "এখন যদি সমুদায় প্রচারক চলিয়া গিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তথাপি তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু, কেন না মানুষের সাধ্য নাই যে, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মূল নষ্ট করে।" "ব্রাহ্মসমাজে যাহা কিছু অপ্রেম অনৈক্য দেখা যায়, এ সকল সাময়িক উত্তেজনা। যখন বর্ত্তমান অপ্রেম-

মেঘ কাটিয়া যাইবে, তখন সত্যসূর্য্য আরও উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে।”

বিধানের জন্মের পর একথা যে ঠিক আছে কে অস্বীকার করিবে? যাহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, তাহা নববিধান-সম্বন্ধে আরও সত্য। নববিধান এক ব্রহ্মসমাজ কেন সমুদায় সমাজের বিশ্বাসীদিগকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, এই জন্য নববিধানে যে কেহ “এক ঈশ্বর, এক পরিবার, এক ধর্ম্ম” এমন কি “যাহারা এক ঈশ্বরের উপাসক তাহারা সকলেই এক পরিবার ভুক্ত।” তবে কি সকলেই নববিধানের অন্তর্মণ্ডলীতে নিবিষ্ট? বিশ্বাসের তারতম্যে কি কোন তারতম্য নাই? এ কথা কে বলিবে? নববিধানের বিস্তীর্ণ উদারতা আশ্রয় করিয়া সমুদায় লোককে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে, দেশের হিতকর কার্য্য সমুদায় সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সম্পাদন করিতে হইবে, অথচ নববিধানকে অল্পবিশ্বাসিগণের অল্পবিশ্বাসের সঙ্গে কখন মিশ্রিত হইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। এ সম্বন্ধে আমরা ১১৬ বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে যে ঈশ্বরের আদেশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। তবু নববিধান জন্মের পর শ্রীদরবারে এতৎসম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়া লিপিবদ্ধ হয় তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

“নববিধানকে সুদৃঢ় করিবার বিষয়ে এইরূপ কথোপকথন হইল যে, বর্ত্তমান সময়ে নববিধানকে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। যাহাতে উহা প্রাচীন ব্রাহ্মমণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তন্মধ্যে বিলীন হইয়া না যায়, তৎপক্ষে যত্ন করিতে হইবে। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে গিয়া অনুদারতায় নিপতিত হইবার সম্ভাবনা এ ভয় করিলে চলিবে না। কেন না এক দল বিপক্ষ দণ্ডায়মান হইয়াছে, যাহাদিগের উদ্দেশ্য অতিভয়ানক। * * *।” ১১ ফাল্গুন ১৮০২ শক।

আমাদিগের প্রেরিতবর্গ কোথায় যাইতে পারেন, কোথায় যাইতে পারেন না, কাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারেন, কাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারেন না, তাহাও একটি প্রাচীন নির্দ্ধারণ হইতে আমরা তুলিয়া দিতেছি।

“ * * ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ বিরোধী সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে যাওয়াতে পাছে উক্ত সমাজের উচ্চ আদর্শের কিঞ্চিন্মাত্র লাঘব হয় এবং তাঁহাদিগকে বিরুদ্ধমতের প্রতিপোষক বলিয়া সাধারণের মনে পাছে ভ্রান্তি জন্মে, এই হেতু প্রচারকসভা হইতে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যাঁহারা আমাদের প্রচারক ভ্রাতাদিগকে আহ্বান করিবেন, তাঁহাদের যেন স্মরণ থাকে যে, প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, ঈশা চৈতন্যপ্রভৃতি সাধুগণের প্রতিভক্তি, যোগ, বৈরাগ্য, নামকীর্ত্তন, বর্ত্তমান বিধান, সামাজিক উন্নতি অপেক্ষা ধর্ম্মোন্নতির প্রাধান্য ও স্ত্রীজাতির পবিত্রতা সংরক্ষণ প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক মতে আমরা দৃঢ়রূপ বিশ্বাস করি, এবং যাঁহারা এই সকল মত না মানেন তাঁহাদিগকে আমরা ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী মনে করি।” ২৩ অগ্রহায়ণ ১৮০১ শক।

বর্ত্তমানে এই সকল বিধির মহা ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য আমরা “নববিধান ও ব্রাহ্মসমাজ” বলিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। আমরা নববিধানকে বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র রাখিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ। ব্রাহ্মসমাজের নাম লইয়া যে কেহ নববিধাকে উন্মূলিত করিবেন, “প্রাচীন ব্রাহ্মমণ্ডলীর সঙ্গে” ইহাকে মিলিত করিয়া ফেলিবেন, ইহা আমরা কখনই হইতে দিব না। বর্ত্তমান আন্দোলনের মূলপক্ষ এতৎসম্বন্ধে মহাব্যভিচার উপস্থিত করিয়াছেন। নববিধানবাদী মাত্রে সাবধান হউন, ব্রাহ্মসমাজস্থ নববিধানবিরোধিগণের প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হউন। আমরা এ বিষয়ে অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। বিশ্বাসিমাত্রে স্ব স্ব বিশ্বাস রক্ষা করুন ইহা হইলেই যথেষ্ট হইল।

আমাদের সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা।

এ সময়ে মহাব্যভিচার সমুপস্থিত। পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন হইতে চলিয়াছে। এখন যদি আমরা আমাদের সম্বন্ধে দু চারিটী কথা বলিয়া না রাখি, ভবিষ্যতে আমাদিগকে লইয়াই আমাদিগের পরবর্ত্তিগণ মহা অনর্থ উৎপাদন করিবে। পরবর্ত্তিগণের ধর্ম্ম-

তত্ত্বসম্বন্ধে ব্যক্তিগত অধিকার কি, সমস্ত পরিবারের অধিকার কি, তন্নির্ণয় জন্য আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

আমাদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব ১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক মাসে প্রথমতঃ বাহির হয়। তৎকালীন যাঁহারা প্রথম প্রচারব্রতে ব্রতী হন, তাঁহারাই ইহার সম্পাদনাদি সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কতক দিন সম্পাদনাদি কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলে, পরিশেষে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান সম্পাদক বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া যখন ১৭৮৭ শকের শ্রাবণ মাসে কলিকাতায় আইসেন, তখন ইহার সেই বিশৃঙ্খলাবস্থা চলিতেছে। এই বিশৃঙ্খলা কোন প্রকারে নিবারিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব মাসিক না হইয়া সংখ্যাক্রমে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। যে বারের সংখ্যা হইতে এই নববিধ প্রণালী অবলম্বিত হয়, সেই বারের সংখ্যা হইতেই বর্ত্তমান সম্পাদক লিখিতে আরম্ভ করেন। যে ব্যক্তি কোন কালে ঈদৃশ কার্য্য করে নাই, বরং সংসারে যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, সে ব্যক্তির উপরে আসিবামাত্রই ধর্ম্মতত্ত্বের ন্যায় অতি উচ্চতম পত্রিকার সমগ্র ভার পড়িল, অথচ অনায়াসে সে তাহাতে প্রথমেই কৃতকার্য্য হইল, এ সকল স্পষ্ট দেখাইয়া দিল যে এ ব্যক্তির জীবনের যাহা কার্য্য তাহার সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্ব চিরগ্রথিত। আচার্য্য মহাশয় প্রচারকমণ্ডলী সহ প্রচারে বহির্গত হইলেন, নবাগত ব্যক্তি একাকী কলিকাতায় রহিল, তাহার উপরে ধর্ম্মতত্ত্বের ন্যায় পত্রিকার সমগ্র ভার পড়িল, ইহা যে আচার্য্য মহাশয় কেন হইতে দিলেন, ইহার তত্ত্ব অল্প লোকেই বুঝিতে পারে। সে যাহা হউক, ১৭৯০ শকের মাঘ মাসে ধর্ম্মতত্ত্ব পাক্ষিক হয়। যখন সংখ্যাক্রমে বাহির হইত, তখন সম্পাদক অনিয়ত ছিলেন। এ সময়ে সে অনিয়ম তিরোহিত হইল। আচার্য্যদেব বর্ত্তমান সম্পাদকের হস্তে ধর্ম্মতত্ত্বের সমগ্র ভার অর্পণ করিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ হইতে ইহার অর্থাদিপর্য্যন্তের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। বর্ত্তমান সম্পাদক আপনি সম্পাদন করিবেন, অর্থ সংগ্রহ করিবেন, যে কোন যন্ত্র হইতে মুদ্রিত করিয়া লইবেন। অপর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন করিবার প্রস্তাব করিতে গিয়া যন্ত্রাধ্যক্ষ হইতে সম্পাদককে অবমানিত হইয়া আসিতে হইল; তাই পরিশেষে আপনাদের যন্ত্রালয়ে উহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য আরম্ভ হয়। স্বয়ং আচার্য্যদেব এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে সহায় করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সাহায্যে প্রথম পাক্ষিক ধর্ম্মতত্ত্ব বাহির হইল। প্রথম সংখ্যা বাহির করিতে তিন দিন তিন রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, ইহার মধ্যে আচার্য্যদেবের সহিত উপাসনায়ও যোগ দেওয়া হয় নাই। কার্য্য সিদ্ধ হইলে, তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন "বাঙ্গালের জিদ্দি আছে।"

কয়েক মাস পর বর্ত্তমান সম্পাদককে মফঃসলে যাইতে হয়। সে সময়ে শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ অনুগ্রহ করিয়া সমুদায় ভার গ্রহণ করেন। প্রথমাবস্থায় সম্পাদকের বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রচারে দেশে দেশে পরিভ্রমণে অতিবাহিত হইত। সুতরাং বন্ধুগণের অনুগ্রহই ধর্ম্মতত্ত্বের উপজীবিকা ছিল। সে সময়ে প্রচারকসভা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এজন্য কোন্ বন্ধু কোন্ সময়ে এই ভার কত দিনের জন্য নির্ব্বাহ করেন, তাহার নিদর্শন পাইবার সম্ভাবনা নাই। যখন প্রচারকসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রচারক সভার বিবরণে ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদন করেন লিপিবদ্ধ আছে। তৎপর কয়েক মাসের জন্য সাধু অঘোরনাথ ইহার সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই কয়েক মাস পর ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ভার গ্রহণ করিয়া একাদি

ক্রমে ৫ বৎসর সম্পাদন করেন, বর্ত্তমান সম্পাদক কেবল প্রায়নিয়মিতরূপে ভ্রমণ স্থান হইতে একটি করিয়া প্রবন্ধ পাঠাইতেন। এই ৫ বৎসরের পর আজ ৭ বৎসর হইল বর্ত্তমান সম্পাদকের হস্তে সম্পূর্ণ সম্পাদনের ভার রহিয়াছে। ইহার মধ্যে দুইবার কেবল তাঁহার অনুপস্থিত কালে মাস কয়েক তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধুদ্বয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব সম্পাদন বর্ত্তমান সম্পাদক তাঁহার জীবনের বিশেষ কাৰ্য্য বিশ্বাস করেন, এজন্য বাহিরে প্রচারের অনুরোধে যদিও তিনি অনেক দিন স্বয়ং সম্পাদন করেন নাই, তথাপি বন্ধুগণের সম্পাদন এবং তাঁহার নিজের সম্পাদন এক এবং অভিন্ন বিশ্বাস করেন বলিয়া এরূপে তাঁহারা জীবনের বিশেষ কার্য্যের কোন ক্ষতি হইতেছে, তিনি কখন মনে করেন নাই। এ জন্যই তিনি জীবনের কাৰ্য্য জানিয়াও কলিকাতায় স্থিতিকালে শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণের হস্ত হইতে একান্ত প্রয়োজন না হইলে নিজ হস্তে ভার গ্রহণ করেন নাই। ধৰ্ম্মতত্ত্বসম্পাদনসম্বন্ধেই যে সম্পাদকের এরূপ মত তাহা নহে, তাঁহার প্রচারভূমিতে অপর ভ্রাতা প্রচার করিলে তিনি তাহা আপনার কার্য্যই মনে করেন, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। এই বিশ্বাসের অনুরোধে তিনি এই পাক্ষিক হইবার পঞ্চদশ বৎসরের ধৰ্ম্মতত্ত্বসম্পাদন আপনার কাৰ্য্য বলিয়া গণ্য করেন; ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন নিজ কাৰ্য্য ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। শেষ বারে যখন ভার লওয়া হয়, একান্ত বাধ্য হইয়া। কেন বাধ্য হওয়া হয়, তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, এমন একটি সময় আসিয়াছে যে যাঁহার যাহা জীবনের কাৰ্য্য তাহা হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা তিনি তাঁহার পরিশ্রমজাত বিষয় মনে করিয়া তাহাতে আপনার এবং শরীরজাত উত্তরাধিকারিগণের অধিকার স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত। কি ভয়ানক কলিযুগ উপস্থিত! পৃথিবীতে কোন পার্থিব বস্তু আমার বা আমার বন্ধুগণের সম্পত্তি থাকিবে? এই জন্য কি সংসার ছাড়িয়া ধৰ্ম্মরাজ্যে এক মহান্ সংসৃষ্ট পরিবার গঠন করিবার জন্য আমরা আহূত হইয়াছিলাম? আমরা সকলে এক পরিবার। এখানে ইহার ইটি, উহার উটি, এ প্রকার কোন বস্তুবিভাগ নাই। সংসৃষ্ট পরীবারের আবার বস্তুবিভাগ থাকে কোথায়? সে পরিবারের যে যাহা করে তাহা সেই বৃহৎ পরীবারের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। প্রচারকসভা এ জন্যই এতৎসম্বন্ধে সুদৃঢ় নিয়ম করিয়াছেন যে, এখানে কাহারও কোন সম্পত্তি বা নিজের লিখিত গ্রন্থাদির উপরে স্বত্বাধিকার থাকিবে না। এইটি স্থিরতর মূল নিয়ম। প্রেরিত দরবার যখন দেখিলেন, কাহারও কাহারও মনে পৃথক্ হইবার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে, তখন পূর্ব্ব নিয়মের স্থলে এই নিয়ম হয়, স্বত্বাধিকার নাই কিন্তু দরবার ইচ্ছা করিলে কাহাকেও স্বত্ব দিতে পারেন।

যখন ব্যভিচার উপস্থিত, তখন সম্পাদক ঈশ্বরকে এবং মণ্ডলীকে সাক্ষী করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্থিরতর ইচ্ছারূপে পৃথিবীতে রাখিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সম্পাদক ধৰ্ম্মতত্ত্বকে আপনার বা আপনার সন্তান সন্ততির সম্পত্তি মনে করেন না। ইহা সম্পূর্ণরূপে সমগ্র প্রেরিতপরীবার, যাঁহারা শ্রীদরবারে একীভূত, তাঁহাদের সম্পত্তি। ইহার উপরে সম্পাদক বা তাঁহার সন্তান সন্ততি কোন অধিকার স্থাপন করিতে পারেন না। তবে কি কোন অধিকার নাই? অধিকার কেবল ধৰ্ম্মতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া ধৰ্ম্মের তত্ত্ব সকল পৃথিবীকে অর্পণ করা। যদি বর্ত্তমান সম্পাদকের কেহ উত্তরাধিকারী হইতে চান, তবে তিনি কেবল এই ধৰ্ম্মের তত্ত্ববিতরণসম্বন্ধে

অধিকার পাইতে পারেন, অন্য কিছুর নহে। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করা নরকের বিস্তৃত দ্বার।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

অদৃষ্টবাদের আমরা সারভূত বিষয় স্বীকার করি, অসার ভাগ বর্জ্জন করি, ইহা আমরা অনেক দিন বলিয়াছি। এ সম্বন্ধের বিবিধ বিতর্কও আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পুরাতন বিষয়ে আজ আমরা একটি নূতন না হউক নূতন ভাবে অনুভূত কথা বলিতে চাই। অদৃষ্টবাদ ধর্ম্মের উপরে খড়্গাঘাত করে সেইখানে যেখানে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই এক হইয়া যায়। পাপ ও অধর্ম্মের স্বরূপ ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে আমরা আশা করি, এই মহানিষ্ট অবরুদ্ধ হইতে পারে। পাপ বলিয়া বস্তু আছে আমরা স্বীকার করি না, কেবল মনুষ্য প্রকৃতিতে পাপের সম্ভাবনা আছে আমরা বলি। কোন বিষয়ের সম্ভাবনা এবং তাহার অস্তিত্ব এ দুই অত্যন্ত বিভিন্ন। সম্ভাবনার অর্থ হইলে হইতেও পারে না হইলে না হইতেও পারে। সম্ভাবনা মধ্যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নাই। প্রত্যেক মনুষ্যের সম্বন্ধে অমুক পাপ যে হইবেই ইহা নিশ্চয় নাই। সে পাপ সে করিতেও পারে নাও করিতে পারে। করিতেও পারে, নাও করিতে পারে এই হইতে তাহার নৈতিক দায়িত্ব উপস্থিত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাবী মনুষ্যের এই দায়িত্ববিষয়ক জ্ঞান ঈশ্বরেতে আছে, এবং বর্ত্তমান মনুষ্য বর্ত্তমান ঘটনাপুঞ্জের মধ্য দিয়া যখন চলিয়া যায়, তখন এই দায়িত্ব অনুসারে সে বিচারিত হয়। পাপের বিপরীত ধর্ম্ম ও কল্যাণসম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। কেন না উহা পাপের ন্যায় অবস্তু নহে, ঈশ্বরের স্বরূপসম্ভূত। এতৎসম্বন্ধে নিয়তি অত্যন্ত স্থিরতর। কোন মনুষ্য ধর্ম্ম ও কল্যাণ সম্পর্কের নিয়তি অতিক্রম করিতে পারে না। ঈশ্বর যাহার দ্বারা তৎতৎসম্বন্ধে যাহা করিয়া লইবেন অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহাকে তাহা করিতেই হইবে, অদৃষ্টবাদের গভীরতম সত্য এখানে প্রকাশ পায়, এবং এই স্থলে অদৃষ্টবাদ বা বিধাতার লিপি আমরা স্বীকার করি, পাপ ও অধর্ম্ম বিষয়ে স্বীকার করি না। যাঁহারা অদৃষ্টবাদ মানেন না, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমরা পাপ ও অধর্ম্ম বিষয়ে এবং যাঁহারা মানেন তাঁহাদিগের সঙ্গে ধর্ম্ম ও কল্যাণ বিষয়ে যোগ দি।

প্রার্থনা।

সতী।

(কোন মহিলা কর্ত্তৃক)

মা ভক্ত জননী, যত সাধু সাধ্বীর জননী, মা যুগে যুগে তোমার সাধু সন্তান- দের যেমন তুমি পৃথিবীতে পাঠাও তেমনি তোমার সাধ্বী সতীদের এ পৃথিবীতে পাঠাইয়া থা ক, তোমার সতীয়া কন্যাগণ যুগে যুগে আসিয়া এ ধরাতলকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। মা, ইচ্ছা হয় তোমার সতীকন্যাগণের কিছু গুণগান করি কিন্তু আমি অপারগ। কেবলমাত্র আমি তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি। মা, মহাদেবের যে সতী তিনি যখন পিত্রালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি কি মহাদেবকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, না প্রাণের ভিতরে করিয়া মহাদেবকে লইয়া গিয়াছিলেন? পতিনিন্দা শুনিয়া তাঁর কি এত যন্ত্রণা হল যে আর সহ্য করিতে পারিলেন না। নিজে প্রাণত্যাগ করিলেন, পিতার বংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। যদি সতীকে তাঁর পিতা তিরস্কার করিতেন হয়ত তাহা হইলে তিনি প্রাণত্যাগ নাও করিতে পারিতেন। কারণ, মা, তুমি এমনি করিয়া সতী আর পতির সৃজন করিয়াছ যে দুইটি পাত্র একসূত্রে আবদ্ধ। একটিকে বলিলে আর একটিতে গিয়া পড়ে। সতীকে বলিলে পতির লাগে পতিকে বলিলে সতীর লাগে। সীতাদেবী যখন বার বার পরীক্ষায় পড়িয়া দেহ-ত্যাগ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন "জন্মে জন্মে তুমি রাম হও মম পতি। মম সম অভাগীর না কর দুর্গতি॥" যথার্থই সীতা পতিকে প্রাণের ভিতরে করিয়া চলিয়া গেলেন। সাবিত্রীকে যখন বলা হইল তুমি সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিও না, কারণ তাঁহার জীবন শীঘ্রই শেষ হইবে; কিন্তু মা, তিনি জানিতেন তাঁর স্বামীর মৃত্যু নাই। তুমি তাঁহাকে একথা বলিয়াছিলে। তাঁহার সতীত্বের তেজে যম পলাইল। পুরাণে সুন্দর সুন্দর পতিব্রতার আখ্যায়িকা আছে; তাঁর সতীত্বের তেজে চন্দ্র সূর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁর স্বামীকে মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারিল না। সত্য ত্রেতা দ্বাপরে সতী আসিয়াছিলেন, কিন্তু কলিযুগে আর কি সতীর জন্ম হয় নাই? না। আছেন সতী কোথাও গুপ্তভাবে। কারণ এই ঘোর কলিযুগে যদি তোমার সাধু বিধানকুমার আসিয়াছিলেন তবে সতীরও আগমন হইয়াছে। তাঁহারা কোথায় আছেন, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে, যে নারী তপ জপ ছাড়িয়া পতিসেবা করেন তাঁহার আর অন্য সাধন চাই না। তিনি অনায়াসে ভবপার হইবেন ও ভগবান্‌কে পাবেন। যথার্থ ইহার অর্থ এই, যাঁহারা সতী তাঁহারা পতির ভিতর পরম

পতিকে দেখিতে পান। তাঁহারা পতির ভিতর জগৎপতি ও গোলোকপতিকে দেখিতে পাইয়া কৃতার্থ হন। এই ত প্রথম শ্রেণীর সতী। দ্বিতীয় শ্রেণীর সতী তাঁহারা যাঁহারা পতির মৃত্যুতে অনুগমন করিয়াছিলেন। সতী পতিসহ দগ্ধ হইলেন কেন? সতী যিনি তিনি তোমার কন্যা. তিনি তাঁর স্বামী সঙ্গে সহমৃতা হইলেন কেন? মা তোমার বিধি উলঙ্ঘন করিয়া তাঁরা যান কেন? ইহার কি গূঢ় কারণ নাই? সতী কি কখনও অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন? না। পতি ও পতিপ্রাণার দুইটি শরীর, প্রাণ একটি। সতীর যে দুইবার জন্ম হয়। এক বার মাতৃগর্ভে আর এক বার স্বামী হইতে। মার গর্ভ হইতে শরীরের জন্ম আর স্বামী হইতে আত্মার জন্ম হয়। মাতৃস্তন পান করিয়া যেমন শরীর পরিপুষ্ট হয় আত্মা তেমনি স্বামীর ধর্ম্ম প্রেম পুণ্য বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে সুসজ্জিত হয়। এক প্রাণ এক আত্মা হইয়া গেলে সতীর আর দুই ভাব থাকে না। স্বামী পৃথিবী ছাড়িয়া যাইলে স্ত্রী আর পৃথিবীতে থাকিতে পারেন না। এই হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর সতী। তৃতীয় শ্রেণীর সতী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হয়েন না। দেহের বিনাশ হইল না, কিন্তু আত্ম তাঁর অনুগামিনী হইল। যেমন একটি খাঁচাতে দুই পাখী এক জোড়া থাকে, তেমনি স্বামীর শরীররূপ খাঁচাতে সতীপতি দুইটি পাখী ছিল। খাঁচা ভাঙ্গিয়া গেল, স্বামী পাখী উড়িয়া, মা, তোমার কোলে লুকাইল. স্ত্রী পক্ষী উড়ে২ বেড়ায়, তার ভগ্ন খাঁচা আর ভাল লাগে না। তার যে আত্মা পাখী উড়িয়া গিয়াছে স্বামীর সঙ্গে, বাহিরের শরীরটা রহিল পৃথিবীতে। যখন স্বামীর সঙ্গে ছিল তখন বেশ দেখিতে পাইত। স্বামিসূর্য্যের আলোতে সব দেখিতে পাইত, আনন্দে বিচরণ করিত। পক্ষী রাত্রি হইলে কাণা হয়, সূর্য্য অস্ত হইলে অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পায় না। আনন্দ সুখ পৃথিবীর বস্তু তার হৃদয়কে আর টানিতে পারে না ফিরাইতে পারে না। এই ভাবে যত সতী পতি হারাইয়াছেন তাঁহাদের স্বামী সহ মৃত্যু হইয়াছে। দেহ আছে কিন্তু প্রাণ নাই। এই হইল তৃতীয় শ্রেণীর সতী। হে দয়াময়, আশীর্ব্বাদ কর যেন সতীদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া অনন্ত কাল পতি সনে থাকিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীআচার্য্যদেবের পত্র।

ভগলপুর।

২৯।২।৬৮

"প্রিয় অঘোর! তোমরা যেখানে থাক ঈশ্বরেতে থাক তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই। তোমরা দেশ বিদেশে দীন হীন ভ্রাতাদিগের নিকট প্রাণস্বরূপ মুক্তিদাতার নাম প্রচার কর ইহা অপেক্ষা আমার আর আহ্লাদের বিষয় কি হইতে পারে? সংসারে শান্তি নাই, সাংসারিক ধর্ম্মেও শান্তি নাই, শান্তি কেবল তাঁহাতে যিনি শান্তিস্বরূপ। সংসারের নীচ কিংবা উচ্চ পথ. যেখানে থাকি না কেন, যত উৎকৃষ্ট কার্য্য করি না কেন, কখন পতন, কখন উন্নতি, কিন্তু শান্তিলাভ করা অসম্ভব। ঈশ্বরের সহবাস ভিন্ন মন কিছুতেই শান্ত করা যায় না। পবিত্রতার সঙ্গে শান্তির নিগূঢ় যোগ, একটি ছাড়িয়া অপরটি পাওয়া যায় না। যদি তাঁহার পবিত্র সহবাস লাভ করিতে পারি সকল শোক সন্তাপ চলিয়া যাইবে, সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইবে, সকল আনন্দ আমার হইবে। ঈশ্বরের নিকটে থাকিলে তাঁহার পবিত্রতারূপ জ্যোৎস্না মনকে যেমন অলোকিত করে তেমনি স্নিগ্ধ করে। অতএব তাঁহার নিকটে থাকিতে বাসনা কর, এবং তাঁহাকে নিজের ঈশ্বর বলিয়া পূজা কর। তিনি অবশিষ্ট সকলই করিবেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। কবে আমরা তাঁহাকে সাধারণ ভাবে শূন্যহৃদয়ে উপাসনা না করিয়া পিতা বলিয়া অন্তরের সহিত ডাকিতে পারিব। ভক্তবৎসল ভক্তের নিকটে থাকিবেনই থাকিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

নূতন দেবালয়।

মহাপুরুষ এব্রাহিম স্বীয় পুত্র এস্মাইলকে সঙ্গে করিয়া মক্কাভূমিতে নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য কাবা নামক মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন ও তাহার প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই কাবার বিশেষ মাহাত্ম্য জগতে প্রচার হয়। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে দেশদেশান্তরের রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ অগণ্য লোক তাহা দর্শন ও তথায় ব্রতোপাসনাদি করিবার জন্য আসিতেছেন। শত শত একেশ্বরবাদী যোগী তপস্বী ব্রতধারী হইয়া সেখানে যোগ তপস্যা করিতেছেন। মধ্যে কয়েক শতাব্দী সেই কাবামন্দিরে প্রতিমাসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইয়াছিল। এব্রাহিমের প্রতিষ্ঠিত পবিত্র মন্দিরে মক্কাবাসীদিগের দ্বারা পুত্তলিকার স্থান হইল বলিয়া একেশ্বরবাদের প্রবর্ত্তক মহাতেজস্বী হজরত মোহম্মদের মনে অত্যন্ত দুঃখ হয়, তিনি বহু সংগ্রাম ও ক্লেশ যাতনার পর মক্কাবাসীদিগের উপর জয়লাভ করিয়া কাবা হইতে প্রতিমাপুঞ্জ অপসারিত ও তথায় নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি কাবার গৌরব ও মক্কার মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা এব্রাহিমের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সকল লোক কাবাকে ঈদৃশ সম্মান করে ও মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ প্রাণ মন উৎসর্গ

করিয়া তৎপ্রতি যত্ন শ্রদ্ধা প্রকাশ ও তাহার সেবা করিয়াছেন। এব্রাহিমের সময়ে মক্কা জনশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছিল, এক কাবার অনুরোধেই উহা ক্রমে মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে। জেরুজিলমের মন্দির মহাপুরুষ দাউদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তজ্জনাই মহর্ষি ঈশা ও অন্য অন্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ বিশেষভাবে তাহাকে গৌরব দান করিয়াছেন। এই নূতন দেবালয় নূতন বিধানের প্রবর্ত্তক মহামনা কেশবচন্দ্রের হৃদয়ের শোণিত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান যুগে উহা মক্কার কাবা ও জেরুজিলমের মন্দির অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত। কি ভাবে ও কি প্রণালীতে এই দেবালয় স্থাপিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইতেছে।

গত বৎসর শ্রী আচার্য্যদেব কেশবচন্দ্র যখন রুগ্ন ও ভগ্নদেহে হিমালয় শিখরে বাস করিয়া যোগবিজ্ঞান ও নবসংহিতা এই দুই অমূল্য তত্ত্বশাস্ত্র জগতে বিতরণ করিতেছিলেন, তখনই স্বীয় কলিকাতাস্থ ভবনে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হন। ক্রমশঃ রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অধিক দিন আর পৃথিবীতে থাকিবেন না, নশ্বর দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে যাইবার জন্য মাতার আহ্বান আসিয়াছে বুঝিতে পারিলেন। মন্দিরে নব বিধানের তেমন আদর হইল না, জননীর একটি বিশেষ ঘর নাই, যেখানে ভক্তগণ মাকে লইয়া প্রতিদিন আমোদ করিবে, যোগ ধ্যান সাধন ভজন করিয়া স্বর্গের নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করিবে। মা বলিলেন আমার খাস দরবারের জন্য ও আমার বিধান রক্ষার জন্য শীঘ্র একটি ঘর নির্ম্মাণ কর। সুপুত্র কেশব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন, হাতে টাকা নাই, তাহা বলিয়া ভাবিলেন না। মার আজ্ঞা হইয়াছে তাঁর ঘর হইবেই। তিনি আপন বাড়ীর কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া, ইট কুড়াইয়া, জননীর আলয় নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দেবালয় নির্ম্মাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া কলিকাতার বন্ধুদিগের নিকটে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন ও দেবালয়ের একটি আদর্শ স্বয়ং অঙ্কিত করিলেন। কিয়দ্দিন অন্তর রোগজীর্ণ কঙ্কালাবশেষ শরীরে কমলকুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে পদার্পণ করিয়াই তিনি দেবালয় নির্ম্মাণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার ও প্রচারক ভাই রামচন্দ্র সিংহের প্রতি তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। দেবালয়ের চূড়া ইত্যাদির আদর্শ অঙ্কিত করিয়া পাঠাইবার জন্য জলপাইগুড়ির একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায়কে অনুরোধকরিয়া পাঠান। কমলকুটীরের পূর্ব্বাংশের পতিত ভূমিতে ভিত্তি স্থাপন করা অবধারিত হয়। আচার্য্যদেব বাড়ীর পশ্চিমাংশের একতালা গৃহটি এবং বাসভবনের কোন কোন অংশ ভগ্ন করিয়া তদুপকরণে দেবালয় নির্ম্মাণের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দিবা রাত্রি রোগযন্ত্রণায় অভিভূত ও শয্যাশায়ী, তাহার মধ্যে এ কার্য্যে জ্বলন্ত উৎসাহ ও ব্যস্ততা। শয্যায় পড়িয়া চূণ সুর্কির যোগাড় করিতেছেন, ইঞ্জিনিয়ারকে উপদেশ দিতেছেন, রাজমিস্ত্রীর কার্য্যের সংবাদ লইতেছেন, বিশ্রাম নাই, যে দেখিয়াছে সেই অবাক্ হইয়াছে। এক দিন মুখ দিয়া রাশি রাশি রক্ত পড়িল, ভয়ঙ্কর রক্তপাত দেখিয়া পরিবারস্থ সকলে আকুল হইলেন ও অনেকে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহাতে আচার্য্যদেবের ভ্রূক্ষেপ নাই দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্মপত্নী বলিলেন হেগো তোমার যে বড় সাঙ্ঘাতিক পীড়া হইয়াছে, তুমি কি তাহা ভাবিতেছ না?" তিনি উত্তর করিলেন, "রোগের বিষয় ভাবিবার আমার সময় নাই, আমি দেবালয়ের চূণ সুর্কি ভাবিব, না রোগ ভাবিব?"

ভিত্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে পর আচার্য্যদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে প্রত্যেক প্রেরিত কোদালীযোগে ভিত্তির কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন করিবেন, তদনুসারে সকলেই কোদালী হস্তে করিয়া কিছু কিছু ভূমি খনন করেন। ২৩ কার্ত্তিক পৌর্ব্বাহ্নিক উপাসনার পর আচার্য্যদেব প্রেরিতদিগকে সঙ্গে করিয়া ভিত্তি স্থাপনের জন্য বহু ক্লেশে নীচে নামিয়া আইসেন। প্রার্থনান্তে স্বয়ং ভিত্তি স্থাপন করেন ও দুই একখানা করিয়া ইট গাঁথিতে প্রেরিতদিগকে বলেন। একে একে সকল প্রেরিতই গাঁথিতে প্রবৃত্ত হন। অনেকের গাঁথনির জমাট হয় না। তাহা দেখিয়া তিনি বলেন যে, তোমরা দুইখানা ইট জুড়িতে পারিতেছ না, তোমাদের দ্বারা মিলন অসম্ভব। যাহা হউক, কিঞ্চিৎ অধিক এক মাসের মধ্যে প্রাচীর ও ছাদ হইয়া দেবালয় একপ্রকার প্রস্তুত হইয়া উঠে। প্রাচীর গাঁথা হইলেই প্রচারক ভাই কালীশঙ্কর দাসের প্রতি এই বিধি হয় যে তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেখানে শঙ্খ ও কাঁসর বাজাইবেন ও স্তোত্র পাঠ করিবেন। তদনুসারে নিয়মিতরূপে তাঁহা দ্বারা এ কার্য্য সম্পাদিত হইতে থাকে। দেখা গিয়াছে যখনই প্রত্যূষে শাঁখ কাঁসর বাজিয়া উঠিত, তখনই আচার্য্যদেব শয্যা হইতে উঠিয়া করজোড়ে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেন।

১ লা জানুয়ারি এই দেবালয় প্রতিষ্ঠার দিন নির্দ্ধারিত ছিল। তখন আচার্য্যদেবের পীড়া ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি নামিয়া আসিয়া যে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেই দিন প্রত্যূষে তিনি প্রেরিতদিগকে দেবালয়ে যাইয়া সঙ্গীতাদি করিতে বলেন। নব বিধানাঙ্কিত ধাতুময়ী পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপাধ্যায় ভাই গৌর গোবিন্দ রায়কে ইঙ্গিত করেন। দেবালয়ের ভিতরে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণানন্তর সম্মুখস্থ রোওয়াকে দণ্ডায়মান হইয়া সংকীর্ত্তন করিবার জন্য আচার্য্য দেব বলিয়া পাঠাইলেন। সঙ্গীতপ্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বন্ধুগণকে লইয়া মাতৃবন্দনার সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেব শয়নাগারে জানালার দ্বারে চৌকিতে বসিয়া সেই মাতৃগুণানুবাদ শ্রবণ করিতে করিতে মত্ত হইয়া উঠিলেন, বিকসিত পদ্মের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ভক্তিভাবে করজোড়ের বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর উপরে থাকিতে পারিলেন না। নীচে নামিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ চরণে পড়িয়াও ক্ষান্ত রাখিতে পারিলেন না জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণা চন্দ্র এই ভয়ঙ্কর রুগ্ন অবস্থায় তাঁহাকে দেবালয়ে লইয়া যাইতে একান্ত বাধ্য হইলেন। একখানা চৌকিতে বসাইয়া ধরাধরি করিয়া দেবালয়ে আনা হইল। যাই দ্বারে আসিলেন অমনি উত্থানশক্তিবিহীন দুর্ব্বল শরীর সত্ত্বেও "মা এসেছি" বলিয়া মহা উৎসাহে করজোড়ে চৌকি হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সেই ভাবে করজোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বেদীতে যাইয়া বসিলেন ও সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন

করিলেন। তখন মাকে সম্বোধন করিয়া তিনি ভক্তিভাবে ধীরে ধীরে যে সকল মধুর কথা বলিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ হইল না। সেদিন আচার্য্যদেবের স্বর্গীয় ছবি যাঁহারা দেখিয়াছেন ও তাঁহার সুমধুর অন্তিম প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়াছেন তাঁহারা ধন্য। সে ছবি ও সে কথা ভুলিবার নহে। এই দেবালয়প্রতিষ্ঠাই তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য। প্রতিষ্ঠার অন্তে উপরে তাঁহাকে লইয়া আসিলে পর তাঁহার ধর্ম্মপত্নী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নামা উঠা ও অধিক কথা বলার দরুন অসুখ তো বাড়ে নাই? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "তাহাতে যদি অসুখ বাড়ে তবে ধর্ম্মই মিথ্যা। তোমরা আমার যথার্থ চিকিৎসা করিলে না।" সেই দিন হইতে দেবালয়ে প্রাত্যহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্য্যদেবের বাসগৃহের দ্বিতলস্থ এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে যে উপাসনা হইতেছিল তাহা রহিত হয়।

দেবালয়নির্ম্মাণে ন্যূনাধিক ছয় সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাহার দৈর্ঘ্য ৩০ ফিট চৌড়া ২৪ ফিট। পশ্চিম পার্শ্বে ব্রাহ্মিকা মহিলাগণ বসিয়া উপাসনা করিবার জন্য বাস ভবনের সংলগ্ন এক প্রান্তে কুঠরী আছে। দেবালয়ের বেদী ও মধ্যভাগ মার্ব্বল প্রস্তরে খচিত। বেদীর উপরে আচার্য্যদেবের আসন ও গৈরিক বস্ত্র, সম্মুখভাগে কমণ্ডলু ও নববিধানাঙ্কিত রজত পতাকা ও আচার্য্যদেবের স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ ইত্যাদি সংরক্ষিত। বেদীর সম্মুখ ভাগে ও উভয় পার্শ্বে মার্ব্বল প্রস্তরের উপরে উপাসনার জন্য প্রেরিতমণ্ডলীর আসন স্থাপিত। দেবালয়ের চূড়ার নিম্নভাগে বৃহৎ ঘটিকাযন্ত্র ঊর্দ্ধভাগে নববিধানাঙ্কিত প্রতিষ্ঠাদিনে হস্তধৃত সেই ধাতুময়ী পতাকা। সম্মুখভাগে প্রশস্ত রওয়াক। আচার্য্যদেবের ইচ্ছা ছিল যে ভক্তগণ এই রওয়াকে তাঁহার মার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করেন।

আচার্য্যদেবের নিজভবনে তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে গ্রথিত তদীয় মার বিশেষ মন্দির নূতন দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ধর্ম্মপথের চিরসঙ্গী বন্ধু প্রেরিতগণ ও ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রকন্যা এখানে অবস্থিত। এই পুণ্যক্ষেত্র ছাড়িয়া যাহারা বাহিরে গোল করিয়া অবিশ্বাসের বিষ ছড়াইয়া বেড়ায় তাহাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য কে আছে? তাঁহাদের সুবিধার জন্য কি পূর্ব্বাহ্ন ৮ টার সময় উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া যান নাই? কৈ কাহাকেও তো দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা আচার্য্যদেবের ধর্ম্ম চাহে, তাঁহার প্রতি যাহাদের হৃদয়ের একবিন্দু ভালবাসা আছে, প্রাণ গেলেও কি তাহারা তাঁহার এই আদরের জিনিস সকল ছাড়িয়া থাকিতে পারে? তিনি নিজে বলিয়াছেন যে আমি আমার পরিবারের মধ্যে ও বন্ধুবর্গের মধ্যে স্থিতি করিব। যে আমাকে চায় সে আমার দলকে সম্মান ও স্বীকার করিবে, যে আমার দলকে ছাড়িয়া আমাকে পাইতে চায় সে চোর। আচার্য্যদেবের অন্তিমকালের এই সকল উক্তি স্মরণ করিয়া নিজনিজ জীবনের প্রতি একটু দৃষ্টি করা কি উচিত নয়? আচার্য্যকে ছাড়িয়া নূতন দেবালয় নববিধানকে ছাড়িয়া কে কোথায় চলিয়া যাইতেছেন একবার ভাবিয়া দেখুন। শেষ জীবনে পার্থিব ধর্ম্ম বুদ্ধির চরণে শরণাপন্ন হইতে হইল, কি দুঃখের বিষয়। আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত পবিত্র দেবালয়ে আসিয়া সরল উপাসনা ও প্রার্থনা যোগে সকলে মিলিত হউন, এমন সুন্দর পবিত্র স্থানে সাধন শ্রবণ মনন সৎপ্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জীবনে সফল করুন।

সংবাদ।

আমাদিগের ঢাকাস্থ বন্ধুগণ এত দিন মন্দিরবিহীন ছিলেন, দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদে ২৭ ভাদ্র বৃহস্পতিবার ঢাকায় নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকার্য্য ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই স্থান হইতে নববিধান পূর্ব্ববাঙ্গালার সমস্ত দেশ অধিকার করিবে, ইহা আমরা বিশ্বস্ত হৃদয়ে আশা করি। ভগবান্ তাঁহার অনুগত দাসগণকে লইয়া তাঁহার মহদভিপ্রায় সিদ্ধ করুন, এই আমাদিগের বিনীত ভিক্ষা।

আমরা দেখিতেছি, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আর আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিতেছেন না। তিনি ট্রষ্টিনিয়োগ করিবার উপায় অবলম্বন করিবার জন্য যে বিগত ২০ এ ভাদ্র সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে নববিধানবিরোধী এবং তৎপ্রতি বিমুখ লোকগণের সংখ্যাই সমধিক। এ সকল লোককে একত্র আহ্বান করিবার জন্য ইনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে নববিধানকে একেবারে অস্বীকার করা হইয়াছে। মন্দির প্রতিষ্ঠা সময়ে প্রতিষ্ঠাপত্রে যাহা ছিল, তদনুসারে সমুদায় ব্যবস্থাপিত হইবে, এ কথা বলিয়া যে তিনি পরবর্ত্তী সময়ের সমুদায় বিধান অস্বীকার করিয়াছেন। এত দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ কি আবার পশ্চাদগমন করিবেন? এই দোষ আচ্ছাদন করিবার জন্য বিগত ২৬ ভাদ্র কমিটীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বসভায় আহূত ব্যক্তিগণকে বিলক্ষণ অবমান করা হইয়াছে। যদি নববিধান মন্দিরের ট্রষ্টিনিয়োগকালে নববিধানবাদিগণেরই সমাদর হইল, আর সকলে কিছুই না হইলেন, তাঁহাদিগের মতামত যদি কোন কাজে না আসিল, তবে নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাঁহাদিগকে লইয়া টানাটানি করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন যদি এই হয় যে, তাঁহারা আমাদিগের গৃহবিচ্ছেদ বারণের জন্য উদার গুণে সহায়তা করিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবেন ইহা কি সম্ভবপর? বিচ্ছেদ নিবারণ পরস্পর একত্র মিলিত হইয়া উপাসনা প্রার্থনাদি যোগে না করিলে অন্য কোন উপায়ে হইবে, ইহা বিশ্বাস করা ঈশ্বর বিশ্বাসিগণের পক্ষে কত দূর সঙ্গত আমরা বুঝিতে পারি না।

শ্রীদরবার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যালকে অর্পণ করিয়াছেন।

		মূল্য	সংখ্যা	টাকা
বিধান ভারত	১ম	১৲	১৩৫	১৩৫
ঐ	২য়	১৲	২৮১	২৮২
ঈশাচরিত	১ম	৸০	১৬৪	১২৩
ঐ	২য়	৸০	৩০৬	২২৯৷০
ভক্তিচৈতন্য	১ম	৷৵০	২১১	১৩১৸৵
ঐ	২য়	১৲	৫০০	৫০০৲
বনমালা		।০	২৩৪	৫৮৷০
ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত		৷০	৮৭	৪৩৷০
জগতের বাল্য ইতিহাস		।০	৩৬৬	৯১৷০
প্রার্থনাঞ্জলী		।০	১৮৩	৪৫৸৭

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সার্কিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্বভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ স্থনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৯ ভাগ । ১৬ সংখ্যা । | ১৬ ই আশ্বিন, বুধবার, ১৮০৬ শক । | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা ।

হে অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ, তুমি প্রেমে অনন্ত, ন্যায়েতে অনন্ত। অনন্ত প্রেমে তুমি তোমার সন্তানগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছ, আবার অনন্ত ন্যায়ে তুমি তাহাদিগকে শাসন করিতেছ। যেখানে প্রেম, সেখানে শাসন কঠোর অথচ মধুর। যে শাসন প্রেমের মাধুর্য্য-মিশ্রিত নহে, সে শাসন তোমার শাসন নহে। জিজ্ঞাসা করি, হে প্রেমময়, আমরা এক একজন কি কাহাকেও শাসন করিতে অধিকারী? যখনই শাসন করিতে চাই, তখনই তুমি হৃদয়ে থাকিয়া বল, "কৈ তদনুরূপ প্রেম কৈ?" তোমার কথা শুনিয়া লজ্জিত ও অধোবদন হই। মাতঃ, তোমার কথা শুনিয়া এই মনে হইয়াছে, শাসন করিবার যাহা তাহা তুমি কর, আমরা কেবল শাসন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করি। যখন যেখান হইতে শাসন আইসে, যেন তাহার মধ্যে আমরা তোমার হস্ত দেখিতে পাই। আমরা এক এক জন শাসন করিব না, কিন্তু শাসিত হইব। তুমি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া সন্তানগণকে লইয়া যে শাসনবিধি প্রচার করিবে, তাহা আমরা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিব, এবং এই বলিয়া আহ্লাদ করিব, আমরা কেহ কাহাকেও শাসন করিলাম না, অথচ তোমার সাক্ষাৎশাসনে আমরা পবিত্র হইয়া গেলাম। হে মাতঃ, এক বার প্রেম ও ন্যায়ের মূর্ত্তি লইয়া তুমি আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের পাপগুলিকে তীব্রভাবে শাসন কর। আমরা শাসনের দণ্ড কাহারও মস্তকে নিপাতিত করিব না, তুমি স্বয়ং সেই দণ্ড আমাদিগের প্রতিজনের মস্তকে সংস্পৃষ্ট করিবে, ইহার সংস্পর্শে আমরা বিমল জীবন লাভ করিব, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের কৃতার্থতার বিষয় কি আছে? হে জননি, তুমি স্বয়ং শাস্তা হইয়া মণ্ডলীমধ্যে অবতীর্ণ হও। আমরা এত দিন কেবল তোমায় প্রেমময়ী মাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, এখন শাস্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হই। হে স্নেহময়ি, আমাদিগের এই অভিনব প্রার্থনা পূর্ণ কর, এই তোমার নিকটে আমাদের বিনীত ভিক্ষা।

আমাদিগের পূর্ণ অসাম্প-দায়িকতা।

নববিধানে কখন সাম্প্রদায়িকতা আসিতে পারে না। যেখানে সমুদায় সম্প্রদায় মিলিত হইয়াছে, যেখানে বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া গিয়া

সমুদায় ধর্ম্ম সর্ব্বসামঞ্জস্যে একীভূত হইয়াছে, যেখানে হিন্দু বৌদ্ধ, যিহুদা খ্রীষ্ট মুসলমান ধর্ম্ম স্বস্ববিরোধী ভাব পরিহার করিয়া পরস্পরে মহামিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, যেখানে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম, প্রেম ও পুণ্য একাধারে নিত্য প্রতিভাত হইতেছে, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা কি প্রকারে আসিবে ? যদি সাম্প্রদায়িকতা অসম্ভব হইল, তবে কেন ভিন্ন ভিন্ন দল অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে। কেন হইতেছে, আজ আমরা তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত।

সকলেই জানেন, মানবজাতি একেবারে উন্নত অবস্থা লইয়া পৃথিবীতে সমাগত হয় নাই। আদিমাবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উহা বর্ত্তমান উন্নতাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। এক একটি বিধান সম্মুখ ও পশ্চাতের বহুসহস্র বৎসর বক্ষে লইয়া সমাগত হয়। ভূতকালে যাহা হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে, বিধান মধ্যে এ দুই অন্তর্ভূত থাকাতে, এতদ্দ্বারা যে সকল লোক আকৃষ্ট হয়, তাহাদিগের মধ্যে যে বিবিধ শ্রেণী হইবে ইহা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। বিধানের বিকাশ একেবারে হয় না ; ইহারও ক্রমে বিকাশ আছে। সুতরাং এক বিধানের অন্তর্গত এমন সকল লোক থাকে, যাহারা ইহার এক এক বিকাশে আবদ্ধ, অন্য বিকাশে অনুপস্থিত। ভিন্ন বিকাশে স্থিতিনিবন্ধন একই বিধানের মধ্যে বিভিন্ন দল হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন দল ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন।

এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, যদি বর্ত্তমান বিধান সম্বন্ধে এই প্রকার বিভিন্ন দল কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কোন একটি প্রাচীন বিধানেও যে আত্মসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতা আছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। এক বিধান অন্য বিধানের প্রতি বিমুখ হইয়া বিপরীত বিধানের বিরোধে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা দোষ আরোপ করিতে থাকে, ইহা যেমন সাম্প্রদায়িকতা, তেমনি এক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বী লোক সকল যখন মূল মত সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য কতকগুলি নূতন মত অবলম্বন করে, তখন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়া সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হয়। খ্রীষ্ট, শৈব, বৈষ্ণবাদি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত অবস্থিত করিতেছে। যেখানে মৌলিক মত সকল স্থির থাকে, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় না, কেবল ক্রমোন্নতিতে যে সকল মত পূর্ব্ব মত সহ সংযুক্ত হয়, সে সকল কতকগুলি লোক গ্রহণ করে, কতকগুলি লোক গ্রহণ করে না, সেখানে দল হইল ভিন্ন সম্প্রদায় হইল না। শেষোক্ত লোক সকলের উন্নতি স্থগিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাং পূর্ব্বাবস্থাতে থাকিয়া যায়। যাহারা অগ্রসর হইল, কালে তাহাদিগের মধ্যে যাহাদের গতি স্থগিত হইবে, তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, কতকগুলি লোক অগ্রসর হইয়া যাইবে। এইরূপ ক্রমোন্নতির নিয়মে স্থগিতগতি লোক সকল পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত এবং উন্নতির নিয়ত অনুসরণকারিগণ অগ্রগামী, ইহা প্রকৃতিগত সুতরাং চিরকাল চলিতে থাকিবে। কিন্তু মূলদেশে যে মত আছে, তাহার কোন বিপরিবর্ত্তন না হওয়াতে এরূপ অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হয় না।

আমাদিগের নববিধান ক্রমে কয়েকটি সোপানের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। একেশ্বরবাদ ইহার মূলভূমি, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করেন তখন বেদান্ত অবলম্বন করিয়া স্বদেশীয়গণের নিকট একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তিনি খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্য হইতে একেশ্বরবাদ লইয়া খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণের নিকট একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু সে দুই ধর্ম্মের প্রমাণ স্বদেশীয়গণের নিকটে উপস্থিত করেন নাই। তাঁহার

সময়ে ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ করিতেন এবং সে স্থলে শূদ্রগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। শূদ্রগণের জন্য স্বতন্ত্র উপদেশাদির অনুষ্ঠান হইত। মাননীয় পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী যে আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা এই শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং স্বয়ং আচার্য্যদেব উহাকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন বৈদান্তিক বিভাগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের প্রার্থনাসমাজসমূহেতে কেবল মাত্র একেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা ব্যতীত সমাজের সভ্যগণের পরস্পরের মধ্যে অন্য কোন বন্ধন নাই। ইহাঁরাও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত আদিম ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত, কেন না সে সময়েও একত্র একেশ্বর পূজা ভিন্ন সভ্যগণের মধ্যে অন্য কোন বন্ধন ছিল না। কলিকাতাসমাজ সংস্থাপক হইতে অগ্রসর হইয়া সামাজিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। যদিও এরূপ অনুষ্ঠান সমাজের উপাচার্য্যগণের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, তথাপি ঈদৃশ অনুষ্ঠানের স্থল যদি একটি পরীবারও থাকে তথাপি আমরা গণনায় আনয়ন করিতে বাধ্য। কিন্তু কলিকাতাসমাজ বা আদিসমাজ কিঞ্চিদগ্রসর হইয়া বেদান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ না করিয়াও হিন্দুসমাজের অন্তর্গত হইয়া অবস্থিত, ভিন্ন জাতির কিছুই, অতিশয় উৎকৃষ্ট এবং প্রশংসনীয় হইলেও, গ্রহণ করিতে একান্ত বিমুখ।

মাননীয় পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্যসমাজ, দাক্ষিণাত্যের প্রার্থনাসমাজ এবং কলিকাতাসমাজ ব্রাহ্মসমাজের আদিমাবস্থা প্রদর্শন করে, সুতরাং একয়েকটিই হিন্দুধর্ম্মপ্রধান হইয়াও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত। এই সকল যেমন আদিমাবস্থায় অবস্থিতি দেখায়, তেমনি আবার বিধাতৃত্ব, আদেশ, বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতা পরিহার করিয়া কেবল বৌদ্ধভাব অনুসরণ করিলে যাহা হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাহা প্রদর্শন করে। আধ্যাত্মিক উচ্চতত্ত্ব সকলেতে যাহাদের প্রবেশ নাই, বা প্রবেশ করিবার ইচ্ছা নাই, তাহারা এই বুদ্ধির ধর্ম্ম অনুসরণ করিবে। ঈদৃশ স্থলেও একেশ্বরবাদ বিদ্যমান, এবং সমাজসংস্করণের ব্যাপার প্রধান লক্ষ্য হইলেও সাধারন ভাবে প্রার্থনা উপাসনাদিও হইয়া থাকে, অনুষ্ঠানাদি সংস্কৃতপ্রণালীতে চলে, সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জীবন্তবিশ্বাসবিরহিত এও একটি তেজোবিহীন নিয়তবিপরিবর্ত্তসহ বিভাগ বলিয়া পরিগণিত। নববিধান এই উভয় বিধ আকর্ষণের মধ্যে দণ্ডায়মান। এক দিকে ইহাকে হিন্দুধর্ম্মপ্রধান ব্রাহ্মসমাজ টানিতেছে, আর এক দিকে বৌদ্ধভাব ইহাকে দেবনিঃশ্বাসতাদিবিরহিত করিয়া অল্প বিশ্বাসের ভূমিতে আনিতে যত্ন করিতেছে। এই দুই আকর্ষণের ভিতরে পড়িয়া মধ্যের স্থির ভূমিতে স্থিরপদ হইতে না পারিলে অনেক লোক, হয় এদিকে নয় ওদিকে, ঝুঁকিয়া পড়িবে। কোন এক দিকের আকর্ষণ প্রবল হইয়া টানিলে আর অর্দ্ধপথে দাঁড়াইয়া থাকা সুকঠিন। যিনি যে দিকে ঝুঁকিয়া পড়ুন আমরা এরূপ অবস্থাতে তাঁহাকে আমাদিগের অন্তর্ভূতরূপে গ্রহণ করিব, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার দোষ আমাদিগকে কোন দিন স্পর্শ করিতে পারিবে না। যাহারা সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাসিগণকে আপনাদের বলিয়া গ্রহণ করে তাহাদিগের গৃহ হইতে যাহারা দূরে প্রস্থান করে, তাহাদিগকে যে তাহারা চির দিন আপনার বলিয়া স্বীকার করিবে, ইহা আর অসম্ভব বিষয় কি ?

আমাদিগের রসনা।

আচার্য্যদেব ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড রসনার মাহাত্ম্য যে প্রকার প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আর কে করিবে ? আমরা রসনার গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই নাই, কিন্তু রসনাসাধনে প্রবৃত্ত। পাঠকগণ বলিবেন, ধর্ম্মতত্ত্ব "আমাদিগের রসনা" শীর্ষক

প্রবন্ধ না লিখিয়া "আমাদিগের লেখনী" বলিয়া প্রবন্ধ লিখিলে ভাল করিতেন। লেখনী হৃদয়ের দাস, লেখনী ও হৃদয় এ দুয়ের মধ্যেও মৌন বাগ্‌যন্ত্র রসনা যোগস্থল, সুতরাং বায়ুমণ্ডলকে আন্দোলিত করিয়া শব্দ উচ্চারিত হউক, অথবা কোন আন্দোলনা উপস্থিত না করিয়া অস্ফুট ভাবে বাগ্‌যন্ত্রে আবির্ভূত হইয়া উহা লেখনীযোগে লিপির আকারে প্রকাশিত হউক, এই লিপি লেখকের রসনার স্থল অধিকার করিয়া অবস্থিত। আমরা যাহা লিখি তাহা যদি আমাদিগের রসনা ব্যবহারকালে সপ্রমাণ না করে, আমরা কপট ধূর্ত্ত বলিয়া পরিচিত হইব। তাই আমরা পাঠকগণের রসনার সঙ্গে এক হইবার জন্য লিপি ও রসনা এ দুইকে অভেদ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা আমাদিগের রসনাকে আর ক্ষুদ্র পার্থিব বিষয় প্রকাশে নিয়োগ করিতে পারি না। এত দিন রসনা অনেক কথা বলিল, যাহার অধিকাংশ আকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে, চির দিন পৃথিবীর মঙ্গলসাধন করিবে তজ্জন্য কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই, এমনও হইয়াছে যে ইষ্টসাধন না করিয়া অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। এরূপে রসনার ব্যবহার আর আমাদিগের কাহারও শোভা পায় না। সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমাদিগের অবস্থাও তৎসহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন আর আমরা আমাদিগের রসনার যেমন তেমন ব্যবহার করিতে পারি না। যে শুভসংবাদ প্রচার করিবার জন্য ইহা স্বর্গ হইতে নিযুক্ত এখন কেবল তাহাই প্রচারের জন্য ইহাকে নিযুক্ত করিতে আমরা বাধ্য। আজ বহুবৎসর আমরা গোপনে যাহা সম্ভোগ করিয়াছি, রসনা তাহা প্রকাশ্যে জগতের নিকট প্রচার করুক। আমরা যাহা ভগবানের আশ্রয়ে লাভ করিয়াছি, তাহার মূল্য আমরা জানি, পৃথিবী ইহা লাভ করিলে দুঃখরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইবে, ইহার পক্ষে সুখের দিন আসিবে, পৃথিবী নিরবচ্ছিন্ন শান্তির নিলয় হইবে, শোক দুঃখ মোহ ইহাকে নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

সকলে জিজ্ঞাসা করিবেন আমাদিগের রসনা কি তবে পৃথিবীকে পরিত্রাণের সংবাদ দিতেছে? আমরা বলিতেছি, হাঁ। তবে যাহাদিগের রসনা পরিত্রাণের সংবাদ দিতে, তাহারা কি পরিত্রাণ পাইয়াছে? যদি না পাইয়া থাকে তবে পরিত্রাণের সংবাদ দেওয়ায় তাহাদিগের অধিকার কি? যাহা আত্মজীবনে সিদ্ধ হইয়াছে, কেবল তাহাই সিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে, অন্যথা স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া অন্যকে সিদ্ধবৎ উপদেশ দেওয়া ঘোর মিথ্যাচার। যখন আমরা রসনাকে পরিত্রাণের সংবাদবাহক করিয়া পৃথিবীর নিকটে উপস্থিত করিয়াছি, লোকের নিন্দা উপহাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যখন আবরণ উন্মোচন করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত, তখন বুঝিতে হইবে যে আমরা পরিত্রাণের আস্বাদ পাইয়াই, তাহা বিঘোষিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রাচীনগণ যাহাকে মুক্তি বলিতেন, আমরা জীবনে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। আমরা যাহাকে পরিত্রাণ বলি তাহার আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ণতা অনন্তকালের বিষয়। তবে সাহস এই জন্য যে, আমাদিগের অনুভূত অধিকৃত সামগ্রী পৃথিবীর দুঃখহরণে একান্ত সমর্থ।

আমরা কি বলিতেছি, একটু স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল, অন্যথা ইহার অর্থ নানা ব্যক্তি নানা প্রকারে গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা পরিত্রাণের আস্বাদ পাইয়াছি ইহা এত সত্য যে, একথা আমরা যদি বিনয়িত্বপ্রদর্শন জন্য আচ্ছাদন করিয়া রাখি, পৃথিবীর পক্ষে একান্ত অকল্যাণ হইবে, আমাদিগকে অসত্যে নিপতিত হইতে হইবে, আমাদিগের জীবনও নিষ্ফল

হইবে। আমরা যে সর্ব্বসমন্বয়াত্মক মহাসূত্র লাভ করিয়াছি, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু এই সূত্রানুযায়ী আমাদিগের জীবন কি না ইহা একান্ত সংশয়স্থল। সংশয় কেন? যাঁহারা আমাদিগের জীবন দেখিয়াছেন, তাঁহারা উহা এই মহাসূত্রের একান্ত অনুপযোগী প্রমাণ দিবেন। একান্ত অনুপযোগী, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই অপসৃত হইয়া অন্য লোকের জন্য স্থান করিয়া দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। আজও যদি ক্রোধ হিংসাদি নীচভাব দ্বারা আমরা পরিচালিত হই, মহাসূত্রের অনুরূপ প্রশস্ত হৃদয়তা এখনও যদি আমাদিগের লাভ না হইয়া থাকে, প্রেমের অপরিহার্য্য ভাব যদি আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়া না থাকে, সময় হইয়াছে যে আমাদিগকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইবে, এবং আমরা যে জন্য বিধানবাহক বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি, সে অগ্রবর্ত্তিত্ব অবমাননার সহিত পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর যেমন তেমন করিয়া জীবন কাটাইলে চলিবে না। এত দিনের সাধন ভজন ঈশ্বরাশ্রয় গ্রহণে কি ফলোদয় হইয়াছে, পরীক্ষা দিতে হইবে।

আমাদিগের চরিত্র যদি বিধানের উপযোগী না হয়, প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন, সুদীর্ঘ উপাসনা প্রভৃতি কপটাচারীর বঞ্চনাজাল ভিন্ন আর কিছু পৃথিবীর নিকটে প্রতিপন্ন হইবে না। এতৎসম্বন্ধে আমরা স্থির নিশ্চয়, তাই আমরা মিথ্যা বিনয় পরিহার করিয়া আমাদিগের রসনাকে ঈশ্বরের কীর্ত্তি প্রচারে নিযুক্ত করিব, এবং তিনি এই পাপিগণকে লইয়া কি করিয়াছেন প্রকাশ করিয়া সকলকে বলিব। আমরা প্রত্যেক বিধানবাদীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা নিত্যপ্রত্যক্ষ নিত্যনিকটবর্ত্তী এমন ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন কি না, যিনি মাতা পিতা বন্ধু সকলই। হাঁ, আমরা এরূপ ঈশ্বর পাইয়াছি, যদি এরূপ উত্তর না দেন, আমরা বলি আর এখন বিধানবাদী নামধারণের সময় নাই। ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ, ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য লাভ, জ্ঞান লাভ, সংশয়চ্ছেদন, প্রার্থিত বিষয় লাভ যদি না হয়, তবে নববিধানবিশ্বাসে নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বরের করুণা যদি এমন করিয়া আজও কেশ ধারণ না করিয়া থাকে যে তোমার পাপে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে নববিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এত দিনে তোমার কি হইল? দুঃখ শোক ক্লেশ বিপদে নিপতিত হইলে ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিয়া যদি তুমি সে সমুদায় ভুলিয়া না যাও, সান্ত্বনা লাভ না কর, তাহা হইলে তোমার নববিধানগুণে সম্যক্ আত্মসমর্পণ হইয়াছে, কি প্রকারে স্বীকার করিব? যাহা হইয়াছে, যাহা হয় নাই, স্পষ্ট বল, এখন আর গোলমালে সময় কাটাইলে চলিবে না। এত বৎসর হইল বিধান আমাদিগের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন, পূর্ব্বকালে যে সকল বিধান আগত হইয়াছিল, সে সকল হইতে ইহা যখন বিধানবিষয়ে ন্যূনকল্প নহে, তখন ক্ষুদ্র এবং সামান্য হইলেও ক্ষুদ্র এবং সামান্য লোক সকল বিধান মাহাত্ম্যেও যেরূপ হইয়া থাকে আমাদিগকে তাহাই হইতে হইবে। আমাদের যাহা হইয়াছে, রসনা নিয়ত অকুতোভয়ে প্রকাশ করুক, পৃথিবীর আশা হইবে, পরিত্রাণ নিকটবর্ত্তী হইবে।

নববিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

ঈশ্বর।

১। ঈশ্বর এক অথচ সাধকের চিন্তানুসারে বিশেষ বিশেষ ভাবে বহুরূপে প্রতিভাত। এইরূপে বহুদেববাদের যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয়।

"একব্রহ্মেরই ভিতরে তেত্রিশকোটি বিভিন্ন ভাব বিরাজ করিতেছে।" "হে হিন্দু, তোমার মহাদেব, তোমার বিষ্ণু, তোমার সরস্বতী, তোমার লক্ষ্মী, তোমার গণেশ কার্ত্তিক, তোমার দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী, সমস্ত আমার ব্রহ্মের মধ্যে গুণরূপে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছে। অযোধ্যা, বৃন্দাবন,

পুরী, গয়া, কাশী সর্ব্বত্র আমার ব্রহ্মের মন্দির। তোমার দেবালয়ে আমার ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। তোমার তেত্রিশকোটী দেবতার তেত্রিশকোটী রং একত্র করিলে ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্পন্ন হয়। ব্রহ্মস্বরূপ ভক্তিকাচে পড়িলে কোটি কোটি বিচিত্র বর্ণে বিভক্ত হয়। আবার এই সমুদায় বর্ণ সংযুক্ত করিয়া যোগ-নয়নে দেখিলে এক অনন্ত ব্রহ্ম দৃষ্ট হইবে। যদি ব্রাহ্ম বিজ্ঞানবিৎ হও তবে, হে ব্রাহ্ম, তুমি বুঝিবে তোমার ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ এই হিন্দুস্থানে মূর্ত্তিরূপে পূজিত হই-তেছে। এ সকল পৌত্তলিক মূর্ত্তি তোমার পূজনীয় নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে নিহিত গুণনিচয় তোমার ব্রহ্মেরই, সুতরাং অবশ্য আরাধ্য।" (আঃ উ, ১১ পৃ)।

২। (১) অবতারবাদ এবং (২) ত্রিত্ব-বাদের যথার্থ অর্থ প্রদর্শন।

(১) "পিতা ঈশ্বর অনন্ত জীবন এবং অনন্ত শক্তির আধার, ছোট ছেলে অল্পশক্তিবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম জ্ঞানের আকর, ছোট ছেলে অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম প্রেমের সমুদ্র, ছোট ছেলে ক্ষুদ্র প্রেমের নদী। বড় পিতা অনন্ত পুণ্যের সূর্য্য; ছোট ছেলে অল্প পুণ্যের প্রদীপ। অতএব পুত্রকে পিতা বলিও না, জীবকে ভগবান্ বলিও না, অথবা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও না; কিন্তু জীবকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন ভগবান্ ভক্ত নহেন, অথচ পিতা পুত্রে ও ভগবান্ ভক্তে ঐক্য এবং স্বভাব ও প্রেমের অভেদ আছে ইহা মানিলেই প্রকৃত অবতারবাদ মানা হইল। এই পিতা পুত্রের ঐক্যবাদ অবতারবাদের যথার্থ অর্থ।" (সে, নি, ৩৬৭ পৃ)।

(২) "আপনার বক্ষে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিয়া প্রত্যাদিষ্ট আত্মা কি ইতিহাসের মধ্যে কি প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পান। ঈশ্বর ইতিহাসের মহা-পুরুষদিগের মধ্যে, ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যে, ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট আত্মার ভিতরে, এই তিনেতেই ঈশ্বর। যথার্থ ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইলে ইতিহাসে ও প্রকৃতির মধ্যে যে তাঁহার আবির্ভাব ও বিচিত্র লীলা তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর তাঁহার সাধু ভক্ত সন্তানদিগকে ছাড়িয়া তোমার বাড়ীতে আসিতে পারেন না।" "প্রাচীন যোগী ঋষিদিগের মধ্যে ভগবান্ যোগেশ্বররূপে প্রকাশিত, বুদ্ধদেবের ভিতরে সর্ব্বত্যাগী পরমবৈরাগীরূপে, মুসার ভিতরে বিবেক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাজরূপে, ঈশার প্রাণের মধ্যে পিতা ও প্রভুরূপে, শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে প্রেমোন্মত্ত সখারূপে।" "যিনি হিমা-লয়শিখরে করতলন্যস্ত আমলকবৎ যোগীদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তিনিই ঈশা মুসা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতির নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছিলেন, সেই তিনিই আজ তোমার আমার প্রাণের ভিতরে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছেন।" (সে, নি, ২৬২ পৃ)।

"ইতিহাস প্রকৃতি এবং আমার আত্মার মধ্যে সেই এক ঈশ্বরকেই দেখিতেছি। ঐ এক ঈশ্বর পৃথিবীর ভিতর দিয়া, জনসমাজের ইতিহাসের ভিতর দিয়া, আমার ভিতরে আসিলেন। আমার মধ্যে তিন এক হইল। যিনি ইতিহাসের ঈশ্বর, তিনিই প্রকৃতির ঈশ্বর, এবং যিনি ইতি-হাস ও প্রকৃতির ঈশ্বর, তিনিই আমার ঈশ্বর। অতএব তিন ঈশ্বর হইবে না, এক ঈশ্বর। একেতে তিন মিশিয়া গেল। এক ব্রহ্মসত্তার ভিতরে সমুদয় সত্তা ডুবিয়া গিয়াছে।" (সে, নি, ২৬৩ পৃ)।

৩। বৈদিক ও পৌরাণিক অদ্বৈতবাদের সার আকর্ষণ।

"বন্ধুগণ ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, শাস্ত্রী শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন, শুনিয়া গা শিহরিয়া উঠিল। ভক্ত বলিলেন, কে আমায় এই সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনাইল? কে আমায় এই জ্ঞানের কথা বলিল? অমনি ভক্তের কর্ণে এই গভীর শব্দ প্রবেশ করিল, 'আমি তোমার ঈশ্বর।'" "চক্ষু কর্ণের বিবাদ উপস্থিত হইল, ভক্তি আসিয়া মীমাংসা করি-লেন, যাহা কিছু সত্য তাহা ঈশ্বর। বন্ধু বান্ধব আমার মাত্র। যে সুমিষ্ট কথা শুনিলে, অমৃতের প্রণালী দিয়া ঈশ্বর কথা বলিলেন। হে শাস্ত্রী, বুঝিলাম তুমি খোশা। তোমার ভিতর থাকিয়া ঈশ্বর অমৃতবর্ষণ করেন।" "প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমায় আশ্রয় দিয়া শীতল করিল? হে বৃক্ষ, তুমিই কি আমায় সুশীতল করিলে? অমনি দৈববাণী হইল, 'আমি তোমার ঈশ্বর'।" ইত্যাদি ইত্যাদি। (ধর্ম্মতত্ত্ব অ, উ, ১২৩ পৃ ১৭৯৯ শক)।

৪। দুজ্ঞেয়বাদের প্রকৃত তত্ত্ব।

'জীবাত্মা কে? পরমাত্মা কে? কেবল কথা কেবল কথা, কিছু বোঝা গেল না। তোমাকেও যেমন বোঝা যায় না, তেমনি তোমা হ'তে উৎপন্ন জীবাত্মাকেও বোঝা যায় না। পাগলের ছানা পাগল, তাকে বোঝা যাবে কেমন করে? না, না বোঝাই ভাল, না বোঝাতেই আমোদ। ও ঈশ্বর, ও জগদীশ্বর, ও দীনবন্ধু, ও পতিত পাবন, কতকগুলি নামের শ্রাদ্ধ করা গেল, যেন তোমায় খুব বোঝা গেল, ছাই কিছুই বোঝা হলো না। পণ্ডিতেরা মূর্খ, শাস্ত্রীদের এখানে মাথা কাটা যায়, মোল্লারা পালিয়ে যান। ওগো তোমায় না বোঝাই বেশ। যে বল্লে তোমায় বুঝে নাই সেই বেশ বুঝলে, যে বল্লে তোমায় দেখে নাই সেই বিলক্ষণ তোমায় দেখলে, যে বল্লে তোমার কথা শুনে নাই সেই তোমার কথা বেশ শুনলে। ভারি মজা,

বোঝাও সুখ না বোঝাও সুখ, দেখাতেও সুখ না দেখাতেও সুখ, শোনাতেও সুখ, না শোনাতেও সুখ। তুমি যে সুন্দর ঈশ্বর। ঈশ্বর, তোমার সব সুন্দর। কথা বল্লে আচ্ছা বেশ, না বল্লে আচ্ছা বেশ, চড় মারিলে আচ্ছা বেশ, আদর করিলে আচ্ছা বেশ, দেখা দিলে আচ্ছা বেশ, না দেখা দিলে আচ্ছা বেশ, বল তোমার কোন্ টা মন্দ। ভালর সব ভাল, সুন্দরের সব সুন্দর। তোমাকে নিয়ে আমরা তো কিছুতেই ঠকিলাম না। নির্গুণ ঈশ্বর আচ্ছা, সগুণ ঈশ্বর আচ্ছা, তুমি আকাশ আচ্ছা, তুমি কিছুই নও আচ্ছা। কিছুই নাই হইলে তাতে কি হইল! তুমি ঈশ্বর তো। ওগো কিছু নাই তো ঈশ্বর, তা হ'লেই হলো। এই কিছুই নাই তাঁর চরণ আচ্ছা করে ধরিলাম। চরণ নাই তাই আচ্ছা। যাঁর চরণ নাই তাঁকে আচ্ছা করে ধরিলাম। যাবে কোথায়? তুমি ঈশ্বর রাজা, তা'হলেও হলো।" "আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমায় না জেনে জানি, তোমায় না দেখে দেখি, তোমায় না শুনে শুনি, কখন কিছুতেই যেন ফাঁকিতে না পড়ি।" (আ, প্রা, ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮০৩ শক, ১ আশ্বিন।১।

৫। অপরোক্ষ ঈশ্বর।

"তোমার এই দেহের অধিকারী স্বামী কেবল তুমি নও। তুমি যাহাকে তোমার দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা বলিতেছ, সেই দেহ, মন, হৃদয়, আত্মার অধিকারী তুমি এবং তোমার ঈশ্বর। প্রত্যেক আমিকে খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার ভিতর হইতে এই রূপে দুই আমি বাহির হইবে, এক জীব আমি, আর এক পরম আমি, এক সৃষ্ট আত্মা আর এক স্রষ্টা অথবা পরমাত্মা। এক আমির ভিতরে দুই অতীন্দ্রিয় আত্মা। এক আধারে দুই অদৃশ্য আধেয়।" (সে, নি., ৩৩০ পৃ)।

সাধু।

১। ঈশ্বর সাধুগণকে দেখান, ঈশ্বর নিরপেক্ষ হইয়া সাধু দর্শন হয় না।

"নববিধানের নব মত এই যে, ঈশ্বর যদি জ্যেষ্ঠকে না দেখান, আমরা জ্যেষ্ঠকে দেখিতে পাই না। কে জ্যেষ্ঠ, কেন হইলেন জ্যেষ্ঠ, পিতা ভিন্ন এ গূঢ় রহস্য আর কেহই জানে না। কে বড়, জানিব কিরূপে? বড় জানা ও বড় হওয়া একই।" "বুঝিলাম, ঈশ্বর স্বয়ং সাধুদের মানা দেন; তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে লোকের শ্রদ্ধাভাজন করিয়া দিবার চেষ্টা করেন; স্বয়ং সাধুদের গৌরবের মুকুট পরান।" "যেমন ঈশ্বরের সমাগম, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সাধুদিগের সমাগম।" "ভক্তকে লইয়া টানাটানি করিও না। যাও ঈশ্বরের কাছে, ভক্তেরা আপনারাই আসিবেন। ভাই বন্ধু সাবধান হও, আমরা ভক্তকে জানি না, ভক্তকে ভালবাসিতে পারি না, ঈশ্বর ছাড়িয়া।" (সে, নি, ৬৫ সং)।

২। সাধু মধ্যবর্ত্তী নহেন, কিন্তু নির্ম্মল কাচ বা চক্ষুর অঞ্জন।

"ধর্ম্মজগতে সাধু ব্যক্তি স্বচ্ছ; যাঁহার মধ্য দিয়া পরমেশ্বরকে উজ্জ্বলরূপে দেখা যায়, যিনি গুপ্ত ভাবে থাকিয়া ঈশ্বরদর্শনে আমাদের সহায় হন, তিনিই প্রকৃত সাধু।" "তাঁহাকেই ব্রাহ্মেরা সাধু বলেন, যিনি স্বচ্ছ, যিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া আপনাকে দেখান না, কিন্তু যিনি আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, এবং হৃদয়কে হরণ না করিয়া দেবচরণে অর্পণ করেন, তিনিই স্বয়ং ভক্ত।" "অকুণ্ঠিত মনে ব্রাহ্মেরা সেই সকল ব্যক্তিকে হৃদয় দান করেন, যাঁহারা চক্ষুর অঞ্জনস্বরূপ, যাঁহাদিগকে চক্ষু দেখিতে পায় না, কিন্তু যাঁহারা চক্ষুকে উজ্জ্বল করেন। তাঁহাদের সাহায্যে ঈশ্বরের প্রেমমুখ স্পষ্টরূপে দর্শন করা যায়, কিন্তু তাঁহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আর উপলব্ধি করা যায় না।" "চক্ষুর অঞ্জনরূপে দূরবীক্ষণরূপে, সহায়রূপে আমরা কিছুই গ্রহণ করিতে ঘৃণা করিব না। কিন্তু কোন সাধু ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী হইতে দিব না, কোন বিশেষ পুস্তককে ব্যবধান হইতে দিব না।" (ব্র, ম, উ, ২৭ চৈত্র ১৭৯২ শক)।

৩। সাধু সর্ব্বব্যাপী নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে অনুভূত।

"যেখানে বসিয়া আছ সেইখানে ভক্ত বসিয়া আছেন অর্থাৎ ভক্ত সর্ব্বব্যাপী, ইহা মানিও না। ভক্ত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত না মানিয়াও ইহা মানিবে যে চক্ষু দ্বারা ভক্ত দর্শন হয়।" "সাধুগণকে পুরুষ বলিয়া ধারণ করিব। সত্যকে মত বলিয়া উপেক্ষা করিও না। ব্রহ্মকে মত বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সাধুকেও মত বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ঈশ্বরকে দেখা চাই। ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গল মতে থাকিলে চলে না। সেই মত পুরুষ হইয়া মঙ্গলমূর্ত্তি হইয়া প্রকাশ পায়। যাই বলিলে, সেই সাধু জগতের জন্য প্রাণ দিলেন, অমনি তৎসম্বন্ধের সে কথা মূর্ত্তিমতী হইল, শব্দ পুরুষ হইল। সাধু জীবন্ত হইয়া যদি মনকে অধিকার না করিলেন, তবে আলোচনা সার হইবে। যাই শব্দ উচ্চারণ করিলে, অমনি ঈশা চৈতন্য শব্দ জীবন্ত হইল।" "তাঁহাদের চৈতন্য আনন্দ জ্ঞান প্রাণরূপে ধরিব। কোথায় আছেন, জানি না, এই জানি যে জ্যেষ্ঠ ভাই আছেন। অন্বেষণ করিব না, এই মন্দিরে দেখিব, শরীর মন্দিরে দেখিব, ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া এই বসিয়া আছেন। হৃদয়ের ভিতর তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিব।" (আ, উ, ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮০১ শক ১৬৩ পৃ)।

"যখনই মনুষ্য ঈশ্বরকে ডাকে তখন সে বুঝিতে পারুক আর না পারুক ঈশ্বর সশিষ্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ভক্তের নিকট ঈশ্বর একাকী দেখা দেন না, ভক্তবৃন্দসহ তিনি দেখা দেন। তিনি যখন আবির্ভূত হন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সাধুভক্ত সন্তানগণও প্রকাশিত হন।" "যোগ সহকারে যোগী ঈশ্বরকে ক্রমে ক্রমে প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ফেলেন। যেখানে যোগী বসিয়া আছেন, সেখানেই পরমাত্মা। যোগীর হৃদয় ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট অতএব অন্যান্য যে সকল যোগী ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাও যোগীর সঙ্গে গ্রথিত। যেখানে ঈশ্বর সেখানে তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ বসিয়া আছেন। যেখানে ঈশ্বর সেখানে ভক্তবৃন্দ, যেখানে ভক্তবৃন্দ সেখানে ঈশ্বর।" (সে, নি, ২৩০। ৩১ পৃ)।

৪। শরীর ভঙ্গ হইলেও বন্ধু জন সহ সাধুর নিত্য সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না, পূর্ব্বে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহাই থাকে। বরং তাঁহারই যোগে সমুদায় স্বর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ নিবদ্ধ হয়।

"তাঁহার শরীর ছিল, এখন তিনি অশরীরী হইয়াছেন, কিন্তু সেই ভাল বাসা আছে। সেই আত্মার আত্মও আমাদিগের বক্ষে আছেন। বাহিরে যে বন্ধু ছিলেন, ঘরে যে বন্ধুকে আমরা দেখিতাম, সেই বাহিরের বন্ধু বুকের ভিতরে আসিলেন, সেখানে চিরস্থায়ী হইলেন, শরীরহীন আত্মা প্রাণের ভিতরে আশ্রম করিলেন। এখান হইতে স্বর্গে পত্র পাঠাইতে হইলে, স্বর্গের পথ চেনা আছে, অন্যের স্বর্গে চিঠী পঁহুছাইয়া দিবেন। ভাইয়ের ভিতর দিয়া, তাঁহার চরিত্র স্বভাবের ভিতর দিয়া, আমাদিগের আবেদন স্বর্গে পঁহুছিবে। সে লোকটির চরিত্র আমাদিগের সমুদায় কথা বহন করিবে। এ সুন্দর চরিত্র ছবি নয় কল্পনা নয়, ইহা যথার্থ এবং স্থায়ী। ইহা সময়ে লীন হয় না, শরীরের সঙ্গে ধ্বংস হয় না। তিনি এখনও আমাদিগের বুকে চরিত্ররূপে নিবিষ্ট।" (সে, নি, ৪৮৬)

"আমাদিগের মধ্য হইতে এক জন গেলেন, এখন তাঁহারই ভিতর দিয়া আমাদিগের সকলকে পরলোকে যাইতে হইবে" "এখন সংপ্রসঙ্গে জীবিতগণ মৃতের দলভুক্ত। নববিধান জীবিত ও মৃতকে এক দলভুক্ত করিলেন। যিনি ইহলোকে রহিলেন না তিনি আমাদিগের দলভুক্ত হইয়া রহিলেন। দল ভাঙ্গিল বলিয়া, আমাদিগের মধ্যে অমুক নাই বলিয়া যে ক্ষুণ্ণ হয়, সে অবিশ্বাসী। আমাদিগের এক জন পরলোকে যাওয়াতে ইহলোক পরলোক এক হইল, সাধুগণের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ স্থায়ী হইল, এই নূতন সম্বন্ধ জন্য নূতন কর্ত্তব্য উপস্থিত হইল। পরলোকে সকলে বন্ধুকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।" "এখন আমাদিগের পত্র সহজে স্বর্গে পাঠাইতে পারিব।" (সে, নি, ৪৯০ পৃ)।

৫। বাহিরে সাধুদর্শন হয় না দর্শন হয় ঈশ্বরেতে মনোমধ্যে। চরিত্রের নৈকট্যে স্বভাবের নৈকট্যে সাধুর নৈকট্য। জীবিতসম্বন্ধেও এই নিয়ম।

"যিনি সম্প্রতি সেখানে গিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে হইলে কি তাঁহার শরীর দেখিব। তাঁহাকে দেখিতে হইলে এখন তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইবে। সমুদায় ঈশ্বর বিশ্বাসিগণকে মনের ভিতর দিয়া গমন করিতে হইবে। সাধু ভুলিব না, কিন্তু সাধুর শরীরের সম্বন্ধ যোগ করিব না, শরীরসম্বন্ধ যোগ করিলে পাপ হয়। মনের মধ্যে দেখিব, মনের মধ্যে কথা বলিব, হরির ভিতর দিয়া হরির মধ্য দিয়া। হরিকে ছাড়িয়া সাধুজ্ঞান ভ্রান্তি, হরিকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গরাজ্য দেখিতে গেলে আলোক নির্ব্বাণ করিয়া বস্তু দর্শন করিবার ন্যায় হইবে। হরির আলোক পড়িলে তবে দেখিতে পাইবে। খ্রীষ্টকে কে জানিতে পারে, গৌরাঙ্গকে কে গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরের আলোক না পড়িলে কেহ তাঁহাদিগকে জানিতে পারে না। ঈশ্বরের আলোক যত টুকু পড়িবে, তত টুকু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।" (সে, নি, ৪৯১।৯২ পৃ)।

"সাধুসম্বন্ধে এই মত সাধন কর, বাহির দিয়া সাধুকে পাওয়া যায় না; হরির মধ্য দিয়া সাধুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, হরিতে সাধুকে জাজ্বল্যমানরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এই বিধি। চরিত্রের নৈকট্যে স্বভাবের নৈকট্য সাধু নিকটতর হন। হৃদয় সাধুকে আত্মীয় করে, পরিবার করে। চরিত্রে নিকট না হইয়া সাধুর চরণ চুম্বন করিলে, বন্ধুর ছবির সমাদর করিলে, নৈকট্য হয় না। স্বর্গের বন্ধু আপনি কি আমাদিগের হইতে পারেন? কখনই না। হাতে ধরিয়া ঈশ্বর স্বর্গের বন্ধুকে আনিয়া মিলিত করেন। ক্ষমাশীল যোগীর নিকটতর হইতে হইলে ক্ষমাশীল যোগী হইতে হইবে। যদি তুমি ক্ষমাশীল না হও, যোগী না হও, তিনি তোমার বাড়ীতে পা দিবেন না, কথাও বলিবেন না, তোমার মুখও দেখিবেন না। তুমি যদি শঠ ধূর্ত্ত রাগী যোগবিহীন হও, সাধু অঘোরের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। যত টুকু সাধুর গুণ আমাতে আছে, তত টুকু আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, গুণের ঐক্য না থাকিলে সাধুর সহিত সম্বন্ধ থাকে না।" (সে, নি, ৪৯৩।৯৪ পৃ)।

"তাঁহাদের গুণসম্পন্ন না হইলে যেমন তাঁহাদিগের

সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, প্রত্যেক ভাই প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে এই কথা। কিসে দুজনের নৈকট্য হয়। আমি হরিভক্ত তুমি সেইরূপ, বন্ধুতা আত্মীয়তা এইরূপ সম্বন্ধে। ছোট বড় সকল লোকের সম্বন্ধই এইরূপ।" (সে, নি ৪৯৪ পৃ)।

ক্রমশঃ।

দর্শন ভিক্ষা।

(কোন মহিলা কর্ত্তৃক)

হে দয়াময় হরি, দুঃখহারী, বড় অভাব হইয়াছে। নাথ, তোমার বিধানকুমার নিরাশ হইতে নিষেধ করিয়াছেন তাই বারংবার নিরাশ হইয়াও আবার আশা করি। তোমার উপাসনা, নাম কীর্ত্তন নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করে কি ফল, যদি তোমাকে না পাই? নাথ, আমি কি আশা করিতে পারি যে এ দেহ ছাড়িয়া যাইলে দেবী আত্মা লাভ করিব, তোমাকে, তোমার পুত্রকে পাইব, এ আশা কেমন করে করিব? দেহ ছাড়িলেই দেবীআত্মা হব, বিশ্বাস হয় না; কারণ তোমার বিধান কুমারের জীবনরূপ দর্পণ আমার সম্মুখে ধরিয়া আর এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, নাথ, তিনি তোমাকে দেখিয়া, তোমার ছেলেদের দেখিতেন, উজ্জ্বলরূপে তিনি সশরীরে স্বর্গে বাস করিতেন। তাঁর আর দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে হয় নাই। তিনি স্বর্গের সংবাদ এই পৃথিবীতে দিতেন ও পৃথিবীর সংবাদ স্বর্গে দিতেন। হরি, হিন্দুরা বলেন যে শুভক্ষণে শুভদিনে যে বারি বর্ষিত হয় তাহা হস্তীর মস্তকে গজমতি হয় এবং বাঁশে পড়িলে বংশলোচন হয়। হিন্দুর অনেক দেবতা, কিন্তু সকল দেবতার মস্তকে মাণিক নাই, জগন্নাথের মস্তকে মাণিক থাকে। তোমার এত ভক্ত ও এত উপাসক; কিন্তু তেমন দেখিতে পাই নাই যেমন তোমার বিধানকুমারের কপালে তোমার চরণরূপ মাণিক ধক্‌ধক্ করে জ্বলিতে দেখিয়াছি ও সকলে দেখিয়াছে। হে দয়াময় হরি, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার চরণরূপ ধনে ধনী হইতে পারি। কেমনে বলিব যে তোমায় যোগী সন্তান যে ভাবে দেখিতেন আমাকে সেই ভাবে দেখা দাও। নাথ, তুমি পতিতপাবন রূপ ধরে আমার কাছে এস, আর পাতকিনীকে উদ্ধার কর তোমার চরণে এই নিবেদন।

শ্রীআচার্য্যদেবের পত্র।

হিমালয়, সিমলা।
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮।

প্রিয়দীন!

সেইত ধরাদিতেই হইবে, তবে কেন আর ছাড়িয়া পলায়ন কর; অবশেষে পরাস্ত হতেই হইবে, তবে কেন তাঁহার দয়ার সহিত তোমরা সংগ্রাম কর। ঐ দেখ যত বার তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছ, তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছেন, বলিতেছেন আর কেন পালাও অবাধ্য সন্তানেরা ধরা দেও। আমিও তাই বলিতেছি, আর কেন? তাঁর দয়াত সামান্য নহে, সে দয়ার কাছে অবাধ্যতা কত দিন তিষ্ঠিতে পারে? এস সকলে মিলে বলি, পিতা. তোমার চরণে পরাস্ত হইলাম,জানিতাম না তোমার এত দয়া: পাপী জনে এত করুণা, এমূর্খ পামরেরা জানিত না। কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল তিনি তোমাদিগকে দেখাইতেছেন, কেমন আশ্চর্য্যরূপে মুঙ্গেরধামে তাঁহার দয়া প্রকাশিত হইতেছে। তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে তোমরা এ সকল চক্ষে দেখিতেছ। যাহা দেখিতেছ তাহা মনের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস কর, প্রত্যেক ঘটনা সেই অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটী শ্লোক, প্রত্যেক দিনের ব্যাপার এক একটী পরিচ্ছেদ, সমুদায়ের মধ্যেই নিগূঢ় যোগ আছে, সমুদায়টী অভ্রান্ত সত্য, মুক্তিপ্রদ প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিলে তবে পরিত্রাণ হইবে। অগ্রে তাঁহার কথায় ও কার্য্যে বিশ্বাস পরে মুক্তি। সমদায় ঘটনা গুলিকে তাঁহার পবিত্র চরণের সহিত গাঁথিয়া গলার হার করিয়া রাখ, এই আমার আশীর্ব্বাদ। দীন, তুমি দীননাথের চরণে বিশ্বাস-পূর্ণ হৃদয়ে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাক, তিনি তোমার দীনতা দূর করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কমল কুটীর।

শুক্রবার ২ রা কার্ত্তিক, ১৮০০ শক।

হে সেবাশিক্ষার্থী, তুমি সাধারণ লোকের ন্যায় ভ্রমে পড়িয়া কদাচ এ কথা বলিও না যে বিবেক মনের একটী বৃত্তি। ঈশ্বরকে জড় পুতুলের সঙ্গে সমান করিলে যেমন মিথ্যা দোষে দোষী হইতে হয়, সেইরূপ জগদ্‌গুরু ঈশ্বরকে মনের বৃত্তির সঙ্গে সমান করিলে মিথ্যা পাপে কলঙ্কিত হইতে হয়। হয় বিবেক পার্থিব, নয় বিবেক স্বর্গীয়। হয় বিবেক মানুষ, নয় বিবেক দেবতা। তাহারা ভ্রমে পড়িয়াছে যাহাদিগের মতে বিবেক মানুষের এক অংশ। সেবা-শিক্ষার্থী, সাবধান, স্বয়ং দেবতা যিনি তাঁহাকে মনুষ্যের

অংশ মনে করিও না। দেবতার কথাকে, বিবেকের কথাকে মনুষ্যের মানসিক বৃত্তির মীমাংসা বলিলে কেবল কুযুক্তি এবং ভ্রম হয় তাহা নহে, পাপ হয়। যেমন ঈশ্বরকে মানুষ বলিলে পাপ হয়। বিবেক ঈশ্বরের অংশ। শরীরের সমুদয় অঙ্গ এবং মনের সমুদয় বৃত্তি মানুষের; কিন্তু বিবেক মানুষের নহে। মানুষের অতীত বিবেক। আর সকল আমার, কেবল বিবেক ঈশ্বর। দেহ মন আমার, আমার নয় কেবল বিবেক। বিবেকসম্পন্ন মনুষ্য, ইহার অর্থ ঈশ্বর-সম্পন্ন মনুষ্য। বিবেক স্বয়ং স্বর্গের ঈশ্বর। সেবাশিক্ষার্থি, এই সত্য অবলম্বন কর, এই মূল সত্য চির দিন গ্রহণ কর। যে কথা বিবেকের সেটী ঈশ্বরের কথা। ঈশ্বরের প্রমুখাৎ যে কথা শুনিবে তাহাই বিবেকের কথা। ঈশ্বরের মুখের কথা, ঈশ্বরের হাতের লেখা বিবেকের কথা। বিবেক-রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারই ঈশ্বরের। স্বয়ং ঈশ্বর বিবেক হইয়া মনুষ্যের মনে সত্য কি দেখাইয়া দিতেছেন, বলিয়া দিতেছেন। স্বয়ং স্বর্গের ঈশ্বর মনুষ্যের মনের ভিতরে বসিয়া দিবারাত্র সত্য শিক্ষা দিতেছেন, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ বুঝাইয়া দিতেছেন। তবে বিবেক বলিয়া আর মানুষের স্বতন্ত্র বৃত্তি রহিল না। এক দিকে মনের সমস্ত বৃত্তি আমারই, আর এক দিকে স্বয়ং ঈশ্বর বিবেক হইয়া এই সমুদয় বৃত্তির উপরে রাজত্ব করিতেছেন। এখন বুঝিলে বিবেক কি? কিন্তু কি লক্ষণ দ্বারা বিবেককে চিনিতে পারিবে? ঈশ্বরের উক্তি কিরূপে জানা যায়? মানুষের বিচার হইতে বিবেকের বাণীকে কেমন করিয়া স্বতন্ত্র করা যায়? প্রথম লক্ষণ এই;—ইহা করিলে ভাল হয়, ইহা করিলে মন্দ হয়, ইহা করিলে ইষ্ট হয়, ইহা করিলে অনিষ্ট হয়, ইহা দ্বারা অল্প লোকের অকল্যাণ হয়, কিন্তু অনেকের মঙ্গল হয়, এ সকল মনুষ্যের বুদ্ধির কথা। ভাল হয় কি মন্দ হয় ইহা বলিয়া কখনও বিবেকের কথা আরম্ভ হয় না। 'কিংবা' বিশেষণ যোগ করিয়া বিবেক কখনও কথা বলেন না। ইহা ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে, ইহা ন্যায়, ইহা অন্যায়, বিবেক এ সকল কথাও বলেন না। বিবেকের কথা আদেশ। ইহা কর ইহা করিও না, বিবেক এইরূপে আদেশ প্রদান করেন। আদেশ এবং উপদেশ বিভিন্ন। আদেশ করা বিবেকের কার্য্য, উপদেশ দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য। সদ্যুক্তি অথবা হেতুপ্রদর্শন বুদ্ধির মীমাংসা। ইহা করিলে উপকার হয়, ইহা করিলে অপকার হয়, এরূপ হেতুপ্রদর্শন করিয়া উপদেশ দেওয়া বুদ্ধির নিষ্পত্তি। ভাল হউক বা না হউক কর, ইহা বিবেকের অনুজ্ঞা। বুদ্ধির মীমাংসা গৌণ মীমাংসা। বিবেকের আজ্ঞা বিদ্যুতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি ফলাফল বিচার করিয়া বহু আয়াসের পর কি করিলে ভাল হয়, কি করিলে মন্দ হয়, এ সকল বিষয়ে উপদেশ দেয়। বিবেক একেবারে আদেশ করেন। বিবেক এবং বুদ্ধি কখনই এক নহে। বুদ্ধির পথ যদি দক্ষিণে হয়, বিবেকের পথ উত্তরে। বুদ্ধির পথ যদি নীচে হয়, বিবেকে পথ উর্দ্ধে। যেখানে দেখিবে আদেশ সেখানে বিবেক। ভাল কথা বলা, যুক্তি দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য! খুব ভাল কথাও মানুষের হইতে পারে; কিন্তু আদেশ কখনই মানুষের হইতে পারে না। সর্ব্বদা আদেশের আকারে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা, অথবা বিবেকের উক্তি প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর যখনই কথা কহেন তাহা আদেশ। ইহা ভাল, ইহা মন্দ ঈশ্বর এরূপ কথা বলেন না। তিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে কেবল বলেন "ইহা কর, ইহা করিও না।"

দ্বিতীয় লক্ষণ অহেতুক। বিবেকের আদেশের হেতু নাই। প্রভু আজ্ঞা করিলেন, সে আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। কেন করিব? আজ্ঞাবহ দাসের মুখে এ কথা নাই। কেন এই আজ্ঞা পালন করিব, বিবেক ইহার উত্তর দিতে বাধ্য নয় অর্থাৎ ঈশ্বর হেতুপ্রদর্শন করিতে বাধ্য নহেন। তিনি কখনও হেতু দেখান না। হেতু দেখাইলেত তাঁহার অনুজ্ঞা বিচারের মধ্যে আসিল; তাঁহার অনুজ্ঞা মনুষ্যের বিচারের অতীত। যেখানে হেতু সেখানে মনুষ্যের হাত। যেখানে হেতু নাই সেখানে ঈশ্বরের আদেশ। যেহেতু ইহা করিলে দশ জনের দুঃখ বিমোচন হইবে অতএব এই কার্য্য করা ভাল, ঈশ্বর এরূপ বলেন না। কেন এই আজ্ঞা পালন করিব যে এই কথা জিজ্ঞাসা করে সে পাষণ্ড! ঈশ্বর বলিতেছেন, অতএব করিব, অন্য কোন হেতু বা কারণ নাই। দ্বিরুক্তি ভিন্ন হেতু নাই। যদি হেতু জানিতে চাও ঈশ্বর বলিবেন, যেহেতু আমি বলিতেছি। ঈশ্বরের নিকট হেতু নাই। পৃথিবীর পতি হেতু লিখিয়া নিষ্পত্তি লিখিবেন, কিন্তু সত্যস্বরূপ ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের এ ধর্ম্ম নহে। তিনি হেতু দেখাইবেন না। হেতু দেখাইলে তাঁহার শাস্ত্রের উচ্চতা থাকে না। যুক্তি বিবেচনা করিয়া এই অনুষ্ঠান কর ইহা বুদ্ধির উপদেশ। কিন্তু মহাপ্রভু ঈশ্বর ভৃত্যকে কেবল বলেন, ইহা কর, অমুক স্থানে যাও। তিনি কাহারও নিকট কারণ বা হেতুপ্রদর্শন করেন না। ধন্য সেই ভক্ত ভৃত্য যিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন! বিবেক অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা বলিবেন তাহা করিতেই হইবে। কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে নিজের সর্ব্বনাশ, এবং অনেকের আপাত অকল্যাণ হইবে তথাপি ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে হইবে। আদেশ, এবং আদেশের হেতু নাই—এই দুই লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরের উক্তি জানা যায়। আদেশ শুনিবে, হেতুর জন্য প্রতীক্ষা করিবে না, তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করিবে, এই দ্বিতীয় উপদেশ।

অথাচার্য্যঃ সেবার্থিনমনুশাস্তি

অবিশিষ্ট ইবাঙ্গ ত্বং বিবেকং জাতু মা বদ।
মনোবৃত্তিমিতি স্যাত্তেহনৃতবাদস্ততো মহান্॥ ১ ॥
অর্চ্চং কৃত্বা যথা দেবার্চ্চনং মিথ্যাবিজৃম্ভিতম্।
পাপং জগদ্দাতোঃ সাম্যং মনোবৃত্ত্যা তথা স্মৃতম্॥ ২ ॥
বিবেকঃ পার্থিবো বাথ স্বর্গীয়ো মানবোহথবা।
দেবতা মনুজাংশোহয়মিতিবাদো ভ্রমাত্মকঃ॥ ৩ ॥
যঃ স্বয়ং দেবতা মা ত্বং তামংশইতি জাতুচিৎ।
মংস্থাস্তত্রাপি বৃত্তিত্ববুদ্ধিঃ পাপং ভ্রমো ন তু॥ ৪ ॥
ঈশ্বরে মর্ত্ত্যবুদ্ধিশ্চেৎ পাপায় খলু সা ভবেৎ।
বিবেকঃ পরমেশাংশোহন্যানি বৃত্তিস্ত মানুষী॥ ৫ ॥
মানবাতীত এবাসৌ সর্ব্বমনাদ্ধি মানবঃ।
ঋতেহমুং পরসম্পন্নো বিবেকীতি বিশেষণে॥ ৬ ॥
স্বয়মীশ্বর এবাসাবিতি সত্যং গৃহাণ ভোঃ।
আলম্বনমিদং নিত্যং কুরু তদ্বাক্ পরেশিতুঃ॥ ৭ ॥
পরেশ্বরমুখাদ্বাক্যং যদ্বিবেকস্য তৎ স্মৃতম্।
তদ্ধস্তলিখিতং চৈতৎ ব্যাপারোহস্য তু তস্য চ॥ ৮ ॥
বদন্ মনসি সত্যং স প্রদর্শয়তি বক্তি চ।
অহর্নিশং শিক্ষয়তি সদসদ্বোধয়ত্যলম্॥ ৯ ॥
অতো বিবেকবৃত্তিস্ত মানবস্যেতি কুত্র বা।
বৃত্তীর্নিয়ময়ত্যেষ বিবেকঃ স্বয়মীশ্বরঃ॥ ১০ ॥
বিবেকো বোধিতঃ কোহসৌ লক্ষণেন তু কেন বা।
স বোধ্যঃ পরমোক্তিশ্চ বিচারাদ্বা কথং পৃথক্॥ ১১ ॥
অনিষ্টানিষ্টচিন্তাদি বুদ্ধের্ম্মা কুরু বা কুরু।
বিবেকস্যোপদেশোহস্যা আদেশোহস্যেতি লক্ষ তে॥ ১২
হেতুপ্রদর্শনং বুদ্ধেরুপকারাপকারতঃ।
তত্তদুপেক্ষ্য বিজ্ঞেয়া হ্যনুজ্ঞা বিবেকস্য তু॥ ১৩ ॥
বুদ্ধের্বিলম্বিতা সেয়ং মীমাংসাজ্ঞা তু তৎক্ষণাৎ।
প্রকাশতে তড়িৎতুল্যা প্রয়াসো নাত্র বিদ্যতে॥ ১৪ ॥
ফলাফলং বিনির্ণীয় দিশত্যোষাদিশত্যয়ম্।
একদৈব কথং বৈক্যং বিপরীতপথস্তয়োঃ॥ ১৫ ॥
যত্রাদেশো বিবেকোহস্যাবুক্তিযুক্তিপ্রদর্শনম্।
বুদ্ধেঃ স্মৃক্তিঃ সম্ভবতি নাদেশো মানবস্য তু॥ ১৬ ॥
আদেশাকারমালম্ব্য বিবেকস্যোক্তিরেতি বা।
অনুজ্ঞা পরমেশস্য কুরু মা কুরু কেবলম্॥ ১৭ ॥
অহেতুকত্বনির্দ্দেশ্যা বিবেকাজ্ঞা প্রভুর্যদা।
আদিষ্টবান্ তদাজ্ঞা তু প্রতিপাল্যেতি দাসতা॥ ১৮ ॥
কথংকরোমি বেত্যত্র ন দাসভণিতিঃ পুনঃ।
প্রত্যুত্তরপ্রদানেহস্যা বিবেকো বাধ্য এব ন॥ ১৯ ॥
হেতুং প্রদর্শয়ত্যেব ন জাতু পরমেশ্বরঃ॥
হেতুপ্রদর্শনে সাজ্ঞা বিচারবিষয়ংগতা॥ ২০ ॥
বিচারং সমতীত্যেয়ং মনুজস্য করঃ পুনঃ।
তত্রৈব বর্ত্ততে যত্র হেতুরাজ্ঞা ততোহন্যতঃ॥ ২১ ॥
এবং কৃতে ভবেৎ সুষ্ঠু জনদুঃখবিমোচনম্।
অতঃ কর্ত্তব্যমেবৈতদিত্থংবাদী ন চেশ্বরঃ॥ ২২ ॥
কথমেতাং পালয়ামি যো জিজ্ঞাসতি স ধ্রুবম্।
পাষণ্ডঃ সোহবদদ্যস্মাত্ততঃ কর্ত্তব্যমেব হি॥ ২৩ ॥
অবাদিষমহং যস্মাদিতি হেতুং পরেশ্বরঃ।
প্রদর্শয়তি যুক্তিস্ত ভূমিপাঃ দর্শয়ন্ত্যহো॥ ২৪ ॥
হেতুপ্রদর্শনং ধর্ম্মো ধর্ম্মরাজস্য জাতুচিৎ।
ন সম্ভবতি সত্যস্য ন শাস্ত্রস্যোচ্চতা ততঃ॥ ২৫ ॥
কুরু গচ্ছ বদত্যেষ এবং নিত্যং পরঃপ্রভুঃ।
স ভৃত্যো ধন্য একান্তবাধ্যঃ কুর্য্যাদপৃচ্ছয়া॥ ২৬ ॥
বিবেকো বক্তি যৎ তস্য কর্ত্তব্যং তৎ যদপ্যতঃ।
সর্ব্বনাশঃ সমুৎপন্ন আপাতাশিবমেব বা॥ ২৭ ॥
আদেশো হেতুশূন্যোহয়ং জ্ঞেয়ং তল্লক্ষণদ্বয়ম্।
ঈশ্বরোক্তিবিনির্দ্দেশে স পাল্যঃ শ্রুতিমাত্রতঃ॥ ২৮॥
ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু কর্ম্মযোগে কর্ম্মযোগ-
মূলং নাম প্রথমমুপনিষৎসু পঞ্চ.শত্তম-
মনুশাসনম্।

কোন ব্রাহ্মিকার প্রার্থনা।

হে সত্য ঈশ্বর, তোমার সত্তা ব্যতীত এ সংসারের সকলি অসার ও অসত্য। মনুষ্য তোমাকে ভুলিয়া যে ধন উপার্জ্জনে জীবন ক্ষয় করে, সেই ধনই কত সময়ে তাহার দুঃখের ও চিন্তার কারণ হয়। তোমার কত সন্তান, হে পিতা, তুমি যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তোমাকে ছাড়িয়া পার্থিব অসার জ্ঞানসঞ্চয়ে ব্যস্ত হয়, কিন্তু সে শুষ্ক জ্ঞান তাহাদিগকে কখনই সুখী করিতে পারে না। জননী, তোমার অবোধ সন্তানগণ সুখের অন্বেষণে সংসারমরুভূমিতে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু হায়! তাহারা জানে না এই শোক দুঃখময় পৃথিবীতে মা তুমিই একমাত্র আনন্দ ও সুখের উৎস। স্নেহময়ী মাতাই সন্তানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু। জননী, এই সংসারের দুঃখ বিপদ ও নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে, তোমাকে পরম বন্ধু বিশ্বাস করিয়া যেন নিশ্চিন্ত ও নির্ভর হইয়া এ জীবন অতিবাহিত করিতে পারি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

সংবাদ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত এবার দুইটি মৃত্যু সংবাদ পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিতেছি। দয়াময় হরি পরলোক গত আত্মা দুইটিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

১। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়। ইনি আমাদিগের ব্রাহ্মবন্ধু বৈদ্যবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী. ব্রিটিশ বর্ম্মার থেয়েটমেও প্রদেশে ২১ শে সেপ্টেম্বর রবিবার ইনি দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কৃপাময় ঈশ্বর ইঁহার স্বামীর মনে চিরকাল বিশ্বাস বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করুন।

২। কুমারী শরৎকুমারী ঘোষ। ইনি আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষের ২য় কন্যা ইঁনি ৯ বৎসর মাত্র, ২৮ সেপ্টেম্বর রবিবারে পীড়িত হইয়া দেহত্যাগ করেন। স্বর্গরাজ্য পবিত্র আত্মা শিশুদিগের জন্যই। কৃপাময় ঈশ্বর শোকসন্তপ্তহৃদয় জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

কোচবিহারের মহারাণী ও মহারাজার জন্মোৎসব উপলক্ষে দেবালয়ে ৩০ শে সেপ্টেম্বর ও ৪ অক্টোবরে বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল। মহারাণী ২০ বৎসর পূর্ণ করিয়া ২১ বৎসরে এবং মহারাজা ২২ বৎসর পূর্ণ করিয়া ২৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। নববিধানব্রতপালনে ইঁহাদের উভয়ের জীবন প্রস্তুত হউক, দয়াময় ঈশ্বর রাজপরিবারকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ১৯এ আশ্বিন রবিবারে দেবালয়ে শারদীয় উৎসব হইয়া গিয়াছে। উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনা করেন। স্বর্গীয় আচার্য্যদেব বাহ্যে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তিনি আমাদের আত্মার আরও নিকটতম হইয়াছেন এই সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রার্থনা হইয়াছিল।

ভাই প্রতাপচন্দ্র শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি সপরিবারে খরসঙ্গ পাহাড়ে যাইয়া বাস করিতেছেন। শুনিলাম সেখানে তাঁহার শরীর তেমন সুস্থ হয় নাই। এবারকার শরীর অসুস্থ হইবার বিশেষ কারণ ভ্রাতৃবিচ্ছেদজনিত মানসিক কষ্ট। তিনি আর কত দিন শ্রীদরবার ও আচার্য্য মহাশয়কে উপেক্ষা করিয়া অকারণ কষ্ট পাইবেন? দরবার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া তিনি কখনই সুখী হইতে পারিবেন না, এ কথা আমরা বার বার তাঁহাকে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। আমাদিগের দোষ অপরাধ দেখিয়া যদি সত্য সত্যই তিনি মর্ম্মবেদনা পাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া যাহাতে আমাদের মধ্যে থাকিয়াই আমাদিগকে শোধন করিতে পারেন সে জন্য যত্নবান্ হউন। আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীতে আমরা ভিন্ন তাঁহার যথার্থ আত্মীয় আর কেহ নাই।

বিগত ১৭ই ভাদ্র হইতে ১ লা আশ্বিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালাস্থ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই কয় দিন ক্রমান্বয়ে নগর সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা, অভিনয়, উপাসনা বক্তৃতাদি বিশেষ উৎসাহ ও মত্ততার সহিত হইয়াছে। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে ঢাকায় গিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্গীতাদির ভার প্রধানতঃ তাঁহার উপরে অর্পিত ছিল। ৩১ শে সোমবার তিনি নিমাইসন্ন্যাসবিষয়ক কথকতা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ উপাসনা ও বক্তৃতার কার্য্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ২৮শে তারিখ শুক্রবার নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠার উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। ৩০শে রবিবার সমস্ত দিন নূতন মন্দিরে উৎসব হয়। সে দিন অপরাহ্নে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল উপাসনা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে ভাই দুর্গানাথ অনেক নূতন নূতন ভাবের সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষে ময়মনসিংহ জঙ্গলবাড়ী কিশোর গঞ্জ চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়াছিলেন। সকলে ভক্তি প্রেমের উচ্ছ্বাসে বেশ মত্ত হইয়াছিলেন, এবং উপাসনাদিতে অনেক নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। ঢাকাস্থ তাড়িত নিপিড়িত দুঃখী বন্ধুগণের অল্পকালের মধ্যে বাড়ী হইয়া মন্দির হইল, বিধানজননী তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর করিলেন। এইক্ষণ হইতে শাখা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজের পরিবর্ত্তে, এখানকার সমাজ পূর্ব্ব বাঙ্গালাস্থ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হইল। মন্দিরের ছাদ ও ভিতরের আস্তরমাত্র হইয়াছে, এইক্ষণ অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে, টাকার নিতান্ত অভাব। ভাই ঈশানচন্দ্র সেন ও বন্ধু বেণীমাধব মজুমদার মন্দিরের জন্য বিশেষরূপে খাটিতেছেন। পূর্ব্ববাঙ্গালাস্থ প্রচারকগণও অনেক বন্ধুর দ্বারে দ্বারে মন্দিরের সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন।

ভাই কেদারনাথ দের পরিবার উৎকট বিকাররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। দয়াময়ের আশীর্ব্বাদে ও আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরী মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও অনুগ্রহে তিনি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কাস্তগিরী মহাশয়ের নিকট আমরা এ জন্য আরও বিশেষ ঋণে আবদ্ধ হইলাম। মঙ্গলপাড়ার ভগ্নীগণ তাঁহাদের বিপদাপন্ন মৃত প্রায় ভগ্নীর যথেষ্ট সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আচার্য্য পত্নী কেদার বাবুর স্ত্রীর এবং অপোগণ্ড শিশুসন্তানদিগের জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া স্বীয় পুত্রগণকে পাঠাইয়া রোগীর তত্ত্ব লইতেছেন। বিপদকালেই যথার্থ বন্ধুর পরীক্ষা হইয়া থাকে।

প্রেরিতগণ তাঁহাদিগের অস্থিগত পাপাভ্যাস অচিরে পরিহার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন, সাধন ও প্রসঙ্গ করিতেছেন। আমরা আশা করি, আমাদিগের মফঃসলস্থবন্ধুগণও এ সম্বন্ধে সমধিক যত্নশীল হইবেন। পাপাভ্যাস পরিহার করিয়া প্রেমযোগে ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলিত না হইলে কি আর গতজীবনের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে?

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে ২২আশ্বিন শ্রীরামসর্ব্বস্বভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৯ ভাগ। ১৬ সংখ্যা। } ১ লা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৮০৬ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিচারপতি, তোমার বিচার অতি সূক্ষ্ম। তোমার বিচার এই পৃথিবীতে আমাদের জন্য তুমি তোমার শ্রীদরবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। হে হৃদয়দর্শী পরমেশ, তুমি প্রতিহৃদয়ে বিবেকরূপে অবতীর্ণ হইয়া যেমন প্রতিজনের পাপ দোষ দেখাইয়া দিতেছ, শোধন করিতেছ, তেমনি মণ্ডলীতে অবতীর্ণ থাকিয়া সূক্ষ্মরূপে সেই সকল পাপ দোষ দেখাইয়া দিতেছ, অন্ধতানিবন্ধন আমরা যাহা স্বয়ং দেখিতে পাই না। প্রতিজনের হৃদয়ে আবির্ভূত বিবেক তুমি, মণ্ডলীতে আবির্ভূত শ্রীদরবাররূপী মহাবিবেক তুমি। প্রভো, আমরা তোমার নিকটে পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছি, আমরা প্রতিজন কাহারও বিচার করিব না, কিন্তু স্বয়ং শ্রীদরবার আমাদিগের অপরিজ্ঞাত দোষ পাপ দেখাইয়া দিবেন, সংশোধন করিবেন। তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, শ্রীদরবারের সুগম্ভীর ধ্বনির নিকটে আমাদিগকে চিরপ্রণত করিয়া রাখ। শ্রীদরবারের সূক্ষ্ম বিচারে ভীত হইয়া যেন আমরা পলায়ন না করি। উঁহার নিকট হইতে পলায়ন করা আর তোমা হইতে দূরে প্রস্থান করা একই। আশীর্ব্বাদ কর যেন মহাশাসনে শাসিত হইয়াও আমরা বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় শ্রীদরবারের অনুসরণ করি, আমাদিগের পরিত্রাণ এই শাসনের অনুবর্ত্তনের উপরে নির্ভর করিতেছে জানিয়া নিত্যকাল উঁহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করি।

শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

হে মুক্তিদাতা, যে রাজ্যে বিচার নাই, সে রাজ্যে পরিত্রাণ নাই। একটা পাপও নিষ্কৃতি পাইবে না। যে দেবতা বিচার করেন না, তিনি পরিত্রাণ দেন না। আমাদের সম্মুখে এই যে দল, ইহা অতি খারাপ। ইহা অপ্রেমের দল, তত বিশ্বাস ক্ষমা করিতে পারে না। এই দল মলিন অসুখী দল। একা একা ইহারা থাকে ভাল, কিন্তু দলের মধ্যে অপ্রেম। অথচ হরি, এই দলের মধ্যে বিচার হয় ভাল। এখানে একটি অন্যায় করিয়া কেহ নিষ্কৃতি পায় না। সে বুঝিতে পারে একটী শাসনের দড়ী গলায় রয়েছে। এখানে একটু কিছু করিলে চুল চিরে বিচার হইবেই। তাই বলি, এ দলের এক দিকে সোণা, এক দিকে লোহা। স্বর্গে এর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার হবে। এরা নিজে পারুক না পারুক, এরা আপনার সম্বন্ধে খুব শিথিল হলেও, পরের

সম্বন্ধে এক চুল পাপ সহ্য করিতে পারে না। পরমেশ্বর, এঁদের বিচার আরো সূক্ষ্ম হউক। কিন্তু এঁদের অন্যের সম্বন্ধে এত বিচার, আপনাদের সম্বন্ধে শিথিল কেন হবেন্? মা তারিণি, যাঁরা পরকে এমন করে বিচার করেন, তাঁরা যেন আপনাদিগের সম্বন্ধে ভাল করে বিচার করিতে পারেন। সে সম্বন্ধে আজ আমি অধিক কিছু বলিব না। আজ এই বলি, এঁদের শাসন আরও প্রবল কর। একটা মিথ্যা কথা, একটু উপাসনাতে অমনোযোগ দেখিলে সকলে যেন শাসন করেন। দেখি, তুমি স্বয়ং এঁদের ভিতরে থেকে বিচার কর, নতুবা যে আপনাকে বিচার করিতে পারে না, তার সাধ্য কি যে পরকে বিচার করে? এক জন কেবল শাসন করিতে পারেন, গালাগালি দিতে পারেন, যিনি রাজাধিরাজ শাসনকর্ত্তা। এ জন্য তুমি দলটিকে এমনি কৌশল করে সাজিয়েছ যে, তার ভিতর দুজন এক জন গালাগালি দিবেই। গালাগালি আর কে দিতে পারে তুমি বিনা? মা, তোমার এত দয়া আমাদের প্রতি। শাসন করিবার জন্য এমন কৌশল করে রেখেছ। মা, এ দলে যখন আছি, তখন বিলাসী কখন হতে পারিব না। ধন্য ধন্য, দয়াবান্ বিচারপতি, এমন চমৎকার দলের ভিতর আমাদিগকে রেখেছ যে, এক জন সাধু বলে সুখ্যাতিপত্র পান না। আমি বেঁচেছি তোষামোদে দলের হাত থেকে। এই দলে বিচারিত হয়ে যে স্বর্গে উঠিবে, ঈশাও তাতে একটি পাপ দেখিতে পাইবেন না। কলিকাতায় থাকা, আগুনের ভিতর থাকা। এই দলের কাছে যে সাধু বলে প্রতিপন্ন হবে, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, ঈশা মুষাও তাকে সাধু বলিবেন। পঁচিশ বৎসর কেটে গেল, এখনও আমরা কেউ নিষ্কাম নয়, কেউ নিঃস্বার্থ নয়, কেউ তেমন ধ্যানশীল নয়, ইহা মঙ্গলের ব্যাপার। কোটি কোটি বার নমস্কার এই বন্ধুদের চরণে। কেন না দেবতা বিচার করেন, ইহাঁদের ভিতরে থাকিয়া। দেবতা শাসন করেন ইহাঁদের দ্বারা। মা, আমরা যেন এই শাসনের ভয়ে ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া চলি, আর শুদ্ধ হই। দরবার, তুমি দেবতা, তুমি ঈশ্বর। তুমি আপনাকে বিচার কর মানুষের মত, কিন্তু পরকে বিচার কর দেবতার মত। তোমার ভিতর দেবতা কথা কন। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা এই দৈনিক বিচার এবং শাসনের ভিতর থাকিয়া ক্রমে শুদ্ধ এবং সুখী হই এবং তোমার নিকট পরিত্রাণ লাভ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুনর্জন্ম।

পুনর্জন্মের মত আমরা বিদায় করিয়া দিয়াছি। কেন বিদায় করিয়া দিয়াছি সকলেই জানেন, তৎসম্বন্ধে পুনরায় বাক্যব্যয় নিষ্ফল। সাধারণ লোকে এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া কোন একটি শিশু সন্তান জন্মিলে তৎসম্বন্ধে সাধারণতঃ যে মতামত প্রকাশ করে, তন্মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক নিদর্শন থাকে, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এ প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। কোন একটি শিশুর জন্মের পূর্ব্বে তাহার পিতামহ মাতামহ প্রভৃতি অতি নিকট সম্পর্কীনের মৃত্যু হইলে নবজাত সন্তানেতে তাঁহাদের অনুরূপ অবয়বের কোন অংশ দর্শন করিয়া পল্লিস্থ মহিলাগণ সিদ্ধান্ত করেন, নিশ্চয় অমুক এই শিশু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রমে শিশুর বয়স হইল, অনুমিত ব্যক্তির কতকগুলি গুণ তাহাতে প্রকাশ পাইল, মহিলাগণের সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হইল। তাঁহারা এই শিশুর সম্বন্ধে তাহার সেই নিকট সম্পর্কীনের সমুদায় পূর্ব্বানুষ্ঠেয় কার্য্য সম্ভবপর বলিয়া অনুমান করিয়া লন, তাহার সমগ্র ভবিষ্যৎ করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় অবলোকন করেন। যে বংশের

যে সন্তান, সে বংশের অনুরূপ অবয়ব এবং কতকগুলি মিশ্র বা অমিশ্র গুণ তাহাতে পরিলক্ষিত হইবে, ইহা কিছু অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্গণ এই আনুরূপ্যের উপর অযথা নির্ভর স্থাপন করিয়া তন্ত্রান্তরের সিদ্ধান্ত খণ্ডন পূর্ব্বক স্ব স্ব সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। আমাদিগের এসকল বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। পুনর্জন্ম না মানিয়াও আমরা কিরূপ পুনর্জন্ম মানিতে পারি তাহাই আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

আমাদিগের দেশে অবতারবাদ এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মে জন্মবাদ মূলে এক। অবতারবাদের মধ্যে আবেশ হইতে স্বয়ং অবতরণ সকলই শাস্ত্রসিদ্ধ। এক জন ব্যক্তিতে ঐশ্বরিক জ্ঞানাংশ শক্ত্যংশাদির আবেশ আবেশাবতার *, স্বয়ং ঈশ্বর যখন কপট মানুষ হইয়া ভূতলে অবতরণ করেন, তখন স্বয়ং অবতার †। অবতার মধ্যে আবেশ অবতার সিদ্ধ, তদ্ব্যতীত অন্যগুলি অবতার মধ্যে গণনীয় নহে, ইহা অনায়াসে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্মবাদ অবতারবাদ হইতে স্বতন্ত্র। স্বয়ং ঈশ্বর আত্মপ্রভাব বিস্তার দ্বারা যে মহত্তম জীব উৎপাদন করেন, তাহাই এ মতের বিষয়। মহত্তমগণ মাতৃগর্ভ হইতে কতকগুলি দেবগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য মাতৃগর্ভেই ঈশ্বরের প্রভাবে তাঁহাদিগের উৎপত্তি হয়, এইটি খ্রীষ্ট জন্মবাদ বা অবতারবাদ। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ এমতের অনেক বিপরীত অর্থ নিষ্পাদন করিয়া বিবিধ কুসংস্কারে নিপতিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা যাহা বলিলাম তাহাই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মূল মত। এক জন মহত্তম যখন স্বীয় অনুযায়িবর্গের হৃদয়ে নিবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদিগেতে দীপ হইতে দীপান্তরবৎ তাঁহার জন্ম হয়। এইটি পুনর্জন্ম। আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিতেছিলাম তাহার মর্ম্ম এই। এ জন্ম নামে পুনর্জন্ম; বস্তুতঃ দেশীয় পুনর্জন্মের সঙ্গে ইহার একতা নাই।

এক জন মহত্তম, আর এক জনের হৃদয়ে কি প্রকারে 'জন্ম' * গ্রহণ করেন? তিনি কি আপনি স্বয়ং অপরের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সেখানে আত্মস্বরূপে সেই আত্মাকে নব জন্ম দান করিতে পারেন? কখনই নহে। তাঁহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাহারও হৃদয় অধিকার করিবার সামর্থ্য নাই। তিনি যে প্রণালীতে ঈশ্বর হইতে তৎপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, এখানেও তেমনি অপরেতে তাঁহার নব জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। এ জন্ম ব্যক্তিত্বপরিহার নহে কিন্তু সত্যে ও ভাবে একত্ব। দেশীয় শাস্ত্রে আমরা যে দ্বিজত্বের † কথা শুনিতে পাই, এ কি তাহাই? না, তাহা নহে। ইহা বাহ্যবেদ গ্রহণ নহে, বেদত্বলাভ। এই ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হয়, আমরা প্রকাশ করিয়া বলিতে যত্ন করিব।

মনুষ্যের হৃদয় সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। ঈশ্বর বিবেকবাণীরূপে আবির্ভূত হইয়া যতই আত্মসহ অপরোক্ষ সম্বন্ধ বুঝিতে দেন, মনুষ্য যতই সেই বাণীর অনুসরণ করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই ঈশ্বরের স্বরূপ তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইতে থাকে। এই দর্শনের ব্যাপার যত ঘনিষ্ঠ হয়, জীবের দৃষ্টি যত স্বচ্ছ হইয়া আসে, ততই ঈশ্বরেতে যোগী ঋষি মহর্ষিগণ প্রতিভাত হইতে থাকেন। এ সময়ে ঈশ্বর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ এবং সাধক তিন স্বতন্ত্র ভাবে স্থিতি করেন। মানবহৃদয়ে ঈশ্বরের ক্রিয়াতে যত সেই হৃদয় অনুভূত ভক্তমণ্ডলীর অনুরূপ হইতে থাকে ততই তাঁহারা

---

* "জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। তদাবেশা নিগদ্যন্তে জীবাএব মহত্তমাঃ॥"

† "অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।"

* আমরা জন্ম শব্দ খ্রীষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুরোধে ব্যবহার করিলাম, দেশীয় মতে ইহাকে আবির্ভাব বলে।

† মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনাৎ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃস্মৃতাঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

সেই হৃদয়ের সঙ্গে একীভূত হইতে থাকেন। পরিশেষে এমনই একীভূত হন যে আর সাধক এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না, দুই এক ও অভিন্ন স্বরূপত্তা লাভ করেন। এই অভিন্নতাতে সাধক ও ভক্তগণ আর ঈশ্বর-সম্বন্ধে স্বতন্ত্র থাকেন না। প্রথমতঃ যেমন সাধক এবং ঈশ্বর এই দুই ছিলেন, সমুদায় ভক্ত সাধকের শোণিতে লুক্কায়িত হওয়াতে এখনও ঠিক তাহাই রহিল। ঈশ্বর ভক্তগণকে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগের ভাবে সাধককে এইরূপে নূতন জন্ম দান করিলেন বলিয়া ইহা তাঁহার সম্বন্ধে পুনর্জ্জন্ম হইল। এই পুনর্জন্মে ঈশ্বরেতে ভক্তগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিল না তাহা নহে, তিনি একটি আত্মাকে তাঁহাদের উপাদানে নব জন্ম দান করিলেন এই মাত্র। সাধক স্বরূপের একতাতে ভক্তগণ সহ এক হইয়া গেলেন বলিয়া আর আত্মসম্বন্ধে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব যোগ ধ্যানাদি সময়ে স্বতন্ত্র রাখিলেন না, একত্বে এক হইয়া ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণাদি সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। তবে ইচ্ছা হইলে ঈশ্বরেতে অবস্থিতরূপেও দর্শন করিতে পারেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই ব্যাপারটি বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর নিত্যকাল প্রিয় ভক্ত জন সহকারে বাস করেন। ইহাঁদিগকে তাঁহার পারিষদ ও পরীবার বলা যায়। ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আশ্রয় করে, তাহার এ সকলকেই গ্রহণ করিতে হয়। এক এক জন পার্শ্ব-গত ভক্তের এক একটি বিশেষ ভাব, তিনি সেই ভাবে নিত্য পরিচিত। ভক্ত সাধক নিজ ভাবানু-সারে পার্ষদ প্রিয় ভক্ত জনের ভাব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। চিত্তপথে এই ভাব আবির্ভূত হইয়া ভক্তসাধক তৎস্বরূপ হইয়া যান। তখন আর স্বীকৃত ভাব এবং সেই সাধক ভিন্ন থাকেন না, অঙ্গীকৃত ভাবানুসারেই তিনি নামপ্রাপ্ত হন। মহাত্মা প্রেমিক চৈতন্য আত্ম অনু-যায়িবর্গের মধ্যে এই অলৌকিক একত্বের ব্যাপার প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এখন যদিও ঈদৃশ সাধক বিরল, তথাপি দীক্ষাগ্রহণকালে, এই রূপ ভাবস্বীকার আজও প্রচলিত আছে। মহাত্মা সনাতন রূপ জীব প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ ভাব বশতঃ বৈষ্ণবতন্ত্রে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভাবের অবতার বলিয়া উল্লিখিত হই-য়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে অল্প লোকেই তাহা সাধন করিয়া থাকে এবং তদ্বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হয়।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা মূলতঃ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে এক, বিশেষ এই যে, এ ব্যাপার অসাধারণ লোক সকলেতে সম্ভব বলিয়া তত্তৎসম্প্রদায়ের লোকে বিশ্বাস করেন, আমরা ঈশ্বরদর্শনের ন্যায় ইহা সাধকমাত্রের অবশ্যপ্রাপ্য বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করি। পূর্ব্বকালে এ সাধন এক একটি ভাব অঙ্গীকার করিয়া অনুষ্ঠিত হইত, এখন সমুদায় ভাব একা-ধারে সমাবেশ করিবার জন্য সাধন। দেহের অস্থি মাংস শোণিত পর্য্যন্তকে এমনই বিপরি-বর্ত্তিত করিতে হইবে যে তন্মধ্যে ঋষি মহর্ষি-গণের অধিষ্ঠান অনুভূত হইবে। এ সকল বিশেষ সাধনাদি এক হইয়াও পূর্ব্বকালের সমুদায় অনুষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। আমরা যাহা বলিলাম ভরসা করি পাঠকবর্গ নিজ নিজ জীবনে ইহার অনুরূপ ব্যাপার দর্শন করিবেন।

এক নয় শত শত রসনা।

আমরা বিশ্বাসবিষয়ে একটু সময়াতীত হইতে চাই। লোকাতীত বলিলাম না, কেন না এ বিশ্বাস লোকের নিকট তেমন অপরিচিত নহে। অনেকে আমাদিগের বিশ্বাসের কথায় সমাদর করিবেন না, কেহ কেহ উপহাস করি-লেও করিতে পারেন, কিন্তু যাহা সত্য তাহা কোন কারণে আমরা অনিবদ্ধ রাখিতে পারি না। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি, আমাদিগের

বিশ্বাস অনেকের হৃদয়ে সান্ত্বনা আনয়ন করিবে। সুতরাং বিশ্বাসিগণের হৃদয়ে বিশ্বাসের কথা দ্বারা সান্ত্বনা আনয়ন করা আমরা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি।

আমাদিগের আচার্য্যদেব শরীর পরিহার করিয়াছেন, তাঁহার দৃশ্য রসনার কার্য্য নিবৃত্ত হইয়াছে, এ কথা ভাবিলে কাহার না প্রাণ শোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। শোকের মধ্যে সান্ত্বনাদান ধর্ম্মের উচ্চ ব্রত। এমন কোন বিষয় নাই, ধর্ম্ম যাহা হইতে সান্ত্বনাকর গভীর তত্ত্ব উদ্ভাবন না করে। আচার্য্যগণের রসনা মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিতে পারে, একথা একান্ত মিথ্যা। আজ পর্য্যন্ত যত আচার্য্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, মহত্তম শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান স্বয়ং আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগের রসনা ও চরিত্র আজও পৃথিবীতে কার্য্য করিতেছে ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার। আমরা এমন কোন বিষয়ে বিশ্বাস করিতে চাই না, যাহা প্রমাণের বিষয় নহে। প্রচারিত শাস্ত্র ও অনুযায়ীবর্গে আচার্য্যগণ চিরঞ্জীবী থাকিয়া সমুদায় পৃথিবীর লোকগণকে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত সত্য ও ভাবের দিকে আকর্ষণ করেন, ইহাকে অস্বীকার করিবে? আমরা এত দূর বলিয়া যদি নিস্তব্ধ হই, সংশয়িগণ পর্য্যন্ত আমাদিগের কথায় সায় দিয়া যাইবেন এবং এমন কি বিজ্ঞানকে আমাদিগের সহায় করিয়া দিবেন। বিজ্ঞান এ বিষয়ে আমাদিগের প্রতিপক্ষ নহেন আমরা জানি, কিন্তু এতদপেক্ষা আর একটু উচ্চ ভূমিতে আমরা উঠিতে চাই। সমুদায় বিজ্ঞানের মূর্দ্ধন্যদেশে অবস্থিত ধর্ম্মবিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলেন আমাদিগের এক বার তাহাই আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা ঈশ্বরসম্বন্ধ পরিহার করিয়া বলিয়াছি। এক বার ঈশ্বরকে লইয়া যদি আমরা এই ভূমিতে অগ্রসর হই, দেখিতে পাই মৃত্যু জীবনে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মবিজ্ঞানে মৃত্যু বলিয়া একটি শব্দ নাই। সংশয়িগণ মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া মনে করে যে তাহারা সৃষ্টির মধ্যে একটী মহাত্রুটি ও অশক্তি আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে মৃত্যু নবজীবনের পর্য্যায়শব্দ। তাহারা বলিবে, তবে কি যার তার মৃত্যু নবজীবনের প্রতিশব্দ? নবজীবনের প্রতিশব্দ তাহাতে সন্দেহ কি? তবে ব্যক্তিভেদে পাত্রভেদে নবজীবন একরূপ নহে ইহা বলিলেই প্রতিশব্দঘটিত ভ্রান্তি আর থাকে না। সে যাহা হউক, আচার্য্যগণের মৃত্যুতে যে নবজীবন তাহা অতি আশ্চর্য্য। এত আশ্চর্য্য যে যত ভাবা যায় তত ইহার অলৌকিক ক্রিয়া অনুভব করিয়া অবাক্ হইতে হয়। ঈশ্বর আচার্য্যগণের প্রাণ, আচার্য্যগণের আচার্য্যত্ব তাঁহারই অধিষ্ঠানে। আচার্য্যরসনা যে সত্য প্রচার করে, আচার্য্যজীবন যে ভাব ব্যক্ত করে, তাহা তাঁহার নহে, ঈশ্বরের। সংক্ষেপতঃ অনাদিশক্তি ঈশ্বরে, শক্তিরূপী ভাব ও সত্য নিত্যকাল অবস্থিত। উহা কালে উপযুক্ত সময়ে নরদেহ আশ্রয় করিয়া পৃথিবীতে প্রকাশ পায়। আশ্রিত নরদেহের তিরোধানে ঈশ্বরে অবস্থিত শক্তিরূপী ভাব ও সত্যের তিরোধান হয় না। পূর্ব্বে উহা যেমন ঈশ্বরে ছিল তখনও তেমনি ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করে। কোন এক বিশেষ নরদেহে ঈশ্বর ঐ ভাব ও শক্তি যেমন এক সময়ে অভিব্যক্ত করেন, তেমনি লিপি, অনুযায়ী সাধক ও সত্যানুরাগী এবং ভাবগ্রাহিগণের মধ্যে আত্মাধিষ্ঠানযোগে উহাকে প্রবাহক্রমে প্রবাহিত করিতে থাকেন। এইরূপে একটি ভাব ও সত্য যাহা এক বার অবতরণ করিল, তাহা নিত্য কাল পৃথিবীর উন্নয়নকার্য্যে নিযুক্ত রহিল। যে সত্য ও ভাব এক ব্যক্তিতে ছিল, তাহা সহস্র সহস্র ব্যক্তিতে প্রবেশ করিল, সহস্র সহস্র রসনাকে উদ্দীপ্ত করিল। এইরূপে এক রসনার তুষ্ণীম্ভাবে, এক দেহের অবসানে বহু

রসনা ও দেহ তাহার স্থান অধিকার করিল। মৃত্যু আচার্য্যের নব জীবনের হেতু হইল, তিনি মৃত্যুযোগে ইহলোকে পরলোকে অমরত্ব লাভ করিলেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে পুরুষত্ব-বিরহিত শক্তিমাত্র ভাব ও সত্যের সাম্রাজ্য বুঝাইতেছে, যে ব্যক্তিতে উহার প্রথমাবতরণ হইল, তাহার অত্যন্ত বিলোপ প্রদর্শন করিতেছে। যদিও আমরা রক্তমাংসের শরীর ও নাম রূপাদির পক্ষপাতী নহি, কেন না উহা পার্থিব এবং ক্ষয়শীল, তথাপি যখন ভাব ও সত্যের পুরুষবিধত্ব লইয়া কথা হইতেছে, তখন এতৎসম্বন্ধে দুচারিটী কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি কি প্রণালীতে ঈশ্বর ক্রমে বিশেষ বিশেষ ভাব ও সত্যের প্রতিনিধি ভক্তজনকে সাধকের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করেন। পুরুষরূপে সম্মুখে আনয়ন, এ প্রণালীর বিশেষ লক্ষণ। এইরূপে সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে সাধক সহকারে কি প্রকার অভিন্ন এবং এক করিয়া ফেলেন তাহাও আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এই অভিন্নতার অবস্থায় সাধকের রক্ত মাংস শোণিত ও রসনাদি সেই ভক্ত বা ভক্তবর্গের হইয়া যায়। সাধক অনায়াসে বলিতে পারেন, যে রসনা এই সত্য উচ্চারণ করিতেছে উহা আমার নহে, যে হৃদয় অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হইতেছে তাহা আমার নহে, যে হস্ত শত শত লোকের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে উহা আমার নহে। মহাত্মা পল প্রভৃতি এই বিশ্বাসে উদ্দীপ্তহৃদয় হইয়া আপনাকে অস্বীকার করিয়া মহর্ষি ঈশাকে তাঁহার সমুদায় জীবনের স্থল অধিকার করিতে দিয়াছেন, রূপ জীব কৃষ্ণদাসাদি প্রেমিক চৈতন্যকে সব ছাড়িয়া দিয়া আপনারা কিছুই নন নির্ভয়ে বলিয়াছেন। ফলতঃ ঈশ্বর সহ আত্মার মহাযোগের অবস্থায় আত্মা যেমন আমি কিছুই নই, আমার ঈশ্বরই সব বলিতে সমর্থ হয়, ভাব ও সত্যের বিকাশস্থল ভক্তজনসম্বন্ধেও যোগের অবস্থায় ঠিক তাহাই বলা যাইতে পারে। ধন্য তাঁহারা যাঁহাদের এই যোগের অবস্থা ক্ষণিক নহে, কিন্তু জীবনব্যাপী।

আমরা আমাদিগের আচার্য্যদেবসম্বন্ধে কি বলিব? যাহা অপর আচার্য্যগণসম্বন্ধে আমরা বলিলাম, তাঁহার সম্বন্ধেও তাহাই একান্ত সত্য। মৃত্যু তাঁহার রসনাকে হরণ করে নাই, কিন্তু ভারত ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি ভূখণ্ডে তাঁহাকে সহস্রধা করিয়া পুনরুৎপন্ন করিয়াছে। এখন আমরা প্রত্যক্ষ-বিশ্বাসনয়নে দেখিয়া যাহা বলিলাম, কালে ইহা সর্ব্বসাধারণের নিত্যপ্রত্যক্ষ ব্যাপার হইবে। অগ্রে বলা ভাল, কেন না যাহা এ সময়ে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইবে না, তাহা ভবিষ্যতে হইবে, কিরূপে বলা যাইতে পারে?

নববিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

৬। বিধান প্রবর্ত্তক মহাজনগণ, সাধু যোগী ও ঋষিগণ ঈশ্বরের এক এক স্বরূপের প্রকাশ, সুতরাং সেই ভাবে অনাদিকাল হইতে নিত্যকাল ঈশ্বরে অবস্থিত।

"ঈশা, মুসা, মহম্মদ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের বক্ষে নিহিত ছিলেন, সুতরাং যদিও তাঁহাদের প্রকাশের আদি আছে, কিন্তু তাঁহারা অনাদি। তাঁহারা এক এক জন ব্রহ্মের যে সকল বিচিত্র স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদিগের অবতরণের আগে কি ব্রহ্মেতে সে সকল গুণ ছিল না? ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপ ও গুণ নিত্য, অনাদি অনন্ত। সাধু মহাজনেরা আসিয়া সে সকল বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ করেন। সাধুদিগের অবতরণের এবং ঐ গুণ সমুদায় প্রকাশের আদি আছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা ব্রহ্মের অন্যান্য গুণের আদি নাই।" "সাধুদিগের অবতরণের পূর্ব্বে তাঁহারা ব্রহ্মের মধ্যে অব্যক্ত ভক্তরূপে এবং

অব্যক্ত সাধু গুপ্তরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন।" (সে, নি, ৩১৫ পৃ)

৭। ঈশ্বর সহ যোগস্থলে সাধুগণের অভ্রান্তি-বিয়োগ স্থলে ভ্রান্তি।

"ঈশ্বরের সহ বিয়োগভূমিতে আমি ভ্রান্তিপূর্ণ, অভ্রান্তি আমার নাই। কিন্তু আমি যত যোগী হইব তত অভ্রান্ত হইতে থাকিব। যোগের সময়ে আমার এ জিহ্বা আমার নয়, আমার হস্ত আমার নয়, এই কলম যাহা দিয়া আমি লিখিতেছি, তাহাও আমার নয় ঈশ্বরের। এই রসনার বাক্যে, এই লিখিত প্রবন্ধে সমস্ত পৃথিবী কাঁপাইব।" ইত্যাদি (সে, নি, ৬৬ সং)।

৮। বিধানপ্রবর্ত্তক মহাজন সাক্ষাৎ বিধান-সম্পর্কীয় বিষয়ে অভ্রান্ত, কেন না উহা সাক্ষাৎ ঈশ্বর সহযোগে নিষ্পন্ন।

"মানুষ জন্মে কোথায়? মাতৃগর্ভে। কিন্তু স্বর্গীয় পুরুষের জন্ম হয়, তখনই ঈশ্বর তাঁহার রক্তের মধ্যে স্বর্গের ভাব দিয়া তাঁহাকে গঠন করেন। দশটি স্বর্গের কার্য্য সমাধা করিবার জন্য পৃথিবীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাকে দেখিয়া জননী কৃতার্থ হন এবং পৃথিবী ধন্য হয়। তিনি জন্ম সন্ন্যাসী প্রেরিত ঋষি, তিনি জগতের আদরের গোপাল, তিনি প্রেরিত শিশু, তাঁহাকে দেখিয়া পৃথিবী বলিল আমাদের গুরু আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহার গুরুত্ব বুঝিল। তাঁহার জিহ্বাই বেদ, তাঁহার জীবনই শাস্ত্র। তিনি জন্মসাধক, তিনি জন্মযোগী। তাঁহার এক একটী কথা শুনিয়া লোকে বলিবে, ইহাঁর এক একটী কথা স্বর্গের অভ্রান্তবাণী।" (সে নি ৪৫০ পৃষ্ঠা)।

"প্রকাশ করিয়া আমি বলিতেছি, আমাদের মধ্যে কয়েকটি লোক থাকিবে যাহাদের সাক্ষাৎ আদেশ হইবে। তাঁহারা পরীক্ষা দিয়া আপনাদের সত্য প্রমাণ করিবেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ইনফালিবেল স্বীকার করাইবেন। নববিধানের মধ্যে এ প্রকার লোক ৫০ জন থাকিতে পারিবে। কাহারও পাঁচ বিষয়ে কাহারও পঞ্চাশ বিষয়ে প্রত্যাদেশ থাকিবে। আমি এই প্রকার লোকের মধ্যে এক জন। আমার বৈরাগ্য এবং প্রত্যাদেশসম্বন্ধে কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে দিব না। আমার বৈরাগ্য এবং প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে আমি কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে দিব না। আমার বৈরাগ্য এবং প্রত্যাদেশসম্বন্ধে যদি কেহ প্রতিবাদ করেন, আমি তাহা মিথ্যা বলি। আমি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা দিব, পরীক্ষার পর তবে প্রতিবাদ করিবেন।" "এত দিন যে সকল উপায় এবং ইনষ্টিটিউসন বাহির হইয়াছে, তাহার ভ্রান্তি দেখাইতে হইবে। যেখানে যেখানে ভ্রান্তি আছে সমস্ত দেখান হউক, আমি তাহার সমস্ত খণ্ডন করিব।" (প্র, স, বি, ১৮০২ শক ১৫ ভাদ্র)।

৯। প্রত্যেক মহাজনের নিকটে তৎকৃত উপকারের জন্য মনুষ্যগণ ঋণী। তাঁহারা মানব জাতির প্রতিনিধি, তাঁহাদিগের জীবনে দূরস্থ ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হয়। পৃথিবী তাঁহাদিগের ক্রিয়ার ফলভোগী হইয়া থাকে। ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ তাঁহাদিগেতে প্রকাশ পায় এজন্য তাঁহাদিগের পুত্রত্ব। ঈশ্বরে অলৌকিক নির্ভর তাঁহাদিগের অসাধারণ লক্ষণ।

"যে ব্রাহ্ম দর্প করিয়া বলে যে, আমি কাহারও নিকটে ঋণী নহি, দর্পহারী ঈশ্বর তাহার দর্প চূর্ণ করিবেন। হে ভ্রান্ত অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, তুমি কি এক বার বিচার করিয়া দেখিলে না যে তোমার ধর্ম্মজীবনের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে পৃথিবীর সাধু মহাজনদিগের ঋণ রহিয়াছে। তুমি কি এক বার ভাবিয়া দেখিলে না যে, কাহার নিকটে তুমি ব্রহ্মস্তবস্তুতি, ব্রহ্মারাধনা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি যোগ ধ্যান শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সাধুসেবা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সংসারে বৈরাগ্য সাধন শিখিলে। তুমি যে আপনার রাজ্যমধ্যে বিবেককে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতেছ, ইহা তুমি কাহার নিকট শিখিলে? তোমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলিতেছে, আমার গুরু অমুক অমুক। পৃথিবীর সমুদায় মহাজনদিগের নিকটে ধারে ধারে তুমি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সাধুদিগের নিকটে তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রী হইয়াছে।" (সে, নি, ২২১ পৃ)।

"সহস্র সহস্র বৎসরেও যাহা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, মহাপুরুষের শিক্ষা ও যত্নে তিন বৎসরের মধ্যে সে সকল অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। মহাজন দেশ কাল অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ দেশাচার এবং সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে মহাতেজের সহিত ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করেন। দূরস্থ ভবিষ্যৎ মহাজনের জীবনে বর্ত্তমান হয়, মহাজনের আগমনে পৃথিবীর উন্নতির রথ ভয়ানক নক্ষত্রবেগে ছুটিতে থাকে।" (সে. নি. ৩৯৫ পৃ)।

"এক জন মহাপুরুষ যদি বলেন 'এই আমার বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগে পৃথিবীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল' বাস্তবিক তাহাই হইল। মহাপুরুষের সে উক্তি মিথ্যা হইতে পারে না।" "বিশ্বাসী বিষয়দংশ এক দিন মহাপুরুষের সেই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। বস্তুতঃ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এক জন মহাপুরুষ যে ক্রিয়া সম্পাদন করেন সমস্ত পৃথিবী তাহার ফলভোগী হয়।" (সে, নি. ৩৯৫।৯৬ পৃ)।

"পুত্রের মধ্যে যদি পিতার কোন লক্ষণ না থাকে তাহাকে কিরূপে পুত্র বলা যাইতে পারে? সেইরূপ যিনি ঈশ্বরের অনুরূপ, ঈশ্বরের ন্যায়, ঈশ্বরের মত, তাঁহাকেই ঈশ্বরসন্তান বলা যাইতে পারে। যাঁহার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা এবং শান্তি প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ গুলি আছে তাঁহাকেই ঈশ্বর সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। যাঁহার মধ্যে যত পরিমাণে ঈশ্বরের এই স্বভাব লক্ষণগুলি আছে, তিনি তত পরিমাণে ঈশ্বরের সন্তান অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের অধিকারী।" (সে, নি, ৩৯৮। ৯৯ পৃ)।

"যদি আপনাকে ঈশ্বরের বিশেষ চিহ্নিত লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চাও তবে আপনার জীবন অলৌকিকবল অর্থাৎ লোকাতীত দৈববলে চিহ্নিত দেখাইতে হইবে। বাস্তবিক আমাদের জীবনে যদি স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের শক্তি না দেখিতে পাই, তবে যে অপর সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় অবস্থিত তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মহাজন সম্পর্কে এই একটী অলৌকিক ক্রিয়া লেখা আছে যে, যে খানে আকাশ, শূন্য কিছুই নাই, সেখানে তিনি তাঁহার এবং তাঁহার বন্ধুদিগের খাদ্য পাইয়া ছিলেন। মহাজনেরা মুক্তকণ্ঠে পৃথিবীকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—"কেহ কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না।" "সর্ব্বাগ্রে তোমরা স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পরে তোমাদিগের যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সে সমস্ত তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।" (সে, নি, ৪৪২ পৃ)। "বাস্তবিক মহাজনগণ সাধারণ লোকদিগের শ্রেণীর বহির্ভূত। সাধারণ লোকেরা বলে আমরা এইরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, মহাজনেরা বলেন এ সকল অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার ব্যবহার।" (সে, নি, ৪৪৩ পৃ)।

১০। ইহলোক এবং পরলোকস্থ সাধুগণ লইয়া নববিধানের দল। এই দলস্থ সকলে প্রেমেতে এবং পুণ্যেতে সর্ব্বদা সাক্ষাৎসম্বন্ধে একত্র সংযুক্ত।

"মা দয়াময়ী, বল, প্রেমের কি এমনি নিয়ম, যাই শরীর তফাৎ হইল অমনি প্রেমও তফাৎ হয়? যত বিচ্ছেদ তত প্রণয়। কোথায় প্রাণের ঈশা মুষা, তাঁরা কত দূরে? না! তাঁরা কাছে রয়েছেন। প্রেমের সম্বন্ধ কি এত নিকট।" "মা জননী, প্রেমের রাজ্য আনিয়া দাও, অন্তরে অন্তরে দেখা সাক্ষাৎ হউক। তফাৎ তো নই, আমরা সকলে হিমালয়ে বসে আছি। হে আনন্দময়, হে প্রেমস্বরূপ, তোমার সঙ্গে যে দল লইয়া থাকা জমাট প্রেমের কথা। যেখানে থাকি কয়টিতে এক হয়ে থাকি।" "তোমার কাছে দেখিব সকলে একখানি হইয়া রহিয়াছি। মা, পুণ্যেতে এক কর, প্রেমেতে এক কর। ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে এক হইয়াছিলেন, তেমনি আমাদের কর। যেখানে যত সাধু আছেন, সকলের সঙ্গে আমাদিগকে এক কর।" (প্রার্থনা ২৮।২৯ পৃ)।

১১। ঈশ্বরে ভক্তি সাধুতে ভক্তি যুগপৎ হয়।

"ভক্ত ভক্তবৎসলের সঙ্গে আছেন, এই জন্য যত ভক্তকে ভক্তি করি তত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হয়। আবার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হইলে ভক্তের প্রতিও সমাদর বৃদ্ধি হয়।" "ব্যাকুলতা বৈরাগ্য, বিনয়, বিশ্বাস, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, প্রেম, নির্ভর, আনুগত্য, যে কোন ব্যক্তির জীবনে এ সকল ভক্তির লক্ষণ দেখিব, তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব। ঈশ্বর মধ্যস্থলে সশিষ্য বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখের প্রকাশ ভক্তদিগের মুখে দেখিব। যত ভক্তদিগকে ভক্তি করিব, তত ভক্তবৎসল আমাদিগের আরও হইবেন। অতএব কোন ভক্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চেষ্টা করিও না। প্রাণ যদি ঈশ্বরকে দাও, তিনি যদি তোমাদের প্রিয় হন, তাঁহার সমস্ত ভক্তগণও তোমাদের প্রিয় হইবেন, কেন না ভক্তদিগের সঙ্গে তাঁহার নিগূঢ় যোগ" (সে, নি, ২৩১।৩২ পৃ)।

শ্রীআচার্য্যদেবের পত্র।

সিমলা, হিমালয় ১৬ আগষ্ট ১৮৬৮।

প্রিয় জগবন্ধু!

ভক্তিঘাটের সমারোহ দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া প্রাণ শীতল হইতেছে। চারিদিক্ হইতে কেবল ভক্তির কথা শুনিতেছি। তোমাদের পত্র গুলি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলে বড় আনন্দ লাভ হয়। আর কিছু তোমাদের থাকুক বা না থাকুক যদি কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভক্তের প্রতি ভক্তি থাকে তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই, কেন না ভক্তি মুক্তির দ্বার। এই ভক্তি যাহাতে প্রগাঢ় হয়, তাহার চেষ্টা কর, তজ্জন্য প্রার্থনা কর, যাহা চাও সকলি পাইবে। দয়াময়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে, ভক্তিভাবে ভক্তবৎসলের পদতলে পড়িয়া থাকিতে, আমি তোমাদিগকে বার বার অনুরোধ করিয়াছি, এখনও করিতেছি, কেন? কেবল এই করার জন্য আমার প্রতি দয়াময়ের এই আদেশ। বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া থাকাই ঔষধ। তিনি এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং এই কথা দাস হইয়া তোমাদিগকে বার বার বলিতেই হইবে। পরে তিনি আরও বলিবেন, সময় অনু-

সারে সমুচিত ঔষধ তিনি বিধান করিবেন। সে বিষয়ের জন্য আমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, জিজ্ঞাসু হইবার অধিকার নাই। প্রভুর যখন যে আজ্ঞা হইবে তখন তাহা পালন করিতে হইবে। এখন তিনি যে পথ দেখাইতেছেন বিনীত ভাবে সেই পথে চল। অন্য কথা কহিও না, পরে কি হবে কোথায় যাব ভক্তদিগের এ বিষয় আলোচনা করা অন্যায়, ইহা অনধিকার চর্চ্চা, ইহা অবিশ্বাস। তাঁর চরণে মাথা রাখ তিনি টানিয়া লইয়া যাইবেন; মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না; প্রভু কোথায় লইয়া যাও, এ যে ভাল পথ বোধ হয় না; এ ভয়ানক অবিশ্বাসের কথা মুখে আনিও না। বিশ্বাস কর প্রভু নিজে বলিতেছেন তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিলে মহাপাপীদের পরিত্রাণ হইবে। এই সময়ের এই বিশেষ প্রত্যাদেশ। আমি যখন মুঙ্গেরে "দয়াময়ের চরণ চাই" বলিয়া তোমাদের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতাম, তখন সময়ের ধন কিনিতে অনুরোধ করিতাম। অসময়ের দ্রব্য আমি কোথায় পাইব, তোমারাই বা তাহা পাইলে কি করিতে পার? তোমরা যদি সহস্র বার বল, আমরা যে মহাপাপী, আমি সহস্র বার বলিতে চাই পিতার চরণে লুটাইয়া পড়, কেন না তিনি স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন এখনকার রোগের এই ঔষধ। যদি বল আর কোন উপায় বলিয়া দিন, এই উপায় কার্য্যকর হইতেছে না, আমি এ কথা এখন শুনিব না, শুনিতে পারি না। দয়াময়ের আদেশ প্রচার করিব, আমার নিজের মত চালাইব না। কিন্তু পরে তোমাদের কথা শুনিব, আর আর উপায় বলিব যখন পিতা বলাইবেন। যখন এক পথ শেষ করিয়া অপর পথের উপযুক্ত হইবে তখন সেই নূতন পথ দয়াময় দেখাইবেন, ভয় নাই, চিন্তা নাই। পাপের জন্য ঘৃণা ব্যাকুলতা, ক্রন্দন, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। আপনার উপর নির্ভর করিতে গেলে চারি দিক্ অন্ধকার—তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এই তাহা আমি জানি, কিন্তু পরিত্রাণের জন্য এ সমুদায় আবশ্যক। এখন যদি হাসিতে চাও, তাহা হইবে না, প্রতিদিন আনন্দের সহিত ব্রহ্মপূজা করিতে চাও, তাহা হইবে না, পাপ থাকিতে শান্তি লাভ করিতে চাও, তাহা হইবে না। এখন কাঁদিতে হইবে, শস্যসংগ্রহের সময় হাসিবে; এখন ব্যাকুলতা, নবজীবন পাইবার সময় শান্তি হইবে। তাই বলি এখন খুব ব্যাকুল হও, পাপের জন্য আপনাকে খুব ঘৃণা কর, পাপকে খুব ভয় কর, গেলাম গেলাম বলিয়া তাঁর চরণে পড়ে খুব কাঁদ। এখন যত কান্না তখন তত হাসি। এখন যত ভক্তি তখন তত মুক্তি। পরে যে লাভ হইবে তাহার জন্য কি সন্দেহ হয়? দয়াময়ের কথায় কি পূর্ণ বিশ্বাস হয় না? আমিও কি মিথ্যাবাদী হইলাম? পিতা এ সকল জানিয়া তোমাদিগকে ভাবী মঙ্গলের অগ্রিম কিছু কিছু এখনই দিতেছেন, ইহা কি অস্বীকার করিতে পার? কি ছিল কি হইল। আবার মনে কর কি হইতে পারিবে। তাঁহার আশ্রয় না পাইলে কোন্ পাপহ্রদে ডুবিতে. কত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতে যদি দুষ্প্রবৃত্তির স্রোতে অবাধে ভাসিয়া যাইতে এ ক দিনে কি হইত!!! দয়াময় তোমাদের ঢের করেছেন, অনেক দিয়াছেন. তাঁর নাম লইতে পারিতেছ, তাঁর পবিত্র সন্নিধানে এক দিনও চরিতার্থ হইতেছ, ইহা কি পাপীদের পরম সৌভাগ্য নয়? এই সৌভাগ্য যেমন কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে তেমনি কিছু শান্তিও হৃদয়ে বিধান করে। হা, দয়াময় এই মহাপাপীর জন্য এত করিলেন! যে স্বেচ্ছামুগত হইয়া গভীর পাপ কূপে ডুবিয়া থাকিত, সেই জঘন্য ঘৃণিত ব্যক্তিকে, তিনি পদতলে স্থান দিলেন। আমার কি সৌভাগ্য, আমার কতই না আশা হইতে পারে, হা মনে হইলে প্রাণ শীতল হয়। জগবন্ধু, বল দেখি প্রাণ শীতল হয় কি না? হয়, নিশ্চয়ই হয়। এই শান্তি সেই বিমলানন্দের প্রাতঃকাল যাহা নবজীবনে অনুভূত হবে। এই শান্তি আভাস, ইহা দেখাইয়া দেয় যে পিতা কেমন ভবিষ্যতে আনন্দ দিবেন। এ মত অঙ্গীকার করে না তাই অবিশ্বাসীদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এখনই কিছু কিছু নগদ দেন। পিতার তো ইচ্ছা যে একেবারে খুব আনন্দ দেন কিন্তু সন্তানেরা যে পাপের জন্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। তবে যাতে পাপ যায় এস সকলে মিলে তাই করি, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম যতই হয় এখন ততই ভাল। সেই সংগ্রামে তোমার তোমাদের বড় কষ্ট হইতেছে, এক এক বার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অনেক ভাবনা হইতেছে, ভয় হইতেছে, এ সকল আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি এবং তোমাদের দুঃখে আমার বড় দুঃখ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু জগদ্বন্ধু, কি করিবে বল? যত কষ্ট হইতেছে এ সকল যে তিনি দিতেছেন পাপ মোচনের জন্য। তিনিই পাপকে যন্ত্রণাদায়ক করিতেছেন। এখন এই প্রার্থনা কর, যত দিন এই সংগ্রামের তরঙ্গ সকল মস্তকের উপর দিয়া চলিবে তত দিন যেন মস্তক হেট করিয়া তাঁহার পবিত্র মঙ্গল চরণে পড়িয়া থাকিতে পার। যখন এই তরঙ্গ চলিয়া যাইবে, তখন মাথা উঠাইয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিবে কেবলই শান্তির জ্যোৎস্না। এখন দীননাথের শরণাপন্ন হইয়া থাক, পরে আনন্দস্বরূপের শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিবে। তোমরা পাপের জন্য খুব ক্রন্দন কর, তাতে আমার তত ভয় হয় না। পাছে দীননাথের চরণ ছাড় এই আশঙ্কা। তোমাদিগকে আবার বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি তোমরা কিছুতেই তাঁর চরণ ছেড়

না। এই জন্য তোমার রচিত সেই গীতটী আমার বড় ভাল লাগে, এবং তোমাদিগকেও সেইটী নিয়ত ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি "দাঁড়াও এক বার বক্ষঃস্থলে"। ভয় কি দীননাথকে সঙ্গে লইয়া চল, অগ্রসর হও, সুদিন হইবে। তোমাদের অধিক ক্রন্দন করিতে না হয় তাহা হইলেই আমি বাঁচি। আজ তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

জেহাদে গমনোদ্যত সেনাপতির প্রতি খলিফা আবুবেকরের উক্তি।

হজরত মোহম্মদের পরলোক গমনের পর তাঁহার প্রচার বন্ধু আবুবেকর তদীয় স্থলাভিষিক্ত হইয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম রক্ষা ও বিস্তারে প্রবৃত্ত হন। তিনি রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে সৈন্য প্রেরণ করেন। ধর্ম্মযুদ্ধে যাত্রাকালে সেনাপতিকে তিনি এই উপদেশ দান করেন "যখন তোমরা চলিতে থাকিবে আপনাকে ও সঙ্গীদিগকে গমনে সঙ্কুচিত করিবে না, আপন সহচরদিগের প্রতি ক্রোধ করিবে না, অনুচরদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে, সমুদায় বিষয়ে তাহাদের প্রতি ন্যায়ের অনুসরণ করিবে। অত্যাচারকে দূরে রাখিবে। অত্যাচারী কখন কল্যাণ লাভ করে নাই, শত্রুর উপরে জয়লাভ করিতে পারে নাই। যখন তুমি শত্রুদলের সম্মুখীন হইবে, তখন তাহাদিগ হইতে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিবে না। ঈশ্বরের উক্তি;—'যে ব্যক্তি সেই দিন যুদ্ধ কৌশল অথবা সৈন্যবৃন্দের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্য ব্যতীত শত্রুদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে ঈশ্বরের অসন্তোষ সহ ফিরিয়া আইসে, তাহার স্থান নরকে।' শত্রু সৈন্যের উপর জয়যুক্ত হইলে দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বালক এবং বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদিগকে বধ করিবে না। যে সকল পশুর মাংস ভক্ষিত হয় সেই সকল পশু ব্যতীত অন্য পশু হত্যা করিবে না। অঙ্গীকারের অন্যথা করিবে না, সন্ধি স্থাপন করিলে তাহা ভঙ্গ করিবে না। যাহারা ভজনালয়ে বাস করে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে না, যাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া থাকে সেই ধর্ম্মযাজকগণকে হত্যা করিবে না, কেন না তাহারা আপন সংস্কারানুসারে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সংসারত্যাগী। ঈশায়ী ও ইহুদি সাধক প্রভৃতির তপস্যা কুটীর ভঙ্গ করিবে না। সত্বরই তোমরা শয়তানের দল এমন সকল লোক দেখিতে পাইবে, মস্তকের মধ্যভাগ মুণ্ডিত ক্রুশধারী লোকদিগকে দেখিতে পাইবে, করবালযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিও, হয় তাহারা এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করুক, নতুবা নীচ হইয়া স্বহস্তে করদান করুক। সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতেছি।"

কুটীর।

ব্রতান্তে আচার্য্যের উপদেশ।

১৬ ফাল্গুন, সোমবার ১৭৯৮ শক।

হে ধর্ম্মার্থিগণ, ভক্তি, যোগ বা জ্ঞান যাহাতে তোমাদিগের চিত্ত অনুরক্ত হউক, জানিও সে সকলই পুণ্যমূলক। অতএব যত্নপূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় কর। রসনা, হস্ত ও চিত্ত সর্ব্বথা বিশুদ্ধ রাখ, তাহাতে যেন তোমাদের স্খলন না হয়। এ বিষয়ে তোমরা কখনও শিথিল হইও না, লোকেরা তোমাদিগকে এই লক্ষণেই চিনিবে। তোমাদিগের চরিত্র দ্বারা যাহাতে ভক্তি যোগ জ্ঞানে কাহারও ঘৃণা বা সংশয় না হয়, এরূপ নিয়ত যত্ন করিবে। তোমাদিগের প্রতি প্রভুর এই আদেশ। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এই আদেশ প্রতিপালন কর। কার্য্য রসনা ও চিত্ত হইতে পাপ দূরে রাখ, যাহাতে পাপ এ সমুদায় হইতে বাহির হইয়া যায় তজ্জন্য যত্ন কর। যখনই পাপ চিন্তা হঠাৎ মনের ভিতরে উদিত হইতে উদ্যত হইবে, তখনই বল সহকারে উহাকে দূরে নিক্ষেপ কর। পুণ্য উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া নির্ম্মলচিত্তে বিচরণ কর এবং সকলের প্রিয় হও। প্রভু তোমাদিগের হস্তে গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। ইহা প্রতিপালনে দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিজ ব্রত বহন কর।

১৮ ফাল্গুন, বুধবার ১৭৯৮ শক।

হে ধর্ম্মার্থিগণ, তোমরা দীর্ঘকাল ব্রত ধারণ করিলে। যাহারা ব্রতধারণ করে নাই তাহাদিগের সহিত তোমাদিগের ভিন্নতা থাকিবে। তোমাদিগের ব্রত সফল হইয়াছে ইহাতেই বুঝা যাইবে। সংসারিগণ হইতে যদি তোমাদের ভিন্নতা না হইল তবে ব্রতে কি প্রয়োজন ছিল? এরূপ হইলে সমুদায় নিষ্ফল হইয়াছে সন্দেহ কর। জীবন যাহাতে নিত্য পবিত্র ও উন্নত হয়, ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এরূপ যত্ন কর। ঈশ্বরের অনুরক্ত হইয়া সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক অল্পে তুষ্ট হও, ভোগ ও বাসনা পরিত্যাগ কর। অনাহারাদি দ্বারা শরীর কৃশ করিলে ভোগাভিলাষ যায় না। আসক্তি উন্মূলন করিয়া ইহা সহজে সাধিত হয়। বাসনার নিবৃত্তি এবং ঈশ্বরের অনুরাগ এই দুই ব্রতের সাফল্য জানিবে। অতএব লোকে যাহাতে বিষয়িগণ হইতে তোমাদিগের ভিন্নতা বুঝিতে পারে তজ্জন্য নিয়ত যত্ন কর।

বৃহস্পতিবার, ১৯ শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক।

হে ধর্ম্মার্থিগণ, আগে ছোট তার পর বড়, ছোটতে যে কৃতার্থ হয় বড়তে সে কৃতার্থ হয়। যদি জগতের ভিতরে পরসেবা করিয়া জীবনকে পবিত্র করিবে মনে থাকে তবে ছোট দল যে তোমরা তোমাদের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখ। যে গুণ তোমাদের এই কয় জনের ভিতরে আয়ত্ত হইবে, সেই গুণ জগৎকে প্রদর্শন করিতে পারিবে। এই অবস্থা ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণের জন্য দিয়াছেন। এই অবস্থা অনুসারে স্বীয় উন্নতি করিতে পারিলে জগতের সেবাতে নিরাশ হইবে না। আগে নির্লোভী হইয়া এই কয় জনকে সেবা কর। এই কয় জনকে পরিত্রাণ পথের সঙ্গী এবং ঈশ্বরের সেবক জানিয়া পরস্পরের সেবা শিক্ষা কর। অনেকে একেবারে প্রকাণ্ড জগতের সেবা করিতে গিয়া কার্য্যে কিছুই করিতে পারে না, কারণ অত বড় সমুদ্রে কি কেহ হাল ধরিতে পারে? এই জন্য ঈশ্বর দয়া করিয়া তোমাদের অল্প কএক জনকে একত্র করিয়াছেন। এই দলের মধ্যে যাহা কিছু অন্যায় ভাব আছে তাহা দূর কর। সাধুসঙ্গ এবং সৎপ্রসঙ্গ অভ্যাস কর। তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ থাকিবে না। এই কয় জনকে পর ভাবিতে পারিবে না। অহঙ্কারী বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। এই কয় জনকে সামান্য মনে করিবে না। কখনও ক্ষমাবিহীন এবং অপ্রেমিক হইবে না। আলস্যপরায়ণ হইয়া জীবনকে নষ্ট করিও না। আগে একটী শর্ষপ কণার ন্যায় স্বর্গ নির্ম্মাণ কর। একত্র অধ্যয়ন, একত্র শিক্ষা লাভ করিবে। সহাধ্যায়ী কয় জন, তোমাদের মধ্যে যতগুলি সাধুভাব আছে, এই কয় জন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত কর। জীবন সংগঠিত হইবে। ব্রতীর ভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের সেবা কর, পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন কর।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যো ব্রতান্তে ধর্ম্মার্থিচতুষ্টয়মনুশাস্তি।
ভক্তির্যোগোঽথবা জ্ঞানং যত্র বো রমতে মনঃ।
পুণ্যমূলং হি তৎসর্ব্বং তৎসঞ্চিনুত তৎপরাঃ॥ ১॥
ধর্ম্মার্থিনো বিশুদ্ধত্বং রসনাকরচেতসাম্।
সর্ব্বথা সংরক্ষণীয়ং ন প্রমাদ্যত তত্র বৈ॥ ২॥
ন জাতু শিথিলা যূয়ং ভবতাস্মিন্ কদাচন।
অনেনৈব লক্ষণেন জনা বো লক্ষয়ন্তি যৎ॥ ৩॥
যুষ্মাকং চরিতৈর্জাতু জুগুপ্সা সংশয়োঽথবা।
জ্ঞানে যোগেঽথবা ভক্তৌ জনানাং ন ভবেদ্যথা॥ ৪॥
ভবিতব্যং প্রযত্নেন যুষ্মাভির্নিয়তং তথা।
আদেশ এষ সংপাল্যঃ প্রভোঃ সংবিজিতেন্দ্রিয়ৈঃ॥ ৫॥
কার্য্যাদ্ধ্রুবতং পাপং রসনায়াস্তথৈব চ।
চিন্তাদ্যথা বহির্যাতি বশমাতিষ্ঠতাত্র ভো॥ ৬॥
পাপচিন্তা যদৈবাঙ্গ প্রেরোঢ়ং প্রসভং হৃদি।
প্রক্রমেত ক্ষণাদ্দূরং ক্ষিপতেমাং সুবিক্রমৈঃ॥ ৭॥
উৎসাহেন প্রজ্বলন্তঃ পুণ্যৈর্বিমলচেতসঃ।
বিচরতাত্র লোকানাং প্রিয়তামেত্য নিত্যশঃ॥ ৮॥
ভারো গুরুতরো হ্যেষ প্রভুণা বঃ সমর্পিতঃ।
দায়িত্বং পালনে তস্য স্মরন্তো বহত ব্রতম্॥ ৯॥

ধর্ম্মার্থিনঃ পৃথক্‌কৃত্বং বঃ সুদীর্ঘব্রতধারিণাম্।
অব্রতিভ্যো ভবেদেতৎ সাফল্যস্যাস্য লক্ষণম্॥ ১॥
সংসারিভ্যো বিভিন্নত্বং যদি নো কিং ব্রতৈস্তদা।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং বৃত্তমেবং সন্দিগ্ধ নিশ্চিতম্॥ ২॥
বিশুদ্ধমুন্নতং নিত্যং যথা বো জীবনং ভবেৎ।
তত্র যত্নঃ সমাস্থেয়ো বাসনাভোগবর্জ্জিতৈঃ॥ ৩॥
সন্তোষং পরমাস্থায় তুষ্টিং বহত চাত্মকে।
ত্যাজ্যো ভোগো বাসনা চ ত্যাজ্যা রক্তাঃ পরেশ্বরে॥ ৪॥
ন কায়কর্ষণাদেতৎ সাধ্যং ভোগাভিবর্জ্জনম্।
উন্মূলয়ন্তশ্চাসক্তিং সংসাধয়ত তৎ সুখম্॥ ৫॥
বাসনানাং নিবৃত্ত্যানুরাগাচ্চ পরমেশ্বরে।
বিজ্ঞাতব্যং নিশ্চয়েন সাফল্যং তদ্‌ব্রতস্য তু॥ ৬॥
অতএব বিভিন্নত্বং যথা বো লক্ষ্যতে জনৈঃ।
বিষয়িভ্যস্তথা নিত্যং যত্নমাবহতাসকৃৎ॥ ৭॥

ধর্ম্মার্থিনঃ সমারম্ভো মহান্ ক্ষুদ্রাদিতি স্থিতিঃ।
ক্ষুদ্রাদারভ্য মহতি সকলোদ্যমতাং ব্রজেৎ॥ ১॥
সেবা হি সর্ব্বলোকানাং যুষ্মাকং সম্মতা যদি।
যন্মণ্ডলী মধ্যগতাস্তাং সেবধ্বং তদাগ্রতঃ॥ ২॥
অন্যেষাং সেবনে শক্তাস্তত্র চেৎ কৃতকৃত্যতা।
অন্যথা নিশ্চিতং বিত্ত ন সেবাসু ক্ষমাঃ ক্বচিৎ॥ ৩॥
শিক্ষার্থমেব বো জ্ঞেয়া মণ্ডলীয়ং নিয়োজিতা।
বিধাত্রেতি ততস্তস্যাঃ সেবাভিলাষসাধনা॥ ৪॥
অতো নিত্যমতন্দ্রিতমনসঃ সেবনোৎসুকাঃ।
ভবতানেন লোকানাং সেবায়াং স্যাৎ কৃতার্থতা॥ ৫॥
অহঙ্কারপরা এতে চাশক্যেয়া ইতি ক্বচিৎ।
ন মন্যধ্বং মণ্ডলীগান্ ভ্রাতৄনবরবুদ্ধিতঃ॥ ৬॥

সঙ্গীত।

কোন মহিলা কর্ত্তৃক।

মরি, কি বা শোভা, মাতঃ হিমালয়রাণী।
বসে আছ আলো করে নিজরূপে জননী॥
এই পুণ্যময় স্থানে, যোগী ঋষি সাধুগণে,
মনকরে ছিলে, তুমি দিবস রজনী॥
তারা তারিণী পর দুঃখ নাশিনী,

দুর্গারূপে দুর্গতি দূর কর দুর্গতিহারিণী॥
রূপে করে গিরি আলো. কোলে লয়ে ভক্তদল,
বিরাজ করিছ হেথা দিবস যামিনী॥
তব পদ জননী, ধৌত করে নির্ঝরিণী,
সিংহাসন তব এই অনন্তহিমানী।

সংবাদ।

আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর মহিলাগণ মধ্যে যোগের ভাব বিশেষরূপে কার্য্য করিতেছে। নারীজাতি স্বভাবতঃ ভক্তিভাবপ্রধানা। তাঁহাদিগের মধ্যে যোগের প্রবেশ ভিন্ন ভক্তিমূলবিহীনা হইয়া উৎপাতের কারণ হয়। নব বিধানে মীরা. করমতী বাই প্রভৃতির ভক্তি এবং বৈদিক সময়ের ব্রহ্মবাদিনীগণের যোগ ও তত্ত্বজ্ঞান একত্র মিলিত হইয়া নারীচরিত্রের পূর্ণতা হইবে। সর্ব্বথা বিষয়াসক্তি বিরহিত হইয়া ঈশ্বর দর্শন এবং যোগদৃষ্ট ঈশ্বরের প্রেম ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ভাব, আমরা যুগপৎ আমাদিগের ভগিনীগণেতে দেখিয়া সুখী হইব, এই আমাদিগের হৃদ্গত বাসনা।

পৃথিবী আহার পানের জন্য যে প্রকার ব্যস্ত সমস্ত, তাহাতে বোধ হয় যেন মনুষ্যজীবন কেবল শরীরের সেবার জন্যই সৃষ্ট। বৈরাগ্য যদি আমাদিগের নিকটে কোন শুভ সংবাদ আনয়ন করে, তবে তাহার অর্থ এই, তোমরা দেহের ভরণপোষণের জন্য উদ্বিগ্ন হইও না, আমি তাহার ভার গ্রহণ করিতেছি, দেখিবে কেমন সহজে তোমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। আমরা প্রেরিতগণ এবং তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের দৈনিক আহারের ব্যয় সকলের গোচর করিতেছি, ইহাতে সকলে দেখিতে পাইবেন, কেমন অল্প ব্যয়ে কলিকাতার ন্যায় নগরীতে এতগুলি পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারেন।

চাউল—১০ সের	৸৶০	তরকারী প্রভৃতি—	৶০
কয়লা—॥ মোণ	।০	জলখাবার ও দুগ্ধের—	০
দাউল -৴২ সের	৶১০	মসলা প্রভৃতি—	৴০
তৈল—৴।—	৴৫	আটা—	৴১০
লবণ—৴॥—	৴১৫	রোগীদিগের জন্য পথ্য	৴১০

মোট ২।১০

২।১০ আনাকে ৬২ ভাগ করিলে প্রতিজনের এক বেলার আহারের ব্যয় ইংরেজী ৭ পাই করিয়া পড়িতেছে। আশ্চর্য্য এই, এত অল্পে এত লোকের যে আহার চলে আমরা পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। আমাদিগের পরম মিত্র বৈরাগ্য আসিয়া আমাদিগকে সংসারের বিষয়ে অনেক নূতন শিক্ষা দান করিতেছেন।

পাঠকবর্গ আচার্য্যদেবলিখিত মুঙ্গেরের পত্রখানি পাঠ করিয়া দেখিতে পাইবেন, মুঙ্গেরে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়া উহা কেন ক্ষণস্থায়ী হইল? আচার্য্যদেব আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে দিয়া পরিশেষে বা হতাশ হইয়া দয়াময়ের চরণ কেহ ছাড়িয়া দেন। যাঁহারা পরিশেষে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা অবলোকন করিয়াছিলাম। ভগবান্ যখন যাহা বিধান করেন, মনুষ্য তৎপ্রতি সন্তুষ্ট না হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে আনন্দ শান্তি লইতে চায়, ইহাতে এই ফল হয় যে, তাহারা অসন্তুষ্ট চিত্তে এমন সকল উপায় প্রাণপণে অনুসরণ করিতে যায়, যাহাতে ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া বিকৃত আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে। আমাদিগের মুঙ্গেরের কোন কোন বন্ধুর ঈদৃশ দুরবস্থার সময়ে বিকৃতযোগপথাবলম্বী সম্প্রদায় অবসর পাইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বগ্রাস করিয়া বসে। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না, যে সময়ে তাঁহারা দেখিতেন, তাঁহাদিগের জন্য স্বর্গের অমৃত সুধা সঞ্চিত ছিল। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের পাঠকবর্গ আচার্য্যদেবের সুদীর্ঘ পত্রে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিবেন। ভগবানের যখন যে প্রকার বিধান হয়, সেই বিধানকে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলে ভবিষ্যৎ তাহাদিগের পক্ষে অশেষ শান্তি ও মঙ্গলের হইবে। বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া যাহারা পড়িয়া থাকিতে পারে না, অধ্যাত্মরাজ্যে তাহাদিগের উন্নততম সুখশান্তি লাভ করিবার আশা অতি অল্প।

খ্রীষ্টান উয়ার্ল্ড্ পত্রিকা পাঠে অবগত হওয়া গেল যে মান্দ্রাজের স্লেটার সাহেব আচার্য্যদেবের যে জীবন ও ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্তসম্বন্ধে ইংরাজিতে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা সমুদায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, পুনরায় উহা মুদ্রিত করিতে হইবে। আমরা স্লেটার সাহেবের লিখিত গ্রন্থ দেখিয়াছি। তাহাতে আচার্য্যদেবের উপরে বিচার অবিচার উভয়ই হইয়াছে। আচার্য্যদেবের জীবনবৃত্ত যথ যথ এক খানি মুদ্রিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে কোন ব্যক্তি এ সময়ে তাঁহার জীবনবৃত্ত লিখিয়া লোকের মনে অযথা সংস্কার উৎপন্ন করিতে পারেন। তাঁহার জীবন লিখিত হইয়াছে জানিলেই লোকে উহা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিবে, সুতরাং তজ্জনিত অনিষ্ট নিবারণ একপ্রকার অসম্ভব। এ অনিষ্ট কেবল নিবারিত হইতে পারে, যদি নববিধানমণ্ডলী হইতে যথার্থ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। আমরা ভরসা করি, শীঘ্রই এ অভাবের পরিপূরণ হইবে।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীমৎপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডের পত্নী প্রসবান্তে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমাদিগের ভ্রাতার কয়েকটি সন্তান আছে. তাহাদিগের প্রতিপালনের ভার এখন তাহাদিগের আর্য্যামাতা এবং পিতৃস্বসার উপরে নিপতিত হইল। পরলোকগতা ভগিনী ঈশ্বরক্রোড়ে চিরশান্তি সম্ভোগ করুন, আমাদিগের ভ্রাতা তাঁহার পত্নীর চির অমরত্বে সান্ত্বনা লাভ করুন। শ্রাদ্ধক্রিয়া নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অমৃতলাল বসু পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপর সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৯ ভাগ। ১৭ সংখ্যা। | ১৬ ই কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৮০৬ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে অনন্ত শান্তির প্রস্রবণ, একবার তোমার শান্তি জল আমাদিগের উপরে ঢাল। এত বৎসর গেল, আজও মনের উত্তাপ কমিল না। মন যত দিন উত্তপ্ত আছে সুখ হইবে কি প্রকারে? অপরের চিত্তই বা অপহৃত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মা, তোমার ভক্ত সাধক মাত্রেই শান্তস্বভাব, তোমার ভজন সাধনে সর্ব্বপ্রথমে এই গুণটিই প্রকাশ পায়। সুশীতল চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় যে ব্যক্তি দিবারাত্র বসিয়া আছে, তাহার শরীর মন উষ্ণ, ইহা কি স্বভাবসিদ্ধ? বিকারের রোগী ভিন্ন চন্দ্রকিরণে উত্তাপবিহীন আর কে না হয়? হে শান্তিচন্দ্রমা, আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের সাধনের আদিমতম লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, বল আমাদিগের হইবে কি? আমরা এই ভাবে কি জগতের চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইব? অগ্রে নিজ নিজ জীবন তোমার সুস্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় শীতল না হইলে, অপরের মনে কি প্রকারে প্রত্যয় উৎপাদন করিয়া দিব যে, তোমার নিকটে আসিলে তাহাদিগের সমুদায় উত্তাপ ও জ্বালা একেবারে তিরোহিত হইবে। হে মাতঃ, আমরা বসিয়া কি করিতেছি? তোমার অন্ন পান দয়া স্নেহ কি এই জন্য অজস্র ভোগ করিতেছি না যে, তোমার অনুপম গুণ, তোমার অনুপম শান্তি, আমরা আমাদিগের জীবন দিয়া সকলের নিকটে প্রকাশ করিব। হে শান্তিদাতা বিধাতঃ, স্বর্গে কি শান্তিবারি সঞ্চিত নাই, যাহা ঢালিয়া আমাদিগের বহু দিনের সঞ্চিত উত্তাপ মুহূর্ত্তের মধ্যে শীতল করিয়া দিতে পারি? জননি, তোমার অনুপম ক্ষমতার উপরে আমরা আমাদের সমুদায় আশা ভরসা রাখিয়া দিলাম, এখন তোমার যাহা বিধি হয় তাহাই কর; তোমার বিধানেই আমাদিগের পরম মঙ্গল।

শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

হে প্রেমস্বরূপ, তুমি যদি রাগী হইতে তবে তুমি সুখী হইতে না। মানুষের মনে রাগ বড় কষ্ট দেয়; আগুন জ্বালিয়া দেয়, শান্তি জল শুকাইয়া যায়। তোমার বক্ষে শান্তি দিনরাত বিরাজ করিতেছে। মানুষের মন কথায় ব্যবহারে উত্তপ্ত হয়। ঈশ্বর, তুমি কেমন শান্তিস্বরূপ। কোটি দূত তোমার চারি দিকে "শান্তিঃ শান্তিঃ" বলিতেছে। কোটি কোটি ঋষি তপস্যাভূমিতে "শান্তিঃ শান্তিঃ" বলিতেছেন। রাগ তুমি জান না, অথচ পাপের প্রতি তোমার ভয়ানক

রাগ। তুমি রাগকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছ, সেই জন্য স্বর্গে এত সুখ এত শান্তি। যদি তোমার কাছে কিছু শিখিতে হয়, আমি এই শিখিব যে কাহারও ব্যবহারে উত্তপ্ত হইব না, আমার হৃদয়ে শান্তি থাকিবে। দয়াময়ি, আমরাত তোমার সন্তান, আমরা কেন রাগি? পরের ব্যবহারে আমরা ঠিক থাকিব, মনের শান্তি কিছুতেই যাইবে না। যদি দয়া করিয়া পরিত্রাণ করিবে, তবে ভক্ত-রাজ্যকে রাগের হস্ত হইতে একেবারে মুক্ত কর। রাগ থাকিবে না মনে। তোমার প্রেরিত ঈশার মতন সেই মেষের স্বভাব কবে হইবে? মেষের স্বভাব হইয়া পৃথিবীর যত বাঘের কাছে বসিয়া থাকি ক্ষতি হইবে না। স্বর্গ লাভ হইবে নিশ্চয়। আমি ভাল বাসিতে শিখিব তোমার মত। আমি ক্ষমা করিব তোমার মত। পরের কাছে উত্তেজনা পাইলে আমি রাগ করিব না। যার মনে রাগ, মা, রাগের আগুন তার ভক্তিজল শুকিয়ে দিবে। পরমেশ্বর, বড় শোচনীয় অবস্থা তার। হরি, তুমিত নাস্তিক-দের অবধি ভাত খাওয়াচ্চ। তুমি যদি রাগিতে তবে কি হইত? ও মুখ কিছুতেই বিমর্ষ হয় না শান্তিতে সমুজ্জ্বলিত হইয়া আছে। তুমি কোন জীবের প্রতি কখন একটুও রাগ না। তোমার শ্রীচরণে এই মিনতি, যদি স্বর্গে কোন উপায় থাকে রাগকে নির্ব্বাণ করে দাও। হরি, রাগ নাই তোমার তাই তোমার পূর্ণ সুখ। মা, রাগ দূর করে দাও, তাহলে ভাই বন্ধুর ব্যবহারে উত্তপ্ত হব না। তোমার কাছে থাকিতে থাকিতে তোমার মত হয়ে যাব, আর রাগ থাকিবে না। সকলে আমরা মাটীর মানুষ হয়ে যাই, উত্তপ্ত হবার পূর্ব্বেই যেন ক্ষমা করে ফেলি। বিপদ্ প্রলোভন, আক্রমণ যত কেন আসুক না, ভিতরে কেবল মার স্বভাব বাড়িবে, কিছুতে উত্তপ্ত হব না। আমাদের মধুর স্বভাবে সকলে মোহিত হবে। সেই এক জন আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে আপনার মধুর স্বভাবে সকলকে মোহিত করেছিল। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন রাগের আগুন একেবারে নিবাইয়া দিয়া কেবল ক্ষমা কেবল শান্তি জগৎকে দিয়া সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সর্ব্বসম্মতি।

সমন্বয় যে ধর্ম্মের মূল মন্ত্র তাহাতে সামা-জিক ক্রিয়ার মূলে সর্ব্বসম্মতি স্থিতি করিবে তাহাতে সংশয় কি? আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যেমন সর্ব্বসমন্বয় ঘটে নাই, সর্ব্বসম্মতিও তেমনি ক্রিয়ামূলে দেখিতে পাওয়া যায় না। যেখানে সর্ব্বসম্মতি নাই, সেখানে অধিকাংশের মত প্রবল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যেখানে স্বাধীনতার সাম্রাজ্য সেখানে অধিকাংশের মত প্রবলতর। যেখানে সকলে একের অধীন, সেখানে এক জন আত্মমত, অপরের অনুমোদিত হউক বা না হউক, নিরপেক্ষ ভাবে অপরের নিয়মনে নিয়োগ করেন। সর্ব্বসম্মতি মধ্যে এ দুয়ের কি প্রকার সামঞ্জস্য আছে দেখান যাইতেছে, ভরসা করি, আমরা যাহা বলিব তাহাতে এই সামঞ্জস্য পরিস্ফুট হইবে।

সর্ব্বপ্রথমে একের সম্পূর্ণ আধিপত্য স্বীকার। এক জন রাজার ইচ্ছা সর্ব্বোপরি বল-বতী, ঈদৃশ শাসনপ্রণালী বর্ত্তমানে একান্ত নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছে! পৃথিবীর রাজ্যসম্বন্ধে ইহা নিন্দনীয় হইতে পারে, কেন না তাদৃশ নিন্দার বহু কারণ বিদ্যমান, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে ইহা কোন দিন নিন্দনীয় হয় নাই হইবে না। এক জনের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা না থাকিলে একতা-বন্ধন অসম্ভব, এ নিয়ম ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তিভূমি। পৃথিবীর রাজ্যে দশ জন মিলিল, পাচ জন মিলিল না, তাহাতে আসে যায় না, কেন না দশ জনের মতে আপাততঃ কাজ চলিতে পারে, ভবিষ্যতে

যাহা হইবার হইবে তাহা আর তখন কে ভাবে? সে সময়ে যদি ভ্রম বা অনিষ্ট প্রকাশ পায়, অধিকাংশের মিলনে উহার শোধন হইতে পারে। ধর্ম্মরাজ্যে ভ্রম প্রমাদে সাংসারিক ক্ষতি হয় না, আত্মার পরিত্রাণসম্বন্ধে মহা অন্তরায় উপস্থিত হয়, এ জন্য এখানে প্রথম হইতেই তাদৃশ বিপাক না ঘটে তাহার জন্য প্রয়াস ও যত্নের প্রয়োজন।

ধর্ম্মরাজ্যে একেতে সকলের সম্মিলন, এইটি মূল মন্ত্র জন্য সময়ভেদে ইহা বহু আকার ধারণ করিয়াছে। বেদে ইন্দ্রবরুণাদি, বেদান্তে ব্রহ্ম, পুরাণে তত্তদবতার, তন্ত্রে শক্তি, বিষ্ণু বা শিব, খ্রীষ্ট ধর্ম্মে খ্রীষ্ট, বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধ, জৈনধর্ম্মে জিন, ইত্যাদি সময় ও সম্প্রদায় ভেদে বহুল একতার ভূমি দৃষ্ট হয়। এ সমুদায়ের সারাকর্ষণ করিয়া এ দেখা যায়, এক ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি সকলের নিয়ামক, সেই ইচ্ছাশক্তি যে সময়ে যাহাতে অবতীর্ণ অনুভূত হইয়াছে, তাহাকেই মনুষ্য সমবিশ্বাসিগণের একত্বসম্পাদনে নিয়ন্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এক সময়ে পৃথিবীর রাজাতে এইরূপ ঈশ্বরশক্তি দর্শন করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করা ধর্ম্মসঙ্গত ছিল, কিন্তু এখন রাজা ও প্রজা উভয়ের নিয়ামক এক জন, এ জন্য সে সম্বন্ধের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে এই প্রতীতি হইতেছে, এক মাত্র ঈশ্বরকে আমরা রাজা বলি এবং তাঁহার ইচ্ছার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্বীকার করি। ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রকাশের স্থল প্রতিব্যক্তির বিবেক। এই বিবেকের সাম্রাজ্য আমাদিগের মধ্যে অনতিক্রমণীয়। প্রতিব্যক্তি এবং ব্যক্তিসমষ্টি উভয়েতেই বিবেকের প্রকাশ অপরিহার্য্য। যেখানে ব্যক্তিসম্পর্কীয় বিষয় কেবল জ্ঞাতব্য, সেখানে ব্যক্তিগত বিবেকের সাম্রাজ্য, যেখানে সামাজিক বিষয় জ্ঞাতব্য সেখানে ব্যক্তিসমষ্টির বিবেক অনুসর্ত্তব্য। শেষোক্ত স্থলে অধিকাংশের মত বা সর্ব্বসম্মতির অবকাশ। আমরা অধিকাংশের মত ও সর্ব্বসম্মতির একত্ব এস্থলে কি প্রকারে হয়, তাহা প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব। যখন অনেকগুলি ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি একত্র সামাজিক কার্য্য সম্পাদন জন্য মিলিত হন, তখন তাঁহাদিগের মিলনে সামাজিক বিবেকের কার্য্য প্রকাশ পায়। এই মিলনস্থলে সর্ব্বপ্রথমে এক জন কোন একটি প্রস্তাব সকলের সম্মুখে আনয়ন করেন। এই প্রস্তাব বিবৃত হইলে, মনে কর অধিকাংশের হৃদয় উহাতে অনুমোদন করিল, কয়েক জন তৎসম্বন্ধে সংশয়চিত্ত হইলেন। পৃথিবীর সামাজিক কার্য্যে নিয়ম এই যে, যখন অধিকাংশের হৃদয় তাহাতে সায় দিয়াছে, তখন অল্পসংখ্যকের সংশয় কোন কার্য্যের নহে, প্রস্তাব অনায়াসে সভার নির্দ্ধারণে পরিণত হইতে পারে। ধর্ম্মরাজ্যে এই অল্পসংখ্যককে পরিহার করিয়া কোন নির্দ্ধারণ হইতে পারে না, কেন না যাঁহারা অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা কোন প্রকার স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইয়া এরূপ করিতেছেন তাহা নহে, সংশয় তিরোধানের হেতু পাইলেই তাঁহারা সহজে উহাতে আপনাদিগের অনুমোদন অর্পণ করিবেন। এরূপ অবস্থায় অধিক সংখ্যকের অবশ্য কর্ত্তব্য এই হয় যে, তাঁহারা অপর সকলকে সম্মতিদান জন্য বন্ধুভাবে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। যত ক্ষণ না তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে কৃতকার্য্য হন, ব্যগ্র হইবার কোন প্রয়োজন নাই। বরং প্রস্তাবিত কার্য্য স্থগিত থাকিবে তথাপি অপর ভ্রাতৃগণের সম্মতি ভিন্ন তাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না।

মনে কর, এইরূপ যত্নের পর সকলেরই হৃদয় প্রস্তাবের অনুমোদন করিল, এক ব্যক্তি তাহাতে কোন প্রকারে সায় দিলেন না। এ স্থলে কর্ত্তব্য কি? যিনি কোন প্রকারে সকলের সঙ্গে মিলিত হইলেন না, আপনাকে সমষ্টির বিবেকের

বিরোধে উত্থিত করিলেন, তাঁহারই চিত্ত সংস্কারাদি দোষে দূষিত হওয়া সমধিক সম্ভবপর। কারণ দশ বা ততোধিক ব্যক্তির চিত্ত একই সময়ে তাদৃশ কষায়িত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে? যেখানে বহু ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়াছেন, ঈশ্বর ভিন্ন যাঁহাদিগের আর অনুসর্ত্তব্য বিষয় নাই, তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া যে নিদেশ লাভ করিতেছেন, তাহাতে এক ব্যক্তির অনভিমত হইলেও যে উহা সমাজের নিয়ামক বলিয়া গ্রহীতব্য তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যিনি ভিন্নমত হইলেন, তিনি এ নিদেশ প্রতিরোধ করিতে পারেন না। বরং সামাজিক বিবেকের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুসরণ তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। যদি তিনি স্বীয় স্বাধীনতার অনুবর্ত্তন করিতে চান, আত্মদায়িত্বে তাহা করিতে পারেন, কিন্তু তন্নিয়মের বিপক্ষে কোন বিঘ্ন উপস্থিত করিবার তাঁহার অধিকার নাই। যেখানে আপনার কোন অনুষ্ঠেয় বিষয়ে সমুদায় মণ্ডলীর সম্মতি তিনি পাইলেন না, সেখানেও তদনুষ্ঠানে সমগ্র দায়িত্ব তাঁহার নিজের মস্তকোপরি নিপতিত হইল।

এখন কথা হইতেছে, সর্ব্বসম্মতি স্থলে যদি এক জনেরও অসম্মতি থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বসম্মতি হইল না, অধিকাংশের সম্মতি হইল। এস্থলে বক্তব্য এই, যেখানে সকলের সম্মতি হইলে এক জনের অসম্মতি ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত বলিয়া পূর্ব্ব হইতে পরিগৃহীত রহিয়াছে, সেখানে এক ব্যক্তির অসম্মতি সর্ব্বসম্মতির অন্তরায় নহে। ভ্রান্তিকে প্রাধান্য অর্পণ জন্য সত্য কখন পরিহার্য্য হইতে পারে না। যিনি আপাততঃ সম্মতি দিতে পারিলেন না, তিনি আত্মভ্রান্তি তখন স্বীকার না করুন, ক্রমিক উপাসনা প্রার্থনাদিতে কোথায় তাঁহার ভ্রান্তি ছিল দেখিতে পাইয়া স্বীকার করিবেন। চিত্ত একেবারে বিকারগ্রস্ত না হইলে এরূপ হয়, আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদিগের অতি অল্পই সংশয় আছে। অধিকাংশের মত এবং সর্ব্বসম্মতি এ দুয়ের আরো ভিন্নতা এই যে, পূর্ব্বটিতে অধিকাংশে সায় দিলেই হইল, এক করিবার জন্য আর প্রয়াস প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না, শেষোক্তটিতে প্রথম হইতে এক করিবার জন্য যথোচিত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, সর্ব্বশেষে যদি এক জন কোনরূপে এক মত না হন তখন তাঁহার ভ্রান্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার বিমত বাধক নহে স্থির হয়। এ ব্যক্তি যদি বিধানানুগত হন, তাহা হইলে তিনি সকলের একতা হইল বলিয়া কোন আপত্তি উত্থিত না করিয়া অবাধে সেই নিয়ম হইতে দিতে পারেন, এবং যখন উহা সাধারণ নৈতিক নিয়মের বিরোধী নহে তখন স্বয়ংও তাহার অনুসরণ করিতে পারেন। যতক্ষণ না সকলের সম্মতি হয়, তত ক্ষণ প্রয়াস যত্ন হয় বলিয়া সর্ব্বসম্মতি অধিকাংশের মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক ব্যক্তি বিমত থাকিলেও যখন তাঁহার সম্মতিগ্রহণ জন্য সর্ব্ববিধ যত্ন ও প্রয়াস অবশ্য অনুসরণ করিতে হয় তখন ইহার বৈশেষ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই সর্ব্বসম্মতি এক জন অতিপ্রতিভাশালী ব্যক্তিরও সর্ব্বোপরি আত্মমত পরিচালনে মহাপ্রতিবন্ধক, ইহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সুতরাং এক জন সকলকে পরাভব করিবে, এ প্রণালীতে তাহা চির অসম্ভব।

এক ও বহু।

এক অপেক্ষায় বহুর সমবায় নিঃসংশয়তার মূল ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু এমন স্থল আছে যেখানে বহু অপেক্ষা একের প্রামাণ্য। এক ও বহুর যেখানে সমবায়সম্বন্ধ পরিগণিত হয়, সেখানে একজাতীয় একবিধ পদার্থ সমুদায় গ্রহণ করা হইতেছে বুঝায়। অন্যথা সমবায় হইতে সদৃশ ফল কখন আশা

করা যাইতে পারে না। যেখানে সমজাতিত্ব আছে, সেখানেই এক অপেক্ষা বহুর সম্মিলনে সমুৎপন্ন জ্ঞানাদি নিঃসংশয়তাসাধক, অন্যথা বিজাতিস্থলে বহু অপেক্ষা একেরই তদ্বিষয়ে প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগের নির্দ্ধারিত বিষয় না বুঝাইলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া সুকঠিন, এজন্য এ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে একের প্রাধান্য কোথায় দেখা যাউক। মনে কর, একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে এক জন মাত্র সুচিকিৎসক বাস করেন, চিকিৎসা বিষয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির অভিজ্ঞতা নাই। তবে এমন রোগী কয়েক জন আছেন, যাঁহারা রোগ ভোগ করিয়া কথঞ্চিৎ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ রোগবিষয়ে এরূপ সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াও চিকিৎসক সহ তাঁহাদিগের সমজাতীয়ত্ব নাই, সুতরাং কোন স্থলে এই কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া মতামত প্রকাশ করিলে, নিপুণ চিকিৎসকের মত যদি তাঁহাদিগের মতের বিরোধী হয়, তবে চিকিৎসকের মতই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে সকলে বাধ্য। প্রত্যেক বিজ্ঞানবিৎসম্বন্ধে আমরা এইরূপ প্রামাণিকতা স্বীকার করি। যেখানে সমনিপুণ বিজ্ঞানবিৎসমূহ মধ্যে মতভেদ হয়, সেখানে প্রামাণিকতা কাহার নির্দ্ধারণ করিতে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন বহু বিজ্ঞানবিদের নিপুণ পরীক্ষা এক জন বিজ্ঞানবিদের পরীক্ষার বিপরীত হয়, তখন প্রামাণ্য বহুজনের পরীক্ষার উপরে সহজে সকলে আরোপ করে। এখানে এক জনের পরীক্ষায় ভ্রম ভ্রান্তির সমধিক সম্ভাবনা, সমনিপুণ বহুজনের পরীক্ষায় তদ্রূপ হইতে পারে না, এই বিশ্বাস একের বিরোধী বহুজনের প্রামাণিকতা স্থাপন করিতেছে। এস্থলে যদি এমন হয় যে এক ব্যক্তি অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন, নববিধ আবিষ্কারে সমুদায় বিজ্ঞাবিদ্গণের হিংসার পাত্র হইয়াছেন, তাহা হইলে বহুনিপুণব্যক্তির মানসবিকার পরীক্ষাকার্য্যে তাঁহাদিগকে অনুপযুক্ত করিয়াছে, কালে সেই এক ব্যক্তির প্রমাণই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

বিজ্ঞানরাজ্যের বিষয়ে যাহা বলা গেল, ধর্ম্মরাজ্যসম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। অনেক ঋষি একত্র হইয়া যে অধ্যাত্মসত্যে প্রমাণ দেন, তাহা এক জন ঋষির প্রদত্ত প্রমাণাপেক্ষা সমধিক প্রামাণিক। ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ ভিন্ন ভিন্ন কালের দ্রষ্টৃগণের প্রদত্ত প্রমাণ যদি এক হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সমবেত প্রমাণ সেই বিষয়টিকে সুদৃঢ় প্রমাণের উপরে স্থাপন করে। অধ্যাত্মরাজ্যে সময়ে সময়ে এক এক জন অসাধারণ দ্রষ্টা সমাগত হন, তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ পূর্ব্বতন তত্ত্ব সকলকে পরিবর্ত্তিত করে, তাহাদিগের পূর্ণতা সম্পাদন করে। বহুজনমান্য একটি বিষয় যদি ঈদৃশ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত হয়, তথাপি কালদেশগত প্রয়োগানুসারে সে বিপর্য্যয় সত্যের বিপরীত হয় না। এখানে এক এক ব্যক্তির প্রমাণ বহুজনের সম্মতির বিপরীত হইতেছে তথাপি তাহা প্রামাণিক।

এক অপেক্ষায় বহুজনের মিলন প্রামাণিক কোথায়? যেখানে সকলে এক ভূমিতে দণ্ডায়মান সেইখানে। যখন বিজ্ঞানবিষয়ে সমকক্ষ ব্যক্তিসকল কোন সিদ্ধান্ত করেন, তখন এক জনের অপেক্ষা বহু জনের সিদ্ধান্ত প্রামাণিক সহজে স্বীকৃত হয়। ধর্ম্মরাজ্যেও এইরূপ সমকক্ষ অর্থাৎ সমদেবনিঃশ্বসিতধিকারী জনগণের একত্র মিলন স্থলে এক জনের লব্ধ দেবনিঃশ্বসিতাপেক্ষা বহুজনলব্ধ দেবনিঃশ্বসিত সমধিক প্রামাণিক। আমরা সমকক্ষ বলিয়াছি বলিয়া ইহা বুঝিতে হইবে না, অসাধারণ লোক সকলের মধ্যে সমভূমিত্ব নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল অসাধারণ ব্যক্তির উদয় হইয়াছে, দেশকালে ভিন্ন হইলেও

তাঁহারা এক ভূমিতে দণ্ডায়মান। এ জন্য তাঁহাদিগের মিলিত প্রমাণ চিরকাল অপর এক জন অসাধারণ ব্যক্তির প্রদত্ত প্রমাণকে সুদৃঢ় করে। তবে বিশেষ এই, অসাধারণ ব্যক্তিতে যাহা বিশেষ তাহারা সম্পূর্ণ অনুরূপ অন্যত্র না পাইলেও, তৎকালের অধ্যাত্মাবস্থা এবং ভবিষ্যতের জনসমাজের গতি তাহার অনুকূল বলিয়া অপ্রামাণিক বলিয়া কেহ পরিহার করিতে পারে না, অবশভাবে তদ্দ্বারা নীত হয়, সুতরাং তাহার প্রামাণিকত্ব বলপূর্ব্বক আপনি মনুষ্য হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেয়। সে যাহা হউক, আমরা যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। যাঁহারা এক ভূমিতে দণ্ডায়মান তাঁহারা মিলিতভাবে কার্য্য করিলে যাহা হয়, একাকী করিলে কখন সে প্রকার হইতে পারে না। এক জন আত্মসম্বন্ধে অনেক বিষয়ে অন্ধ, এমন কি ভ্রমকুসংস্কারপ্রবণ, সুতরাং তাঁহার আর দশ জন সমভূমিস্থ ব্যক্তির সহ মিলিত হইয়া চক্ষুষ্মান্ ও ভ্রমাদিপরিশূন্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়। একেতে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায়, বহুতে সে ক্রিয়া আরো অধিকতর প্রকাশ পাইবে, একেতে যে ভ্রমের সম্ভাবনা, বহুতে সে ভ্রমের তিরোধান হইবে, ইহা বৈজ্ঞানিক নিয়ম, এ নিয়ম অতিক্রম করে কাহার সামর্থ্য নাই। যদি বল দেবনিঃশ্বসিত এক জনেতেও যাহা, শত ব্যক্তিতেও তাহাই, অন্যথা তাহার সত্যত্ব থাকে না, এ কথা বলিতে পার না। যে ব্যক্তিতে দেবনিঃশ্বসিত সমাগত হয়, তাহাতে যদি সংস্কারাদি দোষ না থাকিত, সেই দেবনিঃশ্বসিত সে সর্ব্বথা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু এরূপ সকল ব্যক্তিতে সকল সময়ে ঘটে না, তাই বহুব্যক্তির একত্র সম্মিলনে বাধক ও রোধক অন্তরায়গুলি তিরোহিত করিয়া দিতে হয়। যেখানে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা কোন এক বিষয়ে সমধিক, সে বিষয়ে তাঁহাকে সকলেই সমাদর করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ স্থলেও সমবেতভাবে দেবনিঃশ্বসিতগ্রহণ অনাদৃত হইতে পারে না, কেন না প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিও মণ্ডলী সহ মিলিত হইয়া নিজের প্রতিভাবিষয়ে এবং অপর শত বিষয়ে সমধিক দেবনিঃশ্বসিতভাগী হয়েন।

শেষ ভাগে আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে প্রতীত হইবে যে, আমরা একক অবস্থিতি অপেক্ষা দেবনিঃশ্বসিতলাভবিষয়ে মিলিতভাবে স্থিতিকে বাড়াইতেছি। পূর্ব্ব যুগে ইহা তেমন ছিল না, এ যুগের এইটি বিশেষ লক্ষণ। কেন এরূপ বিশেষ লক্ষণ হইল বলা নিষ্প্রয়োজন, এই বলিলেই হয় যে, এখন এক অপেক্ষা একত্বের সময় আসিয়াছে, এবং একত্বই বিজ্ঞানাদি সর্ব্ববিষয়ে নিঃসংশয়তাসম্পাদক। অভিমান অহঙ্কার ব্যক্তিত্বপ্রিয়তা প্রভৃতি এই একত্বের অন্তরায় হইয়া স্থিতি করিতেছে, যখন মানবীয় সমুদায় বিভাগে এই সকল তিরোহিত হইয়া গিয়া একত্বের সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, তখন মনুষ্যসমাজের অবস্থা এমনই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে যে, এই পৃথিবীই স্বর্গধাম বলিয়া গৃহীত হইবে। পৃথিবী এবং স্বর্গ এ দুইয়ের পার্থক্য কেবল অনেকত্ব ও একত্বে। স্বর্গে সমুদায় ঋষি মহর্ষি এক ঈশ্বরে এক হইয়া পরস্পরসম্বন্ধে একত্ব লাভ করিয়াছেন, যে দিন পৃথিবীতে তাহা হইবে, স্বর্গ ও পৃথিবীর পার্থক্য ভঙ্গ হইবে সন্দেহ নাই। লোকে যদি জানিত, স্বার্থ অহঙ্কারাদিপরিশূন্য অনেক ব্যক্তি একত্র মিলিত হইলে কেমন প্রবলবেগে দেবনিঃশ্বসিত বহিয়া শত হৃদয়কে একত্বের রসে নিমগ্ন করে, শত ভিন্ন যন্ত্র হইতে তানলয়সঙ্গত এক অখণ্ড সুমিষ্ট স্বরযোগ নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা এই অন্তরায় শীঘ্র নিবারণ করিয়া ফেলিত। আশ্চর্য্য ব্যক্তিত্বের গর্ব্ব, আশ্চর্য্য স্বার্থানুসন্ধান সে মিলনের সাম্রাজ্য দূর করিয়া দিয়া একের সাম্রাজ্য সংস্থাপনে নিয়ত যত্নশীল।

নববিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

গ্রন্থ।

১। আমাদিগের প্রতিজনের জীবন বেদ বেদান্ত ও পুরাণ। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ জীবন্ত শাস্ত্র।

" বর্ত্তমান বিধানে এই শুভ সংবাদ প্রচার হইল যে বেদ পুরাণ অপেক্ষা ভক্তজীবন বড়, উপদেশ অপেক্ষা চরিত্র বহু মূল্য। এখন যে আমরা পুস্তক চাই না তাহা নহে। পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমনি পুস্তকের প্রয়োজন।" (সে, নি, ১৫৪ পৃ)। " তোমাদের এক এক জনের জীবন পুস্তকরূপে লোকের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের জীবন ঋগ্বেদ, আমাদের জীবনই শ্রেষ্ঠ পুরাণ। কেন না আমাদিগের জীবনে দয়াময় হরি আপন প্রেমের লীলা দেখাইয়াছেন, এবং আমাদিগকে তাহার সাক্ষী করিয়াছেন।" (সে, নি, ১৫৫ পৃ)। "জীবনের সমুদায় ঘটনাগ্রন্থ রক্তবর্ণ অক্ষরে লিখিবে। বুদ্ধির কাল কালীতে আপনার মত একটিও লিখিবে না, কেবল ব্রহ্মের শ্রীমুখের বাণী শোণিতাক্ষরে লিখিবে। একটী একটী ঘটনা একটি একটি শ্লোক। এই শ্লোক পাঠমাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে, লেখক এবং পাঠক উভয়েই কৃতার্থ হইবে। (সে নি ১৫৮ পৃ)।

" যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের গভীর মূলদেশে প্রবেশ করেন, তাঁহারা দেখিতে পান, ব্রাহ্মসমাজ এক অটল অনন্তকাল স্থায়ী প্রস্তরের ন্যায় শাস্ত্রের উপর সংস্থাপিত। সেই মূল শাস্ত্র কি? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ। প্রতিদিন ভক্তকে কাছে ডাকিয়া দয়াময় পিতা যাহা বলেন, পুত্রের প্রার্থনার যে উত্তর দেন, তাহাই ব্রাহ্মদিগের অনন্ত শাস্ত্র।" (আ, উ, ধর্ম্মতত্ত্ব ১৭৯৩ শক ১ ফাল্গুন।)

২। যাহা স্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর দর্শন হয় সেই শাস্ত্রই শাস্ত্র।

" যে পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না, যে শাস্ত্র স্বচ্ছ নহে, যাহা মধ্যে থাকিলে ঈশ্বরদর্শনে ব্যাঘাত জন্মে, সে গ্রন্থ, সে পুস্তক, সে শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্যে শাস্ত্র বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না।" " যে জীবনে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, যে পুস্তকে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করি, তাহা আমাদের করিয়া লইব।" " যত দিন ধর্ম্মগ্রন্থ ঈশ্বরকে প্রকাশ করিবে, তত দিন তাহা ব্রাহ্মদিগের দূরবীক্ষণ, যত দিন সাধু আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রচার করিবেন, তত দিন তিনি ব্রাহ্মদিগের সহায়।" (আ, উ, ২৭ চৈত্র ১৭৯২ শক)।

ব্রহ্মবাণী ও প্রত্যাদেশ।

১। ব্রহ্মবাণী নিত্য অনন্ত বেদ। প্রকাশের পূর্ব্বে তাহা ঈশ্বরেতে অনাদিকাল হইতে অবস্থিত ছিল।

" ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মজ্ঞান অনাদি নিত্য। ব্রহ্ম নিজেই বেদ, তাঁহার মুখ হইতে যে জ্ঞানগর্ভ অশব্দ শব্দ উচ্চারিত হয়, সে সকল শব্দ শুনিয়া যাঁহারা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন তাঁহারাই বেদলিপিকর। যত দিন ব্রহ্মবাণী ব্রহ্মমুখে থাকে, তত দিন বেদ অব্যক্ত অথবা অনিঃসৃত থাকে।" (সে, নি, ৩১৪ পৃ) " ব্যক্ত ব্রহ্ম বেদ, ব্যক্ত ব্রহ্ম পুরাণ, ব্যক্ত ব্রহ্ম বাইবেল, ব্যক্ত ব্রহ্ম শ্রদ্ধেয় মহর্ষি ও যোগিজীবন।" " ধর্ম্মগ্রন্থাদি লিখিত হইবার পূর্ব্বে সেই গ্রন্থোক্ত সত্য সকল ব্রহ্মের বক্ষে বীজরূপে অকথিত বাক্যরূপে স্থিতি করিতেছিল।" (সে, নি, ৩১৪ পৃ)

২। ব্রহ্মের শক্তি, জ্ঞান, প্রেমও ইচ্ছা ব্রহ্মবাণী। এই ব্রহ্মবাণী হইতে বিধান সমুদায় সমুৎপন্ন হয় এবং সাধকগণকে পথ প্রদর্শন করে।

" এই ব্রহ্ম কথা কি? ইহা কোন প্রকার প্রাকৃত শব্দ নহে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মের ইচ্ছা।" (সে, নি, ৩৮৪ পৃ)

" যখন অকথিত কথারূপে অব্যক্ত সত্যরূপে সাধু এবং ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ব্রহ্মেতে স্থিতি করে তখন তাহাদের আদি নাই। এই জন্য উক্ত হইয়াছে ব্রহ্ম কথা মনুষ্যের আকার ধারণ করিল; কথা ব্রহ্মের সঙ্গে ছিল, কথাই ব্রহ্ম। তাঁহার শক্তি, তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার কথা। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে, যাহা কিছু হইবে, সমস্ত ব্যাপারের বীজ দৈবশব্দ। ব্রহ্মের কথা ভিন্ন কিছু হয় না; কিছুই হইতে পারে না। এই বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শতাব্দীতে নববিধান প্রকাশিত হইতেছে, ইহা তাঁহার কথার ফল। এই নববিধান অব্যক্তরূপে তাঁহার বক্ষে গোপনে ছিল। তাঁহারই কথাতে, ইহা জীবোদ্ধারের জন্য যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অনন্ত বক্ষের মধ্যে আরও কত বিধান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কে জানে? শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে আর ব্রহ্মের মুখ হইতে এক এক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নূতন অপূর্ব্ব কথা বাহির হইবে। এক এক যুগ চলিয়া যাইবে, আর ব্রহ্ম কথাতে এক এক

বিধান প্রস্ফুটিত হইবে। যুগে যুগে এক এক প্রকাণ্ড বীর-পুরুষ ব্রহ্মশব্দ হইতে উৎপন্ন হইবে।" (সে নি ৩১৫।১৬ পৃ)

"স্বর্গে, গুরু কখনও তাঁহার সাধককে বলিতেছেন 'বৎসর' তুমি বসিয়া তোমার অগ্রজ শাক্যমুনির ন্যায় সকল প্রকার আসক্তি ও বিষয়বাসনা নির্ব্বাণ করিয়া শান্তি ভোগ কর।' সেই সাধককেই আবার অন্য সময়ে বলিতেছেন 'হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি এখন কিছু কাল ভক্তিসাধন কর, যাহাতে তোমার হৃদয় সরস এবং কোমল হয় তজ্জন্য তুমি বিশেষরূপে যত্ন কর, কেবল নির্ব্বাণ ও বৈরাগ্যসাধন করিলে হইবে না, এত দিন আমার গম্ভীর যোগেশ্বর মূর্ত্তি দেখিলে এখন আমার ভক্তবৎসল প্রেমস্বরূপ দর্শন কর, জগতের প্রতি আমার প্রেম দেখিয়া মোহিত হও, কৃতজ্ঞ হও এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হও।' এইরূপে শব্দব্রহ্ম কখন যোগীকে ভক্ত হইতে বলিতেছেন, কখনও ভক্তকে যোগী হইতে বলিতেছেন, কখনও জ্ঞানীকে কর্ম্মী হইতে বলিতেছেন, কখনও কর্ম্মীকে জ্ঞানী হইতে বলিতেছেন এবং এই নব-বিধানে তিনি বিশেষরূপে প্রত্তিজনকে আপনার জীবনে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম এই সমুদায়ের সামঞ্জস্য করিতে বলিতেছেন।" (সে, নি, ৩১৭ পৃ)।

৩। প্রত্যাদেশ জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যানু-সারে জীবনে সমাগত হয়।

"ঈশ্বর এক এক জনকে এক একটি বিশেষ কর্ম্মভার দিয়া এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন। প্রত্যেকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিলেই তাহার নিজের এবং জগতের পরিত্রাণ হয়। তুমি ক্ষমা দ্বারা তোমার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছ, আর কিছু করিতে পার আর না পার, তুমি জগতে কেবল ক্ষমার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাও, ইহাতেই জগৎ উদ্ধার হইবে। তুমি জন্ম উদাসীন, ফকীর হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছ, ঈশ্বর হইতে ফকিরী ভার পাইয়াছ, তুমি জগৎকে কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও তাহাতেই জগতের পরিত্রাণ হইবে, তোমার অন্য লক্ষণ দেখাইবার প্রয়োজন নাই।" "যিনি যে কার্য্যের জন্য প্রেরিত তিনি যেন কেবল সেই কার্য্য করেন। সেই কার্য্যসম্পর্কে তাঁহার যত দূর আবশ্যক তিনি প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বরনিঃশ্বাস পাইবেন। পৃথিবীও তাঁহার সেই বিষয়ে অনুকূল হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য আনিয়া দিবে। অতএব কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর যাহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন তিনি যেন সেই স্থানেই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। যিনি স্বর্গের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল লিখিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত লিখিতে থাকুন, যিনি সঙ্গীত করিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত সঙ্গীতের উন্নতি করিতে থাকুন, তাঁহারা প্রত্তিজনেই আপন আপন কার্য্যে স্বর্গ হইতে সাহায্য লাভ করিবেন, এবং পৃথিবীও তাঁহাদিগকে সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দিবে। যাঁহারা শিশু যুবা অথবা নারীচরিত্র গঠন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন বিষয়ে স্বর্গ হইতে নূতন নূতন প্রত্যাদেশ লাভ করিবেন। যাঁহারা পাপী জগতের মধ্যে পুণ্য বিতরণ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে স্বর্গ হইতে রন্ধন করা পুণ্যের অন্ন সকল আসিবে।" (সে, নি, ৪৪৪। ৪৫ পৃ)।

হজরত মোহম্মদের পরলোকযাত্রা।

মগাজী নামক প্রাচীন আরব্য গ্রন্থ হইতে মহাপুরুষ মোহম্মদের পরলোক গমনের বৃত্তান্তটি এস্থানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"তৎপর হজরত প্রেরিত পুরুষ মদিনাতে আগমন করিলেন, এবং তথায় জীহজ্জা ও মহরম মাস এবং সফর মাসের বাইশ দিবস অবস্থিতি করেন, তাহার পর পীড়িত হন। যে পীড়ায় তিনি রিহানা নাম্নী ইহুদী বংশীয়া দাসীর সন্নিধানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন সেই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হন। শনিবারের দিন রোগের উৎপত্তি হয়, সেই দিন দিবা-রাত্র তিনি ভয়ানক বেদনা প্রাপ্ত হন। রজনী প্রভাত হইলে আজাঁদাতা বেলাল নমাজের জন্য আজাঁ দেন, মোসলমানগণ সমাগত হন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ বাহিরে আসিতেছেন না তখন বেলালকে অন্তঃপুরে যাইয়া সংবাদ লইতে অনুরোধ করিলেন। সেই সময় হজরত বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, বেলাল যাইয়া নিবেদন করিলেন প্রেরিত মহাপুরুষ, নমাজের সময় উপস্থিত। তিনি বলিলেন, বাহিরে যাইয়া নমাজ করিতে আমার সাধ্য নাই, এবং বেলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বারদেশে কে কে সমাগত? বেলাল যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলেন। তখন হজরত বলিলেন, ওমরকে যাইয়া বল যেন তিনি মণ্ডলীর জন্য নমাজ পড়েন। এই কথা শুনিয়া বেলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। মুসলমানগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, বেলাল, বৃত্তান্ত কি? বেলাল বলিলেন প্রেরিত মহাপুরুষের সাধ্য নাই যে উপাসনা করেন। এতচ্ছ্রবণে সকলে অতিশয় কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বেলাল হজরতের প্রচার-বন্ধু ওমরকে বলিলেন যে আপনাকে মণ্ডলীর জন্য উপাসনা করিতে হজরত আদেশ করিতেছেন। ওমর বলিলেন, আবুবেকর বিদ্যমানে আমি কখনো এমামের (আচার্য্যের) কার্য্য করি নাই অতএব তুমি পুনর্ব্বার হজরতের নিকটে যাও, ও তাঁহাকে জ্ঞাপন কর যে আবুবেকর

দ্বারদেশে উপস্থিত আছেন। অনন্তর বেলাল যাইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে আবুবেকর আসিয়াছেন ও ওমর এই কথা বলিয়াছেন। তখন হজরত বলিলেন, যাহা বিবেচনা করা হইয়াছে ভাল, আবুবেকরকেই বল যেন তিনি উপাসকমণ্ডলীকে লইয়া উপাসনা করেন। অনন্তর বেলাল আবুবেকরের নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে হজরতের অভিপ্রায় জানাইলেন। তদবধি আট দিন আবুবেকর মণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতাবৎকাল হজরতের বেদনা অত্যন্ত প্রবল থাকে, তৎপর এক দিন ব্যথার লাঘব হয়, সেই দিবস প্রাতঃকালে তিনি বাহিরে চলিয়া আসেন। এই দিনই রোগের দশম দিন, এই দিন মণ্ডলীকে লইয়া তিনি প্রাভাতিক উপাসনা করেন। উপাসকমণ্ডলী দেখিলেন যে হজরত সুস্থ হইয়াছেন, সকলে মহা আনন্দিত হইলেন। তৎপর তিনি উপাসনাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন, এবং বলেন যাহারা সমাধিভূমিকে নমাজের ভূমি করে তাহাদিগের প্রতি ঈশ্বরের অভিসম্পাত হয়। কথোপকথন করিতে করিতে বেলা এক প্রহর হয়, তৎপর তিনি উঠিয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া যান। সভাস্থ লোক সকল এ পর্য্যন্ত প্রস্থান করেন নাই, ইতিমধ্যে মহিলাগণের চিৎকারধ্বনি শ্রুত হয়। হজরতকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাঁহারা জল জল বলিতেছিলেন। মুসলমানগণ দ্বারে দৌড়িয়া গেলেন, হজরতের পিতৃব্য আব্বাস সর্ব্বাগ্রে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। তিনি অল্প ক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া হজরতের মৃত্যু সংবাদ লোকদিগকে জানাইলেন। সকলে জিজ্ঞাসা করিল আব্বাস তুমি তাঁহাকে কিরূপ প্রাপ্ত হইলে? আব্বাস্ বলিলেন, তিনি "জ্বালালোন্ রব্বিরফিয়ূন্" (আমার প্রভু শ্রেষ্ঠ ও উন্নত) ইহা বলিলেন আর প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে ই প্রকার পাইয়াছি, হজরত অন্তিম বাক্য যাহা বলিয়াছেন ইহাই। রবিয়োল আওল মাসের দ্বিতীয় দিবস ও তদীয় মদিনা আগমনের দশম বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আব্বাসের মুখে হজরতের মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের অনেকে বলিতে লাগিল যে প্রেরিত মহাপুরুষের কেমন করিয়া মৃত্যু হইবে? ধর্ম্মপুস্তকে যে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছে ইহা বই নহে। এই বলিয়া তাহারা দ্বারদেশে উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল, তাঁহাকে প্রোথিত করিবে না, নিশ্চয় তিনি জীবিত আছেন। তখন আব্বাস্ বলিলেন, হে লোক সকল, তোমাদের নিকটে হজরতের মৃত্যুসম্বন্ধে কি কোন বিশেষ উক্তি আছে? তাহারা বলিল, না। তখন আব্বাস্ বলিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে হজরত নিশ্চয় মৃত্যুরস আস্বাদন করিয়াছেন এবং সত্য সত্যই ঈশ্বর এই সংবাদ দান করিয়াছেন যে, তুমি মরিবে ও তাহারাও মরিবে। অতঃপর তোমরা পুনরুত্থানের দিনে স্বীয় প্রভুর নিকটে এ বিষয়ে বাদানুবাদ করিও। অনন্তর সকলেই বুঝিতে পারিল যে হজরত মোহম্মদ পরলোকে গমন করিয়াছেন। তখন তাঁহার দেহকে তাঁহার পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল এবং স্নান করাইয়া কোফন্ (অন্তিম বসন) পরান হইল। তৎপর কোথায় তাঁহাকে সমাহিত করা হইবে তাহার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, বাটীর সন্নিহিত নমাজভূমিতে তাঁহাকে সমাহিত করা হউক। আব্বাস্ বলিলেন, প্রেরিত মহাপুরুষ তোমাদিগকে কি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বলেন নাই যে, যাহারা সমাধিস্থানকে উপাসনালয় করেন, সেই সকল লোকের প্রতি ঈশ্বরের অভিসম্পাত হয়। তোমরা তাঁহাকে উপাসনাস্থলে সমাহিত না কর এই জন্য তিনি এই প্রসঙ্গ করেন, ইহা বৈ নহে। ইহা শুনিয়া তাহারা বলিল, তবে আমরা তাঁহাকে গোরস্থানে সমাহিত করি। আব্বাস বলিলেন না, তাঁহাকে সাধারণ গোরস্থানে সমাহিত করিব না। তাহারা বলিল কেন? তিনি বলিলেন, সর্ব্বদা মণ্ডলীর লোকেরা তাঁহার সমাধি ভূমিতে আশ্রয় লইবে; এক সময়ে আপন দলপতিকে দেখি বলিয়া তাঁহার শব টানিয়া তুলিবে। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ বলিল, তবে কোথায় তাঁহাকে গোর দেওয়া যাইবে? আব্বাস বলিলেন, যে স্থানে পরমেশ্বর তাঁহার প্রাণ হরণ করিয়াছেন সেই স্থানে। পরে তাহাই করা হইল। স্নানান্তে কোফন পরিধান করা হইলে যে গৃহে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন সেই গৃহে শব স্থাপন করা হয়। মৃত্যুর দ্বিতীয় দিবস ও তৃতীয় দিবস দলে দলে লোক আসিয়া প্রার্থনাদি করিতে থাকে, চতুর্থ দিবসে শব ভূগর্ভে নিহিত করা হয়, সেই সময়ে আচার্য্যব্যতিরেকে প্রার্থনাদি হয়। প্রথমতঃ মোহাজের পুরুষগণ দলে দলে আসিয়া ক্রমশঃ উপাসনা করিয়া যান, তাহারা চলিয়া গেলে আনসার পুরুষগণ আসিয়া তদনুরূপ প্রার্থনাদি করেন। তদনন্তর মহাজের নারীগণ পরে আনসার মহিলাগণ আসিয়া প্রার্থনাদি করেন। শব প্রোথিত করিবার কালে আনসার লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিল "হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর নিকটে আমাদের শুভ ফল লাভ হউক।"

হজরতের সঙ্গে যাঁহারা গৃহসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া মক্কা হইতে মদিনায় চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে মোহাজের বলে। যাঁহারা বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া মক্কা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, মক্কায় থাকিয়া নানা উৎপীড়ন সহ্য করিয়া মন প্রাণে হজরতের সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারা আনসার। হজরতের শরীরের কোন্ স্থানে কিরূপ বেদনা হইয়াছিল, মদারিজ গ্রন্থে তাঁহার

কোন উল্লেখ নাই। তবে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার শিরঃ-পীড়া হইয়াছিল, তাহাতেই মৃত্যু হয়।

জ্বলন্ত ঈশ্বর।

ব্রহ্মমন্দিরে প্রার্থনা।

রবিবার ১৩ই আশ্বিন, ১৮০৬ শক।

হে নিরাকার অগ্নিপুঞ্জ ব্রহ্ম, অনন্ত অগ্নি হইয়া তুমি ধপ ২ করিয়া জ্বলিতেছ। যাহাদের আত্মাতে বিশ্বাস অগ্নি প্রজ্বলিত তাহারা তোমায় দর্শন করিতেছে। মহা অগ্নি তুমি। এবার ভাদ্রোৎসবের পর হইতে ক্রমাগত তুমি আমাদিগকে অগ্নির কথা, মহা তেজের কথা শুনাইতেছ। দেব, কেবল শুনিলেই তো হইবে না, জীবনে পরিণত করিতে হইবে। অনেক বৎসর আমরা সংসারাসক্তিতে মগ্ন হইয়া শীতল হইয়া রহিয়াছি। তুমি আমাদিগের মনে মহা অগ্নি প্রজ্বলিত কর। তেজঃ-পুঞ্জ, অগ্নিপুঞ্জ, তুমি অন্ধকার কখনই নও, তুমি মৃত্যু অথবা শীতলতা নহ। তুমি অনন্তকাল হইতে মহা-প্রতাপ, মহাতেজ, মহাবল, মহাশক্তিরূপে দীপ্তি পাইতেছ। অগ্নিময় জীবন্ত দেবতা, তুমি। মহাপ্রাণ মহাঅগ্নি, মহাতেজ, মহাদীপ্তি হইয়া আমাদের প্রতি-জনের আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হইতেছ। তুমি আমা-দের সহায় ও সম্বল, তুমিই আমাদের ভরসা। অনেক বৎসর হইতে অবিশ্বাসপূর্ণ সংসার সমুদ্রের শীতলতার ভিতর বাস করিতেছি, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই। হে অগ্নিময় জীবন্ত সূর্য্য, তোমার প্রখর কিরণ বিকীর্ণ কর। তোমার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ কর। তোমায় না দেখিয়া সমুদয় জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শীতল বোধ হইতেছে। তোমা ভিন্ন মুক্তি নাই, পরিত্রাণ নাই। পৃথিবী অবিশ্বাস ও ঘন অন্ধকার-পূর্ণ। তুমি বিশ্বাসের অগ্নি জ্বালিয়া আমাদের এই সংসা-রের শীতলতাকে বিনষ্ট কর। সপ্তাহের মধ্যে কত টুকু অগ্নি আমাদের হৃদয়মন্দিরে সঞ্চিত হয়, আর কত টুকুই বা সংসারমন্দিরে থাকে তাহা কেবল তুমিই জান। কৃপা করিয়া অগ্নিতত্ত্ব বুঝাইয়া দাও, উহার তাৎপর্য্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে দাও। যাহাতে এই অগ্নি সর্ব্বদা আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত থাকে তাহার ব্যবস্থা কর। হরি, আমাদের নিজের কোন বল নাই, ক্ষমতা নাই যে চিরস্থায়ী অগ্নিস্তম্ভ হইয়া থাকি। এই জন্য প্রণত মস্তকে বিনীত ভাবে সকাতরে তোমার নিকট প্রার্থনা করি, হে ব্রহ্ম, অগ্নির প্রাচীর হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। সংসারের শীতলতা যেন আমাদের নিকট অগ্র-সর হইতে না পারে। যাহাতে পরলোকবাসী সাধু ভাই ভগিনীদিগের অগ্নিময় পবিত্র সহবাসে সকলে অবস্থান করিতে পারি তুমি তাহার উপায় কর। তাঁহাদিগের কথা আমরা যাহাতে শুনিতে পাই, তাঁহাদিগের আত্মার সহিত যাহাতে আমরা মিলিত হইতে পারি তুমি আমা-দিগকে তজ্জন্য প্রস্তুত কর। হরি, মৃঢ়দিগের সহবাসে আত্মার পাপ দূর হয় না। ব্রহ্ম সহবাসে অবস্থিতি করিলে, ব্রহ্মঅগ্নি হৃদয়স্থ করিতে পারিলে, সংসারের শীতলতা চলিয়া যায়। হে মহেশ্বর, নিরাকার অনন্ত অগ্নি, ভক্তেরা সকলেই অগ্নির সন্তান। অগ্নির সন্তান ঈশা, অগ্নির সন্তান মূষা, শাক্য, এবং আমাদের আচার্য্য। বাষ্পীয় পোতের ন্যায় ইঁহারা শীতল সংসার সমুদ্র হইতে আমাদিগকে অনন্ত তেজের রাজ্যে, তোমার অন্তঃপুরে তোমার তেজঃপুরে লইয়া যাউন তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যোগভিক্ষা।

(কোন মহিলা কর্ত্তৃক।)

হে যোগেশ্বর যোগীর হৃদয়রঞ্জন নববিধানের হরি, তোমার নববিধানে আমরা উচ্চ অধিকার পাইলাম। তোমার বিধানকুমার এই শুভ সংবাদ ঘোষণা করিয়া যাইলেন, পতিত নারিজাতিকে উদ্ধার করিলেন এবং উচ্চ অধিকারিণী করিলেন। হে মাত, নববিধানে আমরা এমন অধিকার পাইলাম যে আমরা তোমার ভক্ত সাধকগণের মত উপাসনা করিব, তোমার দাসেরা যেমন তোমরা ঘরে সেবা করিবেন, আমরাও সেইরূপ সেবা করিব। আমরা যোগ করিলেও করিতে পারি। মা, কেমন করে এমন জীবনে যে এমন উচ্চ প্রার্থনা করিতেছি জানি না। মাত, তোমার প্রসাদে অস-ম্ভব সম্ভব হয়। মা, যদি এ দুঃখিনীকে সুখী করিবে বলিয়া উচ্চ অধিকার দিলে, তবে ইহাকে যোগনিদ্রায় অভিভূত করিয়া দাও। মা, ক্ষুদ্র শিশু যেমন নিদ্রার সময় মার কোলে শয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তখন তার আর খেলনা পুতুল ভাল লাগে না, মাতৃক্রোড়ে শয়নের জন্য তাহার মাথা হেলিয়া পড়ে, মা তেমনি আমার আত্মা সংসা-রের পরিশ্রমে খেলায় শ্রান্ত হইয়া তোমার আরামক্রোড়ে শয়ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। মাত, নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট কোথায় পাপ, কোথায় প্রলোভন, কোথায় মায়া? ইহারা কেহই আক্রমণ করিতে পারে না। সে এখন মৃতের ন্যায় অবশ, সুযোগ পাইয়া দস্যুগণ যদি আসে, মা তুমি প্রহরী হইয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছ, তাহার কে করিবে? মাত, যখন নাট্য অভিনয় হয় তখন যে ব্যক্তির নিদ্রার আকর্ষণ হয়, সে নানা প্রকার বাদ্য ও গোলের মধ্যেও নিদ্রাকর্ষণে আকৃষ্ট, সে তখন আর

কোনদিকে চাইতে পারে না, দেখিতে পারে না, শুনিতে পারে না। তাই বলি, জননি, আমাকে যোগনিদ্রায় ঘুম পাড়াও। এই যোগ স্বর্গের সোপান, এই পথ ধরিলে আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, এই পথই আমার প্রার্থনীয়। এই ঘরে, মাত, তোমার সঙ্গে মিলিত হব, এই ঘরে যাইলে আমি তোমার পুত্রকন্যাগণকে দেখিব, এই ঘরেই আমি তোমার বিধানকুমারের সঙ্গে মিলিব। মাত, তোমার যোগিশ্রেষ্ঠ পুত্র কেমন যোগনিদ্রায় তোমার কোলে অনন্তকালের জন্য ঘুমালেন। এ পৃথিবীতে তাঁহার নিকটে সংসারের সকলি যোগের অনুকূল ছিল, প্রতিকূল কিছুই ছিল না। মাত, এই যোগই মানুষের অনন্তকালের সঙ্গী আর কিছুই সঙ্গে যাবে না। যোগই চিরসম্বল, যোগই পরম বন্ধু। অতএব, জননি, আমাকে যোগিনী কর এই তব চরণে প্রার্থনা। শুক

সাধনসূত্র।

[সাধু অঘোর নাথ সাধনসূত্র বলিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। ইহার কেবল সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার লেখনী যত দূর অগ্রসর হইয়া কালের নিয়মে স্থগিত হইয়াছে, আমরা ততটুকু প্রকাশ করিলাম। পাঠক মাত্রেই ইহার অসম্পূর্ণতায় দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।]

ধর্ম্ম জগতের বিচিত্র শোভা, এ জগতের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া সাধকের নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত হয়। কিন্তু সামান্যভাবে যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাদের ভাগ্যে ঐ অলৌকিক স্বর্গীয় মাধুর্য্য নিরীক্ষণ করা ঘটে না। তাঁহারা দূর হইতে অরুচির সহিত ঈশ্বরকে ডাকেন; সুতরাং ভজনের গভীর তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। তাঁহাদের নিকট গূঢ় ধর্ম্ম প্রহেলিকাবৎ প্রতীত হয়। বস্তুতঃ যাঁহাদের চিত্তচকোর ব্রহ্মের চরণচন্দ্রমার সুধারসপানে প্রমত্ত, এ সংসারে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহাদের জীবনই সার্থক। ধর্ম্মসংসারে সচরাচর দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল কৃপাসিদ্ধ ও আর এক দল সাধনসিদ্ধ। প্রথম শ্রেণীর লোক অত্যল্পই লক্ষিত হইয়া থাকে। ধূমকেতুর ন্যায় তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব সাময়িক বলিয়া প্রতীত হয়। কৃপাসিদ্ধ লোকেরা জগতে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত, আর শেষোক্ত লোকেরা সাধক নামে পরিগণিত হয়েন। মহাপুরুষেরা জীবনের প্রারম্ভে কেবল কৃপাস্রোতে ভাসমান হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃত নির্দ্দিষ্ট আদর্শ লাভ করেন। তাঁহাদিগকে তত সাধন, কষ্ট, ব্রত, নিয়ম পালন করিয়া ব্রহ্ম সাধন করিতে হয় না। যাহাও করিতে হয়, তাহাও যেন স্বর্গীয় স্বভাবের অব্যাহত গতিতে পরিচালিত হইয়া তৎকার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু সাধকেরা ঐরূপ প্রণালীতে ধর্ম্মে উন্নত হয়েন না, তাঁহাদিগকে অনেক যত্ন, বিবিধ নিয়ম, নানাবিধ প্রণালী ও বিধির মধ্য দিয়া যাইতে হয় এবং সাধন করিতে করিতে ঈশ্বরের কৃপা তাঁহাদের নিকট অবতীর্ণ হয়। এই পথে সাধারণতঃ সমুদয় মানব মানবীকে যাইতে হইবে। অতএব কিরূপ সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় তাহাই সকলের অবলম্বনীয়। যিনি এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন তাঁহাকেই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

সাধনা।

প্রথমতঃ সাধনের স্বরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক। যদ্দ্বারা সাধ্যবস্তু লাভ করা যায়, তাহাকে সাধনা কহে। অতএব প্রয়োজনীয়বস্তুপ্রাপ্তিই সাধনের উদ্দেশ্য জানিতে হইবে। সাধনের প্রকৃত তাৎপর্য্য কৃপার পথ পরিষ্কার করা। সাধন ঈশ্বরের কৃপালোকনে নেত্রবিশেষ। যখন মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়, তখন সাধনহীন তাহা নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হয়, কিন্তু সাধক সাধন করিতে করিতে এমন এক স্বর্গীয় শক্তি লাভ করেন যদ্দ্বারা তিনি সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দয়া প্রতীতি করিতে সক্ষম হয়েন। সংসারের বিচিত্র ঘটনাতে মনুষ্যের নিকট কৃপাময়ের করুণাস্রোত শতধা প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু সাধনরূপ নয়নহীন ব্যক্তি তাহার মধ্যে আপনাকে ভাসমান রাখিয়াও উহা উপলব্ধি করিতে পারে না। অতএব সাধন কৃপাবধারণের অবস্থাবিশেষ। সুতরাং এই লক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশিত হইল যে সাধনবল মানবীয় বল নহে।

সাধন ঔষধবিশেষ। শারীরিক প্রকৃতির ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাকে রোগ বলে এবং ঔষধ সেবন দ্বারা সেই প্রকৃতিকে সাহায্য করিয়া প্রকৃতিস্থ করাকে আরাম বা সুস্থতা বলা যায়। মানবাত্মাতে যে স্বর্গীয় প্রকৃতি আছে তাহা পাপ অবিশ্বাস ও বিষয়াসক্তি দ্বারা বিকৃত হইয়া যায়, সাধন দ্বারা আত্মার সেই অবস্থাটী প্রকৃতভাবে আনীত হয়। মন্দাগ্নি হইলে যেমন রুচিকর ঔষধ সেবন প্রয়োজনীয়, বিকারগ্রস্ত আত্মার পক্ষে সাধন তদ্রূপ নিতান্ত আবশ্যক। সাধন ধর্ম্মতৃষ্ণা ও ব্যাকুলতার একটি প্রধান লক্ষণ। তৃষ্ণাতুর আত্মা পরম পদার্থের জন্য সাধন না করিয়া থাকিতে পারে না। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি কি কখন জল অন্বেষণ না করিয়া থাকিতে পারে? এবং যে উপায়ে জল প্রাপ্ত হওয়া যায় তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা না করিয়া কি সে ক্ষান্ত থাকিতে সক্ষম হয়? অতএব সাধন ব্যাকুলতারপরিচায়ক। ব্যাকুল চিত্ত প্রয়োজনীয় বস্তুলাভের আশায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে, কোনরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

তবে কি সাধনাই সর্ব্বস্ব, প্রার্থনা কিছুই নহে? এমন দুর্লভ দুর্জ্জেয় পদার্থকে কি মানবীয় সামান্য যত্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। সাধনা প্রার্থনার অঙ্গবিশেষ। প্রার্থনাহীন সাধন সাধনই নহে, এবং সাধনহীন প্রার্থনাও প্রার্থনা নহে। যদি কেহ লোভ দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করে, অথচ সে প্রার্থনার পূর্ব্বে ও পরে লোভকে আরও প্রশ্রয় দেয় তবে তাহার সে প্রার্থনা নিশ্চয় কপট বলিয়া পরিগণিত হইবে। যদি সাধনের গভীর তাৎপর্য্য প্রতীতি করা যায় তাহা হইলে ইহাকে প্রার্থনা হইতে কোনরূপে স্বতন্ত্র বলা যাইতে পারে না, কারণ সাধন কার্য্যগত প্রার্থনা। অন্তর হইতে যে গভীর সরল প্রার্থনা বিনির্গত হয়, তাহার প্রবল স্রোত সমস্ত জীবনব্যাপী হইয়া থাকে। জীবন কর্ম্মের সমষ্টি। অতএব সাধনা কার্য্যতঃ, প্রার্থনায় প্রকাশ মাত্র। প্রার্থনার ভিতর সাধন যেরূপ নিহিত, আবার সাধনের ভিতর প্রার্থনাও তদ্রূপ নিহিত রহিয়াছে।

প্রকৃত সাধক ব্রহ্মতেজে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত। তাঁহার চতুর্দ্দিকে নিয়ত ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন রিপু আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। সাধক সেই তেজের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। রিপুসকল তাঁহার গাম্ভীর্য্য দর্শন করিয়া ভয়ে ভীত হয়, তাহারা মস্তক উন্নত করিতে আর সমর্থ হয় না। এইরূপে গাম্ভীর্য্য মহত্ত্ব তেজ গভীরতা সাধকের মুখশ্রীতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়।

সত্তানুভব।

প্রথম বস্তু দর্শন। বস্তু না দেখিলে তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবে কে? তাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করিবে কে? অতএব অগ্রে বস্তু দর্শন পরে পদার্থ নির্ণয়। যাহারা বস্তু দর্শন না করিয়া স্বরূপ নির্ণয় করিতে চায় তাহারা বিষম অন্ধকারে পড়িয়া মারা যায়। তাহাদের কোনরূপে মনোরথ পূর্ণ হয় না। অতএব ঈশ্বর আছেন, তিনি যে পরম চিৎপদার্থ সাধকের সর্ব্বাগ্রে তাহাই উপলব্ধি করা আবশ্যক। তিনি দৃশ্য বস্তুও নহেন অথচ অবস্তুও নহেন, এইটি বিশেষরূপে প্রতীতি করিতে হইবে। আকাশ ও জড় বস্তুর মধ্যে বস্তুত্বর অন্বেষণ করিতে হইবে।

সংবাদ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দারজীলিঙ্গে সুস্থশরীরে অবস্থিতি করিতেছেন।

আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণবিষয়ে জ্বলন্ত স্বপ্ন দর্শন নামক পদ্যগ্রন্থ আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তা যদিও স্বপ্নোচিত কল্পনা আশ্রয় করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন, তথাপি স্বপ্নে যে সার বিষয় লিখিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। একাদশ শির কল্পনা করিয়া একটি শির অব্যক্ত ভাবিবিধান সম্বন্ধে আবদ্ধ রাখিয়া অবশেষে ভিন্ন ভিন্ন শিরের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ লাভ যদিও কল্পনাধিক্য প্রতীত হয়, তথাপি আমাদিগের মতে এদেশের প্রাচীন কবিগণের কল্পনা অনুসরণ করিয়া আরও শত বা সহস্র শির কল্পনা করিলেও কল্পনাপ্রিয়ভারতকবিগণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হইত না। "সংগ্রামনির্ব্বিষ্টসহস্রবাহুঃ অষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপঃ" এ বলিয়া মহাকবি কালিদাস যদিও প্রাচীনতম কবিগণের কল্পনার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন, তথাপি পরবর্ত্তী কবিগণের কল্পনাধিক্য নিবারণ করিতে পারেন নাই। কাব্যে লোকোত্তর বিষয়ের বর্ণন অনেকে অনুমোদন করেন না, কিন্তু যিনি নৈষধ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকে পদে পদে ঈদৃশ বর্ণনা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। সে যাহা হউক, জ্বলন্ত স্বপ্নদর্শনে কবিত্ব আছে, অলঙ্কার আছে, ভাববৈচিত্র্য আছে। গ্রন্থকারের লেখা দেখিয়া তাঁহাকে নূতন লেখক বলিয়া মনে হয় না। অব্যক্তধ্বনিসমূহ মধ্য হইতে তিনি যে প্রকার "ওম্" শব্দ বাহির করিয়াছেন তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদিও যত্ন ও প্রয়াস দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন করিতে হইয়াছে, তথাপি ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রভৃতি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন, কবিকে তত দূর কষ্টকল্পনা করিতে হয় নাই। আমরা আশা করি এই গ্রন্থখানি অনেকে স্বয়ং পাঠ করিয়া দেখিবেন।

চন্দন নগর হইতে আমরা ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডের পত্নীর শ্রাদ্ধ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টাকা দান করা হইয়াছে। ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে তাঁহার পত্নী যথার্থ তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সংসারে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে সমুদায় সংহিতানুমোদিতরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র তাঁহার পত্নীসহ আধ্যাত্মিক নিত্য বিবাহ হয়, এজন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরাও বলি, তাঁহার জীবনে তাহাই সম্পন্ন হউক।

২৭ আশ্বিন চন্দননগর নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছে। ভাই অমৃতলাল বসু তদুপলক্ষে প্রান্তরে পাঁচ ছয় শত লোক সমক্ষে বক্তৃতা করেন এবং সন্ধ্যাকালে স্থানীয় হরিসভার প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন করত উপাসনাগৃহে আসিয়া উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

সংহিতাকার মনুর পক্ষসমর্থন করিয়া তত্ত্ববোধিনীতে যে প্রতিবাদ লেখা হইয়াছে তাহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। যে কালের যে বিষয় সে কালের অবস্থাদি দর্শন করিয়া বিচার সমুচিত। ইহাতে ভূতকালের প্রতি অনাদর, বর্ত্তমান কালের উন্নতিরোধ, উভয়ই বারণ হয়।

☞ এই পত্রিকা ৭২নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে ১৭ই কার্ত্তিক শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ স্থনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৯ ভাগ । ১৮ সংখ্যা । } ১ লা অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৮০৬ শক । { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু হরি, এ দেশের পৌত্তলিকগণ স্থানবিশেষে জাগ্রৎ দেবতা আছেন বিশ্বাস করে, এবং বহু পরিশ্রম করিয়া অভিলাষ জানাইবার জন্য সেই স্থানে গমন করে। তুমি আমাদিগের সেরূপ দেবতা নহ। সর্ব্বদা তুমি আমাদিগের নিকটে, সর্ব্বদা তুমি জাগ্রৎ। যদি হরি, আমরা জাগ্রৎ দেবতা তোমার পূজা করি, তবে আমাদিগের ভয় ভাবনা কিসের? পাপপিশাচ আসিয়া আমাদিগকে ভয় দেখায়, পৃথিবীর নিন্দা অপমান ঘৃণা প্রভৃতি আমাদিগকে অবিশ্বাসী করিয়া তোমা হইতে দূরে লইয়া যাইতে চায়, সেই সময় যদি আমরা বলি, এই যে আমাদিগের জাগ্রৎ দেবতা, তখনি তো তাহারা ভয়ে পলায়ন করিবে, আর আমাদিগের নিকটেও অগ্রসর হইতে পারিবে না। বিষাদ দুঃখ শোক কি কখন সে সকল লোককে অভিভূত করিতে পারে, যাহারা জাগ্রৎ হরি তোমার পূজা করে? না, প্রভো, ইহা যে একেবারে অসম্ভব। তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, আমরা যেন প্রতিনিয়ত "জাগ্রৎ" "জাগ্রৎ" "জাগ্রৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করি, আর অমনি তোমায় জাগ্রৎ বিদ্যমান দর্শন করি। সময় অসময় থাকিবে না, সর্ব্বদা তোমায় এইরূপে দর্শন করিব, তাহা হইলে আমাদিগের আর কোন ভয় ভাবনা থাকিবে না। হে হরি, তুমি সর্ব্বদা জাগ্রৎ, আমরা যেন সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকি এবং সকল ঘটনার মধ্যে তোমার জাগ্রৎ হস্ত দেখিয়া নিশ্চিন্ত হই। এরূপে বিপদ আর আমাদিগের বিপদ থাকিবে না, দুঃখ আর দুঃখ থাকিবে না, সমুদায় সুখে সম্পদে পরিণত হইবে। তুমি জাগ্রৎ আমরা জাগ্রৎ, এইটি আমাদিগের সম্বন্ধে হউক, এই তোমার নিকটে বিনীত ভিক্ষা।

শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

হে দীনদয়াল, ঠিক জাগ্রৎ দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিলে যেরূপ তোমার রাজ্যে চলা উচিত তাই যেন আমরা করি। দুঘণ্টা সকালে তোমার সঙ্গে জাগ্রৎ সম্বন্ধ উদ্দীপন করিব, তা হ'লে তুমি জাগ্রৎ দেবতা কৈ হইলে? যে দেবতা সমস্ত দিন ঘুমান, কেবল দুঘণ্টা জাগেন, সে রাজার রাজ্য কেমন করে ভাল করে চলে? তাঁর আমলারা সকলে গোলমাল করে রাজ্য চালায়। হরি, তুমি ত অনন্তকালই জেগে আছ, কেবল কুমতি মানব মনে করে যে তুমি ঘুমিয়ে

আছ। দুঘণ্টা জাগ্রৎ দেবতার পূজা করে, তার পর একটা ঘুমন্ত দেবতাকে আনে। রাজা তুমি, প্রকাণ্ড জাগ্রৎ বলবান্, সমস্ত দিন সম্মুখে। আমাদের দিন রাত্রি গুলো আমাদের করে রেখে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক কেবল সকাল বেলা দুঘণ্টার জন্য রাখি। কোন একটা বিচারের নিষ্পত্তি করিতে হইলে বলি, এখন কাছারি বন্ধ, আবার সেই কাল সকালে কাছারী খুলিলে বিচার হবে। হরি, ভক্তদের হরির নিদ্রা নাই, দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা জেগে আছেন; জাগ্রৎ দেবতা তাঁদের। আর যে হতভাগারা মনে করে দেবতা ঘুমায় তাদের উপাসনাঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, রাজা প্রজা সকলে নিদ্রিত হইল। কি ভয়ানক! দেবতা তুমি সর্ব্বদা জাগ্রৎ। ভক্তেরা কি কথায় বার বার তোমার সঙ্গে কথা কন। জেগে আছ তুমি, তখন তোমাকে দিয়াই সব কাজ করাইয়া লন। মা, তুমি চিরকাল জেগে থাক। হে দয়াসিন্ধু, হে কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তোমাকে নিদ্রিত ঈশ্বর মনে না করি, কিন্তু জাগ্রৎ দেবতা তোমাকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া তোমার রাজ্যে কার্য্য করি এবং তোমা দ্বারা সুশাসিত হইয়া ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া জীবন যাপন করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রাচীন ও নবীন।

আমরা নববিধানবাদী এ কথা স্মরণ রাখা উচিত। প্রাচীনের সমাদর করিতে গিয়া নূতনের, আবার নূতনের সমাদর করিতে গিয়া প্রাচীনের অনাদর আমরা কখন করিতে পারি না। অনবধানতাবশতঃ এ দুই আমাদিগের কর্ত্তৃক হইবার সম্ভাবনা আছে, এ জন্য উভয়ের মর্য্যাদা কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

প্রাচীন ও নবীন এ দুয়ের সম্বন্ধ কি সর্ব্বাগ্রে নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন নবীনের মূল এ জন্য প্রাচীনের আদর চির অপরিহার্য্য। নূতন কখন হঠাৎ আইসে না, এবং যখন আইসে তখন প্রাচীনের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, অথবা উহারই ভাবান্তর ও রূপান্তর উহা নহে, এরূপ কখনও হয় না। মানবীয় সমুদায় বিভাগ হইতে ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমরা ধর্ম্মের তত্ত্ব হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি বিষদ করিব। পৃথিবীতে পর্য্যায়ক্রমে বিধানের পর বিধান আসিয়াছে। পর সময়ের বিধান পূর্ব্ববিধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ। এমন কি বৈজ্ঞানিক প্রণালী আশ্রয় করিয়া বলা যাইতে পারে, ক্রমোন্নতির নিয়মে একটি হইতে আর একটি উন্নত আকার ধারণ করিয়া সমাগত হইয়াছে। মুষা এবং ঈশা এ দুয়ের বিধান পরস্পর দেখিতে কত স্বতন্ত্র, কিন্তু যদি মুষার সময় হইতে পর পর যে সমুদায় য়িহুদী ঋষি উদিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সমুদায়কে যথাক্রমে ধরা যায়, তাহা হইলে মুষা হইতে ঈশার সমাগম হঠাৎ হয় নাই, ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। এক জন প্রতিবাসীকে প্রীতি এবং শত্রুকে চিরজীবন ঘৃণা করিতে বলিতেছেন, আর এক জন শত্রু মিত্র উভয়কে প্রীতি করিতে বলিতেছেন, অথচ দুজনই সমবিধানসূত্রে আবদ্ধ, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কারণ এরূপ বিপরীত আদেশ প্রচার করিয়াও পূর্ব্ববিধানের বিনাশ হইল না তাহার পূর্ণতা হইল, মহর্ষি ঈশা স্বীয় মুখে বলিয়াছেন। পরস্পর বিসংবাদী দুইটি প্রমাণ কি প্রকার অবস্থাগত-তারতম্যে বিপরীত হইয়াও একত্ব রক্ষা করে আমরা প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

মুষা এবং ঈশা এ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কাল প্রায় পঞ্চদশ শত বৎসর। মুষার সময়ের অবস্থা এবং ঈশার সময়ের অবস্থা এ দুই-

য়ের পার্থক্য সামান্য নহে। ঈশ্বর শত্রু মিত্র উভয়কে সম দৃষ্টিতে দর্শন করেন' এ বিশ্বাস মুষার পূর্ব্ব হইতে ছিল। মহর্ষি ঈশা যখন "ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের উপরে তিনি (ঈশ্বর) বারিবর্ষণ করেন" বলিলেন, তখন ঈশ্বরের এই সমদৃষ্টি কেবল ঈশারই চক্ষে তখন প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা নহে, অতি প্রাচীন সময় হইতে এই দৃষ্টি সকলের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। মনুষ্যের এই সমদৃষ্টি নাই বলিয়া মনুষ্য অতি নীচ, ঈশ্বরের নিকটে অগ্রসর হইতে অসমর্থ, এই ভাব মুষার অগ্রেও জনহৃদয়ে ছিল। মহর্ষি ঈশা যখন মানবসন্তানের পুত্রত্ব প্রকাশ করিলেন, তখন ঈশ্বরসদৃশ সমদৃষ্টি না হইলে কখন মনুষ্য পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে না, ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পারে না, তাই তিনি সর্ব্বাগ্রে শত্রুমিত্রের প্রভেদ বিলোপ করিয়া শত্রুকে প্রীতি করা সর্ব্বপ্রধান আদেশ বলিয়া প্রচার করিলেন। মুষার সময়াপেক্ষা ঈশার সময় ঈদৃশমতস্থাপনে অনুকূল ছিল, ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

এখন জিজ্ঞাসা এই, ঈশ্বরের সমদৃষ্টি যদি মুষার সময়ের পূর্ব্ব হইতে সাধকগণের হৃদ্‌গোচর ছিল, তবে মুষার সময়ে এ ভাব প্রচারিত না হইয়া শত্রুমিত্রের প্রভেদ কেন প্রচারিত হইল? মুষা যখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, তখন তাঁহার ভাব তিনি কেন প্রাপ্ত হইলেন না? আমরা ইহার এই উত্তর দেই, ঈশ্বরের এ উচ্চ ভাব তখনকার অবস্থায় জনহৃদয়ে কার্য্যকর হইতে দেয় নাই। নবীনধর্ম্ম স্বজাতিমধ্যে রক্ষিত হওয়া যখন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, তখন শত্রুগণ হইতে যে তাহার কত বিপদ, কে গণনা করিয়া উঠিতে পারে। সুতরাং মনুষ্যেতে আত্মরক্ষার যে প্রবল ভাব আছে, তাহা এই সমভাবের সর্ব্বত্র প্রয়োগে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, অথচ প্রতিবাসিগণ যে প্রকার ভাবাপন্ন কেন হউক না তাহাদিগের প্রতি এই ভাবের কার্য্য অবকাশ লাভ করিয়াছিল। এইরূপে মুষায় সময়ে যে সমদর্শন বা প্রীতি সীমামধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, পঞ্চদশ শত বৎসর পর উহাই বিস্তৃত ক্ষেত্র অধিকার করিয়াছে, এমন কি সমুদায় সীমা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, ইহাতে কিছু ক্ষতি হয় নাই। প্রাচীনে ও নবীনে এখানে এই প্রভেদ যে প্রাচীনকালে যাহা সীমাবদ্ধ ছিল, নবীনকালে তাহাই সীমা উল্লঙ্ঘন করত প্রশস্ত ভূমি অধিকার করিয়াছে।

ঈশ্বরদর্শনাদি সমুদায় বিষয়ে এই প্রকার আমরা প্রাচীন নবীনে সমজাতীয় সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে পারি। বদ্ধ ও প্রমুক্ত, ঈষৎস্ফুট ও প্রস্ফুট ইত্যাদি যে কোন শব্দে আমরা ক্রমবিকাশ প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু ইহাতে প্রাচীন ও নবীনের সমজাতিত্ব গিয়া বিজাতিত্ব কখন সপ্রমাণ হয় না। এক জন পণ্ডিত ভালই বলিয়াছেন, কোন সংস্কারক প্রাচীনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া নবীন মূলোপরি কিছু সংস্থাপন করিবেন যদি লোককে বলেন, তবে তিনি বঞ্চক। মহাত্মা সকল যে সমুদায় তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাহা নূতন হইলেও প্রাচীনের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ হইতে যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা প্রাচীন ঈশ্বর প্রাচীন সহ অবিচ্ছেদ যোগে সম্মিলিত রাখিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ঈশ্বর পূর্ব্বাপরের সম্বন্ধ পরিহার করিয়া ভক্ত সাধককে কিছু বলেন না, তাই সাধক ভক্তের নিকট যাহা নূতন এবং আকস্মিক, তাহা ভূত ভবিষ্যতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একসূত্রে নিবদ্ধ। এই জন্যই আমরা নিয়ত দেখিয়াছি, যাহা কোন সাধক দেবনিঃশ্বসিতযোগে লাভ করিলেন, তাহা ভূতকালের সাধকগণের সঙ্গে একতা এবং ভাবী সাধকগণের ভাবী অবস্থার মূল উপাদানত্ব প্রদর্শন করে। ভক্ত সাধক উহা তখন তখন পাইলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নূতন, কিন্তু প্রাচীন মহান্

ঈশ্বর হইতে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ লইয়া উহা সমাগত হইল বলিয়া উহা চিরপুরাতন ও চিরনূতন। যাঁহাদিগের বিজ্ঞাননেত্র আছে, তাঁহারা এই-জন্য নবীনকে প্রাচীন সহ সম্মিলিত করিয়া দেখিতে কখন লজ্জিত হন না। কেন না যেখানে নবীনের প্রাচীন সহ ক্রমোন্মেষসূত্রে সম্বন্ধ নাই, সেখানে ভ্রান্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কাল, দেশ ও অবস্থাগত তারতম্যে যতটুকু বিভেদক কারণ উপস্থিত হইতে পারে তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন সহ নূতনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিবেই থাকিবে। যদি সহসা সম্বন্ধ দেখিতে না পাওয়া যায় অবশ্য কোথাও আছে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

চিরনূতনত্ব।

আমাদিগের নববিধান নিত্য নূতন। ইহা নিত্য নব নব ভাবে সাধকের নিকটে আপনাকে প্রকাশিত করে। নববিধানে যদি পুরাতনত্ব আসিল, তবে আর উহা নববিধান রহিল না, উহার নাম নিরর্থক হইল। "নিত্যনূতনতয়া বিলক্ষিতম্" নিত্য নবভাবে লক্ষিত হয় এ জন্য নববিধান নাম হইয়াছে, অন্য কোন অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। নববিধান দেবনিঃশ্বসিতের দ্বার উনবিংশ শতাব্দীতে সকল জনের নিকটে খুলিয়া দিয়াছেন, যে কেহ হৃদ্গত অভিলাষ করে সেই প্রবেশ করিতে পারে, কাহার পক্ষে বারণ, নাই। "তথায় কামী লোভীর যেতে বারণ" এ অতি প্রাচীন কথা। নব বিধান পাপীদিগকে এই বলিতেছেন "হে পাপিগণ, পাপের প্রতি যদি তোমাদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে, আর যদি তোমরা পাপ করিতে না চাও, আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দিতেছি। কেন না পাপী হইয়া তোমরা কাতর প্রাণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছ, তোমাদিগের মুক্তি অদূরে।" কল্য যে পাপে রত ছিল, আজ সে পাপ ছাড়িবার অভিলাষ করিবামাত্র দেবনিঃশ্বসিতের অধিকারী হইবে, ইহা কিছু সামান্য কথা নয়। পূর্ব্ব যুগে এরূপ ঘটে নাই, এ যুগের ইহা অসাধারণ লক্ষণ।

য়িহুদী শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ঈশ্বর ধূলি দ্বারা মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসারন্ধ্রে নিঃশ্বসিতযোগে প্রাণ সঞ্চার করিলেন। এ কথা সামান্য কথা নহে। একমুষ্টি ধূলি যখন ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা অমনি প্রাণবান্ হইয়া উঠে। এক জন অসত্য বলিতে উদ্যত, ঈশ্বর নিঃশব্দে বলিলেন "সত্য কথা বল"। অমনি সেই পুরাতন কথার মধ্যে অপূর্ব্ব প্রাণ সঞ্চরিত হইল, পাপী চমকিয়া উঠিল, তাহার রোম ও মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল, যেন তাড়িতের আঘাত তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবিষ্ট হইল। আর কি সে অসত্য বলিতে এক পদ অগ্রসর হইতে পারে? "সত্য কথা বল" এ কথা সে বাল্যকাল হইতে গ্রন্থে পাঠ করিয়াছে, বৃদ্ধ পিতামাতা প্রতিবাসী ও আচার্য্য মুখে কত বার শুনিয়াছে, সে সময়ে সে কথার এ প্রকার প্রাণপ্রদ সামর্থ্য ছিল না, কথা শুনিয়াও, ভর্ৎসিত দণ্ডিত হইয়াও সে মিথ্যা বলিয়াছে। এ সময়ে দণ্ড নাই, ভর্ৎসনা নাই, শাসন নাই, রসনাযোগে বাক্য উচ্চারণ নাই, কোথা হইতে এই অশব্দ বাণী তাহার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল হয় তো তাহাও সে জানিতে পাইল না, অথচ তাহার মনের গতি স্থগিত হইল, রসনাগ্রে সমাগতপ্রায় মিথ্যা কথা সেইখানেই অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল, তখন আর সে এ কথা ভাবিল না এ তো পুরাতন কথা, চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি, এখন আর কেন এই প্রাচীন কথা শুনিয়া পূর্ব্বাভ্যাস পরিত্যাগ করি? ঈদৃশ যুক্তি আসিবার পূর্ব্বে তাহার মনের গতি স্থগিত হইয়াছে, সে আর কি করিবে? তাহার নিকটে পুরাতন কথা নূতন হইল, জীবন্ত প্রাণবান্ হইল, ধূলিসদৃশ একটি সামান্য বাক্য দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল,

সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণীরূপে অবতরণ করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে অসত্যের গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিল। "সত্য কথা বল" এই পুরাতন বেদবাক্য "নব বেদবাণী" হইয়া তাহার হৃদয়কে অধিকার করিল, তাহার জীবন কৃতকৃত্য হইল।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে এই প্রতীত হইতেছে, ঈশ্বরের দেবনিঃশ্বসিত যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহা জীবন্ত হয়, প্রাণবান্ হয়, নব নব ভাব সাধকের নিকটে অভিব্যক্ত করে। ঈশ্বরেতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন এক। তাঁহার নিকটে কিছু পুরাতন নাই, নূতন নাই, সকলই নিত্যবিদ্যমান। কালের সম্বন্ধে বিষয়দর্শন আমাদিগের স্বভাব তাঁহার নহে। "সত্য কথা বল" অনাদিকাল হইতে তাঁহার মুখ হইতে এই বাণী বিনিঃসৃত হইতেছে, অনন্ত কাল এই বাণী বিনিঃসৃত হইবে। এই নিত্যবেদ যে সময়ে যে ব্যক্তি তাঁহার মুখ হইতে গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে উহা তখনই নূতন। সত্য, জ্ঞান, নীতি, পুণ্য ইহা চিরপ্রাচীন হইয়া এই প্রকারে নিত্যনূতন। কোন একটি সত্য, কোন একটি জ্ঞান, কোন একটী নীতি প্রাচীনকালে ছিল বলিয়া গ্রহীতার নিকটে উহার সমাদর কমে না, বরং উহাদের গভীর মূল ও অনন্ত বিস্তৃতি দর্শন করিয়া প্রাণ মন কম্পিত হয়।

এক এক সামান্য ব্যক্তিসম্বন্ধে দেবনিঃশ্বসিত যে প্রকার সকলই নূতন করিয়া উপস্থিত করে, তেমনি এক এক অসাধারণ ব্যক্তির নিকটে সমুদায় প্রাচীন কাল নূতন হইয়া সমাগত হয়। যাহা কিছু মৃত অস্থি ও কঙ্কাল রাশি হইয়া পড়িয়াছিল, দেবনিঃশ্বসিতযোগে তাহা জীবন্ত প্রাণবান্ হইয়া এই সকল অসাধারণ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হয়। অসাধারণ ব্যক্তিগণ প্রাচীন সমুদায় বিষয়ের সহিত অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ হইয়া অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য মহাসত্য, মহাজ্ঞান, মহতী নীতি বিস্তার করেন। সমুদায় সত্য নীতি ও জ্ঞানের মধ্যে ভূতকালের দিকে অনাদিত্ব, ভবিষ্যতের দিকে অনন্তত্ব আছে বলিয়া অসাধারণ লোকগণেতে এরূপ উদার বিস্তৃতি সম্ভবপর হয়। এরূপ মহত্ত্বে তাঁহাদিগের নিজের গৌরব নাই, যে দেবনিঃশ্বসিত তাঁহাদিগকে নিত্য সত্য, নিত্য জ্ঞান, নিত্য নীতির সহিত সংযুক্ত করিল, মহিমা তাহারই।

সাধকসমিতিতে দেবনিঃশ্বসিত প্রবাহিত হওয়া বর্ত্তমান কালের একটি বিশেষ লক্ষণ। এখানেও যাহা কিছু অনাদি পুরাতন তাহাই নিত্যনূতন হইয়া অনন্ত ভবিষ্যতের সঙ্গে সংযুক্তরূপে প্রকাশিত হয়। আমরা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধকসমিতিসম্বন্ধে তাহার সকলই বলা যাইতে পারে, তবে বিশেষ এই যে, এতন্মধ্যে শাস্তৃত্ব একটি বিশেষ ভাব আছে। পূর্ব্বকালে এ ভাবটিও সময়ে সময়ে এক জন অসাধারণ ব্যক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। সে যাহা হউক, আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে অনাদিকালসিদ্ধ অতিপুরাতনেরও নিত্যনূতনত্ব সপ্রমাণ হইল। পুরাতন পুরাতন ও মৃত, যদি দেবনিঃশ্বসিত তাহাকে জীবিত ও প্রাণবান্ না করে। এখন জিজ্ঞাসা এই, এক দেবনিঃশ্বসিতযোগে এরূপ বিপরিবর্ত্তন কেন হয়? প্রাণ ও প্রাণের অভাব এরূপ বিপরিবর্ত্তনের মূল সকলেই বুঝিতে পারেন। যাহা বর্দ্ধনশীল নহে, ক্রমপরিবর্ত্তাধীন নহে, একাবস্থায় অবস্থিত, তাহা মৃত, ধূলিসদৃশ। ইহার মধ্যে আবার যখন দেবনিঃশ্বসিত প্রবিষ্ট হয়, তখন আর মৃত থাকে না, জাগিয়া উঠে, আত্মবক্ষে অনন্তভাবিসম্ভাবনা প্রদর্শন করে।

আমরা নববিধানকে নিত্যনূতন বলিয়াছি। এ কথা কি অন্য বিধানসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না? তন্মধ্যে যে সকল সত্য আছে, তাহাও তো প্রাচীন ও নবীন উভয়ই। সত্য প্রাচীন নবীন উভয়ই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে দেবনিঃশ্বসিত উহাকে নিত্যনূতন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যখন তত্তৎসম্প্রদায়ের জনসাধা-

রণের অপ্রাপ্য, তখন তাহা তত্তদ্ব্যক্তিসম্বন্ধে জীবনশূন্য। নববিধান চিরকালের জন্য প্রত্যেক নববিধানীর পক্ষে দেবনিঃশ্বসিত উদ্ঘাটিত রাখিয়াছেন, তাই ইহার সত্য কোন কালে বিধানিগণের নিকট মৃত হইবার নহে। ইহার মধ্যে যে অনন্ত ভাবিসম্ভাবনা আছে, তাহা চিরকাল নিত্যনূতন থাকিয়া জীবন দান করিবে। আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমুদায় সত্য, জ্ঞান ও নীতি জনসমাজে প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেই সকলের একত্বসম্পাদক নব সম্বন্ধ ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, নব ভাবে জনসমাজকে অধিকার করিয়াছে, সে সমুদায় অনন্ত ভবিষ্যৎ ক্রোড়ে করিয়া অবস্থিত। ক্রমিক দেবনিঃশ্বসিত এই সকলের মধ্য হইতে নিত্য নব ভাব আবিষ্কৃত করিবে, তাই আমরা ইহাদিগকে কোন কালে অনাদর করিয়া মৃত বা প্রাচীন বলিতে পারি না। সত্যজ্ঞানাদি মধ্যে নবসম্বন্ধ আবিষ্কার দ্বারা নববিধান মানবসমাজে নববিধ উন্নতির উপাদান অর্পণ করিয়াছেন। এ উপাদান কোন কালে পুরাতন হইবার নহে, দেবনিঃশ্বসিতযোগে নব নব সম্বন্ধে নিবদ্ধ হইয়া জনসমাজের অনন্ত উন্নতি আনয়ন করিবে। নববিধানের ক্ষেত্র হইতে মৃত্যু বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, এখানে চিরনবীনত্ব চিরজীবন। যাহারা এখানে মৃত্যু দেখিয়া ভীত হয়, তাহারা প্রকৃতিস্থ নহে, তাহাদিগের জ্ঞান শৈথিল্য উপস্থিত, দেবনিঃশ্বসিতের দ্বার শীঘ্র অবরুদ্ধ করিতে কৃতোদ্যম। অতএব এ প্রকার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যেন সকলে চিরজীবন চিরনূতনত্ব নিয়ত কাল দর্শন করিয়া সুখী হন।

নববিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

পরলোক।

১। ইহলোক ও পরলোক একই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশ, একই ভবনের ভিন্ন ভিন্ন গৃহ।

"ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাওয়া ইহাতে আশঙ্কার কারণ কি আছে? ইহলোক পরলোক এক রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশ মাত্র, এক ভবনের ভিন্ন ভিন্ন ঘর মাত্র। এখানেই থাকি আর সেখানেই যাই, সেই এক রাজা এক পিতার নিকটে আমরা থাকি। (মাসিক ধর্ম্মতত্ত্ব ৯৫৬ পৃ)।

২। একই সময়ে আত্মা দেহযোগে সংসার সহ, বিশ্বাস ও ভক্তিযোগে পরলোক সহ সম্বদ্ধ।

"আমাদের এক দিকে মৃত্যু, অন্য দিকে অমৃত, এক দিকে পৃথিবী, অন্যদিকে ধর্ম্ম, এক দিকে সংসার, অন্য দিকে ঈশ্বর। ইহার মধ্যে আত্মা বাস করে। এক দিকে শরীর মধ্যে আত্মা, আর এক দিকে ব্রহ্মরূপ মন্দির মধ্যে আত্মা—এক দিকে দেহগত আত্মা, অন্য দিকে ব্রহ্মগত আত্মা।" "যেমন শরীরের দ্বারা সংসারের যোগ, তেমনি আর এক দিকে বিশ্বাসের দ্বারা পরলোক এবং ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ। জীবাত্মা যখন ঈশ্বরে বাস করে আত্মার সেই অবস্থাই পরলোক।" "ইন্দ্রিয় না থাকিলে যেমন সংসারের সঙ্গে যোগ হয় না, সেইরূপ বিশ্বাস ভক্তি না থাকিলে ঈশ্বর এবং পরলোকের সঙ্গে যোগ হয় না।" (ধর্ম্ম, ১৭৯৩, ১৬ অগ্রহায়ণ)।

৩। ঈশ্বরগত আত্মা পরলোকবাসিগণ সহ একত্র বাস করে; পরস্পর চির সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

"ঈশ্বরকে যেমন ভক্ত নিকটে উপলব্ধি করেন, সেইরূপ পরলোকও ভক্তের অতিনিকটে। অবিশ্বাসীর নিকট পরলোক অতি দূরে এবং অন্ধকারময়, অজ্ঞানিত স্থান, কিন্তু ভক্ত পরলোকবাসী লোকদিগের সহিত একত্র বাস করিতেছেন, কেন না তিনি জানেন যেখানে ঈশ্বর সেইখানেই পরলোক। ঈশ্বর নিকটে সুতরাং পরলোকবাসী আত্মা সকলও নিকটে। পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মা আমাদের উপকার করিয়া গিয়াছেন, পরলোকেও তাঁহারা আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, ভক্ত ইহা স্পষ্টরূপে অনুভব করেন। আমাদের ধর্ম্মজীবন পরলোকবাসী সে সকল সাধুদিগের সঙ্গে গূঢ়ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। চিরকাল আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিব, ইহাতে আর ভক্তের সন্দেহ থাকে না। মনের মধ্যে তিনি ইহলোক পরলোক একত্র দেখেন। (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৭৯৫, ১ কার্ত্তিক)।

৪। ঈশ্বরেতে অধিবাস স্বর্গ। অনন্ত কাল ঈশ্বরেতে বাস অনন্ত স্বর্গ। সাধকগণের যুগপৎ ঈশ্বরেতে স্থিতি সপরিবারে স্বর্গবাস।

"সশরীরে স্বর্গে যাওয়া ইহার অর্থ কি? ইহা নহে যে শরীর ব্রহ্ম ভক্ত হইয়া স্বর্গের সুখে মুগ্ধ হইবে; কিন্তু

ইহার অর্থ এই যে, শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, শরীর থাকিতে থাকিতেই সেই আত্মা সংন্যাসী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত থাকিবে। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীতে থাকিবে; কিন্তু আত্মা সংসারের সুখে উদাসীন হইয়া স্বর্গে বাস করিবে, এবং ঈশ্বরের আনন্দে পুলকিত থাকিবে।" "সেই গভীর আধ্যাত্মিক অবস্থায় সাধকের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এবং ইহকাল পরকাল ভেদ নাই, তিনি এক অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া যান। জীবের এই অবস্থায় অনন্ত কাল অবস্থিতির নামই অনন্ত স্বর্গ। সকল দিকে কেবলই ব্রহ্মের অনতিক্রমণীয় অনন্ত সত্তা। তখন তিনি ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রে বাস করেন এবং ব্রহ্ম ভিন্ন তিনি কোন দিকে আর কিছুই দেখিতে পান না। ঈশ্বরের এই সর্ব্বব্যাপী সত্তাই ব্রাহ্মের স্বর্গ।" (ধর্মতত্ত্ব ১৭৯৬ শক, ১৬ জ্যৈষ্ঠ)।

"যখন মন সংসার ছাড়িয়া স্বর্গ আরোহণ করে, তখন সেখানে পাপপ্রলোভন প্রবেশ করিতে পারে না; এবং যে অবস্থা হইতে মন আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে চাহে না, যেখানে সকলের অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেখানে পরস্পরের সঙ্গে যোগ হয়, তাহাই আত্মার যথার্থ যোগ। যখন এই যোগের আরম্ভ হইবে, তখনই বুঝিবে সপরিবারে স্বর্গভোগ করা কি?" (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৭৯৬ শক, ১৬ আষাঢ়)।

৫। যাঁহাদিগের ঈশ্বর সহ প্রাণযোগ হয়, পরলোকে তাঁহাদিগের সহিত নিত্য যোগ।

"হৃদয়ের প্রেমযোগে বিচ্ছেদ আছে। আজ যাহাকে ভাল বাসি কাল তাহাকে ভাল বাসি না, আজ ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম, কাল তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল না, এইরূপে সর্ব্বদাই প্রেমযোগের হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু প্রাণযোগের পরিবর্ত্তন নাই, প্রাণযোগ নিত্য। "সকলের একমাত্র গতি ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রাণযোগ আরম্ভ হইয়াছে অথবা যাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া ঈশ্বরেতেই দিবানিশি বাস করেন তাঁহারই কেবল সশরীরে ভক্তের সঙ্গে স্বর্গে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহাদের সেই যোগই যথার্থ স্বর্গীয় এবং অনন্তকালের যোগ এবং দেহত্যাগের পর পরলোকে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হইবে।" (ধর্ম্ম ১৭৯৬, ১৬ আষাঢ়)

৬। পরলোকগৃহ নিরাকার অথচ প্রেম পুণ্য আনন্দ ও ঈশ্বরসান্নিধ্যে মনোহর।

"যেমন ঈশ্বরের শরীর নাই অথচ তাঁহার রূপ আছে, গুণ আছে এবং এই জন্য তাঁহাকে ভালবাসা যায়, তেমনি এ বাড়ী খানিও যদিও দেখিতে তেমন খুব সুন্দর চিত্র করা নহে, তথাপি ইহার গুণ আছে বলিয়া ইহাকে ভালবাসা যায়। জিজ্ঞাসা করি, ভগ্নি, সুন্দর হয় কিসে? আমি বলি সুন্দর হয় সুখে, আনন্দে। বাপের বাড়ীকে কেন সুন্দর বলি, বাহ্যিক শোভাতে নহে কিন্তু এই জন্য যে দুঃখের সময় কত সুখ পেয়েছ, মা বাপকে নিয়ে কত আনন্দ, এবং কত গল্প করেছ। যদি সুখের ধাম সুন্দর হইল, তবে যে বাড়ীতে সুখ আছে পুণ্য আছে, ভালবাসা আছে, তাহা কত সুন্দর। আত্মার সুখ হয় পুণ্যেতে, প্রেমেতে, উপাসনাতে। সেই পরলোকরূপ বাড়ীতে এমন সকল উপাসনার জায়গা আছে যাহা তোমরা কল্পনাতেও ভাব নাই।" "আমাদের ঈশ্বর কোথায়? এখানেও আছেন পরলোকেও আছেন। সাধন করিতে করিতে পরলোকে যাওয়া যায়। আমরা যাই, তোমরাও যাইতে পার। এক বার যখন খুব ভক্তিভাবে ঈশ্বরের কাছে বসা যায়, তখন সেই লোকের ঘর নিকটে অনুভব করা যায়। এখনই আমরা ভাবিতে ভাবিতে পিতার কাছে বসিলাম। খুব যদি প্রেমিক হও বিশ্বাস চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া এখনই সেই পরলোক দেখিবে।" (আ, উ, ২৮ শ্রাবণ, ১৭৯৮)।

৭। ইহলোকে আমাদিগের পবিত্রতানুসারে পরলোকে স্থিতির কাল।

"ঈশ্বর যদি সত্য হন তবে পরলোকও সত্য। মনের পবিত্রতানুসারে হয় দশ মিনিট নয় অধিক ক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিতে পারি। তাহার পরেই আবার এই অসার পৃথিবীতে আসিয়া পড়ি, পরলোকে বাস ঘুচিয়া যায়; সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, সেই আহ্লাদের স্বপ্ন আর দেখা যায় না। দূর হউক জঘন্য পাপের আসক্তি যাহা আমাদিগকে স্বর্গধাম হইতে পৃথিবীর মলিন পথে নিক্ষেপ করে।"

ভারতাশ্রম।

আচার্য্যের উপদেশ।

সাধক চতুষ্টয়ের ব্রতোদ্যাপন উপলক্ষে।

বৃহস্পতিবার, ২৬ শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক।

তিন শত পঁয়ষট্টি দিন অতীত হইল। ব্রতদাতা ঈশ্বর আজ সিদ্ধিদাতা হইয়া তোমাদিগকে ফল বিধান করুন! ফলবিহীন ব্রত শুষ্ক স্রোতের ন্যায়। বীজ রোপণ করিয়াছ আজ বৃক্ষকে নাড়া দাও, যদি ফল পড়ে জানিবে তোমাদের সার্থক জীবন। কল্পতরুমূলে বসিয়া চারিদিকে তাকাও। নিয়মপালনসম্বন্ধে তোমাদের ক্রটী হইয়াছে, সৎপ্রসঙ্গ ভাল হয় নাই এজন্য তোমরা দণ্ডের উপযুক্ত। যদি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না হয়, তোমাদের মধ্যে এই অপরাধ থাকিয়া যাইবে। সাধু সঙ্গে থাকিয়াও যদি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পার তবে, হে ধর্ম্মার্থিগণ, বিশ্বাস কর এই সাধন অতি দুর্লভ। সৎপ্রসঙ্গ প্রতিদিন করিতেই

হইবে। দুর্ব্বলপ্রকৃতি মনুষ্যের পক্ষে সৎপ্রসঙ্গকঠিন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সৎপ্রসঙ্গ শিখিয়া সৎপ্রসঙ্গের সুধা পান করিবে। সৎসঙ্গে অনুরাগী হইতেই হইবে সৎপ্রসঙ্গে মোহিত হওয়া আর ঈশ্বরে মোহিত হওয়া এক কথা। অন্যান্য বিষয়ে তোমাদের সাধনে ফল হইয়াছে, এখন গূঢ় পরে প্রকাশ পাইবে। তোমরা চারি জনে মিলিত হইয়া অনন্ত জীবনের দিকে চলিয়া যাইবে। ব্রত পরায়ণ থাকিবে, ব্রত তোমাদের আহার, ব্রত তোমাদের বস্ত্র, ব্রত তোমাদের টাকা কড়ি। ব্রত পালন হইতেছে বলিয়া অহঙ্কার হইবে না আরও বিনীত হইবে। কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলের পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। তোমরা শূদ্র জাতি হইলে, দাসের জাতি পাইলে, সেবক জাতিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেবকের ব্রত পালন কর। সকল সেবা অপেক্ষা লুক্কায়িত সেবা প্রধান। এমনি ভাবে সেবা করিবে যে যিনি সেবিত তিনি যেন টের না পান। কিছু বুঝিবেন, কিন্তু অনেক অংশ গুপ্ত থাকিবে। লোকে জানিতে পারিবে না এমন সকল সেবা করিবে। সেবিত ভ্রাতা এবং সেবিতা ভগ্নী যদি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন, যদি নিষ্ঠুরাচরণ করেন তথাপি বিনীত ভাবে তাঁহাদের সেবা করিবে। বাধাতে সেবা বৃদ্ধি। জগতে আসিয়াছ সেবা করিবার জন্য, সেবা করিয়া চলিয়া যাও। পায়ের দিকে দৃষ্টি য়াদের মুখের হাসি দেখিতে তাহাদের অধিকার নহে, অতএব তোমাদের প্রভু নরনারীদিগের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাও আর না পাও তোমরা তোমাদের কার্য্য করিয়া যাইবে। ভিক্ষাবৃত্তি তোমাদের জীবিকা, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বিনীত ভাবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিবে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে এক মুষ্টি অন্ন দেন। ভিক্ষার ভিতর দিয়া স্বর্গের পুণ্যস্রোত জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব অভিমানী হইয়া পরের দান অগ্রাহ্য করিও না। একটী পয়সা যদি অনুগ্রহ করিয়া দেন তাহা বিনীত অন্তঃকরণে গ্রহণ করিবে, সেই পয়সার বিনিময়ে পুণ্য ধন লাভ করিতে পারিবে।

যোগপরায়ণ, তুমি গভীরতর যোগ অভ্যাস কর, যাহা হইয়াছে তাহা যোগশাস্ত্রের বর্ণমালার 'ক'।

ভক্তিপরায়ণ, ভক্তির মধুরতা এখন অনেক বাকি আছে, অপার প্রেমজলে ডুবিয়া বিহ্বল হইতে হইবে। ঈশ্বরের মুখদর্শনে এমন প্রমত্ত হইবে যে অন্যদিকে আর মুখ ফিরিবে না।

জ্ঞানপরায়ণ, অনেক গভীর জলে যাইতে হইবে। যেখানে চারিবেদের মিল হইয়াছে, সেই মীমাংসাস্থলে যাইতে হইবে। যে সকল শাস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নাই, সে সমুদয় অপরা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেখানে যেখানে অমিল নাই।

ভক্তিপথের অনুবর্ত্তী, ভক্তিপথে যাওয়া আর ভক্তের অনুবর্ত্তী হওয়া একই। অনুবর্ত্তীর ভাবে আরও বিনীত হওয়া উচিত। ভক্তিপথের ছায়াও ভাল। মধুর দয়াল নাম গ্রহণ করিতে করিতে না জানি কোন দিন সাক্ষাৎ প্রেমময়ের দর্শন লাভ করিয়া কত সুধা ভোগ করিবে। চলিয়া যাও, এই রাজ্যে অনুবর্ত্তী হওয়াতে ক্ষতি নাই। একেবারে পূর্ণভাবে যখন ভক্তিসাগরে পড়িবে তখন আর কিছু ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিবে না। আর একটু হৃদয়কে বিগলিত করিতে হইবে। ভক্তির আর দুই পথ নাই। অনুবর্ত্তীর পক্ষে আরও প্রাণকে মুগ্ধ হইতে দেওয়া আবশ্যক। যে দিন ভক্তবৎসল তোমার প্রাণকে একেবারে টানিয়া লইবেন, তখন অনুবর্ত্তী আছি ইহা মনে থাকিবে না, তখন বুঝিবে কেবল সুধাতে ডুবিয়াছি। আসল জিনিষ এখন উদরস্থ হয় নাই। এত হইল, অথচ আমার কিছু হইল না, এই দুঃখ; কিছু করিলাম না, এত হইল, এই সুখ। এই দুই তোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে। তোমাদের সঙ্গে আর কেহ আসিলেন কি না সে সকল তোমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এখন যাঁহারা তোমাদের চারিদিকে বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকে তোমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়া নমস্কার কর।

অথাচার্য্যো ব্রতান্তে ব্রতধারিচতুষ্টয়মনুশাস্তি।

বিগতং দিবসানাঞ্চ পঞ্চষষ্টিশতত্রয়ম্ ;
ব্রতদাতা সিদ্ধিদাতা বিদধাতু ফলানি বঃ ॥ ১ ॥
শুষ্কস্রোতঃ সমং জ্ঞেয়ং ব্রতং নিষ্ফলমেব যৎ।
উপ্তং বীজং তরুর্জাতো নুদধ্বং তৎ ফলাপ্তয়ে ॥ ২ ॥
চেৎ ফলানি পতন্ত্যঙ্গ জীবনানাং কৃতার্থতা।
মূলে কল্পদ্রুমস্যাস্যোপবিশ্য পশ্যতাভিতঃ ॥ ৩ ॥
নিয়মানাং পালনেবস্তু টির্জাতা ন সুষ্ঠু চ।
সৎপ্রসঙ্গোহভবদ্দণ্ডযোগ্যা ধর্ম্মার্থিনঃ কিল ॥ ৪ ॥
প্রায়শ্চিত্তোহপরাধস্য ন চেদস্য ভবেদয়ম্।
স্থায়ী জ্ঞেয়ো দুর্ব্বোহঙ্গ সৎপ্রসঙ্গঃ সতামপি ॥ ৫ ॥
স কর্ত্তব্যঃ প্রতিদিনং দুরারাধ্যো যতো নৃণাম্।
দুর্ব্বলপ্রকৃতীনাং হি তৎসুধাং পিবতাস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥
প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধাঃ স্থ সৎপ্রসঙ্গানুরাগিণঃ।
তস্মিন্ মুগ্ধত্বমেবাঙ্গ মুগ্ধত্বং পরমেশ্বরে ॥ ৭ ॥
সাধনে ফলমুৎপন্নং গূঢ়ং সম্প্রতি কালতঃ।
ভাস্যত্যগ্রেসরতাসজ্যানন্তজীবনং প্রতি ॥ ৮ ॥
ব্রতপরায়ণা নিত্যং তিষ্ঠতাহার এব তৎ।
বস্ত্রং ধনাদিকং সর্ব্বং যুষ্মাকং ব্রতমেবহি ॥ ৯ ॥
ব্রতসংপালনে ন স্যাদহঙ্কারো ভবত্বহো।
বিনয়ো নরনার্য্যোশ্চ পাদেষ্বস্তু দৃষ্টিরত্র বঃ ॥ ১০ ॥

জাতৌ শূদ্রত্বমাপন্নাঃ সেবকাস্তদ্বৎ তানি তু।
যূয়ং নিত্যং পালয়ত সেবধ্বং গূঢ়ভাবতঃ ॥ ১১ ॥
নিগূঢ়া স্যাত্তথা সেয়ং সেবা যদংশমাত্রতঃ।
সেবিতাস্তাং বিজানীয়াৎ লোকচক্ষুরগোচরাম্ ॥ ১২ ॥
ভ্রাতা বা ভগিনী বাধিক্ষিপেদ্দুর্ব্বচসা যদি।
নিষ্ঠুরব্যবহারঞ্চ কুর্য্যাৎ সেবধ্বম নতাঃ ॥ ১৩ ॥
বাধয়া বেগবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সেবার্থমাগতা যতঃ।
নাধিকারোঽস্তি জাত্বত্র স্মিতাননবিলোকনে ॥ ১৪ ॥
অতঃ প্রসন্নতা বাপ্যপ্রসন্নমুখতা ভবেৎ।
সেবিতানামপশ্যন্তস্তৎসেবাং কুরুতানিশম্ ॥ ১৫ ॥
ভিক্ষাবৃত্তির্হি বোগর্ব্বং ত্যক্ত্বান্নং মুষ্টিমাত্রকম্।
কৃতজ্ঞহৃদয়েনাঙ্গ গৃহ্ণীত নাবমত্য তৎ ॥ ১৬ ॥
পুণ্যস্রোতো হি দিব্যং তাং ভিক্ষামাশ্রিত্য জীবনে।
বিশত্যস্মাজ্জাতু দানং নাবহেলধ্বমণ্বপি ॥ ১৭ ॥
বিনিময়েঽস্য লপ্স্যধ্বে পুণ্যসম্পত্তিমেব যৎ।
গ্রহণং বিনয়েনাস্য ততো মঙ্গলকারণম্ ॥ ১৮ ॥
যোগার্থিন্ যোগমাতিষ্ঠ গভীরতরমেবহি।
যৎ সিদ্ধং যোগশাস্ত্রস্যাদিমো বর্ণো ন চান্যথা ॥ ১৯ ॥
ভক্ত্যর্থিন, ভক্তিমাধুর্য্যং বহুলন্ত্ববশিষ্যতে।
অগাধপ্রেমসলিলে মগ্নো বিহ্বলতাং গতঃ ॥
প্রমত্তঃ পরমেশস্য মুখসন্দর্শনেন তু।
যদন্যত্রাননং জাতু প্রত্যাবর্ত্তিষ্যতে ন তে ॥ ২০ ॥
চতুর্ণাং যত্র বেদানামৈক্যং জ্ঞানপরায়ণ।
গচ্ছ তত্র ন সা বিদ্যা শ্রুতানাং মেলনং ন চেৎ ॥ ২১ ॥
ভক্তিপথানুবর্ত্তিংস্তে হ্যনুবর্ত্তনমেব তু।
গমনেনাঙ্গ তুল্যং তদ্ভক্তিবর্ত্মনি নিশ্চনু ॥ ২২ ॥
ছায়াপি ভক্তিমার্গস্য প্রকৃষ্টা করুণানিধেঃ।
নাম ব্যাহৃত্য নামাঙ্গ কদাচিদ্দর্শনং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
গচ্ছানুবর্ত্তিতা হ্যস্মিন্ রাজ্যে ন ক্ষতিকৃদ্যদা।
পূর্ণভাবাগমেঽভেদো পতিতো ভক্তিসাগরে ॥ ২৪ ॥
আর্দ্রত্বং হৃদয়স্যাত্র বিধেয়ং ভক্তিবর্ত্মনি।
ন পন্থা দ্বিতীয়োতীবমুখ্যত্বং তে প্রয়োজনম্ ॥ ২৫ ॥
আকর্ষ্যতি যদা প্রাণান্ তবাঙ্গ ভক্তবৎসল।
স্মরণকানুবৃত্তেস্তে ন স্নামগঃ সুধাম্বুধৌ ॥ ২৬ ॥
এতাবত্যভবন্ দুঃখং নাভবন্মম কিঞ্চিন।
নাকরোৎ কিঞ্চনৈতাবদভবদিতি তে সুখম্ ॥ ২৭ ॥
উৎসাহাবর্দ্ধনকৈতদ্দ্বয়ং বো ভবিতা ধ্রুবম্।
সঙ্গতা বা ন বাস্মাভির্ন গণ্যা নমত প্রভূন্ ॥ ২৮ ॥

ইত্যুপসংহারঃ।

উদ্ধৃত।

পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রদ্ধেয় ভাই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন বিবৃত।

১৮০৬ শক। ২৮শে ভাদ্র।

বন্ধুগণ, একটী কথা স্মরণ করিয়া বার বার হৃদয়-বেদনা হইতেছে। আজ মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন, আচার্য্য কেশবচন্দ্র আজ কোথায়? তোমরা তাঁহার পবিত্রদেহের ভস্মাবশেষ মন্দিরের বাহিরে রাখিলে। তিনি দাসের সঙ্গে পূর্ব্ব বাঙ্গালার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন "স্থান হউক, স্থায়ী রকমের কিছু না হইলে যাইতে পারি না।" তোমাদের স্থান হইল, মন্দির হইল, কিন্তু তিনি কোথায়? এক দিকে আজ আনন্দ, আর এক দিকে গভীর বিষাদ। তিনি ঢাকার মণ্ডলীকে বড় ভাল বাসিতেন; আদর করিতেন। তিনি রোগজীর্ণ শরীরে হিমালয় হইতে এ দাসকে এক পত্র লিখেন, সেই পত্রে ঢাকার উপাসকমণ্ডলীর প্রতি বিশেষ আদর ও ভালবাসা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবালয়ে যে এখানকার জন্য বিশেষ ভাবে এক দিন উপাসনা করেন, তাহা তোমরা অনেকেই অবগত আছ। সেই প্রার্থনার ফল ফলুক। তোমরা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তাঁহার মাকে আদর করিলেই তিনি সুখী হইতেন। এখানে তাঁহার মার খুব আদর হউক; তাঁহার মার প্রতি সকলের বিশেষ ভক্তি ও ভালবাসা হউক, তাহা হইলেই তিনি এখানে থাকিবেন। তাঁহার চরিত্র ও জীবনের আদর হউক। দেহ তো ছাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র ও জীবন বর্ত্তমান। সেই চরিত্রের প্রতি যত্ন হইলে তিনি ইহজীবনে যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলেন, যদিচ তাহা দেখিতে পান নাই, তথাপি স্বর্গে থাকিয়া তাঁহার মার মুখে সেই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

বন্ধুগণ, তোমাদিগকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল না। ইহা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। এখন এই মন্দিরে তাঁহার জীবন প্রস্তুত হউক, তাহা হইলে সকল কামনা পূর্ণ হয়। তাঁহার জীবন প্রত্যাদেশের জীবন। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ব্যাপার, সংসারের সামান্য কার্য্য ও বেদীর কার্য্য তিনি মার মুখের কথা শুনিয়া করিতেন। তাঁহার অন্য শাস্ত্র ছিল না। মার কথা শুনিয়া চলিলে পৃথিবী যদি বিরোধী হয়, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার জীবন পবিত্রাত্মা দ্বারা সংগঠিত। তাঁহার

জীবনের উষাকাল হইতেই প্রত্যাদেশের জ্বলন্ত আলোক প্রকাশ পায়। সকলে সেই প্রত্যাদেশের আদর করুন, তবেই শ্রীকেশবচন্দ্রকে পাওয়া হইবে।

তাঁহার জীবন একত্বে। আমাদের মধ্যে সেই একতা না দেখিয়াই তিনি ছট্‌ফট্ করিয়াছেন। ইউরোপ, আসিয়া আফ্রিকা, আমেরিকাকে তিনি একত্র করিতে চাহিয়াছেন। সকল ধর্ম্মকে একভূমিতে স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার জীবন কার্য্য করিয়াছে। তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় সমস্ত সত্যশাস্ত্রের মিলন চাহিয়াছেন। কোনও বিবাদ বিসংবাদ থাকিবে না। সাম্প্রদায়িকতা বিবাদ কলহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, এই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। এখানে সকল শাস্ত্রের—সমস্ত ধর্ম্মের সম্মিলন হউক। সমস্ত সাধু সজ্জনের এখানে আদর হউক।

এক মার সন্তান যাহারা তাহারা এক পরিবার হইবে। কেন তবে বিবাদ থাকিবে? একতার অভাব দেখিয়া ভক্ত বড়ই ছট্‌ফট করিয়াছেন। এখানে সকলে একতাসূত্রে সম্মিলিত হউন, ভক্তের সেই দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত হউক। বস্তুতঃ একত্বই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা মহম্মদও একত্ববাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার একত্ব-বাদ ঈশ্বরসম্বন্ধে। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোনও দেব-দেবীর পূজা হইতে দিব না, তাঁহার এই জেদ ছিল। আর কাহারও নাম হইতে পারিবে না, অন্য কোনও উপাস্য—অন্য কোনও প্রভু থাকিতে পারিবে না, ইহাই তাঁহার জীবন ছিল। তিনি জীবন দিয়া জগতে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপ, এসিয়া এবং আফ্রিকাতে তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের একত্ব-বাদ এতদপেক্ষাও প্রশস্ত! এক ঈশ্বরের নাম ও রূপ অসংখ্য, তাহা তিনি যার পর নাই মিষ্টভাবে জগতে প্রদর্শন করিলেন। অতি মধুর সেই মার সৌন্দর্য্য। সেই এক মা-ই পিতা, রাজা, প্রভু, গুরু, সখা, সুহৃদ্—তিনিই সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বেসর্ব্বা। যেমন ঈশ্বরসম্বন্ধে একত্ব-বাদ, তেমনি সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সম্প্রদায়সম্বন্ধেও একত্ব-বাদ। পূর্ব্বে শাস্ত্রে শাস্ত্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিল ছিল না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে বিদ্বেষ করিতেন। তিনি সকলের সম্মিলন ঘোষণা করিলেন। সমস্ত মানবজাতি যখন এক ঈশ্বরের সন্তান, তখন আর কেন বিবাদ থাকিবে? তিনি সমস্ত সম্প্রদায়ের বিবাদ দূর করিবার সূত্রপাত করিয়া গেলেন। এক সময়ে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে। জীবাত্মার বিচিত্রতা থাকিবে, কিন্তু তথাপি একাধারে যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিলন হইবে। কেশবচন্দ্র সকল প্রকারের একত্ববাদ প্রচার করিলেন। সর্ব্বপ্রকার সামঞ্জস্যসম্ভূত এরূপ বিশুদ্ধ একত্ববাদ আজ পর্য্যন্ত আর কেহ কখনও দেখে নাই। বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মেরও সম্মিলন তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। বিজ্ঞান ঈশ্বরের—ধর্ম্মশাস্ত্রও ঈশ্বরের। বিজ্ঞানের সত্যও ঈশ্বরের সত্য—ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ সত্যও ঈশ্বরের সত্য। দুইই ঈশ্বরের প্রকাশিত আলোক। সুতরাং কিছুই অনাদৃত হইতে পারে না। এক প্রাচীরের মধ্যে তিনি প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে স্থাপন করিলেন। তাঁহার জননী তাঁহার জীবন দ্বারা ইহা প্রচার করিলেন। অতি বিচিত্র এই একত্ব। আর কোনও যুগে ইহা হয় নাই। এই মন্দিরের ইহাই উচ্চ লক্ষ্য থাকিবে। তাঁহার সাধন প্রণালী—ঈশ্বরের দর্শন ও শ্রবণ নিত্য নূতন। মা নিত্য নূতন ভাবে তাঁহার ভক্তের কাছে প্রকাশিত হইয়াছেন। নিত্য নূতন আলোক তিনি লাভ করিয়াছেন। এখানকার উপাসক ও সাধকগণ জীবনে তাহা লাভ করুন। নববিধানের সৌন্দর্য্য ইহাঁদিগকে লাভ করিতে হইবে। নিত্য নূতন এবং জীবন্ত এই ধর্ম্ম। রোগযন্ত্রণায় শয্যাগত থাকিয়া কেশবচন্দ্র নবসংহিতা লিখিয়া গিয়াছেন। গৃহী হইয়াও কিরূপে উচ্চ বৈরাগ্য এবং যোগ রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃত ঈশ্বরের, তাঁহার মার অনুগত হইয়া, জীবনে কি প্রকারে চালিত হইতে হইবে তাহা তাহাতে তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ শাস্ত্র আর নাই। আহারে, বিহারে, শয়নে উপবেশনে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ এবং স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ, জীবনে পবিত্রতা সঞ্চারিত হইতে দিতে হইবে। তিনি বড় সাধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মণ্ডলীস্থ উপাসক ও সাধকগণ তাহা পালন করেন। সেই বৈদিক যোগ কি প্রকারে পালন করিতে হইবে তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়া তিনি সকলের সেবা করিয়া গেলেন। বন্ধুগণ, প্রাণবিয়োগের সময়ও তিনি তোমাদের কল্যাণ চিন্তা করিয়াছেন। কিসে মার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়—কিসে নবধর্ম্ম-বিধি পরিগৃহীত হয়, তজ্জন্যই তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল ছিলেন। এই মন্দির যেন তাঁহার চরিত্র এবং জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। হে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ, হে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুগণ, তাঁহার মাকে আদর করিয়া, তাঁহার দুঃখ দূর কর। মুখে নববিধান মানি বলিলে হইবে না। বাহিরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, তোমাদের চরিত্র এবং জীবনেও নববিধানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক। মা তাঁহার সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া প্রকাশিত হউন। ভক্ত সশরীরে এখানে আসিলেন না, কিন্তু তাঁহার আত্মা যেন এখানে থাকে। মন্দিরের বাহিরে তাঁহার পবিত্র দেহের ভস্মাবশেষ, প্রত্যেকের আত্মাতে তাঁহার আত্মা স্থান পরিগ্রহ করুক। তিনি ইহ সংসারে আমাদের পরম সহায় সুহৃদ ও বন্ধু ছিলেন। সংসারের পিতা মাতা ভ্রাতা অপেক্ষা তিনি আমাদের অধি-

কতর প্রিয়। এ জন্যই আমরা তাঁহার আদর করি। আপনার প্রশংসা শুনিতে তিনি কখনও ভাল বাসিতেন না। যিনি তাঁহার আত্মার একটুকু অনুসরণ করিতেন, তিনি তাঁহার প্রতিই সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহাকে কেহ মুখে আমার আমার বলিলে তিনি সন্তুষ্ট হইতেন না। আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করি। তাঁহার বৈরাগ্য, উদারতা, প্রেম এবং পুণ্যের বিধি এখানে সকলের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমরা এক এক জন ঠিক তাঁহারই মত হইব তাহা নহে, আমরা সকলেই অন্ততঃ কিছুটা তদনুরূপ হই। আমরা যে প্রকৃত পক্ষে নববিধানের ভক্তের অনুগামী তাহা দেখাই। তাঁহার ক্ষমা, প্রেম এবং যোগ যেন আমাদের সম্বল হয়। উহা তো পরলোকের সম্বল। এই সম্বল বুকে বান্ধিয়া যেন পরলোকে চলিয়া যাই। পরলোকে যাইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ হইয়া যেন তাঁহারই কাছে স্থান প্রাপ্ত হই। তাঁহার অনুরূপ না হইলে আমরা তাঁহার মার আদর প্রাপ্ত হইব না। অন্ধকার এবং আলোক, জল ও আগুনে কি কখনও মিলন হয়? তিনি যে পথে চলিয়া গিয়াছেন সেই পথে তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে আমরা চলিয়া যাই। এই মন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর প্রতি এই আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। এখানে যিনি বিশেষ ভাবে জীবন দিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালার সেবা করেন তাঁহার উপরেও এই শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। জীবন দিয়া তিনি যেন পূর্ব্ববঙ্গে নববিধান প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

ঈশার অনুগমন।

চতুর্থ অধ্যায়।

কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধি পরিচালন এবং বিবেচনা করা উচিত।

প্রত্যেক কথা কিংবা প্রত্যেক উপদেশ আমাদিগের বিশ্বাস করা উচিত নহে; কিন্তু সতর্ক এবং সহিষ্ণু হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তাবৎ বিষয় বিচার করা উচিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এমনই দুর্ব্বল যে আমরা পরের গুণ আলোচনা না করিয়া সহজে পরের দোষ বিশ্বাস করি এবং পরস্পরের নিকট তাহা প্রকাশ করি।

কিন্তু সাধু পুরুষেরা সহজে প্রতিজনের কথা বিশ্বাস করেন না; কারণ তাঁহারা জানেন দুর্ব্বল মানুষ দোষ করিতে পারে এবং তাহার বাক্যেতে ভুল হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা।

(২) আপনার অহঙ্কারে কঠিনচিত্ত না হওয়া এবং জীবনের ক্রিয়াকলাপে অস্থিরমতি অর্থাৎ চঞ্চলচিত্ত না হওয়া মহাজ্ঞানের লক্ষণ।

সেইরূপ প্রত্যেক বিষয় শুনিবা মাত্র বিশ্বাস না করা এবং যাহা কিছু তুমি শ্রবণ কর কিংবা বিশ্বাস কর, তৎক্ষণাৎ তাহা অন্যের নিকট না বলা পরিপক্ক জ্ঞানের লক্ষণ।

আপনার কল্পনার অনুসরণ না করিয়া তোমা অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ কর, এবং যিনি জ্ঞানী ও সুবিচারক তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ কর।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে গঠিত সাধুজীবন মানুষকে জ্ঞানী করে এবং অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা দান করে।

মানুষ যত অধিক পরিমাণে বিনয়ী এবং ঈশ্বরের অনুগত হয়, তত অধিক পরিমাণে সে তাবৎ বিষয়ে জ্ঞান এবং শান্তি লাভ করে।

পঞ্চম অধ্যায়।

পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন।

ধর্ম্মগ্রন্থে বাগ্মিতা অন্বেষণ না করিয়া সত্য অন্বেষণ করিবে।

ধর্ম্মগ্রন্থের প্রত্যেক অংশ যে ভাবে লিখিত হইয়াছে সেই ভাবে পাঠ করিবে।

বৃথা কুতর্ক না করিয়া পরকালের সম্বল সঞ্চয় করিবার জন্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে।

যেমন রুচি ও অনুরাগের সহিত উচ্চ এবং গভীরভাবপূর্ণ গ্রন্থ সকল পাঠ করা উচিত, সেইরূপ সহজ এবং ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতাপূর্ণ গ্রন্থ সকল পাঠ করাও আমাদিগের কর্ত্তব্য।

গ্রন্থকারের অধিক কিংবা অল্প বিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল বিশুদ্ধ সত্যানুরাগে পরিচালিত হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিবে। কে এই বিষয় বলিয়াছেন, ইহা লইয়া বৃথা আলোচনা করিবে না; কিন্তু কি বলা হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবে।

(২) বক্তা এবং গ্রন্থকার সকল মরিয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার যে সত্য প্রচার করেন তাহা চিরকাল বাঁচিয়া থাকে। ঈশ্বর লোকের মুখাপেক্ষা না করিয়া নানা উপায়ে আমাদিগের সঙ্গে কথা কহেন অর্থাৎ আমাদিগের নিকটে তাঁহার সত্য প্রকাশ করেন।

অনেক সময় আমাদিগের কৌতূহল আমাদিগকে প্রকৃত ভাবে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে দেয় না। যে সকল বিষয় সহজে এবং অনায়াসে বিশ্বাস করা উচিত আমরা সে সমস্ত বিষয় তর্ক ও পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করি।

যদি প্রকৃত উপকার লাভ করিতে চাও তবে বিনয়, সরলতা এবং বিশ্বাসের সহিত পাঠ কর; এবং কদাচ বিজ্ঞ বলিয়া যশস্বী হইতে অভিলাষ করিও না।

অনুরাগ পূর্ব্বক এবং নিস্তব্ধ হইয়া পবিত্রাত্মা ধার্ম্মিকদিগের কথা শ্রবণ কর। শ্রেষ্ঠ গুরুজনদিগের গূঢ় ভাবপূর্ণ নীতিবাক্যে অসন্তুষ্ট হইও না, কারণ অকারণে তাঁহারা সে সকল কথা বলেন নাই।

সংবাদ।

আমরা দুঃখের সহিত আমাদের ঢাকাস্থ বন্ধু ডাক্তার রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যু সংবাদ নিম্নলিখিত পত্রযোগে প্রকাশ করিতেছি। তিনি ঈশ্বরে ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিলেন, চিরদিন সেই ক্রোড়ে শান্তি ভোগ করুন। তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণ ঈশ্বরের সান্ত্বনা প্রাপ্ত হউন।

"কার্ব্বাঙ্কোল রোগে রামপ্রসাদের কাল হইয়াছে। প্রায় এক মাস কাল তিনি রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। অতি সুশৃঙ্খলরূপে চিকিৎসা শুশ্রূষাদি হইয়াছিল, এমন কি অনেক স্থলে রাজা বড় মানুষদেরও এরূপ চিকিৎসাদি হইতে পারে না। পৃষ্ঠাঘাতটি প্রথমে মেডিকেল স্কুলের অস্ত্রবিদ্যার প্রোফেসর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অস্ত্র করেন, পরে বৃদ্ধি হইলে সিবিল সার্জ্জন কেরেস্মি সাহেব অস্ত্র করেন। মেডিকেল স্কুলের চারি জন প্রোফেসর যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ঘায়ের অবস্থা অনেক ভাল দেখা যায়, শীঘ্রই ঘা পুরিয়া উঠিবে ডাক্তারগণ এরূপ আশা প্রাপ্ত হন। কিন্তু উদরাময়ের নিবৃত্তি হয় না, ও জ্বর হঠাৎ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘা বিকৃতভাব ধারণ করে। ডাক্তারগণ বলেন, ঘায়ের বিষাক্ত পূজ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া সমুদায় শরীরকে বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, জ্বরও তাহারই কারণ হইয়াছিল। বুধবার পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের চৈতন্য ছিল, তৎপর ভয়ানক 'কোমা' হয়। তিন দিন পর্য্যন্ত কণ্ঠের বিকৃতস্বর ও হস্তপদসঞ্চালন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তিনি সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন ছিলেন। বুধবার দিন বিকালে বিকৃত স্বরে আনন্দময়ী মা, জয় জয় ব্রহ্ম ইত্যাদি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ ও করজোড়ে অশ্রুপাত করিয়া ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ২।১ বার অতুল অতুল বলিয়া পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন। তৎপরে শব্দ বন্ধ হয়। রাত্রি শেষভাগে একটু ভাল হয়, বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ২।১ বার ঈশ্বরের নাম করিয়াছিলেন। পরে আর মুহূর্ত্তের জন্যও চৈতন্যের লক্ষণ পাওয়া যায় না। পীড়ার সঞ্চারাবধি রামপ্রসাদ এক প্রকার জীবনের আশা ছাড়িয়াছিলেন। পীড়ার প্রথমাবস্থায় আপন স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন যে আমার শবের সঙ্গে কতক দূর পথ তুমি যাইবে, শ্রদ্ধেয় বঙ্গ বাবুর হস্তে একটি নিশান থাকিবে, তিনি শবের অগ্রে যাইবেন, তখন প্রচারকদিগকে একখানা নূতন গৌরিক দান করিবে। এই কথা শ্রদ্ধেয় বঙ্গবাবুকেও বলেন। পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতে প্রিয় দুর্গানাথকে প্রতিদিন প্রত্যূষে তাঁহার নিকট নাম কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। তদবধি নিয়মিতরূপে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত নাম গান হইয়া আসিয়াছে। ভার্য্যাকে বা পুত্র কন্যা ও অন্য কাহাকে আর কিছুই বলিয়া যান নাই।

"প্রিয় রামপ্রসাদের কতকগুলি উচ্চ গুণ ছিল। এমন জ্বলন্ত উৎসাহী দয়ালু পরোপকারী লোক বিরল। ধন মন শরীর দ্বারা এরূপ পরসেবা করিতে প্রায় কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কোন দুঃখ কষ্ট অভাব রামপ্রসাদকে জানাইলে তাঁহা হইতে সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছে এরূপ প্রায় দৃষ্ট হয় না। কত লোককে যে অভাব ও বিপদের সময়ে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাঁহার উপকৃত লোকেরা অনেকেই তাঁহার উপকার স্মরণ করে নাই। তাঁহারা যে টাকা তাঁহা হইতে হাওলাত লইয়াছেন, রীতিমত পরিশোধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনিও তাগাদা করেন নাই। তিনি অনেক অর্থ এই প্রকারে ব্যয় করিয়াছেন। মেডিকল স্কুলের এক জন ছাত্র আসামে কর্ম্ম পাইয়া সে দিন গুরুতর পীড়ার সময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসে। পাথেয়াদির অভাবে তাহার আসামে যাওয়া হইয়া উঠিতেছে না সে এইরূপ ভাব প্রকাশ করে। সেই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদ ডিস্পেন্সরি হইতে ৩০৲ টাকা লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে বলেন। ছাত্রটী সেই টাকা সম্বল করিয়া পর দিন আসামে চলিয়া যায়। তিনি নূতন নববিধান মন্দিরের জন্য ঝুলি হস্তে করিয়া ঠিক ভিক্ষুকের ন্যায় নগরের দোকানে ২ দুঃখী কাঙ্গালীদিগের দ্বারে দ্বারে একটি পয়সা পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়াছেন। ঝুলি হস্তে করিয়া এক বার নারায়ণ গঞ্জে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনেন। পূজার পরে পুনর্ব্বার যাইবেন এইরূপ প্রস্তাব ছিল। যাহারা তাঁহার ভৃত্য ছিল এমন সকল লোকের দ্বারে যাইয়া ও ভিক্ষা করিয়াছেন। এ একটি সামান্য উচ্চ দৃষ্টান্ত নহে। রাম প্রসাদ সাধুভক্তি ও সাধুগুণানুবাদের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ঈশ্বরপরায়ণ অতি অল্পবয়স্ক লোকের প্রতিও বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার মন বড় কোমল ছিল। ঈশ্বরের নাম ও গুণানুকীর্ত্তনে অবিরল ধারে তাঁহার অশ্রুপাত হইত। দয়াময় পিতা তাঁহার আত্মাকে উন্নতির পর উন্নতিতে অগ্রসর করুন।

"রামপ্রসাদ এক জন নেটিভ ডাক্তার ছিলেন। তেমন উচ্চ পদস্থ ছিলেন না, কিন্তু হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের তিনি প্রিয় ছিলেন, সকল অবস্থার লোকের সঙ্গে প্রীতি ও সদ্ভাব রক্ষা করা তাঁহার এক বিশেষ শক্তি ছিল। এরূপ আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। কত লোকের সঙ্গে যে তাঁহার হৃদ্যতা বন্ধুতা ছিল এই পীড়ার সময়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। প্রতিদিন দুই বেলা তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের ভিড় হইত। তাঁহাকে আসিয়া দেখেন নাই, নগরের বড় লোকের মধ্যে এরূপ অল্প লোক আছেন।"

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৯ ভাগ।
১৯ সংখ্যা।

১৬ ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০৬ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কি, আর আমরা কি? আমরা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, তুমি নিরবচ্ছিন্ন আলোক। এইতো আমাদিগের ভিতরে তুমি এত বৎসর সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাজ করিতেছ, আমরা কি দেখিতেছি? আলোক আর অন্ধকারের খেলা। আঁধারের ভিতর আলোর বড় শোভা প্রকাশ পায়, তাই বুঝি তুমি আমাদের জীবন-ক্ষেত্র তোমার কার্য্যক্ষেত্র করিয়াছ? যত তোমার আলোর ছটা প্রকাশ পায়, ততই যে দেখি আমাদের জীবনের আঁধার ঘনীভূতরূপে প্রকাশ পায়। আলো না থাকিলে কে আর আঁধারকে আঁধার বলিয়া বুঝিত। প্রভো, তুমি অগ্রসর হও, সম্মুখে আইস, আমরা পশ্চাদ্গামী হই। সূর্য্যের আলোক যত আগু বাড়াইয়া আসে অন্ধকার তত পলায়ন করে, পরে আর কোন স্থান না পাইয়া ঘনীভূত হইয়া পর্ব্বত গুহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে। তোমার উদয়ে, বিভো, আমরা বাহিরের সকল স্থান হইতে পালাইয়া গিয়া "আমি" বলিয়া যে গহ্বর তন্মধ্যে লুকাই, আর দেখি, উঃ! কি ঘোর অন্ধকার!! হে আলোকপ্রস্রবণ, "আমি" "আমি" "আমি" বলিয়া আমরা ঘোর অন্ধকার, নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। এখানে কেবলই অধর্ম্ম, বিবাদ বিসংবাদ, ক্রোধ মোহ হিংসা, এ ভিন্ন আর কিছুই নাই। ধন্য তুমি যে এই সকলকে চাপিয়া ধরিয়া তদুপরি আপনার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, এবং তোমার মহিমা গৌরব ও প্রতাপ জগতের নিকটে প্রকাশ করিতেছ। ইহা যদি না হইত, তবে বল, নাথ, আমাদি-দের অধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম, বিবাদ বিসংবাদের মধ্যে সম্মিলন, নিষ্ঠুরতা হৃদয়বিহীনতার মধ্যে আশ্চর্য্য প্রেম; অহঙ্কার অবিনয়ের মধ্যে দীনতা, সংসারাসক্তি ভোগাসক্তির মধ্যে বৈরাগ্য, এই রূপে অন্ধকারের ভিতরে আলোক কি প্রকারে বাস করিত। বুঝিয়াছি, স্বামিন্, তোমার মহিমা গৌরব ও প্রতাপ এই জন্যই এ যুগে আরো প্রকাশ পাইল যে, সর্ব্বাভিভবকারী তুমি, কিছুতেই তোমার ইচ্ছা পরাজয় স্বীকার করে না প্রমাণ করিলে। যদি তাহা না হইত, অযোগিগণ যোগী, অভক্তগণ ভক্ত কি প্রকারে হইত? যদি এত করুণাই দেখাইলে তবে আমরা এই প্রার্থনা করি, তুমি এবং আমরা এই যে দুই বিরুদ্ধ সামগ্রী, এ দুই সামগ্রী যেন সর্ব্বদা একত্র থাকে। আমরা গুহায় লুকাইয়া থাকিব আর তোমার প্রকাশ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে, ইহা হইলেই আমরা কৃতার্থ

হই। এই কৃতার্থতা আমাদের হউক, এই তব চরণে ভিক্ষা।

শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

হে প্রেমময়, হে গতিনাথ, আমাদের জীবন আশ্চর্য্য জীবন, কেন না এত কালোর ভিতর আমরা এত ভাল হয়েছি। মানুষ হয়ে আমরা ভগবতীর পা স্পর্শ করি, দেখি, আবার ভগবতীর চরণ স্পর্শ করেও সংসারের কীটের মত হই, লোকের প্রতি অত্যাচার করি। এ বিষম সমস্যা কিরূপে বুঝিব? এ পশুর হাড়; পশুর শরীর, ইহার ভিতর যোগ ভক্তি কিরূপে হয়? আরো আশ্চর্য্য, যে শরীরে সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবন চলিতেছে, সেই শরীরে পশু বাস করে কি করে? আশ্চর্য্য এই যে, এত বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, ইহার ভিতর যৌবনের আশা উদ্যম তেজ কেমন করে রয়েছে। আবার ইহাও আশ্চর্য্য, ইহার ভিতর জড়তা অবসন্নতা আস্‌ছে, মানুষ মুহ্যমান হইতেছে। এইত আমরা জড়ের মত লোক। ইহার ভিতর ঈশ্বর আছেন বার বার বলিতেছি। এই যে আস্তিক শরীর ইহার ভিতরও আবার "ঈশ্বর কৈ, ঈশ্বর কৈ" আমার কুস্বভাব বলে। ইহাও আশ্চর্য্য, উহাও আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য যে আমরা এতগুলি লোক, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক, একত্র হয়ে রয়েছি। রক্তের টান নাই, কোন সম্পর্ক নাই, অথচ এক জায়গায় আছি, ইহাও আশ্চর্য্য। আরো আশ্চর্য্য এই, কুড়ি বৎসর এক সঙ্গে এক স্থানে থাকিয়া ঝগড়া করি, পরস্পরকে পর ভাবি। এই যে পরস্পর বিরুদ্ধ জিনিষ দুটি থাকে কি করে বল দেখি। বেশ সকাল হয়েছে, আলো হয়েছে, তার ভিতর রাত্রির অন্ধকার। কিছু টাকা নাই, অথচ এত টাকা খরচ করিতেছি। আর এত টাকা খরচ করিতেছি, তবু দৈন্যতায় চোকের জল, ক্লেশ যায় না। ধর্ম্মের ভিতর অধর্ম্ম এতো ভয়ানক, আবার অধর্ম্মের ভিতর এত ধর্ম্ম, এও কত বড় ব্যাপার। ধনের ভিতর দুঃখ, আবার দুঃখের ভিতর ধন। সবই আশ্চর্য্য। এ সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে এত খারাপের ভিতর এত ভাল কি করে হয়? এখনও ভক্তির কথা বলি, যোগের পথে চলি। এ আশ্চর্য্য যে তোমার পাদারবিন্দ এ পাঁকের ভিতর থেকে উঠেছে। এ বড় আশ্চর্য্য!! দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যে এমন জঘন্যতার ভিতর থেকে যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে, তা দেখে আমরা খুব চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হই, এবং দিন দিন তোমার চরণে আরো শরণাগত হই। দয়াময় তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

বিজ্ঞান বা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি।

নববিধান ভবিষ্যদ্বাণীর বিরোধী সকলেই জানেন, কিন্তু বিজ্ঞানানুমোদিত ভবিষ্যদ্বচন আছে, যাহা না থাকিলে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া পরিগৃহীত হইবার কখন উপযুক্ত হয় না। নববিধান বিজ্ঞানকে বক্ষে ধারণ করিয়া উপস্থিত। ইহাতে যদি ভবিষ্যদ্বচন না থাকে, তবে উহার বিজ্ঞানত্ব অসিদ্ধ হইয়া যায়। বিজ্ঞান ভবিষ্যতে কি হইবে আজ এমন নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দিতে পারে যে, উহা হইবেই হইবে। যে বিজ্ঞান এ বিষয়ে যত দূর অগ্রসর তত দূর উহার বিজ্ঞানত্ব। গণিত ও জ্যোতিষ সমুদায় বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কেন না ইহাদের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত, ভাবী বিষয় যত দিন পূর্ব্বে ইচ্ছা বলিয়া দিতে সমর্থ। বিধান মনুষ্যপ্রকৃতি লইয়া সর্ব্বদা কার্য্য করেন, মনুষ্যপ্রকৃতিমধ্যে পরিবর্ত্তন-সাধক এমন সকল কারণ আছে, যাহা গণনায় ধরিয়া রাখা সহজ নহে। সমুদায় বিজ্ঞানাপেক্ষা সমাজবিজ্ঞান এই কারণেই জটিল। জটিল হইলেও উহা যত দূর ভবিষ্যদ্বিষয় অগ্রে

বলিয়া দিতে পারে, তত দূর উহা বিজ্ঞানপদবীতে আরোহণ করিতে উপযুক্ত। নববিধান ভবিষ্যদ্বাণী দূর করিয়া দিয়াছেন, ইহার অর্থ ইহা নহে যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক নিয়মে যে ভবিষ্যদ্দর্শন হয়, তাহা অপনীত করিয়াছেন। যেখানে কল্পনা, অনুমান, কারণশূন্য যোগদৃষ্টির অভিমান, অথবা মনোভাব মাত্র ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের মূল বলিয়া পরিগৃহীত হয়, সেখানে নববিধান সবলে আত্মবিমত ঘোষণা করেন। কতকগুলি বিষয়ে সম্ভাবনা দেখিয়া যাহা বলা যায় তাহা বাধক কারণ উপস্থিত না হইলে হইবে। এস্থলে আমরা নিশ্চয়াত্মক কোন নির্দ্ধারণ করি না, সুতরাং এখানে কল্পনা বা অনুমানের বিরোধে বিধানের হস্তোত্তোলনে কোন প্রয়োজন নাই।

মনুষ্য প্রকৃতির এমন কতকগুলি মূল আছে, যাহার ক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তদভিজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসে বলিতে পারেন, ইহা হইতে কালে এই প্রকার ফল সমুৎপন্ন হইবে। যোগাচার্য্যের ন্যায় মানব প্রকৃতিজ্ঞ লোক অনায়াসে বলিতে পারেন,

"বৃথৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।"

"তোমার এ অধ্যবসায় বৃথা, প্রকৃতি তোমাকে নিয়োগ করিবে।" কি আশ্চর্য্য, অর্জ্জুন নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতেছেন আমি ক্ষত্রিয়কার্য্য হইতে বিরত হইলাম, আর এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না, অথচ যোগাচার্য্য বলিতেছেন, তুমি যত কেন নির্ব্বন্ধ সহকারে বল না, তোমার নির্ব্বন্ধ কিছুতেই কার্য্যকর হইবে না, তোমার ক্ষত্রিয়প্রকৃতি তোমায় শত্রুহিংসনে প্রবৃত্ত করিবে। এখানে এ ভবিষ্যদ্বাণী পার্থের প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার প্রকৃতির মূল দর্শন করিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা প্রকৃতির মূল একেবারে বিপরিবর্ত্তিত না হইয়া গেলে নিশ্চিতই ঘটিবে। "শুদ্ধসত্ত্বো ভবার্জ্জুন" অর্জ্জুন তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হও, ইহা বলিয়া সহজ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার উপদেশ দেওয়া হইল, অথচ এখন পর্য্যন্ত প্রকৃতির যে উপাদান অর্জ্জুনের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে সে উপদেশ কার্য্যকর হইতে দিবে না যোগাচার্য্য বিজ্ঞানচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং আপনি যাহা উপদেশ দিলেন তদবস্থ অর্জ্জুনের জীবনে তাহা কার্য্যকর হইবে না তিনি অনায়াসে বুঝিয়াছিলেন। প্রকৃতিস্থ এক একটি উপাদান [illegible] জীবনে উহার কার্য্য সর্ব্বথা স্থগিত করা সুদূরপরাহত, তীব্রসাধন যোগে উহাকে বশে রাখা যায়, একেবারে সমূলে উন্মূলিত করিতে পারা যায় না। সমূলে উন্মূলিত হয় না বলিয়া কখন কখন উহার আভাস দৃঢ়নিষ্ঠ সাধকের জীবনেও প্রকাশ পায়। সাধারণ লোক হইতে তাঁহার এই প্রভেদ যে, ঐ আভাস বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় দেখা দিয়া বিলীন হইয়া যায়, তাঁহাতে কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না, সাধারণ লোক তদ্দ্বারা অভিভূত হয়, পরাজিত হয়, চিরকাল তাহার দাস হইয়া অবস্থান করে। যোগাচার্য্য ক্ষত্রিয়সুলভ ভাবের বিকাশ আপনাতে সময়ে সময়ে উদিত হইতে দেখিতেন, তাই তিনি অর্জ্জুনেতে উহার কার্য্য আরো প্রবলরূপে প্রকাশ পাইবে সহজে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নির্দ্ধারণ ভবিষ্যদ্বচনসূচক হইলেও মানবপ্রকৃতির সুদৃঢ় নিয়ম অনুসরণ করিয়া উক্ত হইয়াছে বলিয়া উহা বৈজ্ঞানিক এবং অবশ্য অনুমোদনীয়।

যোগাচার্য্যমুখে আমরা আরো যেখানে যে কথা ভবিষ্যদ্বচনসূচক শুনিতে পাই, তাহা এই প্রকার বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া বিহিত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি ঈশা অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা শুনিতে অদ্ভুত, অথচ প্রাকৃতিকনিয়মসঙ্গত। কোথাও বা কবিত্ব মিশ্রিত আছে, কিন্তু তাহার কবিত্বাংশ পরিহার করিলে ভিতর হইতে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বাহির

হয়, তাহা মানবসমাজের পক্ষে চিরদিন ভবিষ্যদ্বাণী হইয়া স্থিতি করিতেছে অনায়াসে স্থির নিশ্চয় হয়। এইরূপ কার্য্য করিলে এইরূপ হইবেই হইবে, যে সত্য ইহা প্রকাশ করে তন্মধ্যে তাহাই আছে। যে কোন ব্যক্তির মধ্যে তদ্বিরুদ্ধ ভাব বিদ্যমান তাহাতে যে তদ্বিপরীত ফল ঘটিবে তাহাও নিশ্চয়। যাঁহারা মানবপ্রকৃতি লইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা এই সকল সত্যের আলোকে অপর ব্যক্তিগণের জীবনে কি হইবে স্পষ্ট দেখিতে পান, সুতরাং তাঁহারা সেই সকল ব্যক্তিসম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা না ঘটিয়া যায় না। কোন্ মূল হইতে তাঁহাদিগের এই ভবিষ্যদ্বাণী সমাগত হইয়াছে, সাধারণ জনগণ তাহা দেখিতে পায় না, এজন্য তাহারা অবাক্ হইয়া বলে এ এক অদ্ভুত ব্যক্তি, অনায়াসে অপরের চিত্তের কথা টানিয়া বাহির করে, অপরের সম্বন্ধে যাহা বলে তাহাই সিদ্ধ হয়।

"স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈবস্যাৎ।"

"পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও যে ব্যক্তি প্রিয় বলে তাহাকে যে তিনি বলেন, তোমার প্রিয়ের প্রাণরোধ (মৃত্যু) হইবে, একথা বলিতে তিনি সমর্থ, কেন না তদ্রূপই হইবে।" এ স্থলে উপনিষদের এই ভবিষ্যদ্বাক্য প্রকৃতিনিহিত, যে কোন সাধক সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে উহা বলিতে পারেন। মনে কর, প্রাচীন কালে কোন এক সাধক কোন এক ব্যক্তিকে এই কথা বলিলেন, তাহার সে কথায় চিত্তের পরিবর্ত্তন হইল না, অথচ সে ব্যক্তি যে পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইয়া পরমাত্মাকে ভুলিয়া রহিয়াছে, কালের নিয়মে তাহাদিগের কাহার প্রাণাপগম হইল, উপদিষ্ট ব্যক্তির চেতনা হইল, সাধকের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল, সেই এক ঘটনায় তাহার বৈরাগ্যোদয় হইল। যে কথা প্রকৃতিকনিয়মসিদ্ধ উহা এইরূপে একটী মহাভবিষ্যদ্বাণীতে পরিণত হইল, আর উহা তাহার সম্বন্ধে মৃত বচন রহিল না। ভবিষ্যতেও যে কোন সাধক এই কথা বলিয়া আপনার যথার্থদর্শিত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

পাঠকগণ বলিবেন, আমরা যে দুই দৃষ্টান্ত দিলাম উহা অতি সাধারণ, তন্মধ্যে কিছু অদ্ভুতত্ব দেখিতেও পায়া যায় না। প্রকাশিত সত্য বড়ই সাধারণ বলিয়া, প্রতীত হয়, কিন্তু উহার মূল এমনই গভীর যে, লোকে উহার তলস্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া, শত বার শুনিয়াও তদনুসরণ করিতে অগ্রসর হয় না। যে সকল সত্য শুনিবামাত্র বুঝা যায়, তৎসম্বন্ধে যখন এরূপ হয়, তখন যে সকল সত্য শুনিতেও সাধারণের কর্ণে অসঙ্গত অনুভূত হয়, সে সকলের মধ্যে যে ভবিষ্যদ্বচন আছে, তাহা কে হৃদঙ্গম করিবে? "চিন্তা করিও না" এই সত্য সমুদায় অভাবের পরিপূরক হইবে, কে বিশ্বাস করিতে পারে। "আপনাকে নীচ করিয়া ফেল" তোমার মহত্ত্বের সীমা থাকিবে না, ইহা পৃথিবীর প্রচলিত শাস্ত্রে মূর্খতা। কিন্তু এক জন সাধক যে ব্যক্তিতে এই দুই নিয়মের অভাব দর্শন করেন তাহাকে অনায়াসে বলিতে পারেন, চিন্তাসত্ত্বে তোমার অভাব তোমায় দিন দিন অত্যন্ত নিপীড়িত করিবে, তোমার বড় হইবার দুশ্চেষ্টা উচ্চ স্থান হইতে তোমাকে নিম্ন ভূমিতে আনিয়া অচিরে নিঃক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক মহাত্মার বচন হইতে এই প্রকার আমরা ভবিষ্যদ্বাণীর মূলনিয়ম আবিষ্কার করিতে পারি। যাঁহারা এই সকল মূলসত্যোপরি আপনাদের জীবন স্থাপন করেন, তাঁহারা আত্মপ্রকৃতি মধ্যে তৎসহ বিরোধ এবং ক্রমিক বিরোধে কি প্রকার ফল সমুৎপন্ন হয় প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে অপরসম্বন্ধে ভবিষ্যৎকথনের সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। "পরচিত্তবিজ্ঞানের" বৈজ্ঞানিক মূল যদি কোথাও থাকে এইখানে। আমরা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির মূল

মাত্র প্রদর্শন করিলাম, আর বিস্তারিত বিচারে প্রবেশ নিষ্প্রয়োজন।

আচার্য্যদেবের জন্মদিন।

বিগত ৫ অগ্রহায়ণ আচার্য্যদেবের জন্ম উপলক্ষে নব দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। দেবালয়ের সম্মুখভাগে, সমাধিস্তম্ভের চতুর্দ্দিকে এবং তৎসংলগ্ন স্থলে পথাদি নির্ম্মাণ, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি কার্য্যে বালকগণ উৎসাহ সহকারে কয়েক দিন পূর্ব্বে মহাপরিশ্রম করে। দেবালয়, সমাধিস্তম্ভ, দ্বারদেশ প্রভৃতি সজ্জিত করিবার ভার তাহারা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদিগের পরিশ্রমে স্থানটি সম্পূর্ণ পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নবীনাবস্থা ধারণ করিয়াছে। ইহারা আজও ইহার শোভাবর্দ্ধন কার্য্য হইতে বিরত হয় নাই, সময়ে এখানকার শ্রী যে বিশেষরূপে সকলের মন হরণ করিবে, তাহার আভাস এখনই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা উপাসনার বিশেষ বিবরণ না দিয়া মূল বিষয়ের কথা বলিব মনে করিয়াছি। জন্ম দিনে বিশেষ উপাসনা অনেক দিন হইল হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বৃদ্ধিদিনে মঙ্গলার্থ বিশেষ উপাসনা স্বাভাবিক। এ দেশে এরূপ অনুষ্ঠান প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে, ইউরোপ প্রভৃতি দেশেও এ ব্যবহার অতি সাধারণ। আচার্য্যদেবের জন্মদিনে উপাসনা সহকারে ধর্ম্মসম্বন্ধে যোগ আছে, সুতরাং উহা আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের আচার্য্য ও প্রবর্ত্তকগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিন পালন করা এ দেশ এবং অন্য দেশের বদ্ধমূল প্রথা। এতন্মধ্যে কোন কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না তাহা তত বিচারের বিষয় নহে, কেন না কোথায় কুসংস্কার আছে এ সময়ে তাহা এক জন বালকও বলিতে পারে। ঈদৃশ অনুষ্ঠানের প্রকৃত ধর্ম্মসম্পর্কীয় মূল কি আমরা তাহাই প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

আমরা সাধারণতঃ মনুষ্যসম্বন্ধে জন্ম ও মৃত্যু গণনা করিয়া থাকি। এদেশের ভক্তিশাস্ত্রে আচার্য্যগণসম্বন্ধে জন্ম ও মৃত্যু শব্দ ব্যবহৃত হয় না, আবির্ভাব ও তিরোভাবশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আচার্য্যগণের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, এ প্রকার শব্দব্যবহারের এই সাধারণ অর্থ। তাঁহাদিগের যে অংশ অবিনাশী, তাহা আজও আছে, কালও থাকিবে, চিরকাল হইতে আছে, কে অস্বীকার করিবে? এ অংশ সেই অংশ যাহা শক্তিরূপে ঈশ্বরে অবস্থিত। এরূপ অর্থে কোন কুসংস্কার নাই, ইহা একটি অনাদি অবিনাশী সত্য প্রদর্শন করে। এ অর্থে আমরাও আচার্য্যগণসম্বন্ধে জন্ম মৃত্যু মানি না, কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য কিছু সত্যমধ্যে গণনীয় নহে। আচার্য্যগণের জন্মোৎসব এবং তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণের ব্যাপারে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহা এই জন্যই ধর্ম্মের অঙ্গরূপে পরিগণিত।

আমরা আচার্য্যগণসম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দেশসংস্কারক, হিতৈষী, কবি প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের উপযোগী বিষয়ে বলিতে পারা যায়। কবির কবিত্ব, দেশ সংস্কারকের সত্যানুরাগ, তজ্জন্য ত্যাগস্বীকার, হিতৈষীর দয়ার উচ্ছ্বাস, এ সকল তাঁহাদিগের মধ্যে দেবক্রিয়া, সুতরাং তাঁহাদিগের জন্ম দিন এই সকলের স্মরণার্থ চিরস্মরণীয়। পৃথিবী ইহাঁদিগের জন্মদিনে যে উৎসব করিয়া থাকে, তৎসহ আমরা সকলেই হৃদয়ের সহিত যোগ দিতে পারি। বৎসরে বৎসরে সভ্যতম দেশে ইহাঁদিগের স্মরণার্থ জন্মোৎসব হয়, তাহাতে কোন কুসংস্কার থাকিতে পারে কাহারও মনে উদয় হয় না, কিন্তু আচার্য্যগণসম্বন্ধে তাদৃশ অনুষ্ঠান তদ্রূপ নির্ব্বিবাদে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে সাধারণ মনুষ্য দেশসংস্কারক কবি প্রভৃতির মধ্যে কেবল মনুষ্যত্ব অবলোকন করে দেবত্ব নহে। মনুষ্য মনুষ্য

বলিয়া এক জনকে যথোচিত সম্মান করিতে পারে, তাহাতে আপনাকে খর্ব্ব করা হয় না, বরং স্বজাতির গৌরব তাহাতে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু যেখানে মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া মনুষ্য মধ্যে দেবত্বের আরম্ভ হয়, সেখানে সকলের এক মত হওয়া অতীব সুকঠিন হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মগণ এ দেশের ব্রাহ্মণদিগকে * প্রণাম করেন না, কারণ তাঁহারা আপনাদিগকে ভূদেব মনে করেন। আচার্য্যগণ দেবত্বে সাধারণ মনুষ্য হইতে একান্ত স্বতন্ত্র হইলে, তাঁহাদিগের দেবত্বে সাধারণ মনুষ্য-জাতির গৌরব বর্দ্ধিত না হইলে, আচার্য্যগণ সহ অপরের ব্রাহ্মণশূদ্রসম্বন্ধ হইয়া পড়ে, ইহাতে সন্দেহ কি? এরূপ বৈষম্য কালে ব্রাহ্মণশূদ্রের বিবাদে পরিণত হইবে, ইহা অনিবার্য্য। আমরা আমাদিগের ধর্ম্মবিধানে এরূপ বৈষম্য কদাপি মনে করি না। এই আচার্য্যগণ দ্বারা মনুষ্য-জাতির গৌরব ও মহত্ত্বসমধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়, তাই ইহাঁদিগের জন্মোৎসব, আমাদিগের মহোৎসব।

"তোমার আমার গুণে মনুষ্যকুল উজ্জ্বল হয় না, হইতে পারে না। মনুষ্যের মহত্ত্ব আছে, গৌরব আছে; মনুষ্য জীবনে সুখ আছে, কিন্তু তোমার আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এ সকল কথা বলিতে পারা যায় না। আমরা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিতে বাধ্য হই যে, মনুষ্য কেবল দুঃখভোগ করিবার জন্য জন্মিয়াছে, বহু চেষ্টা করিয়া সে অল্প পরিমাণে পুণ্য সম্বল করিয়া পরলোকে যাইতে পারে, কিন্তু তাহার জীবন সুখে দুঃখে মিশ্রিত। বাস্তবিক তোমার আমার গুণে মনুষ্যকুল উজ্জ্বল হয় না। আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আছেন বলিয়াই মনুষ্যের মুখ এত উজ্জ্বল হইয়াছে এবং মনুষ্যের যে উচ্চ অধিকার আছে আমরা জানিতে পারিয়াছি।" (আ, উ, ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ মাঘ, ৮০০ শক)।

আচার্য্যগণের জীবনে আমাদিগের জাতীয় মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, তাঁহাদিগকে গণনায় না আনিলে বস্তুতই আমরা নিতান্ত হীন হইয়া পড়ি। তাঁহাদিগের মধ্যে দেবত্ব প্রকাশ পায় বলিয়া আমাদিগতেও দেবত্ব আছে আমরা বুঝিতে পারি। পশুত্বের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া আমরা নিরাশ হই, এবং মনে করি, আমাদিগের নিয়তিই বুঝি এই, কিন্তু এ পৃথিবীতে ঈদৃশ নিরাশার প্রতিবাদ কোন কালে হইত না, যদি আচার্য্যগণের উচ্চতম জীবনে তাঁহাদিগের দেবত্ব আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ না পাইত। যে পরিমাণে আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করি, সেই পরিমাণে আমাদিগের কুল যে মহৎ এবং উজ্জ্বল হৃদয়ঙ্গম হয়। কবি প্রভৃতির জন্মোৎসব আমাদিগের কুলের মহত্ত্ব প্রদর্শন করে সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি আমাদিগের কুলের দেবত্ব প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে আচার্য্যগণের জন্মোৎসব আরো অধিক আদরের বিষয় হওয়া সমুচিত। তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কি প্রকার সম্বন্ধ, নিম্নোদ্ধৃত অংশটি বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবে।

"ব্রাহ্মেরা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক। আমরা অবতার মানি না, মধ্যবর্ত্তী মানি না। আমরা বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, আমাদিগের ঈশাও নাই, চৈতন্যও নাই, কিন্তু আমরা বাড়ীতে লুকাইয়া সমস্ত দাদাগুলির পা ধুইয়া দি। দাদাদিগকে শ্রদ্ধা না করিলে আমরা বাঁচিতে পারি না, আমরা পিতার পরিবারে বাস করিতে উপযুক্ত হইতে পারি না। এক এক জন বড় ভাই এই পৃথিবীর ঘোর অন্ধকার রাত্রে এক একটি লাণ্ঠন ধরিয়া আমাদিগকে আলোক দেখাইতেছেন। * * পৃথিবীর নীচ ধার্ম্মিকেরা বলে, এ সকল মহাত্মারা কখন পৃথিবীতে ছিলেন, কিন্তু অভ্রান্ত সত্য এই, ইহাঁরা এখনও আমাদিগের বুকের ভিতর আছেন। * * যে ঈশ্বর আমাদিগকে ধান্য দেন, বস্ত্র দেন, তিনিই আমাদিগকে ঈশাকে দেন, চৈতন্যকে দেন। বড় দাদাদিগের নাম করিব ইহাতে লজ্জা কি? গোপন কি? আমরা লজ্জা ছাড়িয়া কি ইহাঁদিগকে গ্রহণ করিতে পারিব না? যাঁহাদিগকে দেখিলে আমাদিগের স্বর্গের কথা মনে পড়ে, এবং আমাদের আপনাদিগের দেবপ্রকৃতি বুঝিতে পারি, তাঁহাদিগকে কোন্ লজ্জায় গোর দিয়া চাপা দিয়া আসিব? * * যদি বল ইহাঁরা প্রেরিত মহাজন ছিলেন, তাহা ইতিহাসের কথা হইল, যদি বল, যদিও আমরা ইহাঁদিগের শরীর দেখিতে পাই না তথাপি ইহাঁরা মরেন নাই, কারণ ইহাঁরা অমর আত্মা

---

* দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণগণও শূদ্রকে প্রতিপ্রণাম করিয়া থাকেন। ইহা শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই।

তাহা মনোবিজ্ঞানের কথা হইল। যদি বল তাঁহারা ছিলেন অতএব তাঁহারা আছেন, তাহাও ন্যায়শাস্ত্রের কথা হইল। আমি বলি ইহাঁরা আমাদের ঘরের বড় দাদা। ইহাঁদিগকে ছাড়িয়া আমরা কিছুই করিতে পারি না। আমরা যখন পৃথিবী হইতে স্বর্গে বেড়াইতে যাই, ইহাঁরা আমাদের সঙ্গে থাকেন। ইহাঁদিগকে দর্শন করিতে হইবে। * * * ইহাঁদিগের গৌরব আমাদিগের গৌরব, ইহাঁদিগের মহত্ত্বে আমাদিগের মহত্ত্ব। অতএব ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মমণ্ডলীর কাছে থাকুন। * * যাহাদিগের সংসারে এতগুলি জ্যেষ্ঠ ভাই তাহাদিগের ভয় কি? কনিষ্ঠের আবার ভাবনা কি। বড় দাদাদের সঙ্গে থাক সকল দুঃখ দূর হইবে। প্রচুর ধন অশেষ খ্যাতি সেই পরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, যেখানে বড় দাদারা যথাস্থানে উপবিষ্ট।" (ধর্ম্মতত্ত্ব ১ মাঘ, ১৮০০ শক)

আমরা জন্মোৎসব কেন করি? এই জন্য যে আমরা এখনও আচার্য্যদেব সহ এক গৃহে বাস করিতেছি। শরীর থাকিতে যে প্রকার জন্মোৎসব, শরীর নাই তাহাতেও সেই প্রকার জন্মোৎসব, সুতরাং আমাদিগের নিকট পূর্ব্বাপরের কোন প্রভেদ নাই, দুইই একই। জন্মোৎসব দিনে আমরা ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সম্ভোগ করিয়াছি, যত দিন পৃথিবীতে থাকিব তত দিন প্রত্যক্ষ করিব, ভোগ করিব। দেহবিহীন অবস্থায়ও আমাদিগের এ উৎসবের বিরতি হইবে না। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এ সম্বন্ধে এই প্রকারে সমুদায় প্রতিবাদের ভূমি অতিক্রম করিয়া অবস্থিত।

নববিধানের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ।

আত্মা।

১। আত্মা ঈশ্বরের অপরোক্ষ জ্ঞানভূমি।

"বাহিরে অনেক চমৎকার আছে, কিন্তু অন্তরে আমার ন্যায় চমৎকার এবং আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছুই নাই। আমি আপনাকে আপনি শাসন করিতে পারি না, ইহার মর্ম্ম কি? তবে কি আমার মধ্যে দুই ব্যক্তি আছে যাহাদের মধ্যে সংগ্রাম হয়? কিন্তু আমি দুই জন কেহই ইহা স্বীকার করিতে পারে না; অথচ আমি আমাকে শাসন করিতে পারি না। ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে যে সেই একই মন সময়ে সময়ে বলিতেছে, আমি আমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। কি ধনী কি দরিদ্র, কি সুস্থ কি রোগী, কি জ্ঞানী কি মূর্খ, সকলেই সময়ে সময়ে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া এই কথা বলিতেছে, আমি আর আমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। দেখ মনের মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় বস্তু আছে, যাহা আমাকে শাসন করিতে চায়। এই যে দুই আমি যাহারা পরস্পর সংগ্রাম করিতেছে, এই কথার গভীর অর্থ আছে। ইহাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটি গূঢ় প্রমাণ। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহ আছেন, ইহাতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ হইতেছে।" (আ, উ, ধর্ম্মতত্ত্ব, শ্রাবণ, ১১৭৯৫)।

২। আত্মার অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাপেক্ষরূপে অনুভূত। ইহাই ঈশ্বরাস্তিত্বের সুদৃঢ় প্রমাণ। ঈশ্বরাস্তিত্বে আত্মার অস্তিত্বানুভব আত্মার অমরাংশ, ইহাতেই উহার পূর্ণতা, ইহাতেই প্রেমাদিসিদ্ধি।

"ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমার অস্তিত্ব, এই যুক্তি যে সকল যুক্তি অপেক্ষা প্রবল সে দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। যাহারা ভূগোল জানে তাহারা বলিয়া দিতে পারে, পৃথিবীর অমুক স্থানের এ দিকে অমুক স্থান আছে, তেমনই আত্মার ভূগোলবেত্তা মনের আনন্দে বলিতে পারেন, আত্মার ঐ স্থানে ঈশ্বর ত আছেনই, ঈশ্বর প্রাণে আমি প্রাণী হইয়া আছি। ঈশ্বর নাই অথচ আমি আছি ইহা ভাবিতেই পারি না। এই যে মনে ভাবা যায় না, ইহাই স্বর্গীয় বিশ্বাস। জ্যোতিষ পড়, বিজ্ঞান পড়, কিংবা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়, কিছুতেই এই বিশ্বাস পাইবে না। ব্রাহ্মগণ, কোন্ সূত্রে তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর, আজ এক বার আলোচনা করিয়া দেখ। স্বভাব, পুস্তক কিংবা ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পড়িয়া কি তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছ, না অন্য কিছু তোমাদের বিশ্বাসের পত্তন ভূমি? বাহ্য জগৎ কখনই প্রকৃত বিশ্বাসের পত্তনভূমি হইতে পারে না, যখন অন্তর্জগতে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দান করেন, তখন যে বিশ্বাস হয়, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস।"

"জগতের ইতিহাস পাঠ কর, নিজের জীবন দেখ, দেখিবে সর্ব্বত্র মৃত্যুর অধিকার; কিন্তু প্রতি জনের আত্মার মধ্যে একটি স্থান আছে যেখানে মৃত্যু যাইতে পারে না, সেই স্থান অমর। মৃত্যু বরং মরিতে পারে, কিন্তু মনের সেই বিভাগ কখনই মরে না। ঈশ্বর স্বয়ং তাহা অমর করিয়া সৃষ্টি করিলেন। তাহা কি, কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু সেই স্থানে আসিবার জন্য মনুষ্যস্বভাব সর্ব্বদা ব্যস্ত। কেহ কেবল প্রেমিক হইবার জন্য সাধন করেন, কেহ কেবল

পবিত্র হইবার জন্য ব্যাকুল হন, কিন্তু এই উভয় সাধনই অস্বাভাবিক এবং নিষ্ফল যে পর্য্যন্ত সাধক সেই অমর বিভাগের উপর স্থাপিত হইতে না পারেন। আত্মাকে সেই স্থানে লইয়া যাওয়াই যথার্থ উন্নতি। সেই স্থানে পৌছিবামাত্র মনোরূপ মুখের উপরে স্বর্গের জ্যোৎস্না পড়ে, নিতান্ত কদাকার মুখ সেই স্থানে পৌছিলে স্বর্গীয় কান্তি লাভ করে। সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্যই প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক পরিবার, এবং সমস্ত মনুষ্যজাতি সৃজিত হইয়াছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ [illegible]

"আগে ঈশ্বর বলেন 'আমি আছি' তবে আমি বলি আমি আছি, এই যে মহা গূঢ় যোগের কথা তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন। অন্য সকল বিশ্বাস মরিবে, চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস মরিবে না। এই বিশ্বাসের গুণে সেই অমৃতরাজ্য,—স্বর্গের সঙ্গে ব্রাহ্মের যোগ হয়। জীবিতেশ্বরের সঙ্গে যাহার এইরূপ প্রাণের যোগ না হয়, সে কদাপি ভাই ভগিনীকে ভাল বাসিতে পারে না, এবং সে জগৎকে প্রেমচক্ষে দেখিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।" "পরীক্ষাতে কি আমাদের মধ্যে অনেকে দেখি নাই যে সেই শত্রুসকল কেবল নিদ্রিত ছিল। কিন্তু ১০ বৎসর কিংবা ৪০ বৎসর সাধনের পরেও যদি জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিলাম, তবে কি নিরাশ হইব? না। যেখান হইতে পুণ্যস্রোত, সেই স্রোতের নিকট আত্মাকে ধরিয়া রাখ, সেই অনুকূল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দাও, দেখিবে পাপাভ্যাস সকল আপনাপনি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।" (আ, উ, ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ আষাঢ়, ১৭৯৫)

৩। অমূল্য রত্ন আত্মার অভ্যন্তরে, ঈশ্বরে আনন্দ সুখ আত্মাতে। যাহা কিছু আত্মার অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়, তাহাই চিরস্থায়ী।

"তোমরা শুনিয়াছ, যাহারা পৃথিবীর পরিমাণে ধার্ম্মিক তাহারা ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত নহে, কিন্তু যাহারা সকল প্রকার পার্থিব সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রেমে উন্নত হইয়াছে তাহারাই বাস্তবিক যথার্থ ব্রহ্মানুরাগী ব্রাহ্ম। বন্ধুগণ, তোমরা কি জগৎকে এই কথা বলিবে না যে, তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে রত্ন আছে তাহার নিকট পৃথিবীর সমুদায় ধন পরাস্ত হয়, এবং ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আর কোন সুখেরই তুলনা হয় না।" "পৃথিবীর লোক এই রত্ন দেখিতে পায় না, এই জন্য যাহারা ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হয়, তাহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া তাহারা ঘৃণা করে. ভক্তের মর্য্যাদা তাহারা বুঝিতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা অন্তরে স্বর্গভোগ করেন, পৃথিবীর গ্লানি এবং অপমান তাঁহাদের কি করিতে পারে? ভক্তেরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যে আত্মা বলিয়া যে পুরুষ আছেন, যিনি সেই পুরুষকে চিনিয়াছেন, তিনি নিজ সুখের আধার পরমপুরুষকে দেখিয়াছেন, কেন না সেই পুরুষের সঙ্গে পরমপুরুষের নিগূঢ় প্রত্যক্ষ যোগ। এই জন্য সাধুরা বলিয়াছেন, যাঁহারা আপনাকে চিনিয়াছেন তাঁহারাই সুখী। যিনি আত্মপরিচয় পাইয়াছেন, তিনি আপনার মধ্যে ঈশ্বরের অরূপ রূপমাধুরী দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন।" "অতএব বন্ধুগণ, আর বাহিরে যাইও না, আত্মার মধ্যে প্রবেশ কর, আত্মারূপ শাস্ত্র পাঠ কর, আত্মারূপ আন্তরিক পথে চলিতে থাক, এবং আত্মারূপখনি খনন কর, আপনি আপনার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, আপনি আপনার ধনে ধনী হইবে।" (আ, উ, ধর্ম্ম, ১ কার্ত্তিক, ১৭৮৫।)

'বাহিরে যাহা দেখিতেছ তাহা অস্থায়ী। বাহিরের উপাসনা, বাহিরের অনুষ্ঠান, বাহিরের আড়ম্বর সকলই নিঃশেষিত হইবে। এখন উৎসাহ সহকারে যাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া উপাসনা করিতেছ, কিয়ৎকাল পরেই ইহাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইবে। এখন যে সকল সদনুষ্ঠান করিতেছ, যে পরোপকার করিতেছ, তাহারও শেষ হইবে। কিন্তু যাহা আত্মার মধ্যে দেখিবে তাহার শেষ নাই. যাহা হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিবে তাহা চিরস্থায়ী। মৃত্যুর পর পৃথিবীর কার্য্যাড়ম্বর শেষ হইবে, কিন্তু অন্তরের ধন অনন্তকাল থাকিবে। বাহিরের সৎকার্য্য শেষ হইবে, কিন্তু অন্তরের প্রণয় চিরস্থায়ী। আত্মার মধ্যে যে বিশ্বাস, বিনয় এবং ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ পাইতেছ তাহা চিরস্থায়ী।" (আ, উ ধর্ম্ম, ১ পৌষ, ১৭৯৬)।

৪। আত্মা দুজ্ঞের্য় অথচ একটি উৎস। ব্রহ্ম হইতে সমাগত অমৃত উহাতে সঞ্চিত হইয়া উৎসরূপে বিনিঃসৃত হয়।

"ব্রহ্মজ্ঞান হইবামাত্র জীবাত্মা বলিবে, 'হে ঈশ্বর, অনন্ত অচিন্ত্য তুমি, আমার দ্বারা তুমি কখন আয়ত্ত হইবে না,' কিন্তু অহঙ্কারী মন এই কথা বলিয়া আত্মগৌরব, আত্মশ্লাঘা মনে করিল যে, যদিও আমি ভাল করিয়া ঈশ্বরকে জানি না; কিন্তু আমি আমার নিজের আত্মার স্বভাব, প্রকৃতি, রীতি নীতি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। অনেক দিন পর মনুষ্যের নিজের আত্মজ্ঞানসম্পর্কে যে এই অহঙ্কার তাহাও চূর্ণ হয়।" "কোথা হইতে উপাসনা প্রার্থনার ভাব আসিতেছে এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। যে স্থান হইতে উপাসনার ভাব উঠিতেছে আমি তাহাকে উৎস বলি। পৃথিবীর লোকে সেই উৎসকে কি নাম দেয়? মনুষ্য, উপাসক, জীবাত্মা। আমি বলি উৎস। সেই উৎস হইতে যে জল উপরে উঠে, ব্রহ্মভাণ্ড হইতে সেই জল নামিয়া আসিয়াছে। স্বর্গ হইতে একটী গূঢ় প্রণালী দিয়া জলে

অগ্নে সেই জল আসিয়া সেখানে সঞ্চিত হয়, তাহাই আবার ঊর্দ্ধে উঠে। ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য, ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্যই সেই উৎসে সেই জল আসিয়া উপস্থিত হয়। এই উৎসে জল আসিবার অনেক প্রণালী আছে। উপাসক, তুমি কে জান না? যে হও সে হও, তুমি অমৃতের উৎস, তুমি রত্নের আকর, এ কথা বলিতেই হইবে। আজ না হয়, দশ দিন পরে বলিবে, ইহলোকে না বল পরলোকে বলিবে। কি বলিবে? আত্মাকে প্রশংসা করিবে? আত্মগৌরবের জন্য নহে, কিন্তু ব্রহ্মের গৌরবের জন্য বলিবে মনুষ্যের আত্মা ব্রহ্মহস্তরচিত কেমন একটি সুন্দর উৎস। (আ, উ, ধর্ম্ম, ১৬ চৈত্র, ১৭৯৭)।

মহাপুরুষমোহম্মদের আকৃতি ও প্রকৃতি।

প্রাচীন আরব্য গ্রন্থ বিশেষে হজরত মোহম্মদের সহচর শিষ্যকর্ত্তৃক তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি ইত্যাদি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপুরুষ মোহম্মদ সুশ্রী সুপুরুষ সরল মধ্যমকায় ছিলেন, তাঁহার মস্তক দীর্ঘ ছিল, পশ্চাদ্ভাগে উভয় স্কন্ধের মধ্যস্থল সুন্দর চিহ্নে চিহ্নিত ছিল। তিনি প্রফুল্লানন ছিলেন, তাঁহার নাসামূল উন্নত, ললাট প্রসারিত, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, অধরোষ্ঠ অস্থূল, দন্ত পঙ্‌ক্তি জ্যোতিষ্মতী, ভ্রূযুগল প্রসারিত ও পরস্পর সংযুক্ত এবং নয়নতারা নীলবর্ণ ও নাসিকা সরল ছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থল মাংসল এবং উদরদেশে স্তরে স্তরে স্থাপিত পট্টবস্ত্রের ন্যায় বলিত ছিল। তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন।

হজরত কার্পাস সূত্রের একটি খর্ব্ব কামিজ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার শিষ্য বলিয়াছেন যে, একদা আমি তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দান করিয়াছিলাম, উহা তেত্রিশটী উষ্ট্রের মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল, তিনি তাহা এক বার মাত্র অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে একটী কেনান দেশীয় জোব্বা (অঙ্গাচ্ছাদন বিশেষ) ও এক জোড়া মুজা উপহার দেওয়া গিয়াছিল, তিনি সে সকল জীর্ণ হইয়া ছিন্ন হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। দৈর্ঘ্যে চারি হস্ত পরিসরে সার্দ্ধ দ্বিহস্ত পরিমাণ তাঁহার এক উত্তরীয় বস্ত্র ছিল, তিনি তাহা স্কন্ধে ধারণ করিতেন। তাঁহার এক প্রকার পরিচ্ছদ ছিল কোথা হইতে কোন দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে উহা পরিতেন। তিনি রজত অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীতে ধারণ করিতেন। সেই অঙ্গুরীয়ের নগিনার উপরে "মোহম্মদ, রসুল, আল্লা" এই তিনটি পদ তিন পঙ্‌ক্তিতে অঙ্কিত ছিল। উক্ত নগিনা দ্বারা তিনি পত্রাদির উপরে মোহর করিতেন। তিনি দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুরীয় পরিতেন, কেহ কেহ বলেন বাম হস্তের অঙ্গুলীতেও তাঁহাকে অঙ্গুরীয় ধারণ করিতে দেখিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ নয়নে তিন বার ও বাম নয়নে দুই বার করিয়া সোর্ম্মা (কজ্জল বিশেষ) ধারণ করিতেন। দর্পণে মুখ দেখিতেন এবং কেশবিন্যাস করিতেন। কি গৃহে কি স্থানান্তরে যাত্রাকালে দর্পণ ও কজ্জলপাত্র চিরুণী ও দাঁতনকাষ্ঠ সঙ্গে রাখিতেন। তিনি পরিজনবর্গ অপেক্ষা বন্ধুমণ্ডলীর জন্য অধিকতর বেশ বিন্যাস করিতেন। একদা হজরত জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বেশ বিন্যাস করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার পত্নী আয়শা বলিয়াছিলেন, দেব, তুমি পরমেশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ মানবশ্রেষ্ঠ, তুমি জলস্থিত স্বীয় প্রতিবিম্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেশ বিন্যাস করিতেছ, এ কেমন? তাহাতে তিনি বলিলেন "আয়শা, যখন কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতৃগণের নিকটে গমন করে তখন সে বেশ বিন্যাস করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয়, ঈশ্বর এরূপ ইচ্ছা করেন।" হজরত খোর্ম্মা বল্কলের তন্তুনির্ম্মিত রজ্জুর ছাউনি খট্টার উপরে কোন আচ্ছাদন বা শয্যা বিস্তৃত হইত না। এক দিন তাঁহার প্রচার বন্ধু ওমর তদবস্থায় তাঁহাকে শয়নে দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন কাঁদিতেছ? ওমর বলিলেন "ঈশ্বরের শপথ, হে প্রেরিত পুরুষ, নিশ্চয় আমি জানি তুমি পরমেশ্বরের নিকটে সম্রাট কয়সর ও কস্‌রা অপেক্ষা গৌরবান্বিত, তাহারা পার্থিব সম্পদ ভোগ করিতেছে, হায়! তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত হইয়া এই দুরবস্থায় জীবন যাপন করিতেছ।" তখন হজরত বলিলেন "ওমর, তাহাদের জন্য পৃথিবীও আমাদের জন্য পরলোক হয় ইহা কি তুমি ইচ্ছা কর না?" হজরত পরলোকে গমন করিলে আয়শা একটি ইজার ও কম্বল বাহির করিয়া বলেন যে মৃত্যুর সময়ে এই ইজার ও কম্বল মাত্র তাঁহার দেহে জড়িত ছিল। তিনি স্বহস্তে পাদুকায় নাল সংযোগ ও ছিন্ন বস্ত্র সিলাই করিতেন এবং গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং বলিতেন যাহারা এরূপ কার্য্যকে তুচ্ছ বোধ করে তাহারা আমার দলের লোক নয়। তিনি যখন সৈন্য সহ যাত্রা করিতেন তখন কৃষ্ণ ও শুভ্র বর্ণের বিজয় পতাকা সঙ্গে বহন করিয়া চলিতেন, সেই পতাকায় "লা এলাহ এল্লেল্লা মোহম্মদ রসুলাল্লা" অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত" এই বচন অঙ্কিত ছিল। তাঁহার এক দ্রুতগামী অশ্ব ছিল। তাহার বর্ণ শ্বেত আভাযুক্ত লোহিত, চারি পা ও নাসিকা শ্বেতবর্ণ, সেই অশ্বের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, এবং তাঁহার নিকটে মরজর নামক অপর একটি অশ্ব ছিল পরে মিসরাধিপতি মামুন নামক এক সদৃশ্য দ্রুতগতি অশ্ব ও অকিব নামক এক গর্দ্দভ, এবং দলদল নামক এক অশ্বতর উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য লৌহ পায়াবিশিষ্ট একটি সিংহাসন ছিল তদু-

পরি মণ্ডলাকার আচ্ছাদনের নিম্নে তিনি চারি জন বন্ধু সহ বসিতেন।

তিনি খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে অলাবু অধিক ভাল বাসিতেন। কেহ তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে, অলাবুর ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া দিতেন। এক দিন কোন বন্ধুর গৃহে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখে এক পাত্রে অলাবু খণ্ড মিশ্রিত মাংসের ব্যঞ্জন ডিশে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহা হইতে অলাবু বাছিয়া বাছিয়া ভক্ষণ করিলেন। হজরত দারুময় পাত্রে জল পান করিতেন। তাঁহাকে কেহ কিছু উপহার দিলে গ্রহণ করিতেন। সেদ্‌কা (ধর্ম্মার্থ দীন দুঃখীদিগকে দানকরা) স্বরূপ দান করিলে গ্রহণ করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন যদি কেহ আমাকে ছাগ পশুর স্থুল মাংস খণ্ডের প্রতি নিমন্ত্রণ করে আমি তাহা গ্রাহ্য করি না, ক্ষুদ্র মাংস খণ্ড উপহার দিলে গ্রহণ করিয়া থাকি। একদা কেহ তাঁহাকে কিছু খাদ্যোপকরণ উপহার দিয়াছিল, যে পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ তাহা গ্রহণ না করিয়াছিলেন তিনি সে পর্য্যন্ত তাহা ভক্ষণে বিরত ছিলেন।

যখন তিনি কোন কথা বলিবেন তখন সেই কথার দৃঢ়তার জন্য তিন বার পুনরুক্তি করিতেন। কাহাকে কোন আদেশ করিতে তাহাকে সলাম করিতেন। যখন সভাতে বসিতেন ও পরে গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইতেন তখন বলিতেন, পবিত্রতা তোমার হে আমার পরমেশ্বর, তোমার গুণানুবাদের শপথ আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে তোমা ব্যতীত ঈশ্বর নাই এবং আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছি।" তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন, সহাস্য বদনে লোকের সঙ্গে কথা বলিতেন।

ঈশার অনুগমন।

৩য় অধ্যায় *।

সত্য মত।

সুখী তিনি যাঁহাকে সত্য আপনি শিক্ষা দেন। বাহ্যিক অস্থায়ী শব্দ এবং সঙ্কেত দ্বারা সত্য তাঁহাকে শিক্ষা দান করেন না; কিন্তু সত্য স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রকাশিত হন।

আমাদিগের নিজের মত এবং নিজের জ্ঞান সর্ব্বদাই আমাদিগকে প্রবঞ্চিত করে এবং তাহারা অতি অল্প পরিমাণে সত্য অনুভব করিতে পারে।

সে সমস্ত গূঢ় বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া কি লাভ, যে সকল বিষয় না জানিলে বিচারের দিনে আমরা তিরস্কৃত হইব না।

ইহাতে নিতান্ত নির্ব্বোধের ভাব প্রকাশ পায় যে আমরা প্রয়োজনীয় এবং উপকারী বিষয় সকল অবহেলা করিয়া অনিষ্টকর এবং কৌতূহলজনক বিষয় সকল আলোচনা করিতে অভিলাষ করি। আমাদিগের চক্ষু আছে অথচ আমরা দেখি না।

(২) ন্যায়শাস্ত্রের শব্দাদিতে আমাদিগের কি প্রয়োজন? নানা মত হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন যাঁহার সঙ্গে নিত্যবাক্যস্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং কথা কহেন।

সেই এক নিত্য বাক্য হইতে তাবৎ বস্তু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং তাবৎ বস্তু সেই এক বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, এবং এই বাক্যই আদিবাক্য যাহা আমাদিগের সঙ্গেও কথা বলিতেছে।

এই বাক্য ব্যতীত কেহই প্রকৃতরূপে বুঝিতে কিংবা বিচার করিতে পারে না।

তিনিই শান্তচিত্ত এবং ঈশ্বরেতে সমাহিত যাঁহার নিকটে সকল বস্তুই এক, এবং যিনি একের মধ্যে সকল বস্তুকে দেখেন এবং সকল বস্তুকে একেতে পরিণত করেন।

হে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর, নিত্যপ্রেমগুণে আমাকে তোমার সঙ্গে একাত্মা কর।

অনেক বিষয় পাঠ করিতে এবং শুনিতে আমার কষ্ট বোধ হয়। একমাত্র তোমাতেই, হে ঈশ্বর, আমার বাসনার পরিসমাপ্তি হয় এবং একমাত্র তোমার মধ্যেই আমার প্রার্থনীয় তাবৎ বস্তু লাভ করি।

সমস্ত ধর্ম্মযাজক নীরব হউক, তোমার সমক্ষে সমুদায় জীব নিস্তব্ধ হউক, কেবল একাকী, হে ঈশ্বর, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল।

(৩) মানুষ যে পরিমাণে শান্ত এবং একাগ্রচিত্ত, সেই পরিমাণে সে অনায়াসে উচ্চতর সত্য সকল বুঝিতে পারে; কারণ সে স্বর্গ হইতে দিব্য জ্ঞানালোক লাভ করে।

যদিও অনেক কার্য্যে নিযুক্ত হয় তথাপি সুস্থির, একাগ্রচিত্ত এবং নির্ব্বিকার ব্যক্তি বিক্ষিপ্ত হয় না; কারণ সে তাবৎ কার্য্য ঈশ্বরের মহিমার জন্য সম্পন্ন করে, এবং মনোমধ্যে শান্তিভোগ করিয়া কোন কার্য্যে আপনার স্বার্থ অন্বেষণ করে না।

হে সাধক, তোমার নিজের হৃদয়ের অশাসিত আসক্তি

---

* ভ্রমক্রমে গত বারে এ অধ্যায় ছাড়িয়া চতুর্থ ও পঞ্চম ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে।

সকল অপেক্ষা অধিক, আর কে তোমাকে ঈশ্বরের সত্য পথে যাইতে বাধা এবং কষ্ট দেয়?

সাধু এবং ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যসকল সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে নিজের মনের মধ্যে অগ্রে সে সকল অবধারণ করেন।

তিনি অতিরিক্ত বাসনার অনুরোধে কোন কার্য্য করেন না, কিন্তু আপনার মনের হিতাহিত জ্ঞানানুসারে উচিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করেন।

যে ব্যক্তি আত্ম-জয় করিতে পরিশ্রম করে তাহা অপেক্ষা আর কে কঠোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত?

আমাদিগের সকলেরই এই আত্মজয় করিতে চেষ্টা করা উচিত, এবং ইহাতে প্রত্যহ অধিকতর বললাভ করিয়া পবিত্রতাতে বর্দ্ধিত হওয়া উচিত।

(৪) ঐহিক জীবনে সকল প্রকার পূর্ণতার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অপূর্ণতা মিশ্রিত আছে, এবং এখানে আমাদিগের কোন জ্ঞানই সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারশূন্য নহে।

প্রচুর বিদ্যার জন্য প্রগাঢ় চেষ্টা অপেক্ষা আপনার হীনত্বজ্ঞান ঈশ্বরলাভের নিশ্চিত উপায়।

তথাপি কোন প্রকার বিদ্যাকে হেয় জ্ঞান করা উচিত নহে, কারণ প্রত্যেক জ্ঞানের আলোকই উৎকৃষ্ট এবং তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত; নির্ম্মল বিবেক এবং পবিত্র জীবন সকল প্রকার বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

অনেকেই জীবনকে বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল বিদ্যালাভের জন্য যত্ন করে; সুতরাং তাহারা প্রবঞ্চিত হয়, তাহারা তদ্দ্বারা অতি সামান্য অথবা কোন ফলই লাভ করে না।

(৫) লোক সকল যেরূপ বিবিধ প্রশ্ন করিতে তৎপর যদি সেরূপ তৎপর হইয়া তাহারা পাপ উন্মূলন করিয়া পুণ্যরোপণ করিত তাহা হইলে পৃথিবীতে এত দুষ্কর্ম্ম এবং কুৎসা ঘটিত না।

নিশ্চয়ই বিচারের দিনে আমরা কি কি পুস্তক পড়িয়াছি তাহার বিচার হইবে না; কিন্তু আমরা কি করিয়াছি তাহার বিচার হইবে, অথবা আমরা কিরূপ ভাল বক্তৃতা করিয়াছি তাহারও বিচার হইবে না; কিন্তু আমরা ঈশ্বরের ধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করিয়াছি কি না তাহার বিচার হইবে।

বল, তোমার পরিচিত সে সকল ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মশিক্ষকগণ এখন কোথায় যাহারা জীবদ্দশায় মহা বিদ্বান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল?

তাহাদিগের আসনে এখন অন্য লোক সকল আসিয়া বসিয়াছে এবং বোধ হয় ইহারা ইহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগকে একবার স্মরণও করে না। তাহাদিগের জীবদ্দশায় লোকে তাহাদিগকে সম্মান করিত; কিন্তু এখন তাহাদিগের বিষয় কেহ উল্লেখও করে না।

(৬) আঃ! পৃথিবীর যশ কেমন শীঘ্র চলিয়া যায়! যদি ঐ সকল ধর্ম্মগুরুদিগের জীবন তাহাদিগের বিদ্যার অনুযায়ী হইত তাহা হইলে তাহাদিগের অধ্যয়ন এবং বিদ্যা সুফল প্রসব করিত।

কত লোক ঈশ্বরের সেবা করিতে অবহেলা করিয়া কেবল পৃথিবীর অসার বিদ্যামদে মত্ত হইয়া উচ্চজীবনে বঞ্চিত হয়।

তাহারা বিনয়ী না হইয়া বড়লোক হইতে অভিলাষ করে, সুতরাং তাহারা আপনাদিগের কল্পনায় আপনাদিগকে অসার করে।

বাস্তবিক তিনিই বড়লোক, তিনিই যথার্থ মহৎ যাঁহার হৃদয়ে মহৎ প্রেম অবস্থিতি করিতেছে।

তিনি যথার্থই মহৎ যিনি আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন এবং যিনি উচ্চতম সম্মানের প্রতিও উদাসীন।

তিনিই যথার্থ জ্ঞানী যিনি ঈশ্বর জীবন লাভ করিবার জন্য পৃথিবীর তাবৎ বস্তুকে গোময়ের ন্যায় অসার জ্ঞান করেন।

এবং তিনিই যথার্থ বিদ্বান্ যিনি আপনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেন।

সংবাদ।

বিগত ৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার কালীকচ্ছগ্রামে আমাদিগের প্রিয় ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র নন্দী তাঁহার ভগ্ন শরীরকে পৃথিবীতে রাখিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। কৈলাসচন্দ্র অনেক দিন যাবৎ উৎকট পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন, তিনি ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেকপ্রকার গুরুতর পরীক্ষায় পড়িয়াও বিশেষরূপে আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসের বল দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আমরা অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। আমাদের পূর্ব্ববাঙ্গালার কার্য্যক্ষেত্রের তিনি একজন কৃষক ছিলেন। পীড়ার ও সংসারের দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াও তিনি আপনার অবলম্বিত ধর্ম্মের জয় আপনার এবং পরিবারের মধ্যে বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আনন্দময়ী মা তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানের শারীরিক কষ্ট আর দেখিতে না পারিয়াই তাঁহাকে তাঁহার অমৃতময় শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন। তিনি পৃথিবীতে থাকিয়া যে অক্ষয় ধর্ম্ম লাভ করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার আত্মা মঙ্গলময়ী জননীর কোলে চির বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করুক। আমাদের ভ্রাতা তাঁহার বৃদ্ধ মাতা, অল্প বয়স্কা স্ত্রী, ছোট ছোট ৩টী ছেলে মেয়েকে সংসারের

সাগরের অসীম শোকতরঙ্গে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। দয়াময় হরি তাঁহাদিগের বিপদ কালের সহায় হউন।

দেখিতে দেখিতে আবার এক বৎসর শেষ হইয়া আসিল, ধর্ম্মরাজ বিচারপতির নিকট আমাদের প্রতিজনের বাৎসরিক কার্য্যের হিসাব দিবার সময় উপস্থিত। ভক্ত চরিত্ররূপ রক্ত মাংস পান ও আহার করিয়া আমরা প্রতিজন কত দূর তাঁহাকে জীবনে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাঁহার প্রদত্ত কার্য্য ভার আমরা কত দূর সুচারুরূপে বহন করিয়াছি, তিনি আমাদিগের যে সকল দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়া মর্ম্ম বেদনায় আপনার শরীরকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, সেই সকল দোষ দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে আমরা কে কত দূর মুক্তি লাভ করিয়াছি, এসমুদায় আলোচনা করিবার এই সময় আসিয়াছে। আমরা সকাতরে স্বদেশ এবং বিদেশস্থ বন্ধুদিগকে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি। দোষ দুর্ব্বলতার জন্য অনুতাপ ও প্রার্থনা করিয়া আমরা আগামী উৎসবের জন্য যেন প্রস্তুত হইতে পারি।

আমাদিগের দরবারস্থ ভ্রাতাদিগের সঙ্গে দরবারের বাহিরে স্থিত ভ্রাতৃগণের পুনর্ম্মিলনের প্রত্যাশায় আমরা দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। এক বৎসর হইতে চলিল আর আমরা কেবল আশাপথ চাহিয়া থাকিতে পারি না। একটি কিছু উপায় আমরা শীঘ্র লইতে ইচ্ছা করিয়াছি। ভাইদিগকে আচার্য্য মহাশয়ের প্রদত্ত দেবালয়ে আসিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র উপাসনা প্রার্থনা করিতে বার বার অনুনয় বিনয় করা হইল কিন্তু তাঁহারা অনেকে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আমরা যখন বিশ্বাস করি, আমাদিগের ভিতরকার অমিল একত্র উপাসনা প্রার্থনা না করিলে কিছুতেই যাইবে না, বাহিরের সহস্র উপায় লওয়া হউক, সে সকল উপায়ে ধর্ম্মরাজ্যের কোন প্রকার অমিলই মিটিতে পারে না; কখন মিটে নাই, কখন মিটিবে না। ভ্রাতারা যখন সকলে দেবালয়ে আসিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র উপাসনা করিলেন না, তখন আমরা ইচ্ছা করিয়াছি ভ্রাতাদের নিকট যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে একত্র উপাসনা করিব। এখন কোন্ সময় কোথায় যাইলে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়, ভ্রাতারা তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিলে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইব। প্রতিদিন দেবালয়ে প্রাতে ৯টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইয়া প্রায় ১১৷৷০ টার সময় ভঙ্গ হয়। রবিবার সন্ধ্যা ৫৷৷০ সময় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হয়। এই সকল সময় ভিন্ন অন্য যে সময় হয় তাঁহারা যেন স্থির করেন। আমরা ভাই বঙ্গচন্দ্র ও ভাই দীননাথকে এই সকল উপাসনায় উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সুস্থ শরীরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, গত রবিবার তিনি দেবালয়ে উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন।

ভাই প্রসন্নকুমার সেন এবং ভাই কালীশঙ্করদাস প্রচারার্থ পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন। উত্তর পাড়া, মোড় পুকুর ও চুঁচড়া সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন ও সৎপ্রসঙ্গাদি যোগে নববিধান প্রচার করিয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে গিয়াছেন। উত্তর পাড়ার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মনোহর মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছেন ও মনোহর বাবু পাথেয়াদি দানে ভ্রাতাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন।

মাঘোৎসব সময়ে শ্রীমদাচার্য্য দেব প্রতিষ্ঠিত আনন্দ বাজার হইবে। উপাসনা সামগ্রী, আচার্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি, সূচিকর্ম্ম, গৃহসামগ্রী, দেশীয় খেলনা, পুস্তকাদি, অলঙ্কার, ফল ও আচার, কারুকর্ম্ম, ঘড়ী ও দিনপ্রদর্শনী; ছবি ও প্রবচন, এবং পরিচ্ছদাদির ভিন্ন ভিন্ন বিপণি হইবে। যে সকল বন্ধু বা ভ্রাতা বিপণি খুলিবেন অথবা বিক্রেয়দ্রব্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা ২০ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে এবং নববিধানমণ্ডলীর যে সকল পরিবার গৃহসম্পর্কীয় সমুদায় দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ১৫ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে আনন্দবাজারের কমিটির সম্পাদককে তদ্বিষয়ে পত্র লিখিবেন। বিদেশস্থ বন্ধুগণ এই কমিটির সহিত একতায় কার্য্য করিবেন, আমরা ভরসা করি। এতৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতে হয় তাঁহারা সম্পাদককে লিখিবেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে আমাদের চট্টগ্রামস্থ ভ্রাতৃগণের উপর অত্যাচার আজও নিবৃত্ত হয় নাই। পূর্ব্বে সমাজ গৃহ অগ্নিসাৎ হইয়াছে এবার দুর্ব্বৃত্তগণ আমাদিগের ভ্রাতৃবর্গের চারিটি পরিবারের বাসগৃহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে! আমরা আশা করি এই সকল অত্যাচারে আমাদিগের ভ্রাতাদিগের বিশ্বাস ও নির্ভর বর্দ্ধিত হইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে কোচবিহারের মহারাণী স্নেহ করিয়া প্রচারকবালকদিগকে শীতবস্ত্র প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের ব্রাহ্মিকা ভগ্নী শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত প্রতিদিন দুই বেলা রন্ধনের পূর্ব্বে এক মুষ্টি করিয়া তণ্ডুল প্রচারক পরিবারের জন্য সঞ্চিত করিয়া এক মাসের তণ্ডুল আমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে ১৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৯ ভাগ। ২০ সংখ্যা। | ১ লা পৌষ, সোমবার, ১৮০৬ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পিতঃ, তোমার প্রেম আমাদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া এবার পৃথিবীতে আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিবে, এই জন্য তুমি তোমার বিধান প্রেরণ করিয়াছ। চিরকাল একা একা সকলে তোমার ধর্ম্মজগতে পরিশ্রম করিয়াছে, নিজ নিজ পরিশ্রমের ফলভোগ করিয়াছে, এবার তো সে ব্যবস্থা তুমি রাখ নাই। তোমার বিধানক্ষেত্রে যতগুলি লোক তুমি প্রেরণ করিয়াছ, তাঁহারা সকলে মিলিয়া এবার একজন হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা পার্থক্য রাখিয়া স্ব স্বভাবে কার্য্য করিয়া যাইবেন, ইহা তো তোমার ইচ্ছা নহে। হে দীনবন্ধু, বল তোমার সে অভিপ্রায়ের আমরা কি করিতেছি? কোথা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিবার দুরভিপ্রায় আমাদিগের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল? আমরা কি সেই লোক, যাহারা পৃথিবীতে একত্বের মাধুর্য্য দেখাইবার জন্য তোমার বক্ষ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছি? যদি তাহাই হয়, তবে কোথা হইতে মায়া আসিয়া আমাদিগের হৃদয় আচ্ছন্ন করিল, একা একা নূতন পথে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি দিল। এ পতন যে ঘোরতর পতন, একেবারে তোমার বিধানের বিপরীত কার্য্য! আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীতে স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করিব, পরিণামে কি এই দুর্দ্দশা হইল? আমরা যে কেন যে কার্য্য করি না, একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গের ন্যায় কার্য্য করিতেছি, ইহা কেন হইবে না? বল, হে বিধানপতি, আমি কি আমার ভ্রাতার বিশেষ কার্য্যকে আমার কার্য্য বলিয়া সুখী হইতে পারি না? ঈর্ষা! ঈর্ষা আসিবে কি প্রকারে? কে আপনার প্রতি আপনি ঈর্ষা করিয়া থাকে? আক্রমণ! তাহাই বা সম্ভবে কিরূপে? আপনার প্রতি আক্রমণ অত্যাচার পাগল ভিন্ন কে কোথায় কাহাকে করিতে দেখিয়াছে? ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, নীচভাব সকল কি আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? আমরা তোমার অভিপ্রায় ছাড়িয়া দিয়া এই সকলের দাস হইব? প্রভো, ইহা কখনই হইতে দিও না। এ হস্ত যেন কখন ভ্রাতার বিরোধে না উঠে, এ মন যেন ভ্রাতার বিরোধে কুভাব পোষণ না করে, এ হৃদয় যেন ভ্রাতাকে প্রেম হইতে বঞ্চিত না করে, তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনার সার।

শনিবার ৭ ই পৌষ, ১৮০০ শক।

মুক্তিপ্রদ প্রেমদাতা, তোমার বিধানের বাহিরের লোকেরা আমার ভালবাসা বুঝিতে পারেন না। আমার প্রেম তোমার প্রদত্ত বিশ্বাসসম্ভূত প্রেম। ইহা মনুষ্যের প্রেম নহে। দোষ গুণ দেখিয়া ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। যে কাহারও দোষ দেখিয়া তাহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করে, সে তোমার বিরোধী শত্রু, সে টুঁটি ধরিয়া পৃথিবীকে বধ করিতে উদ্যত হয়। তুমি যে দশ পনেরটি লোককে আমার প্রাণের ভিতরে গাঁথিয়া দিয়াছ, আমি যে তাঁহাদের এক জনকেও ছাড়িতে পারি না। তিনি যদি এই দল ছাড়িয়া অন্য দলস্থ হইয়া আমার বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করেন, সেই খড়্গ যে আমিই আমার বিরুদ্ধে উঠাইলাম। কেন না তিনি যে আমার মধ্যে এবং আমি যে তাঁহার মধ্যে। এই পনেরটি লোক একখানি লোক, আমি এই একখানির মধ্যে আছি, এই একখানি লোক আমার মধ্যে আছেন। ইহা না হইলে যে তোমার বিধান হইতে পারে না। যে হস্তে তোমার বিধানের ভার, সেই হস্ত যদি স্বার্থপর হয়, তবে তো তোমার স্বর্গ মিথ্যা, পরিত্রাণ মিথ্যা। মনুষ্য অসুর হইতে পারে, পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিতে পারে, কিন্তু তোমার বিধানের লোকেরা যে একখানি লোক সেখানে পরস্পর নাই। আমরা পরস্পরকে ভাল বাসি এ অহঙ্কার করিতে চাই না। কিন্তু একখানি লোক হইয়া থাকিতে চাই। তোমার বিধান সুধাপান করিয়া তোমার হস্তের একখানি প্রশস্ত যন্ত্র হইতে চাই। তুমি সেই যন্ত্র বাজাইবে, তাহার মধুর সঙ্গীত শুনিয়া জগতের আশা এবং সুখ বৃদ্ধি হইবে। [প্রেমময়, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর, এই তব চরণে ভিক্ষা।]

প্রেরিত কি নিষ্পাপ ?

মনুষ্য নিষ্পাপ কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলিবেন, ঈশ্বর ভিন্ন নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক কেহ হইতে পারে না, কেন না মানবীয় দৃষ্টিতে কেহ পাপশূন্য বলিয়া প্রতীত হইলেও, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কেহ নিষ্পাপ বলিয়া গৃহীত হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ মনুষ্যের নৈতিক দৃষ্টি ক্ষীণ, যে সকল লোক তাহাদিগের অপেক্ষা কথঞ্চিৎ উর্দ্ধভূমিতে অবস্থিত, তাঁহাদিগকে তাহারা সহজে নিষ্পাপ বলিয়া মনে করে। কিন্তু যাঁহারা উর্দ্ধ ভূমিতে বাস করেন, তাঁহাদিগের সূক্ষ্ম নৈতিক দৃষ্টি আত্মদোষ-দর্শনে নিপুণ বলিয়া লোকদিগের প্রশংসা তাঁহাদিগকে স্ফীত করিতে পারে না। যিনি যে পরিমাণে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থায় আরোহণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে পরিষ্কার নেত্রে আপনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দোষ দুর্ব্বলতা অবলোকন করেন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, নিষ্পাপ এ প্রশ্ন আরম্ভেই অসম্ভব; কেন না যিনি আমাদিগের চক্ষে দেবতা তিনিও আত্মসূক্ষ্ম-তমদৃষ্টিসন্নিধানে পাপনিপীড়িত।

প্রেরিত হউন যিনিই হউন, মানুষ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মানুষে যাহা অসম্ভব প্রেরিতত্ব আছে বলিয়া তাহা সম্ভব হইবে, ইহা কখন হইতে পারে না। প্রেরিত নিষ্পাপ নহেন, অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় পাপী ও পাপ-প্রবণ, ইহা ইতিহাস দ্বারা সপ্রমাণ করা কিছু কঠিন কথা নহে। যাঁহারা প্রেরিত, পৃথিবী তাঁহাদিগের নিকটে তাহার আত্মজ্ঞানানুসারে নিষ্পাপত্ব আকাঙ্ক্ষা করে ইহা সত্য, এবং এরূপ আকাঙ্ক্ষা করিবার তাহার অধিকার আছে ইহাও আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রেরিতত্ব এবং নিষ্পাপত্ব আমরা কখন এক করিতে পারি না। যিনি প্রেরিত হইবেন তাঁহার চরিত্র ও নীতি তৎকাল অতিক্রম করিয়া বহুসহস্রবৎসরসাধ্য ভাবী কালোপযোগী হইবে

সত্য, কিন্তু এখানেও আমাদিগের সেই প্রেরিতের প্রেরিতত্ব কোন্ বিষয়ে আমাদিগের স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক। যিনি যে বিষয়ের জন্য প্রেরিত নহেন, তাঁহার নিকটে তদ্বিষয় আকাঙ্ক্ষা করিতে আমাদিগের কোন অধিকার নাই।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা একটু বিশদ করিয়া বলা প্রয়োজন। মনে কর, এক জন জন্মতঃ কবি, তিনি কবিতা দ্বারা লোকের চিত্ত সৎপথে প্রেরণ করিবেন আমরা আশা করি। হইতে পারে, তিনি তাঁহার কবিত্বের অসদ্ব্যবহার করিলেন, যে সকল বিষয়ে লোকের মনে নীচ প্রবৃত্তি সকল উদ্দীপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার কবিত্ব নিয়োগ করিলেন। আমরা এস্থলে বলিব, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতার অপব্যবহার করিলেন, কিন্তু আমরা এ কথা বলিতে পারি না, তিনি যে জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি আপনি খণ্ডন করিলেন। যিনি যে জন্য প্রেরিত তিনি যদি তাহা খণ্ডন করেন বা করিতে পারেন, তাহা হইলে আর প্রেরিতত্ব সপ্রমাণ হইল কোথায়? এক জন প্রেরিত আর যাহা করিতে হয় করুন, তাঁহার প্রেরিতত্ব যে বিষয়ে তাহা খণ্ডন করা তাঁহার সাধ্যাতীত, অন্যথা পৃথিবী প্রেরিতত্ব বুঝিবে কি প্রকারে?

এখন এক জন বলিতে পারেন, যাহা বলা হইল তাহাতে প্রেরিতগণ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ না হউন, অংশতঃ নিষ্পাপ স্বীকার করা হইল। যে বিষয়ের জন্য যিনি প্রেরিত তিনি সে বিষয় খণ্ডন করিয়া অন্যরূপ হইতে পারেন না ইহা বলাও যে কথা, সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীনত্ববশতঃ তৎসম্বন্ধে নিষ্পাপত্ব উপস্থিত ইহা বলাও সেই কথা। এখানে আমাদিগকে একটু স্থির হইয়া বিচার করিতে হইতেছে। যিনি যে জন্য প্রেরিত তিনি তদ্দ্বারা অবশভাবে নীত হন, ইহা বলাতে নিষ্পাপত্বের কথা আসিতেছে না। চন্দ্র সূর্য্যাদি অবশভাবে নীত হয় বলিয়া চন্দ্র সূর্য্য নিষ্পাপ এ কথা আমরা কখন বলি না। যেখানে বিবেকের অনুসরণ প্রকাশ পায় না, সেখানে পাপ বা পুণ্যের কথা আইসে না। সুতরাং এক জন যে জন্য প্রেরিত, তাহা জীবনে সম্পন্ন করিয়াও পাপে নিপতিত হইতে পারেন। এক জন প্রেরিতের কেবল প্রেরিত বলিয়া সংসারাসক্তি, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ দ্বেষাদি থাকিবে না, ইহা আমরা কি প্রকারে বলিব?' কেন না তিনি এ সকলকে জয় করিয়া তদুপরি আধিপত্য সংস্থাপন করিবার জন্য যে প্রেরিত হন নাই, তাঁহার জীবনই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। যে কার্য্য, যে ভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি প্রেরিত তদ্বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিয়াও এসকল বিষয়ে হীন থাকিতে পারেন। পৃথিবী এ বিষয়ের প্রমাণ অনেক বার পাইয়াছে, এতৎসম্বন্ধে নূতন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিলাম, নববিধান সম্বন্ধে তাহা কত দূর সংলগ্ন হইতে পারে দেখা সমুচিত। নববিধানের প্রেরিত সাধকগণের সম্বন্ধে বিচার অত্যন্ত কঠিন। আমরা অন্যান্য ধর্ম্মের অন্যান্য বিধানের প্রেরিত সাধকগণকে যে প্রকার ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিতে পারি, আমাদিগের সম্বন্ধে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা নববিধানে সকল বিধানের একত্র সমাবেশ মানিয়া লইয়াছি। যাঁহারা নববিধান প্রচার করিবার জন্য প্রেরিত তাঁহাদের জীবনে মুষার আদেশপালন বা কর্ম্মযোগ, বুদ্ধের নির্ব্বাণ বা নিবৃত্তিযোগ, মহর্ষি ঈশার আত্মইচ্ছাপরিহার বা ইচ্ছাযোগ, মহানুভব চৈতন্যের ঈশ্বরানুরাগ বা ভক্তিযোগ, মোহম্মদের ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বসংস্থাপন, এ সকলের বিকাশ তাঁহাদিগের মধ্যে থাকিবেই থাকিবে। কত পরিমাণে থাকিবে ইহা বিচার্য্য বিষয় নহে; কিন্তু অন্ততঃ এসকলের বিরোধী ভাব তাঁহাদিগের কাহারও জীবনে থাকিবে না, ইহা

আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করিতে পারি। আমরা যাহা বলিলাম যদি তাহা সত্য হয়, তবে নববিধানের প্রেরিত সাধক কেহ আছেন কি না সন্দেহ স্থল। আমরা বলি সন্দেহ স্থল নহে। কেন নহে আমরা তাহার উত্তর দান করিতেছি।

নববিধানে যেমন সমুদায় বিধানের ঐক্য আছে, তেমনি উহাতে সাধন ও জন্মসিদ্ধি এ দুয়েরও সামঞ্জস্য আছে। নববিধানের প্রেরিতগণ বিশেষ বিশেষ ভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেও, অন্যান্য যে সকল ভাব সংযুক্ত না হইলে নববিধানের পূর্ণতা জীবনে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, সাধন দ্বারা সে সকলকে আত্মস্থ করিতে হইবে, নববিধানের ঈশ্বরের তাঁহার প্রেরিত ভক্ত সাধকদিগের প্রতি এই আদেশ। এ আদেশ প্রতিপালন না করিয়া কেহ প্রেরিতত্বের অভিমান রাখিতে পারেন কি না তৎপক্ষে সন্দেহ। কেহ বলিতে পারেন, আজও আমি অমুক বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হই নাই, কিন্তু তিনি তল্লাভ জন্য যত্নপরায়ণ, শীঘ্র আত্মজীবনে উহা সিদ্ধ হইলে পৃথিবীকে প্রদর্শন করিবেন, ইহা অন্ততঃ সকলকে বুঝিতে ও আশা করিতে দিবেন। তৎসম্বন্ধে আমরা যেখানে কিছু দেখিতে পাই না সেখানে আমরা প্রেরিতত্ব সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত।

নববিধানের প্রেরিত যদি সকল বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ না হইলে না হন, তাহা হইলে তদ্রূপ সিদ্ধমনোরথ ব্যক্তি নিষ্পাপ, ইহা সহজে বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। এখানেও আমরা বলিতেছি, এখানে নিষ্পাপত্বের কথা আসিতে পারে না, কেন না যিনি যত দূর সিদ্ধকাম হউন না কেন তদপেক্ষা আরও উচ্চতম অবস্থা আছে তাঁহার নিজের নিকটে প্রতিভাত হওয়াতে যাহা তিনি হইয়াছেন, তাহা তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়, এবং আপনাকে অতি ক্ষুদ্র পাপতম বলিয়া অনুভব হয়। নববিধানে অন্যান্য বিষয়ে সামঞ্জস্য যে প্রকার অবশ্যম্ভাবী, তেমনি সুতীক্ষ্ণ পাপবোধ উহার একটি অসাধারণ লক্ষণ। যে ব্যক্তিতে তীব্র পাপবোধ নাই, সে ব্যক্তি এখনও প্রেরিত সাধকের লক্ষিত পদবীতে আরোহণ করেন নাই। অন্য লোকে নববিধানের প্রেরিত সাধকগণের মধ্যে যখন পাপ দেখিতে পাইবেন না, তখনও তাঁহারা নিজ নিজ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার পাপের সম্ভাবনা অবলোকন করিয়া সর্ব্বদা ভীত ও ত্রস্ত থাকিবেন, ইহাই নববিধানে স্বাভাবিক। সে যাহা হউক, আমরা যত দূর বলিলাম তাহাতেই "প্রেরিত কি নিষ্পাপ" এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল, আর প্রবন্ধ সুদীর্ঘ করা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদিগের প্রশস্ত সম্মিলনভূমি।

নববিধানকে শতশঃ ধন্যবাদ যে ইনি এমন একটি প্রশস্ত প্রদেশে আমাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, যেখান হইতে আমরা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বাহুপ্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি। সকল সম্প্রদায়ের সাধক ভক্ত যোগিগণ আমাদিগের বন্ধু, তাঁহারাও আমাদিগকে বন্ধুভাবে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রশস্ত দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া আমরা পৃথিবীতে কাহাকেও অনাত্মীয় দেখিতে পাই না, যাঁহারা যে ধর্ম্মের আত্মীয় কেন হউন না, আমাদিগের আত্মীয়। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিশেষ বিশেষ মতে বিরোধ থাকিলেও আমাদিগের সঙ্গে বিরোধ অসম্ভব, কেন না সেই সেই সম্প্রদায়ের যে সকল বিষয়ে প্রাধান্য তৎসহ আমাদিগের কোন বিরোধ নাই। যদি এই প্রকার সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্য হইল তবে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্মিলনরূপ বৈশেষ্য আমাদিগের প্রধান লক্ষণ হইল। এ লক্ষণ পরিহার করিলে আমাদিগের পৃথক্

হার করিলে আমাদিগের অস্তিত্ব থাকে না, আমরা কোন একটির সঙ্গে এক হইয়া গিয়া বিলুপ্ত হইয়া যাই। যে ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে নববিধান প্রতিপালিত পরিবর্দ্ধিত তাঁহারও সঙ্গে ইহাঁর সম্বন্ধ অন্যান্য সম্প্রদায় সহ সম্বন্ধ সদৃশ, এবং বিশেষ লক্ষণ পরিহার হইলে তন্মধ্যেও ইহাঁর বিলোপ হইবার সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই প্রকার বিলোপ না হয়, অথচ সকলেরই সঙ্গে একতা থাকে তাহা প্রদর্শন করা এ সময়ে একান্ত সমুচিত। আমরা সংক্ষেপে সম্মিলন ভূমি এবং ইহার বৈশেষ্য দেখাইতেছি, পাঠকগণ এক বার ভাল করিয়া আমাদিগের কথা তৌল করিয়া দেখুন।

হিন্দুধর্ম্ম বলিতে প্রধানতঃ প্রাচীন যোগী ঋষি মহর্ষিগণের ধর্ম্ম বুঝায়। ইহাতে যোগেরই সর্ব্বোপরি প্রাধান্য। ব্রহ্ম সহ জীবের অভেদ ভাবে স্থিতি এই যোগের লক্ষ্য, এস্থলে আমরা প্রাচীন ভারতার্য্যগণের সঙ্গে এক। নববিধান সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া প্রাচীন যোগী ঋষিগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন, ইহা এ দেশের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আর্য্যগণ প্রথমকালে কর্ম্মযোগী ছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু পর পর বিকাশে কর্ম্মযোগিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহা যে ভারতার্য্যগণের জীবনের প্রধান লক্ষণ তাহা আর একালে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং এ অংশ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রভাবে গঠিত পাশ্চাত্য দেশ হইতে বর্ত্তমানে আমাদিগের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। ইচ্ছা যোগী মহর্ষি ঈশা হইতে আমরা নবীনাকারে ধর্ম্মের এ অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং এ অংশে আমরা বর্ত্তমান খ্রীষ্ট সম্প্রদায় সহকারে ও আধ্যাত্মিকতায় মহর্ষি ঈশার প্রাচীন অনুযায়িগণের সঙ্গে এক। পৌরাণিক আর্য্যগণের মধ্যে ভক্তির আরম্ভ হইয়া প্রায় চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপে উদিত ভক্ত চূড়ামণি চৈতন্যদেবে যে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তদংশে আমরা বৈষ্ণবসম্প্রদায় সহ এক অভিন্ন। মূল উৎস পরিত্যাগ করিয়া কোথাও কোথাও বর্ত্তমান কালের সম্প্রদায় সকলের বিপরীত গতি হইয়াছে। সুতরাং তজ্জনিত অনৈক্যের ভূমি মূল সম্প্রদায় সহ নহে, কিন্তু তৎতৎসম্প্রদায়ের বিকার সহ, ইহা দেখান নিষ্প্রয়োজন।

ফল কথা এই, সমুদায় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের মিলনের ভূমি অতি বিস্তীর্ণ। আমাদিগের ধর্ম্মের মূল এত প্রশস্ত যে ইহার মধ্যে ধর্ম্মমাত্রেরই সমাবেশ হয়। একেশ্বরবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া যোগ ভক্তির উচ্চতম প্রমত্ততা ইহার মধ্যে স্থান পায়; সুতরাং ধর্ম্ম সম্প্রদায় মাত্রের তন্মধ্যে সন্নিবেশ হইবে অসম্ভব কি? যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিরীশ্বরবাদত্ব অপবাদ তাহাও নিবৃত্তিসাধনের অন্তর্ভূত হইয়া তন্মধ্যে অবস্থিত। নববিধানের এইরূপ সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব বশতঃ ইহার পরিধি মধ্যে বৃত্তমধ্যবর্ত্তী অনেক গুলি বৃত্ত আছে। ইহার এক এক বৃত্তের সঙ্গে এক এক মণ্ডলী চিরসংযুক্ত হইয়া অবস্থিত। মানবীয় ক্রমোন্মেষ যে অনুক্রমে হইয়াছে, সেই অনুক্রমে ইহার বৃত্তসন্নিবেশ। বাহিরের বৃত্ত অত্যন্ত প্রশস্ত এবং তাহা বৈদিক আধিভৌতিক যোগের সঙ্গে সংযুক্ত। তন্মধ্যের বৃত্ত বৈদান্তিক অধ্যাত্মযোগের সঙ্গে মিলিত ভাবে স্থিত। পৌরাণিক ভক্তিযোগের বৃত্ত, বলয়ের অভ্যন্তরে বলয়, এইরূপে সজ্জিত এবং পরিশেষে এমন স্থানে আসিয়া সমুপস্থিত যেখানে নববিধানে কেন্দ্রভূমি। এই কেন্দ্র সংলগ্ন ক্ষুদ্র বৃত্ত কি আমাদিগকে একটু বিশেষ করিয়া বলিতে হইতেছে।

নববিধানের অন্তর্ভূত বৃত্তে সেই সকল লোক অবস্থিত যাঁহারা নববিধান সংস্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহাদিগের সংখ্যার পরিমাণ করিবার কোন প্রয়োজন করে না, কেন না যাঁহারাই তৎকর্ম্ম সাধন করেন, তাঁহাদিগকেই

তদ্‌বৃত্তমধ্যবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই বৃত্তস্থ লোক সকলের অনেক বিষয়ে পরস্পর হইতে ভিন্নতা থাকিতে পারে কেন না ভিন্নতা মধ্যে একতা নববিধানের সাধারণ লক্ষণ। কেন্দ্র-নিকটবর্ত্তী বলয়ের ভিন্নতা সত্ত্বে যেখানে একতা সেইটি বৃত্তরেখা। তন্মধ্যবর্ত্তী লোকদিগের সম্বন্ধে এই বৃত্তরেখা এতদূর প্রশস্ত যে, তাঁহাদিগের কোন প্রকারের ভিন্নতা ঐ রেখা ব্যতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় না, তাই একই বৃত্ত মধ্যে একত্বে অবস্থিত। আমরা এই রেখা কি বলিতে বাধ্য।

আমরা অদ্য শ্রীআচার্য্যদেবের যে প্রার্থনার সার প্রকাশ করিলাম তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই কথিত হইয়াছে "এই পোনেরটি লোক একখানি লোক, আমি এই একখানির মধ্যে আছি, এই একখানি লোক আমার মধ্যে আছেন।" বিধানের কেন্দ্রসন্নিকৃষ্ট বৃত্ত এই কথার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। আচার্য্য আমাদিগের আচার্য্য, শ্রীদরবার আমাদিগের নিয়মক, এই দুই বিশেষক মূলতত্ত্বে যাঁহাদিগের স্থির বিশ্বাস তাঁহারা সকলে এই বৃত্তের অন্তর্গতি। আমরা এই দুই মূলতত্ত্বে মধ্যবৃত্ত টানিয়া ক্রমান্বয়ে বৃত্তের পর বৃত্তের সঙ্গে উদার প্রশস্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করিব এবং মধ্যবৃত্ত হইতে যাহাতে কেহ পলায়ন করিয়া বাহিরের বৃত্তে গিয়া নিপতিত না হন, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিব। ক্রমে বাহিরের বৃত্তস্থ ব্যক্তিগণ মধ্যবৃত্তে আসিয়া উপস্থিত হন, ইহাই আমাদিগের জীবনের কার্য্য। সাক্ষাৎ পবিত্রাত্মার যোগে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস।

নববিধানের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ।

ইচ্ছা, করুণা ও অদৃষ্ট।

১। ইচ্ছা পাপের মূল। ঈশ্বর ও সংসার, এই দুই বিপরীত আকর্ষণের মধ্যে উহা অবস্থিত। ইহার কোন একটির অনুবর্ত্তী হওয়া সম্বন্ধে উহার স্বাতন্ত্র্য।

"মনুষ্যের ইচ্ছাই পাপের মূল। এই ইচ্ছা হইতেই জগতের সমুদায় পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, তোমরা সকলেই কি এই মতে বিশ্বাস কর? প্রত্যেক পাপ মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছাসম্ভূত, ইহা কি তোমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার কর? হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যবশতঃ প্রলোভনে পড়িয়া পাপ করিয়া ফেলি, অথবা স্বভাবতই কাম, ক্রোধ, এবং স্বার্থপরতা ইত্যাদি রিপুর পরতন্ত্র হইয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার উপর ইচ্ছার কোন ক্ষমতা নাই, তোমাদের মধ্যে অনেকেরই কি এই প্রকার সংস্কার নহে? কি ব্রাহ্মপ্রচারক, কি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, কি সাধারণ ব্রাহ্মগণ, ইহাঁদের অনেকেই কি সময়ে সময়ে এই কথা বলেন না যে, মনুষ্য অবস্থার অধীন, যাহার যেমন অবস্থা তাহার চরিত্র তদনুরূপ সংগঠিত হয়। সাধু সহবাসে রাখ, সে সাধু হইবে, কুসংসর্গে রাখ, সে মন্দ হইবে। অথবা পিতা মাতা যেরূপ, তাহাদের সন্তানদিগেরও সেইরূপ চরিত্র হয়। কিংবা যদি জনসমাজ মন্দ হয়, মনুষ্য সহস্র বার ইচ্ছা করিলেও সেই দেশাচারের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ইহার জঘন্য দুর্নীতি এবং কুরীতি সকল পরিবর্ত্তন করিতে পারে না; সাধারণ জনসমাজের যেরূপ অবস্থা, মনুষ্য কোন মতেই তাহার অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে উঠিতে পারে না; অথবা যেরূপ অদৃষ্ট কিংবা নিয়তি আছে, মনুষ্য জীবনে তাহাই ঘটে, পাপসম্পর্কে কি অনেকের এরূপ মত নহে? কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এ সমুদায় মতের উচ্চতর স্থানে থাকিয়া গম্ভীর স্বরে এই বলিতেছেন "পাপের মূল আর কিছুই নহে, ইচ্ছাই মনুষ্যের পাপের মূল।" কেহই অপরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পাপ করে না, কেন না মনুষ্য যদি আপনাকে আকৃষ্ট হইতে না দেয়, কাহার সাধ্য যে তাহাকে আকর্ষণ করে? পাপী, তুমি সহস্রবার পাপ করিয়াছ, কিন্তু তোমাকেই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, কে তোমাকে প্রত্যেক বার পাপে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। যদি তুমি সরল হও, অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সমস্ত পাপের মূল তোমারই নিজের ইচ্ছা। অন্য কাহারও দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে, কিন্তু স্বাধীনভাবে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করে।"

"সত্য বটে, মনুষ্যের দুই দিকে দুই আকর্ষণ রহিয়াছে। এক দিকে ঈশ্বর এবং অনন্তকালের পুণ্য শান্তি, অন্য দিকে সংসার ও ইহার অনিত্য নীচ সুখ। মানিলাম, সংসারের প্রবল স্রোত সকলকেই ভয়ানকরূপে টানিতেছে, কিন্তু যত ক্ষণ না আমার ইচ্ছা তাহা দ্বারা আমাকে আকৃষ্ট

হইতে অনুমতি দেয়, তত ক্ষণ যতই কেন প্রখর হউক না কোন স্রোতের সাধ্য কি যে আমাকে আকর্ষণ করে। ইচ্ছা না থাকিলে পৃথিবীতে পাপ আসিতে পারিত না। কেন মনুষ্য পাপের সুখ কিংবা পুণ্যের শান্তি ইচ্ছা করে? কারণ তাহার ইচ্ছা। কেন আমরা এরূপ ইচ্ছা করি? পৃথিবী ইহার উত্তর দিতে পারে না। আমাদের প্রকৃতিই এই যে, আমরা চাই ভাল কিংবা চাই মন্দ ইচ্ছা করিতে পারি।" [আ. উ, ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ ই শ্রাবণ, ১৭৯৫]।

২। ইচ্ছা ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া পাপ পরাজয় করে। পাপ দুর্ব্বলতা, উহা পদার্থ নহে, অন্ধকারবৎ অসৎ।

"পাপ আমাদিগকে কখন্ আচ্ছন্ন করে? যখন আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিই। কিন্তু দেখ, যখন মহা পাপী আর কুপথে যাইব না এই বলিয়া ঈশ্বরের দ্বারে ক্রন্দন করিল, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ পিতার যে বল তাহার অন্তরে গূঢ় এবং লুক্কায়িতভাবে কার্য্য করিতেছিল, পিতার কটাক্ষ-মাত্র সেই ব্রহ্মবল অগ্নির ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই মনুষ্য যে পূর্ব্বে পাপের নামে সশঙ্কিত এবং মৃতপ্রায় হইত, আজ সে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া বলিল, প্রকৃত ব্রাহ্মজীবনে পাপ অসম্ভব। ইহা অহঙ্কারের কথা নহে, ইহাই বাস্তবিক যথার্থ বিনীত এবং সরল সাধকের কথা। ব্রহ্মসহবাসে পাপ অসম্ভব, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল মত। "তব বলে কর বলী যে জনে কি ভয় কি ভয় তাহার" ইহা দর্পের কথা নহে, কেন না ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া যে পাপকে দলন করে, তাহাতে তাহার নিজের আর দম্ভ করিবার কি আছে?"

"পাপ একটি বল নহে, ইহার অন্য নাম দুর্ব্বলতা। আমার অন্তরে পাপ প্রবেশ করিয়াছে, গূঢ়ভাবে আলোচনা করিলে ইহার অর্থ এই হইবে যে, আমার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র বল নাই অথবা আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই বল দূর করিয়া দিয়াছি। যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার এবং স্বাস্থ্যের অভাব রোগ, সেইরূপ ঈশ্বরের পবিত্র ভাবের অভাব আমাদের পাপ।" [ঐ]।

৩। পাপের মূল যেমন ইচ্ছা, ধর্ম্মের মূল তেমনি ঈশ্বর ও তৎকৃপা।

"পাপের মূল আমাতে ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরেতে। পাপ করিবার সময় শুদ্ধ আমার নিজের ইচ্ছাই যথেষ্ট কিন্তু ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন ধর্ম্মজীবন লাভ করা অসম্ভব। নরকের পথিক হইলে আমিই আমার পথপ্রদর্শক, কিন্তু ধর্ম্মপথের নেতা ঈশ্বরের সহায়তা ভিন্ন কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসার রজ্জুতে বদ্ধ হইতে হইলে কেবল আমার নিজের বুদ্ধি এবং নিজের চেষ্টার প্রয়োজন। ঈশ্বরকে লইয়া সংসারের মধ্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে হইলে প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার সাহায্য আবশ্যক। অপবিত্র এবং নিরানন্দ থাকা আমার অধিকার, কিন্তু আমাকে পবিত্র এবং প্রফুল্ল রাখা সম্পূর্ণ দয়াময়ের কার্য্য। যেখানে কেবল 'অহম্' সেখানেই পাপ এবং অপবিত্রতা, আর যেখানকার সকলই 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' সেখানেই পরিত্রাণ। আত্মাকে ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিকৃত করা আমার হাতে, ইহাকে প্রকৃতিস্থ এবং অমর করা ঈশ্বরের হাতে। সংক্ষেপে এই বুঝিয়া লও, পাপের মূল আমি, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর। মহাপাতকীও প্রতিদিন দেখিতেছে যে মরিবার ক্ষমতা তাহার হস্তে কিন্তু তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার যে শক্তি তাহা ঈশ্বরের। কেন না সে জানে যে ইচ্ছা করিলেই সে মরিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন সে নিতান্ত ইচ্ছা করিলেও বাঁচিতে পারে না। [আ. উ, ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ কার্ত্তিক, ১৭৯৫]।

৪। ঈশ্বরের দয়া সর্ব্বদা একই ভাবে অবস্থিত। পাপান্ধকার অপগমে সাধক উহা তদবস্থ দেখিতে পান এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সাধকের ইচ্ছার যোগ হয়। ঈশ্বরের বল তখন সাধকের ইচ্ছার মধ্য দিয়া কথারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

"আমরা সাধু হইলে তিনি দয়া করিবেন, নতুবা আমাদের প্রতি নির্দ্দয় থাকিবেন, ঈশ্বর কি কাহাকেও এরূপ বলিতে পারেন? আমাদের চরিত্রের দোষ গুণে কি তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি অথবা উন্নতি অবনতি হয়? পূর্ণ প্রেমের আধার ঈশ্বরের কোন পরিবর্ত্তন নাই, আমার নিজের চক্ষের দোষে তিনি যেমন ঠিক সেইরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তাঁহার দয়া যেমন, চির কাল তেমনই রহিয়াছে; আমরাই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া কখন কখন সেই প্রসন্নবদন দেখিতে পাই না। কিন্তু যাই পাপান্ধকার চলিয়া যায়, তখনই সেই প্রেমমুখ দেখিয়া প্রফুল্ল হই। তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সাধকের ইচ্ছার যোগ হয়। এক বার সেই অতুল প্রেমানন দেখিলে আর ভক্তের ভয় থাকে না, তখন তিনি মহাপরাক্রান্ত বীরের ন্যায় বলেন, কাম রিপু, তুই এখনি বশীভূত হ, ক্রোধ তুই দূর হ। এই ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনির ন্যায় নিদারুণ কথা শুনিবা মাত্র সেই রিপুদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া যায়। ইহা অহঙ্কারের কথা নহে, কিন্তু ইহাই যথার্থ বিনীত ব্রাহ্মের কথা। মনুষ্যের আন্তরিক দুর্দ্দান্ত রিপু সকল বধ করিয়া জগৎকে তাঁহার কথার বল দেখাইবার জন্য এইরূপে ঈশ্বর সাধকের মধ্যে কথারূপে

প্রকাশিত হন। ভক্তের হৃদয় মধ্যে থাকিয়া যখন ঈশ্বর কথা বলেন তখন অসম্ভব সম্ভব হয়। এক কথাতে পর্ব্বত চূর্ণ হয়, ঘোর নারকীর মহাপাপরূপ পাষাণময় পর্ব্বত বরফের ন্যায় গলিয়া যায়। সেই কথা শুনিয়া যখন ভক্ত বলেন, হে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, তুমি দূর হও, উহা অমনই স্থানান্তরিত হয়।" [ঐ]।

৫। মনুষ্য স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিয়া কার্য্য করিলে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপিত হয়।

"স্বাধীন রাখিয়া মনুষ্যকে পরিত্রাণ দিবেন, ইহাই তাঁহার (ঈশ্বরের) গূঢ় অভিসন্ধি ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের স্বাধীন চেষ্টা, এই দুটি স্রোতের একটি অবরুদ্ধ হইলেই পরিত্রাণ অসম্ভব। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে, মনুষ্যের স্বাধীনতা সর্ব্বদা রক্ষিত হয়, অথচ তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার করুণা প্রকাশিত হয়। ইহাই মুক্তি শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব। ঈশ্বর যখন স্বাধীন প্রকৃতি দিয়া মনুষ্যকে গঠন করিলেন, তখন তিনি জানিতেন যে মনুষ্য ইহার অপব্যবহার করিবে; কিন্তু তথাপি স্বর্গীয় পিতা বলিলেন, "আমি পাপীর সঙ্গে থাকিয়া আমার স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিব।" জগতের প্রতি দৃষ্টি কর, ইহার প্রমাণ পাইবে। কাহার দ্বারা ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে? এক দিকে ঈশ্বরের হস্ত, আর এক দিকে মনুষ্যের হস্ত। এই দুই হস্ত পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির জন্য পুণ্যনিকেতন করিতেছে।" "পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এক পরিবার হওয়া মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, একটি সুন্দর প্রেম পরিবার সংগঠন করেন এই জন্য তাঁহার মনুষ্যের সহায়তা আবশ্যক। মনুষ্যদিগকে লইয়া তিনি স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সুতরাং তাহাদিগের সাহায্য ভিন্ন, অথবা তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বর একাকী কিছুই করিতে পারেন না। এই জন্য এক দিকে যেমন তিনি গূঢ়ভাবে প্রত্যেক মনুষ্যের সহায় হইয়া প্রত্যেকের অন্তরে বল, কৌশল, জ্ঞান এবং ধর্ম্মভাব প্রেরণ করিতেছেন, তেমনই অন্য দিকে তাঁহার প্রেমগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি প্রত্যেক সন্তানের নিকট তাহার নিজের দেহ মন হৃদয় এবং আত্মার সমুদায় শক্তি ভিক্ষা করিতেছেন।" [আ, উ, ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ পৌষ, ১৭৯৫ শক]।

৬। মানবীয় ইচ্ছা ঈশ্বরের অনন্ত পরাক্রম প্রদর্শন করিবে, এজন্য উহা স্বাধীন।

"তুমি ক্ষুদ্র, তোমার জ্ঞান, প্রেম, এবং পবিত্রতার সীমা আছে, কিন্তু ঈশ্বর যিনি তোমার পিতা এবং নিত্য সহায়, তিনি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত প্রেমের উৎস। তাঁহার কাছে থাকিলে, তোমার অভাব কি? প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা স্বাধীন ভাবে সেই অনন্ত উৎসের পরাক্রম দেখাইবার জন্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।" [ঐ]।

জেরুজিলমে মোহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

জেরুজিলম নগর ইহুদি ও খ্রীষ্টীয় জাতির পরমতীর্থ ছিল। এ নগরে ঈশা দাউদ ও সোলয়মান প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ দিগের অভ্যুদয় হয়। হিন্দুদিগের কাশী বৃন্দাবন ও মোসলমান দিগের মক্কা তীর্থ অপেক্ষা পৃথিবী মধ্যে জেরুজিলম তীর্থের অধিক গৌরব ছিল। এ স্থানে বড় বড় সম্রাট ও রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন, ধর্ম্মের জন্য এ নগরে পুনঃ পুনঃ ভয়ানক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। ইহুদি ও খ্রীষ্টীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজক ও তপস্বী বৈরাগিমণ্ডলী চিরকাল এ নগরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মোসলমানেরা যখন এই সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ জেরুজিলম হস্তগত করিয়া তাহাতে মোহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাহা রোম সম্রাটের অধীনে একজন বৃদ্ধ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের অধিকার ভুক্ত ছিল। এইরূপে মোসলমানেরা জেরুজিলাম অধিকার করিয়া তথায় মোহম্মদীয় ধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন করেন।

হজরত মোহম্মদের পরলোকগমনের পর তাঁহার প্রচারবন্ধু আবুবেকর তৎপর ওমর মোসলমানদিগের দলপতিপদে অভিষিক্ত হন। হিজরি ষোড়শ কি সপ্তদশ বৎসরে ওমরের দিগ্বিজয়ী সৈন্যগণ যাইয়া জেরুজিলম নগর আবেষ্টন করেন। নগরপ্রাকার অত্যন্ত দৃঢ় ও উচ্চ ও বহিস্তোরণ সকল লৌহময় অভেদ্য ছিল, মোসলমানদিগের সাধ্য হইল না যে সে সকল ভেদ করিয়া নগরে প্রবেশ করে। তাহারা দলবদ্ধ ভাবে ৭।৮ মাস প্রাকার বেষ্টন করিয়া থাকে, নগরবাসিগণ প্রাকারের উপর হইতে প্রস্তর বর্ষণ করেন, মোসলমান সেনারা ও শরসন্ধানে তুমুল যুদ্ধ করিতে থাকেন। ভয়ানক শীত বৃষ্টি তুষারপাত নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা কিছুই তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। তাঁহাদের আক্রমণে নগর বাসিগণ ঘোর সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়েন। মোসলমানদিগের এই তিনটী উক্তিছিল, এস্লাম ধর্ম্মগ্রহণ কর, না হয় নীচ হইয়া করদান কর, অন্যথা যুদ্ধ কর। নগরের বৃদ্ধ মহাযাজক মোসলমান সেনাপতি আবু ওবেদাকে, এইরূপ বলেন মোহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিব না, প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে খলিফা ওমর স্বয়ং নগর অধিকার করিবেন, তিনি উপস্থিত হইলে আমরা নগরের দ্বার উম্মুক্ত করিয়া দিব। অন্যথা কখন নগর তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব না।

আবুওবেদা এই কথা শুনিয়া ওমরের নিকটে সবিশেষ লিখিয়া তাঁহাকে জেরুজিলামে আগমন করিতে দৃঢ় অনুরোধ করিয়া পাঠান। ওমর তাঁহার লিপি পাইয়া মদিনা হইতে জেরুজিলাম অভিমুখে যাত্রা করেন। ওমরের জেরুজিলমে যাত্রা ও তাহা অধিকার করার বৃত্তান্তটি প্রচীন আরব্য গ্রন্থবিশেষ হইতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

অনন্তর ওমর যাত্রার আয়োজন করিতে মোসলমানদিগকে আদেশ করিলেন। মোসলমানেরা এই আজ্ঞা পাইয়া আয়োজন উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল। পরে ওমর যাত্রিকদিগকে নগরের বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া মন্দিরে আগমন করিলেন, তথায় উপাসনা করিয়া হজরত মোহম্মদের সমাধির নিকটে উপস্থিত হন ও সলাম করেন; এবং সেই দিনই আলিকে মদিনার খলিফার পদে প্রতিনিধি রূপে বরণ করিয়া নগর হইতে বাহির হন, নগরবাসিগণ তাঁহাকে প্রচুররূপে ভোজ দিয়া বিদায় দেন। ওমর লোহিত উষ্ট্রের উপর আরোহণ করিয়া মদিনা হইতে যাত্রা করেন। সেই উষ্ট্রপৃষ্ঠে দুইটী বৃহৎ খলিতা ছিল, তাহার একটীর মধ্যে সক্তু অপরটীর মধ্যে খোর্ম্মা ফল ছিল, এবং তাহার সম্মুখভাগে জলপূর্ণ মসক ও পশ্চাৎ ভাগে এক বৃহৎ ভোজন পাত্র ছিল। ইয়রমুকের সংগ্রামে তাঁহার যে সকল বন্ধু উপস্থিত ছিলেন ও পরে মদিনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন তাহাদের এক দল তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তন্মধ্যে ওয়ামের পুত্র জবির ও সমেনার পুত্র অবাদা ছিলেন। এইরূপে ওমর জেরুজিলমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যে স্থানে অবতীর্ণ হইতেন প্রাভাতিক উপাসনা না করিয়া তথাহইতে যাত্রা করিতেন না। তিনি নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই সঙ্গী মোসলমানগণের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেন সেই পরমেশ্বরের প্রশংসা, যিনি আমাদিগকে এস্লাম ধর্ম্মে গৌরবান্বিত করিয়াছেন ও আপন প্রেরিত মহাপুরুষ যোগে আমাদিগকে বিশেষত্ব দান করিয়াছেন এবং আমাদিগকে বিপথ হইতে আনিয়া সৎ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও বিক্ষিপ্ততার পর আমাদিগকে ধর্ম্মেতে একত্রিত করিয়াছেন এবং আমাদের অন্তরে প্রেমের সঞ্চার করিয়াছেন ও আমাদিগের শত্রুদিগের উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়াছেন ও তাহাদের রাজ্যে আমাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন ও আমাদিগকে পরস্পর প্রেমাস্পদ ভ্রাতা করিয়াছেন। অতএব তোমরা হে ঈশ্বরের দাসগণ, এই সম্পদের জন্য সেই ঈশ্বরের গুণানুবাদ কর এবং যাহা তোমরা লাভ করিয়াছ, এতদপেক্ষা অধিক সম্পদ ও তাহাতে কৃতজ্ঞতা দানের অধিকার তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে থাক, তাহার মধ্যে তোমাদিগকে মহাসম্পদ ও দীপ্যমান কল্যাণ পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবেন। নিশ্চয় ঈশ্বর, যাহারা অধিক অভিলাষ করে ও তাঁহার নিকটে যে ধন আছে তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, তাহাকে অধিক দিয়া থাকেন। তিনি কৃতজ্ঞ লোকদিগের সম্বন্ধে স্বীয় দান পূর্ণ করেন।" এই উপদেশের পর তিনি উক্ত ভোজনপাত্র গ্রহণ করিতেন। সক্তু তন্মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে খোর্ম্মা ফল সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইতেন, এবং মোসলমানদিগকে বলিতেন ইহা হইতে তোমরা ভক্ষণ কর, ঈশ্বর তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। তিনি খাইতেন এবং মোসলমাণগণ তাঁহার সঙ্গে একপাত্রে ভোজন করিতেন, তৎপর গমন করিতেন। এইরূপে সর্ব্বদা চলিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ।)

শিশুভাব ভিক্ষা।

(কোন মহিলা কর্ত্তৃক)।

হে দয়াময় দীনবন্ধু ভক্তবৎসল হরি, দুঃখিনীর প্রার্থনা শ্রবণ কর। মাতঃ, তোমার যত পুত্র কন্যাগণ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সকলেই ভাল। মা, তোমার হস্ত হইতে যাহা আসে তাহা ভাল, মন্দ হইতে পারে না। যেমন সুদক্ষ কারুকর সুন্দর দ্রব্য গঠন করে, তাহার হাতে কুৎসিত দ্রব্য গঠন হয় না, যেমন জ্ঞানী ব্যক্তির হস্ত হইতে জ্ঞানগর্ভ শ্লোকপূর্ণ পুস্তক বাহির হয় অজ্ঞানের পুস্তক বাহির হওয়া অসম্ভব তেমনি মাতঃ, তোমার হস্ত হইতে যত নরনারী আসিয়াছে তাহার সকল নর সাধু, সকল নারী সাধ্বী। কিন্তু মাতঃ, এই ভব প্রান্তরে পড়িয়া মানুষের সর্ব্বনাশ হয়, এখানে সয়তান দস্যু পথিকের সর্ব্বনাশ করে। যাহারা সাধুভাববলে বিবেক অস্ত্রে সাধ্বীতার তেজে সয়তানকে বধ করেন, সয়তান তাঁহাদিগকে কিছু করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের মত দুর্ব্বল দেখিলেই সয়তান তাহাদিগকে বধ করে। একই সময়ে জ্ঞানের সঞ্চার ও পাপের সঞ্চার হয়, পাপ হইতে আরো পাপী হয়। জন্মকালে যে সরল নির্ব্বিকার ভাব ছিল এখন আর তার সে সরল নির্ব্বিকার ভাব কোথায়? মাতৃনির্ভরইবা কোথায়? মাতঃ, ভবে আসা আর যাওয়া দুই সমান কৈ হইল? আমরাও ভবে এসেছিলাম যখন, তখন পৃথিবীর কিছু ত জনিতাম না। এখন প্রার্থনা এই, পরলোকে যাইবার পূর্ব্বে সেই শিশুভাব দাও। মা, সকালবেলা ছিল ভাল, মধ্যাহ্নকালে বড় গোলমাল গেল, মহা বিপ্লব ঝড় জল মেঘ পাপ তাপ কলঙ্ক আসিল, এখন এ সকল নিবৃত্ত কর, অনুতাপের পর শান্তি বর্ষণ কর। মাতৃগর্ভ হইতে যখন জন্মাইলাম, তখন যেমন ছিলাম তেমনি ভাবে এখন চৈতন্যরূপিণী তোমাতে যেন সচৈতন্য থাকিতে পারি। যখন ঝড় বৃষ্টি থামিল, চারি দিক স্থির শান্ত হইল, মেঘ

চলিয়া গিয়া আকাশ পরিষ্কার হইল, পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া শোভা বিস্তার করিল, তখন যেমন আর পূর্ব্বের ভাব কিছুই থাকে না, তেমনি, মাতঃ, আমার হৃদয় আকাশের সমস্ত পাপ দূর করিয়া দিয়া প্রেমচন্দ্র তুমি উদিত হও। আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন আর না পাপে তাপে কলঙ্কিত হই, তোমার কোলে চির শান্তি আরাম পাই।

ঈশার অনুগমন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অত্যন্ত আসক্তি।

যখনই কোন বস্তু লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত বাসনা হয় তৎক্ষণাৎ চিত্তের মধ্যে অধৈর্য্য এবং অশান্তি উপস্থিত হয়।

অহঙ্কারী এবং লোভী কদাচ শান্তি ভোগ করিতে পারে না। বিনীত দীনাত্মারাই চিরকাল প্রচুর শান্তির মধ্যে বাস করেন।

যে সম্পূর্ণরূপে মৃত হয় নাই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে যাহার আত্মেচ্ছা নির্ব্বাণ হয় নাই, সে অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য বিষয়ে পরীক্ষিত ও পরাস্ত হয়।

যে ব্যক্তি ক্ষীণবিশ্বাসী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ সে সহজে অসার সংসার এবং অপবিত্র বিষয়বাসনা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

সুতরাং সে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াও বারংবার বিপদে পতিত হয়; এবং কোন বাধা পাইলে সহজে তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়।

(২) এবং যখন সে ইন্দ্রিয়লালসার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কুকর্ম্ম করে তৎক্ষণাৎ তাহার বিবেক তাহাকে ভর্ৎসনা করে; কারণ সে বুঝিতে পারে যে, রিপুপরতন্ত্র হইয়া সে সেই শান্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে যাহার জন্য তাহার আত্মা ব্যাকুল।

অতএব রিপুদিগের দাস না হইয়া বরং তাহাদিগকে পদতলে নিক্ষেপ করিলেই চিত্তের যথার্থ ধৈর্য্য এবং শান্তি লাভ করা যায়।

যিনি একমাত্র অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন তিনিই প্রকৃত শান্তিভোগ করেন। যাহারা তাঁহাকে ভুলিয়া বাহিরের বস্তুতে সুখান্বেষণ করে সে সকল ব্যভিচারী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোকদিগের হৃদয়ে শান্তি নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

অসার আশা এবং অহঙ্কার পরিত্যাগের বিষয়।

যে ব্যক্তি মানুষ অথবা জীবের উপরে আশা স্থাপন করে সে নিতান্ত অসার।

ঈশার অনুরাগের জন্য অপরের সেবা করিতে লজ্জিত হইও না, এবং পৃথিবীতে নির্ধন বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জিত হইও না।

আপনার উপরে নির্ভর করিও না; কিন্তু ঈশ্বরেতে তোমার আশা স্থাপন কর।

তোমার যত দূর ক্ষমতা তাহা তুমি সম্পন্ন কর, ঈশ্বর তোমার সাধু ইচ্ছার সহায়তা করিবেন।

তোমার আপনার বিদ্যার উপরে কিংবা অন্য কোন জীবিত লোকের কৌশলের উপরে নির্ভর করিও না; কিন্তু যে ঈশ্বর বিনীতকে সাহায্য করেন এবং অহঙ্কারীকে বিনীত করেন তাঁহার কৃপার উপরে নির্ভর কর।

(২) তোমার ধন কিংবা বলবান্ বন্ধু আছে বলিয়া অহঙ্কার করিও না; কিন্তু যে ঈশ্বর তোমাকে সকল বিষয় দিতেছেন, এবং যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর দান আপনাকে দান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হও।

তোমার শরীর সুন্দর কিংবা দীর্ঘাকৃতি বলিয়া অহঙ্কার করিও না কেন না অতিসামান্য রোগে তোমার শরীর নিতান্ত কদাকার হইয়া যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

প্রচার বৃত্তান্ত।

আমরা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া হাবড়া রেলগাড়ী চড়িয়া উতোরপাড়া গমন করি। এখানে শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে তাঁহারা অতিযত্নে আদরে আমাদিগকে স্থান দিলেন ও আহারাদি প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

পর দিন বৈকালে শ্রীযুক্ত বাবু মনোহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাদিগের সঙ্গে অনেক ধর্ম্মালাপ করিলেন, এবং আমরা যে অভক্ত হৃদয় লইয়া তাঁহাদের গৃহে গিয়াছিলাম সেই হৃদয়ের অতিক্ষীণ অমিষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত ও দুই একটি কীর্ত্তন শুনিলেন। ইহাতে আমরা অতীব আপ্যায়িত হইলাম। তিনি অতি উপাদেয় আহার্য্য দিয়া আমাদের সমাদর করিলেন, এবং আসিবার কালে গোপনে দুই জনকে ৬টি টাকা পাথেয় দান করিলেন। মা আনন্দময়ীকে ধন্যবাদ! আমাদিগের সঙ্গে তৎকালে তিনটি মাত্র পয়সা ছিল সুতরাং সে স্থান হইতে পদব্রজে ভিন্ন স্থানান্তর গমনের সামর্থ্য ছিল না। দয়াময়ী মা তাঁহার সন্তান দ্বারা আমাদিগের সে অভাব পূর্ণ করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে মোড়পুকুর ভাই প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া উপাসনাদি করিলাম। ভ্রাতা প্রসন্নকুমার ও বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সৎপ্রসঙ্গ ও উপাসনাদি করিলেন।

তার পর চুঁচুড়া গমন করিলাম। চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজের

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী দত্ত ও মতিবাবু আমাদিগকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া আহারাদি দিলেন সেই দিন রবিবার, আমরা সামাজিক উপাসনাদির পর প্রসঙ্গাদি করিয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। পর দিন আমাদিগের প্রিয়তম শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন এই গৃহে ক্রমে তিন দিন পারিবারিক উপাসনা ও সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। এ গৃহের কর্ত্তা কর্ত্রী ছেলেপিলে সকলেই বিশ্বাসী ভক্ত। ভক্তের গৃহ যে কি মনোহর স্থান তাহা আমরা এই স্থানে বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছি।

এই স্থানে এক দিন প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার সঙ্গে অনেক গভীরতত্ত্ব বিষয়ক কথোপকথন হইল। তিনি যখন ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ করেন তখন তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিলে বোধ হয় যেন ভিতরে কিসের তরঙ্গ উঠিয়াছে। প্রসঙ্গ করিতে করিতে এমত প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন যেন আনন্দের সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। প্রেমের তরঙ্গে একটি মিষ্ট কথা বলিলেন,যাহা প্রিয়তমা পত্নী প্রিয়তম স্বামীকে ভিন্ন আর কেহ কাহাকে বলে না। "সেই আমাদের তিনি, তাঁর আর নাম করিতে পারি না, নাম করিব কি তাঁহারত নাম নাই।" এস্থান হইতে হুগলি বালীতে "একটি ছাত্র সমাজ হইয়াছে" সেইখানে যাই। আজকাল ছাত্রেরা মদ খায় না, গাঁজা খায় না, অন্য কোন মন্দ কাজ করে না, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ করে, হরিসঙ্কীর্ত্তন করে, ইহা কি আহ্লাদের সংবাদ!

তার পর বৈঁচিতে শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি। সে স্থান হইতে রামপুর হাট যাই। এখানে শ্রদ্ধেয় যদুনাথ রায় মহাশয় আমাদিগের প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। এখানেও বিশেষ ভাবে কীর্ত্তন সংপ্রসঙ্গাদি হইয়াছে।

সংবাদ।

কাথলিক খৃষ্ট সম্প্রদায়ের অধিনায়ক পোপ প্রসিদ্ধ পুরাতন কার্থেজ নগরকে তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রচারের বিশিষ্ট কার্য্য ক্ষেত্র করিতে নির্দেশ করিয়াছেন।

পাদরী বমউইচ বাইবেলের নূতন বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা ত্বরায় মুদ্রিত হইবে। অনুবাদ না কি অতি সহজ এবং উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বাইবেলের বাঙ্গালা অতি উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত।

আফিকার পশ্চিম বিভাগীয় মধ্যদেশের রাজা খ্রীষ্টান পাদরীদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে একবারে রাজ্য বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। সে দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কমলকুটীরের নব দেবালয়ের অভ্যন্তর সৌন্দর্য্যশালী করিবার জন্য লোকসকলকে ফুরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১ জানুয়ারির মধ্যে ইহার বিশেষরূপ সৌষ্ঠব হইবে এরূপ আশা করা যায়। দেবালয়ের প্রাঙ্গণও সেই কাল মধ্যে রমণীয় শোভা ধারণ করিবে।

মুক্তি ফৌজের মেজর টাকর দলে গুজরাট অঞ্চলে পাদুকাবিহীন পদে মৃৎপাত্র হস্তে করিয়া লোকের বাটী বাটী অন্ন ভিক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মান অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর ব্রত আচরণ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

পোপ বলিয়াছেন—"আমাদের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে ঝঞ্ঝা বায়ু বহিতেছে তজ্জন্য যাঁহারা ইহার নেতৃরূপে রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে কতই চিন্তান্বিত হইতে হইয়াছে এবং সে সকল চিন্তা কতই ক্লেশাবহ হইয়াছে। আমাদিগের শত্রুগণ আমাদের প্রতিকূলে যত কেন কঠিন অবস্থা আনয়ন করুন না, আমরা নিরাপদে তাহার প্রতিরোধ করিব, যে হেতুক আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আশ্রয় এবং সহায়তার অধীনে বাস করিতেছি, তাঁহার অনুগ্রহ এবং সাহায্যে তাঁহার সম্প্রদায় চিরদিন জয়যুক্ত রহিয়াছে এবং ক্লেশ কষ্টের মধ্যে উন্নতি লাভ করিতেছে।"

খৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে সাহেবেরা অধিকাংশই আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন; আহার, পান ও বিলাসের প্রতি অধিকতর অনুরাগী হইয়া থাকেন। শুনা যাইতেছে, কলিকাতায় এ দেশীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের অন্ততঃ কয়েক জন ব্যক্তি সে দিবস বিশেষরূপে ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হইবেন। কীর্ত্তন, সঙ্গীত, পাঠ, আলোচনা, প্রার্থনা ইত্যাদিতে তাঁহারা নিযুক্ত থাকিবেন। খৃষ্টের জন্মদিবস মহা আহ্লাদের দিন সন্দেহ নাই; ধার্ম্মিকগণের উপযুক্ত আহ্লাদ সে দিন সম্ভোগ করা উচিত।

মহামতি লর্ড রিপণের প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকট শ্রীদরবারের নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটি ইংরাজি ভাষায় প্রেরিত হইয়াছে;—

"ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনারল মার্কুইস অব রিপণ যে প্রকার ন্যায়, সমভাব, এবং নিঃস্বার্থতার সহিত এ দেশ শাসন করিয়াছেন তাহার মহত্ব নববিধানের প্রেরিত দরবার উপলব্ধি করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। সেই মহাত্মা চারি বৎসরের অধিক কাল, তাঁহার বিবেকানুগামী ধর্ম্মভীত স্বভাবের দৃষ্টান্ত দ্বারা, এবং রাজ্য শাসনের যে সকল মূলবিধি পূর্ণ অনুসরণে লোকসকলকে রাজভক্ত, তাহাদের কর্ত্তব্য পালনে সুরত এবং

সত্যের অভিমুখে চির উন্নতিশীল করে তদবলম্বন দ্বারা, প্রজাদিগের হিতার্থে পরিশ্রম করিয়াছেন।"

আমরা গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে ভ্রাতাদিগের সহিত মিলনের যে উপায় প্রস্তাব করিলাম, দুঃখের সহিত সকলকে জানাইতেছি, ভ্রাতৃগণ আজও আমাদের সে প্রস্তাবের কিছুই করিলেন না। এক্ষণে আমরা কি করিব কিছুই তো ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। কলিকাতা ও বিদেশস্থ বন্ধুগণের সহিত দেখা হইলেই সকলেই আমাদিগকে মিলন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন। আমরা বিনীতভাবে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তাঁহারা কি আমাদিগকে বলিয়া দিবেন, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে ভ্রাতাদিগের সঙ্গে আমাদের সম্মিলন হইতে পারে। এক সঙ্গে উপাসনা প্রার্থনা ভিন্ন আমরা তো আর কিছুতেই সম্মিলনের উপায় দেখিতে পাই না। ভ্রাতারা যদি নববিধানের জাগ্রৎ জীবন্ত হরির সম্মুখীন হইয়া একত্র হইতে না চান তাহা হইলে আর মিলনের প্রত্যাশা কোথায়? যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া আপনাদিগের জীবনকে সাক্ষাৎ জীবন্ত হরির চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা সেই হরির নিকট ভিন্ন আর কাহার সাহায্য লইয়া জীবনের কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। এ সময় ঈশ্বরই আমাদের মিলনের একমাত্র সুদৃঢ় ভূমি।

শ্রীযুক্ত উমাপদ রায় কর্ত্তৃক লিখিত জীবনালোক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। জীবনালোক "ঈশার অনুকরণ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত। দুঃখের বিষয় এই, লেখক ঈশার অনুকরণ লেখকের প্রতি শুদ্ধ অবিচার করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অধিকাংশ মূল্যবান্ অংশনিচয় বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বতন সাধকগণের সাধনের ফলের প্রতি যাহার তাহার কি প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয়, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এরূপ সাহসিকতা ভয়াবহ, মহানিষ্টসাধক। অপরের গ্রন্থের বিষয় সকল বিপরিবর্ত্তিত করিয়া তদবলম্বনে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখা কাহার অধিকার আছে কিনা চিন্তার বিষয়। অন্যের মানসপ্রসূত সন্ততিপ্রবাহের উচ্ছেদসাধন এতদ্দ্বারা হয় কি না তাহাও নীতিমান্ ব্যক্তিমাত্রের গভীর আলোচনার স্থল। "ঈশার অনুগমন" নাম দিয়া আমাদের পত্রিকায় পূর্ব্ব হইতে যে যে অধ্যায় বাহির হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলেই আমরা এত কথা কেন বলিতেছি সকলে বুঝিতে পারিবেন। আমরা ভরসা করি দেশীয় যুবকবৃন্দ এরূপ স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে ডোমুরাঁয়ের শিখ মহান্ত নাগাজি সন্ন্যাসী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এক জন ঈশ্বরপরায়ণ পরমধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ছিল। স্বর্গীয় আচার্য্য দেবের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যে দিবস আচার্য্য দেব প্রচারযাত্রা উপলক্ষে ডোমুরাঁওয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন, সে দিবস ডোমুরাঁওয়ে রাজমন্ত্রীর সঙ্গে বাবা নাগাজি ষ্টেশনে যাইয়া আচার্য্যদেবকে তাঁহার সহযাত্রিগণ সহ অভ্যর্থনা করেন। পর দিন প্রাতে অরণ্যমধ্যস্থিত রাজ অট্টালিকায় আচার্য্যদেবের সঙ্গে উপসনায় যোগ দেন, এবং মধ্যাহ্নে প্রচারযাত্রিক দল সহ তাঁহাকে নিজ আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত আহার করান। আচার্য্য দেবের বক্তৃতার সময় তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যত ক্ষণ আচার্য্যদেব ডোমরাঁওয়ে ছিলেন তাবৎকাল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সংপ্রসঙ্গাদি করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সৌম্যমূর্ত্তি প্রশান্ত মধুর প্রকৃতি ও জ্বলন্ত ধর্ম্মভাব প্রায় কাহার দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার আশ্রমটি দেখিলে আর্য্য ঋষিদিগের পুণ্যাশ্রম মনে পড়ে। অতি সুন্দর উদ্যানের ভিতর তাঁহার রমণীয় কুটীর, সেই কুটীরে তিনি সাধন ভজন গ্রন্থাদি পাঠে রত থাকিতেন। তাঁহার চরিত্র অতিশয় পবিত্র ও জীবন বৈরাগ্যের জীবন। ডোমরাঁওয়ের মহারাজ দেবতার ন্যায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। রাজমন্ত্রী জয়প্রকাশ তাঁহার শিষ্য। এ বৎসর কি দুর্ব্বৎসর! ভারতমাতা ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল পুত্ররত্নদিগকে হারাইতেছেন। কিছু কাল হইল কালনার বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ দাস স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে ১৮ পৌষ ১ জানুয়ারী হইতে মাঘোৎসবের আরম্ভ হইবে।

১৮ পৌষ—বৃহস্পতিবার	রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৯ পৌষ—শুক্রবার	নববিধান মণ্ডলী।
২০ পৌষ—শনিবার,	মাতৃভূমি।
২১ পৌষ—রবিবার,	গৃহ।
২২ পৌষ—সোমবার,	বালক বালিকা।
২৩ পৌষ—মঙ্গলবার,	ভৃত্য।
২৪ পৌষ—বুধবার,	দরিদ্র, নিশা জাগরণ।
২৫ পৌষ—বৃহস্পতিবার,	শ্রীআচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ।
২৬ পৌষ—শুক্রবার,	মহাপুরুষ ও সাধু।
২৭ পৌষ—শনিবার,	জনহিতৈষী ও দেশসংস্কারক।
২৮ পৌষ—রবিবার,	উপকারী।
১৯ পৌষ—সোমবার,	বিরোধী।
১ মাঘ—মঙ্গলার,	আত্মা ও নির্জ্জন ধারণা।

১ জানুয়ারী নবদেবালয় প্রতিষ্ঠার সাংবৎসরিক উৎসব হইবে।

☞এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তাতে ॥

১৯ ভাগ । ২১ সংখ্যা । | ১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৮০৬ শক । | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা ।

হে দীনদয়াল, এই দুঃখ, দরিদ্রতা, বিপদের সময়ে আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে তোমার নিকটে উপস্থিত হইতেছি। প্রভো, আমরা এমন কি সাধন ভজন করিয়াছি, যাহার জন্য তুমি অনেক দিন পরে এরূপ সৌভাগ্যের অবস্থা আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিলে; দীনশরণ, যখন আমরা প্রথম প্রথম তোমার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে সময়ে আমাদিগের যে দৈন্যরূপ মহাসৌভাগ্য ছিল, আমরা আশা করি নাই, তাহা আবার আমাদিগের নিকটে ফিরিয়া আসিবে। জীবনের দুইটী অবস্থাকে তুমি সর্ব্বতোভাবে এক হইতে দাও না ইহা জানি, কিন্তু এখনকার অবস্থা যে সেই প্রাথমিক অবস্থার সমজাতীয় তাহা বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা দেখিতেছি, যে সময় আসিয়াছে ইহাতে দুঃখের পর দুঃখ, ক্লেশের পর ক্লেশ, অপমান নিন্দার পর অপমান নিন্দা আসিবে। তাই পুনরায় বলি, হে বিভো, আমরা এমন কি সাধন ভজন করিয়াছি, যাহার জন্য এত সৌভাগ্য আমাদিগের নিমিত্ত তুমি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। অনন্ত তোমার সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য, তুমি ইচ্ছা করিলে কি না দিতে পার, কিন্তু তোমার বিশেষ কৃপার বিশেষ ভাব এই যে, তুমি যাহাদিগকে অন্তরঙ্গ বলিয়া গ্রহণ কর, তাহাদিগকে আপনার অকিঞ্চনত্ব দান কর। কজন, হরি, এ সংসারে ঈদৃশ সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে? এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন দুঃখ দারিদ্র্য দৈন্যের মর্য্যাদা বুঝিয়া আমরা নিত্যকাল উহার সমাদর করিতে পারি। দুঃখ দারিদ্র্য আমাদিগের প্রিয়বন্ধু, রোগ শোক আমাদিগের পরম হিতকারী মিত্র, ইহাদিগকে অনাদর করিলে, অপমান করিলে যে, মাতঃ, আমাদিগকে তোমার নিকটে ঘোর অপরাধী হইতে হইবে। তুমি ইহাঁদিগকে যদি কৃপা করিয়া পাঠাইলে, তবে আমরা ইহাঁদিগকে বরণ করিয়া গ্রহণ করি, এবং ইহাঁরা আমাদিগকে কত দূর লইয়া যাইতে চান, সঙ্গে সঙ্গে চলি। দীনজনবন্ধো, আমরা প্রার্থনা করি, যত দিন আমরা এই পৃথিবীতে থাকিব, আমাদিগের এ সৌভাগ্য যেন কখন অন্তর্হিত না হয়। আমাদিগের বংশানুক্রমে যদি এই সৌভাগ্য প্রবাহিত হয় আমরা তাহা হইলে আরো কৃতার্থ হইব। আমরা সকলে দীন পরীবার হইয়া বংশপরম্পরায় তোমারই থাকিব, হে প্রভো, কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। তুমি আপনাকে দান

করিয়া আমাদিগকে অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী কর, এই তোমার নিকটে কাতর ভিক্ষা।

শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনা

হে দয়াময়, হে সুখদাতা, তুমি আমাদিগকে গরিব করেছ। ইহাতে তোমার অনেক অভিপ্রায় আছে। তোমার গূঢ় মুক্তিপ্রদ বিধান এই ঘটনাটীর ভিতর নিহিত আছে। সকলের সৌভাগ্য নয় যে দীন হয়। তুমি যাকে দীন কর সে দীন হয়। যার দীনতা তোমার প্রদত্ত সেই ভাগ্যবান্। ভাগ্যবান্ তাকে বলি যাকে সম্পদ্‌বিহীন সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ভিকারী দলে প্রবেশ করাইয়াছ। দুঃখী হওয়া বড় কঠিন। সুখী অনেকে হইল কিন্তু দুঃখী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কেবল তোমার চিহ্নিতদের ঘটে। দীনতার মহিমা অনেক। দুঃখক্ষেত্রে কত ফল ফলে। অশ্রুবারিতে যে ক্ষেত্র সিঞ্চিত, তাতে কত ফল ফলে বর্ণনাতীত। যত প্রচারক হয়েছে তাদের আগে গরিব করে দীন করে, তার পর তুমি ধর্ম্মসমাজের উচ্চ আসনে বসাও। ঈশ্বর, তুমি এই শিক্ষা দিয়াছ যে গরিব বলে পরস্পরের মুখপানে তাকাতে। গরিবের চাল চলন, খাওয়া পরা, মুখের চেহারা, পূজা উপাসনা, সমুদায় ভাল। দৈন্যশাস্ত্রের প্রথম অক্ষর অবধি অতি চমৎকার। গরিব ভাই দশটি গাছতলায় বসে আছে আর তোমার নাম করে প্রেমে উন্মত্ত হইতেছে, হরি হরি বলিতেছে, ইহা কি পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য নয়? তুমি এই পাড়াটা গরিবের পাড়া করেছ। আমরা যদি এই পাড়াকে বড় মানুসের পাড়া করিতে যাই মরিব। দীননাথ, হে দরিদ্রের সখা, গরিবের মরম মুখশ্রী তুমি আপনি তুলি দিয়া আঁকিয়া দিক। গরিব হওয়া অত্যন্ত বড় ব্যাপার। পাণ্ডবেরা যখন অত্যন্ত সম্পন্ন ছিলেন, ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছেন, তখন তাঁহাদের অত ভাল দেখায় নাই। যখন সস্ত্রীক পঞ্চ পাণ্ডব বনে গেলেন, দুঃখ কষ্টের জীবন ধরিলেন, তখন যে শোভা হইল সে শোভা অতি সুন্দর, যেন মেঘে ঘেরা চন্দ্র। সেই যে দীনাত্মা হলেন, দুঃখিনী দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ডাকিলেন, সেই চেহারা দেখে প্রাণ গলে যায়। দুঃখিনী দ্রৌপদীর ভক্তি দেখে প্রাণ আর্দ্র হয়। আর বিপন্ন যুধিষ্ঠিরের বড় শোভা। রাম যদি বরাবর সিংহাসনে বসে থাকিতেন, সীতা বামে বসে থাকিতেন, তা হলে কি হতো। লোকে বলিত খুব রাজা, এই পর্য্যন্ত। যখন তাঁরা বনে গেলেন, তখন তাঁদের ব্যবহার চেহারা কি রকম। দুঃখিনী সীতার চেহারা কেমন মধুমাখা। হা পরমেশ্বর, পৃথিবীতে দুঃখী পরীবার যারা তারাই সুখী। আমরা অত্যন্ত মূর্খ তাই বুঝিলাম না কেন আমাদের দুঃখী পরীবার করেছ। আমরা অবিশ্বাসী তাই এসব কথার মহিমা বুঝিতে পারি না। দীনাত্মার মুখেই স্বর্গ। দুঃখেতে হৃদয় বিনয়ী হয়, মন কোমল হয়; পিতার চরণ খুব জড়াইয়া ধরি। দুঃখকে পৃথিবীর লোক বড় ঘৃণা করে এই বড় দুঃখ। এমন সৌভাগ্য কার হয় যে মা তুমি আদর করে বল "আমার জন্য পাঁচ টাকার চাকরী ছেড়ে দে।" এই বলে তাকে প্রচারক কর। এই পাড়া দুঃখীর পাড়া। এমন দুঃখী সুখী পরিবার এমন সুখী দুঃখী পরীবার আরত কোথাও পাওয়া যায় না। মন, এক বার বিশ্বাসনয়নে দেখ এই পাড়াতেই স্বর্গ লুকাইয়া আছে। আমাদের স্ত্রী পুত্র পরীবারকে দুঃখী করেছ। তুমি বলিতেছ "আমি দিতে পারি কিন্তু দেব না, আমি এদের দুঃখ দিয়া শুদ্ধ করিব। বঙ্গদেশকে দেখাব যে দুঃখের ভিতর কেমন ভাল হওয়া যায়।" দয়াময়, অনেক কালের পর এই প্রেরিত দল দুঃখব্রত গ্রহণ করে ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে, দেখো, মা, কোন রকম কুবুদ্ধি এসে এদের যেন লোভী রাগী না করে। সুবুদ্ধি দাও যেন দৈন্য-

ব্রত এদের পবিত্র করে দেয়। মা, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন দীনতা সকলকে পরিশুদ্ধ করে।

দেবনিঃশ্বসিতগ্রহণে অন্তরায়।

আমাদিগের ধর্ম্ম দেবনিঃশ্বসিতের ধর্ম্ম। দেবনিঃশ্বসিত ইহার প্রাণ। নববিধানের সর্ব্বপ্রধান নূতনত্ব এই যে, ইহার সাধকগণ ঈশ্বরকে অবিশ্রান্ত দর্শন করিবেন, এবং অবিশ্রান্ত তাঁহার কথা শুনিবেন। এ ধর্ম্ম স্বীকার মাত্র সাধকে এই বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। যত ক্ষণ বা যত দিন এক জন এই লক্ষণাক্রান্ত না হন তত ক্ষণ তত দিন তিনি পুরাতন বিধানের লোক। মুখে বিধান স্বীকার করিলেও তাঁহার হৃদয় নববিধানের আধার হয় নাই ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে। আমাদিগের ধর্ম্মের যদি ইহাই বিশেষ লক্ষণ হইল, তবে দেবনিঃশ্বসিত লাভের অন্তরায় কি, কি হইলে আমরা তৎপ্রাপ্তির অধিকারী হইতে পারি, ইহা একান্ত আলোচ্য বিষয় হইতেছে।

সকল বস্তু লাভেরই কতকগুলি অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থা আছে। দেবনিঃশ্বসিত লাভেও যে তাহা থাকিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাসা এই, সকল মনুষ্যই কি সকল বিষয়ে দেবনিঃশ্বসিত লাভে অধিকারী? এ কথার উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আমরা জিজ্ঞাসা করি, সকল মনুষ্যই কি সকল প্রকার কার্য্য সাধন জন্য সংসারে প্রেরিত? বিশেষ বিশেষ লোকের বিশেষ বিশেষ কার্য্য আছে, এবং কার্য্যসম্বন্ধে দেবনিঃশ্বসিত লাভ করিতে হইলে, তদনুসারে তাহার প্রাপ্তি সম্ভবপর। যদি এরূপ হয় তবে মানিতে হইতেছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসসম্বন্ধে বায়ু যেমন সর্ব্বত্র সুলভ, দেবনিঃশ্বসিত সে প্রকার সুলভ নহে। আমরা বলি এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে উহা সকলের সম্বন্ধে ঠিক প্রাণধারণোপযোগী বায়ুসদৃশ। প্রতি আত্মা যাহাতে সৎপথে অবস্থান করে, পরিত্রাণ পায়, দিন দিন পরিপুষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে দেবনিঃশ্বসিত সকলেরই প্রাপ্য। এ সকল ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কার্য্যানুসারে বিশেষ বিশেষ দেবনিঃশ্বসিত লাভ হইয়া থাকে।

আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, যাহা না পাইলে আত্মার প্রাণ ধারণ হয় না, অধ্যাত্ম মৃত্যু সমুপস্থিত হয়, এমন সকল বিষয়েও সকলে দেবনিঃশ্বসিত প্রাপ্ত হইতেছে না। যাহা বায়ুর ন্যায় সুলভ, তাহা এপ্রকার দুর্ল্লভ কেন হইল? এমন কি অন্তরায় আছে, যাহা আত্মার নিত্য আহার্য্যসামগ্রী লাভে প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে? ঈশ্বরের বাণী যদি প্রতিনিয়ত প্রতিজনের নিকট আসিতেছে তবে সকলে শুনিতে পায় না কেন? অনবধানতা জন্য। অনবধানতা কেন হয়? বিষয়বাসনা বশতঃ। যাহার যে বিষয়ে বাসনা প্রবল, তাহার সে সম্বন্ধে তৎসঙ্গে সঙ্গে জাড্য ও বধিরতা থাকিবে। দেবনিঃশ্বসিত ক্রমাগয়ে বহিতেছে, স্পর্শশক্তি নাই, আত্মা কি প্রকারে উহা স্পর্শ করিবে, বাণী অবিশ্রান্ত আসিতেছে, বধির কি প্রকারে উহা শ্রবণ করিবে? বাসনা এক প্রকার নহে বিবিধ প্রকার। সুতরাং দেবনিঃশ্বসিত লাভের অন্তরায়ও বিবিধ প্রকার হইবে সন্দেহ কি?

আমরা বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যাহাতে দেবনিঃশ্বসিতের অনুসরণ না করিয়া আর আমাদিগের গত্যন্তর নাই। যদি অবস্থা আমাদিগের এই প্রকারই হইল, তবে আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিয়ত দেখিতে হইতেছে যে বিষয়ে আমরা দেবনিঃশ্বসিত লাভের প্রার্থী, তৎপ্রতিকূল কোন বাসনা আমাদিগের অন্তরে বিদ্যমান আছে কি না? যদি প্রতিকূল বাসনা থাকে, ইহা নিশ্চয় সেই বাসনা আমাদিগের কর্ণকে বধির করিবে,

স্পর্শশক্তি বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে। এত দূর করিয়াও যদি উহা নিবৃত্ত থাকিত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। বাসনা এমনি দুরন্ত যে ঘটনা সকল যথাযথ গ্রহণ করিতে দেয় না, মনের ভিতরে এমন সকল ভাব আনিয়া উপস্থিত করে, যাহা বাসনাপ্রসূত বলিয়া সহসা ধরিতে পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় এক জন যদি ঐ সকলকে দেবনিঃশ্বসিত বলিয়া গ্রহণও না করেন, অনেক সময়ে তৎসদৃশ বলিয়া তাঁহার ভ্রান্তি হয়। অনেকে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বাসনার যদি এত দূরই ক্ষমতা তবে প্রকৃত দেবনিঃশ্বসিত কোন্‌টি, ইহা স্থির হইবার কোন উপায় রহিল না। উপায় আছে, কি উপায় আমরা স্পষ্ট বাক্যে বলিতেছি।

বাসনা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলা? মরীচিকা যে প্রকার কখন জল কখন অট্টালিকা প্রভৃতি প্রদর্শন করে, বাসনা তেমনি কখন এটি কখন ওটি তদধীন ব্যক্তির নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। বাসনাধীন ব্যক্তি সকল সময়ে এক কথা কহে না, এক কথা ভাবে না, এক কার্য্য করে না, কেবল মহাপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নিয়ত যাতায়াত করে। এ পরিবর্ত্তন উন্নতির সমসূত্রপাতে নহে, একেবারে বিপরিবর্ত্ত। এখন যাহা বলিল, পাঁচ দিন পরে সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত বলিবে, এখন যাহা ভাবিল, আবার তাহার বিপরীত ভাবিবে, এখন যাহা করিল, আবার তাহার বিপরীত কার্য্য করিবে। বাসনা মনুষ্যকে অসার করে, তাহার বুদ্ধি হরণ করে। অন্যান্য বিষয়ে সেই একই ব্যক্তি সারবত্তা বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু বাসনাবিষয়ে সে সম্পূর্ণ জড়। এক প্রকারের উন্মাদরোগ আছে, যাহাকে আংশিক উন্মাদরোগ বলে। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আর কোন বিষয়ে উন্মত্ততার চিহ্ন প্রদর্শন করে না, যেমন অন্য লোকের সহজাবস্থা সেই প্রকার বলে ও আচরণ করে, কিন্তু যাই সেই রোগের বিষয়টি আসিয়া সমুপস্থিত, দেখিবে আর তাহার সে সহজাবস্থা নাই। বাসনা মনুষ্যচিত্তের বিকার, উহা লোককে তৎসম্বন্ধে উন্মত্ত করিয়া রাখে। সুতরাং প্রমত্ততাস্থলে কার্য্যাকার্য্যাদির কোন স্থিরতা থাকিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। তবে বাসনা যে বিষয়সম্বন্ধে, নিয়তকাল তাহা লইয়া উহার অনিয়ত কার্য্য প্রকাশ পাইবে, এই মাত্র স্থির নিশ্চয়।

বাসনা যদি মনুষ্যকে তৎসম্বন্ধে অসার করিয়া রাখিল, দেবনিঃশ্বসিতলাভে অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিল, তবে এ ব্যক্তির উদ্ধারের উপায় কি? উদ্ধারের উপায় তাহার পুনঃপুনঃ পতনের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। বাসনা যত বার এক ব্যক্তিকে নিপাতিত করে, এবং সেই নিপতনে সে ব্যক্তি যত বার আঘাত পায়, তত বার তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া চেতনা প্রাপ্তি হয়। এক প্রকারের উন্মাদ রোগ আছে, যাহার কার্য্য হইবামাত্র তিরোধান হয়। যেমন এক ব্যক্তির বিনা কারণে কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে হত্যা করিবার প্রবল আবেগ চিত্তে উপস্থিত হইল। এই আবেগ এক প্রকারের উন্মাদ রোগ। এ উন্মাদরোগ অস্থায়ী, যাই সে ব্যক্তি সেই আত্মীয়কে হত্যা করিল, অমনি কি সর্ব্বনাশ করিলাম বলিয়া চিৎকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিল। তৎপূর্ব্বে তাহার সে ভাব ছিল না, বরং হত্যার সুযোগ পাইয়া তাহার আহ্লাদই উপস্থিত হইয়াছিল। এমন দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে এই রূপ আবেগ উপস্থিত হইয়া হত্যার উদ্যোগে চৈতন্যোদয় হইয়াছে, এবং উপাসনা প্রার্থনাদি দ্বারা সে আবেগের অপগম হইয়াছে। যে সকল বাসনাধীন ব্যক্তি ঠিক ঈদৃশ উন্মাদরোগিসদৃশ তাহাদিগের চৈতন্যোদয়সম্বন্ধে আমরা নিরাশ্বাস নহি। ঈশ্বরকৃপায় অচিরে তাহাদিগের চৈতন্য হইবে, এবং চৈতন্যলাভমাত্র তাহারা বাসনাচ্ছাদিত বিষয়ে দেবনিঃশ্বসিত প্রাপ্ত হইবে।

এতদপেক্ষা আরো একটি সহজ উপায় আছে, কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যেখানে অনেকগুলি সাধক একত্র দলবদ্ধ, সেখানে কোন্ ব্যক্তি কোন্ বাসনার অধীন তাহা বাহির হওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। যিনি বাসনাধীন তিনি আপনার অবস্থা না বুঝুন, পার্শ্বস্থিত আর সকলে অনায়াসে তাঁহার দৌর্ব্বল্য বুঝিয়া ফেলেন। ধন্য সেই সকল ব্যক্তি, যাঁহারা সহযোগী মাননীয় সাধকগণের হৃদয়ের আলোক গ্রহণ করিয়া আপনার দুর্দ্দান্ত বাসনাকে ধরিয়া ফেলেন, এবং তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া সর্ব্বথা দেবনিঃশ্বসিত লাভের অন্তরায় চিরদিনের জন্য উন্মূলিত করেন।

ঈশ্বরের বিশেষ আজ্ঞা।

এ সময়ে আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ আজ্ঞা কি সর্ব্বথা অকুতোভয়ে তাহা প্রকাশ করা উচিত। আমরা আর তাঁহার আজ্ঞা গোপন করিয়া রাখিতে পারি না, গোপন করিয়া রাখা, না আমাদিগের পক্ষে না অপরের পক্ষে, শ্রেয়স্কর। আমাদিগের পক্ষে যাহা বিশেষ আজ্ঞা, সকলের পক্ষেই তাহা বিশেষ আজ্ঞা, সুতরাং প্রকাশ্যে তাহা লেখা ও বলায় গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিবার দোষ স্পর্শ করে না।

নিরাকার পরমাত্মাকে দর্শন ও তাঁহার কথা শ্রবণ আমাদিগের প্রতি সর্ব্বপ্রথম অনুজ্ঞা। এ অনুজ্ঞা সাধারণ ও সামান্য নহে, বিশেষ। নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর দর্শন ও নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতে আমরা অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমরা পাপী, কেমন করিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিব, তাঁহার কথা শ্রবণ করিব, এ কথা বলিবার আমাদিগের অধিকার নাই। আমাদিগের ন্যায় লোক যদি দর্শন ও শ্রবণের সাক্ষ্য দান করিতে পারে, তাহা হইলে এবার বিধানমহাত্ম্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। পাপীর পাপ খণ্ডন, চরিত্রের মাধুর্য্য ও বিশুদ্ধ ভাব, প্রজ্ঞার সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শনে সামর্থ্য, সর্ব্বভূতের প্রতি চিত্তের আর্দ্রভাব ইত্যাদি বিবিধ দেবগুণ দর্শন ও শ্রবণে বর্দ্ধিত হইবে, এবং দিন দিন দর্শন ও শ্রবণ ঘনীভূত হইতেছে এই সকল দ্বারা অনুভূত হইবে।

ঈশ্বর দর্শন ও তাঁহার বাণী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বর্গস্থ যোগী ঋষি মহর্ষিগণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। এ দর্শন কাল্পনিক বা মিথ্যা নহে কিন্তু সত্য ঈশ্বরে সত্যভাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। ঈশ্বর যে প্রকার নিরাকার, এই সকল বিদেহ যোগী ঋষি মহর্ষিগণও সেই প্রকার নিরাকার। ঈশ্বর এক অনন্ত মহাশক্তি, ইহাঁরা সেই শক্তি মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি। আমরা চিন্তাপথে এই সকল ক্ষুদ্র শক্তি গণনায় আনয়ন না করিয়া কেবল ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি, এবং সময়ে সময়ে এরূপ দর্শন একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু স্বর্গের যত দূর আমরা দর্শনের বিষয় করিতে পারি তাহা করিবার জন্য আমাদিগের প্রতি বিশেষ আজ্ঞা।

ঈশ্বর ও মহর্ষিগণকে দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে পরলোক নিত্যপ্রত্যক্ষ করিতে আমাদিগের প্রতি তৃতীয় অনুজ্ঞা। আমাদিগের নিকটে মৃত্যু বলিয়া এমন কোন ভয়ঙ্কর সামগ্রী নাই, যাহা আমাদিগের আত্মীয় বন্ধুবর্গকে চির দিনের জন্য আমাদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায়। যাহা বাহিরে ছিল তাহা ভিতরে আসিল মৃত্যু আমাদিগের সম্বন্ধে এই টুকু মাত্র বিশেষ কার্য্য সাধন করে। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিয়া বিশ্বাস করে, চিরবিচ্ছেদসাধক বলিয়া ঘৃণা ও ভয়ের দৃষ্টিতে দর্শন করে, সে ব্যক্তি আমাদিগের দলস্থ নহে। যাঁহার সহিত যে সম্বন্ধ মৃত্যু তাহার একটুও বিপর্য্যয় করিতে পারে, এ প্রকার সংশয় ক্ষণকালের

জন্যও যেন আমরা কখন হৃদয়ে স্থান না দি, ঈশ্বর কর্তৃক আমরা এরূপ অনুরুদ্ধ হইয়াছি। ঈশ্বরের এই আদেশ পূর্ণ মাত্রায় জীবনে প্রতিফলিত করিয়া জগতে প্রকাশ করিতে হইলে আমাদিগের যত প্রকার বিপদ্ পরীক্ষায় নিপতিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সকল অকুতোভয়ে বহন করিবার জন্য ঈশ্বর পুনঃপুনঃ আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, তাই আমরা ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে পারিতেছি না। ভগবান্ বলিতেছেন, মৃত্যু সম্বন্ধবিলোপক নহে, জানিয়া মৃত্যুকে অণুমাত্র ভয় করে না, এই লক্ষণে আমার লোক জগতে পরিচিত হইবে।

সর্ব্বপ্রকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের প্রতি চতুর্থ অনুজ্ঞা। এ অনুজ্ঞাতে আমরা ঈশ্বর, বিধান, ও চরিত্র সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এই অনুজ্ঞা আমাদিগের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, এবং আমরা শৃঙ্খলবদ্ধকরপাদ হইয়া ঈশ্বরের দ্বারে পড়িয়া আছি। আমাদিগের ঈশ্বর সর্ব্বসামঞ্জস্যের ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান করিতেছেন, আমরা কোন প্রকারে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া একটি বিষয়ে যেন আবদ্ধ হইয়া না পড়ি। কি জানি বা আমরা তাঁহার কোন একটি স্বরূপ লইয়া অন্য স্বরূপের প্রতি উদাসীন হই, আমরা তাঁহার কোন একটি সম্বন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অন্য সম্বন্ধ গুলিকে দূরে পরিহার করি, এজন্য তিনি নিরন্তর আমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। ঈশ্বর শিল্পী, কবি ও দার্শনিক, স্রষ্টা, রাজা, ও শাস্তা, পিতা মাতা স্বামী ও বন্ধু, পুত্র কন্যা পত্ন্যাদি অপেক্ষা প্রীতির পরম আস্পদ। তিনি কঠোর সত্য, অথচ সুস্নিগ্ধ করুণা, নিত্য দৃঢ় অথচ পরম মধুর, অপরিক্ষুণ্ণ বিবেক, অথচ প্রকৃষ্ট সম্মেলন, নিরন্তর কর্ম্মশীল অথচ নিরন্তর বিশ্রান্ত, সভ্যতার চিরব্যস্ততায় অথচ শান্তযোগে নিমগ্ন, পুরুষের কঠোরতায় অথচ নারীর সুস্নিগ্ধ ভাবে পূর্ণ, বালকের ক্রীড়নশীলতায়, অথচ বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্যে মনোহর। তাঁহার এই সকল ভাবের ভাবুক হইয়া আমাদিগের জীবন তদনুরূপ গঠন করিব। এসকলের একটিও আমরা দূরে পরিহার করিতে পারি না। এইতো গেল আদর্শ ঈশ্বরসম্বন্ধ। বিধান ও জাতীয় ধর্ম্মসম্বন্ধেও আমাদিগের প্রতি ঈদৃশ অনুজ্ঞা। যিহুদী বিধানের ন্যায়, ঈশার বিধানের প্রেম, হিন্দুগণের যোগ, বৈষ্ণববিধানের প্রমত্তা ভক্তি, শাক্তগণের আত্মজয়, বৈরাগিগণের আত্মত্যাগ, হিতৈষিগণের কার্য্যকারিতা, বিজ্ঞানবিদ্গণের জ্ঞান, গৃহস্থের পরিমিতাচার, রাজনীতজ্ঞের সামাজিক শৃঙ্খলার অধীনতা, এসকলের সমগ্র সম্মিলন আমাদিগের জীবনে প্রদর্শন করিতে আমরা অনুরুদ্ধ। বেদ বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য এবং নববিধানে নবীন আবিষ্কৃত তত্ত্ব একটিও আমাদিগের নিকটে অনাদৃত হইবে না, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তৎপ্রতি যে প্রকার সম্মাননা করে, তাহা হইতে আমাদিগের সম্মাননা প্রদর্শন কিছুতেই ন্যূন হইবে না, অথচ নিত্য দেবনিঃশ্বসিতে ঐ সকলের নব নব বিকাশ আমাদিগের জীবনে প্রস্ফুটিত হইবে। এ আদেশের সমুদায় অংশ আমরা সমগ্রভাবে লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না, সাধকগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আলোক লাভ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় অবগত হইবেন, ইহাই আমাদিগের আশা।

দুঃখের বিষয় এই আমাদিগের প্রতি যে পঞ্চম অনুজ্ঞা সেই অনুজ্ঞার সঙ্গে আমাদিগের সকল ভ্রাতার সম্মিলন হইবে আমরা তাহার অন্তরায় দেখিতে পাইতেছি। এ বিধানে পবিত্রাত্মার প্রাধান্য সকলেই জানেন, কিন্তু ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে পৃথিবীতে যত বিধান আসিয়াছে, তাহার একটিও পবিত্রাত্মার ক্রিয়া ভিন্ন হয় নাই। এ বিধান পবিত্রাত্মার বিধান এই জন্য যে পবিত্রাত্মা কেবল বিধান-

প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত নহেন, যাঁহারা বিধান গ্রহণ করিবেন, বিধান প্রচার করিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও তাঁহার ক্রিয়া ভিন্ন কিছু হইতে পারে না। মহর্ষি ঈশা পবিত্রাত্মার এই ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অনুযায়িবর্গ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া যাহা পবিত্রাত্মা দ্বারা সাধিত হইয়াছে, তাহা অনেক সময়ে কেবল খ্রীষ্টে আরোপ করিয়াছেন। এরূপ আরোপ তাঁহাদিগের বুদ্ধির দোষে বা অন্য কোন কারণে হইয়াছে আমরা বলিতে চাই না। কিন্তু ঈশার অনুযায়িগণ পবিত্রাত্মার ক্রিয়া সচেতন ভাবে গ্রহণ করেন নাই, ইহা বলিলে কিছু অতিরিক্ত বলা হয় না। মোহম্মদের গিবরাইল পবিত্রাত্মা, ইহা কোরাণের স্পষ্ট কথা। অন্য সম্প্রদায়ে যাহাই হউক, এবার যে পবিত্রাত্মাকে নববিধানে সমুচিত স্থান অর্পিত হইয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পবিত্রাত্মা ভিন্ন আমরা ঈশা প্রভৃতি কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারি না, এজন্য আমরা পবিত্রাত্মসর্ব্বস্ব। কিন্তু যে পবিত্রাত্মার অনুরোধে আমাদিগকে মহর্ষি ঈশা প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাঁহারই অনুরোধে আমরা তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারিতেছি না। ঈশ্বর, পবিত্রাত্মা এবং ঈশ্বরসন্তান এতিনেরই স্থান আমাদিগের মধ্যে নিত্যকালের জন্য আছে। আমরা ঈশ্বর কর্তৃক অনুরুদ্ধ এই যে, তাঁহার এই ত্রিবিধ প্রকাশের কোন একটিকে অগ্রাহ্য করিতে পারিব না। যে প্রকাশের যে স্থান তাহা অর্পণ করিতে আমরা চিরবাধ্য। আমরা জানি এই স্থলে বহুমতভেদ উপস্থিত হইবে, কিন্তু সে সকল শুনিতে ও বহন করিতে আমরা প্রস্তুত। লিখিতে লিখিতে আমাদিগের প্রস্তাব দীর্ঘ হইল, এবার এই পর্য্যন্ত।

নববিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

ইচ্ছা কল্পনা ও অদৃষ্ট।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৭। ঈশ্বরেচ্ছার সৃষ্টির অনুরূপ মানবীয় ইচ্ছা পাপান্ধকার ভেদ করিয়া পুণ্যজগৎ নির্ম্মাণ করে। এ নির্ম্মাণব্যাপার ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মানবীয় ইচ্ছার অভিন্নতায় উপস্থিত হয়।

"কিছুই ছিল না সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইল। কিছুই ছিল না তথাপি এই সুন্দর বিশ্ব ঘোর অন্ধকার হইতে উৎপন্ন হইল। হেতু কি? এক ইচ্ছা। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, এই জগৎ আসিল। এক ইচ্ছা অন্ধকার হইতে জ্যোতি বাহির করিল। সেই ইচ্ছা ঈশ্বরেতে পূর্ণ এবং অনন্তভাবে রাহিয়াছে, সেই ইচ্ছা প্রত্যেক মনুষ্যাত্মায় রহিয়াছে। কিন্তু অনন্ত অসীম ইচ্ছা আমাদের নাই, ঈশ্বরের আছে। আমাদের যতটুকু পরিমাণ ইচ্ছা আছে ততটুকু পরিমাণে আমরা অন্ধকার হইতে আলোক, নরক হইতে স্বর্গ, এবং কদাকার হইতে সুন্দর বস্তু লাভ করি। ইচ্ছা দুর্ব্বল এবং অসৎ হইতে পারে না। কিছু ছিল না আর এই ইচ্ছার প্রভাবে অনেক হইল। জয়লাভের আদিকারণ ইচ্ছা। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে, যাহা কিছু হইবে, সমুদায়ের কারণ ইচ্ছা। আলোক, সত্য লাভ করিতে যদি মনুষ্যের ইচ্ছা না হয় তাহার জীবনে অন্ধকার এবং অসত্য থাকিবেই। ইচ্ছা যেখানে সেখানে দুর্ব্বলতা নাই।" "ঈশ্বরেচ্ছায় যেমন জগৎ জন্মিল, মনুষ্যের ইচ্ছায় তেমনি স্বর্গীয় জীবনের উৎপত্তি হয়। সত্যের প্রদীপ, প্রেমের নন্দনশ্রী কোথা হইতে বাহির হইল? এই এক ইচ্ছা হইতে।" "ইচ্ছা সামান্য বল নহে। ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন ইচ্ছা আর কিছুই নহে। ঈশ্বরের দয়াও তাঁহার ইচ্ছার ভিতরে কার্য্য করে। ইচ্ছা দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য সকল সাধন করিতেছেন, মনুষ্য সেইরূপ ঈশ্বরের দাস হইয়া এই ইচ্ছার বলে ক্ষুদ্র পরিমাণে একএকটি সুন্দর ধর্ম্মজগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে। কেমন আশ্চর্য্য সেই বল যাহা পাপকে জয় করে, এবং নরকের মধ্যে স্বর্গ সৃজন করে।"

"এক দিন ব্রহ্মাণ্ডসম্পর্কে যাহা হইয়াছে, ধর্ম্মজীবন সম্পর্কেও তাহাই প্রয়োজন। যেখানে সাধু ইচ্ছার প্রভাবে সুন্দর পুণ্যজগতের নির্ম্মাণ, সেখানে অসাধুতার মৃত্যু। যে দিন মানুষ ভাল হইতে ইচ্ছা করে, সেই দিন হইতে তাহার নবজীবনের আরম্ভ হয়। সেই ইচ্ছার মূলে